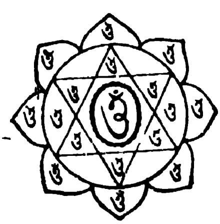
মকার-বাবা



শ্রীক্ষেপা

প্রথম সংস্করণ রথযাত্রা ১৩৬১
দ্বিতীয় সংস্করণ অক্ষয়তৃতীয়া ১৩৬৪

প্রকাশক :
শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী
পোঃ রাণীগঞ্জ,
জেঃ বর্ধমান।

মুদ্রাকর :
শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সার্ভিস্ প্রিণ্টার্স
৫৫।৬৪, কালীচরণ ঘোষ রোড,
কলিকাতা-৫০

নিবেদন

মকার-বাবা-র দ্বিতীয় সংস্করণ আজ দীর্ঘ কয়েক বৎসর পরে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম সংস্করণ বহু পূর্ব্বে নিঃশেষ হয়ে যায়, দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ শুরু হয় দু বছরের-ও কিছু বেশী আগে। কিন্তু প্রেসের ওপর নানা কাজের অতিরিক্ত চাপ থাকায় প্রকাশের বিলম্ব অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। তারজন্য আমরা পাঠকদের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁরা অনেকেই দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আছেন, ধৈর্য্যচ্যুতির সঙ্গত কারণ সত্ত্বে-ও তাঁরা বিক্ষুব্ধ বোধ করেন নি। আজ তাঁদের প্রতীক্ষা সার্থক হল, এই আমাদের আনন্দ।

মকার-বাবা এক অপূর্ব্ব মহাগ্রন্থ। প্রকাশকের সাধ্য নাই 'এর পরিচয় দেয়। শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য, ভারতীয় ধর্ম্ম এবং ঐতিহ্যের যথাযথ রূপ, ভারতীয় নরনারীর জীবনের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় প্রভৃতি এর ছত্রে ছত্রে যে মহিম্নি দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছে। শাস্ত্রপথ-ই যে নিরাপদ রাজপথ; এই পথ যিনি যতটুকু অবলম্বন করবেন তিনি সেই পরিমাণে কৃতার্থ হবেন; শাস্ত্রের বন্ধন যে বন্ধন নয়, মহামুক্তির বিজয় দামামা এই সত্য **মকার-বাবা** উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। আধুনিক শিক্ষাভিমানীর কাছে এই বাণী বিলুপ্ত অতীতের অর্থহীন প্রতিধ্বনি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁদের এই সংশয় বিস্ময়ে পরিণত হবে যখন তাঁরা গ্রন্থ-শেষে লক্ষ্য করবেন এক মারাত্মক রোমাঞ্চকর ভবিষ্যদ্বাণী :

"প্রিয়তম! তোমার জ্যোতিতে শিক্ষিত সজ্জন-মণ্ডলী শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম জেনে স্ব স্ব অধিকার অনুসারে শান্তির পথে অগ্রসর হবেন, পরম পবিত্র শাস্ত্রনদীর বেগ বাড়বেই, বাঁধ কোথায় চলে যাবে, শাস্ত্র-নদীতে সজ্জনগণ ভক্তি-নৌকায় আরোহণ করে প্রিয়তমের প্রেমপারাবারের দিকে যাত্রা করবেন, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণগণ 'শাস্ত্ররক্ষা করবেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হবে'।"

অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস-কে চূর্ণ করে এই দিব্যবাণীর সত্যতা স্বতঃই ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছে। শাস্ত্র-ভগবান্ **আর্য্যশাস্ত্র** এবং **সনাতনশাস্ত্রম্** এই দুই মাসিক পত্রের রূপ ধারণ করে প্রকাশিত হয়ে চলেছেন, প্রতি মাসে

সহস্র সহস্র শাস্ত্র-গ্রন্থ এইভাবে দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হচ্ছেন। কেবল **আর্য্যশাস্ত্রের** জন্যই বৎসরে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়! এই যুগে এ এক অভাবনীয় ব্যাপার নয় কি?

শুধু তাই নয়; উন্মার্গগামী নর-নারীকে স্বস্থ করার জন্য বিশ্বপূজ্য ভূদেব মণ্ডলী তো বটেই, পাশ্চাত্যশিক্ষিতগণও তৎপর হয়েছেন, তাঁরা সঙ্ঘ গঠন করেছেন, সেই সঙ্ঘের পরিচালকরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সর্ব্বাধীশ অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্য (বিদ্যাভূষণ) মহোদয় আজ এক বৎসর **'পথের আলো'** নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনা করছেন, উদ্দেশ্য পথহারাদের পথের সন্ধান দেওয়া। **মকার-বাবার** ভবিষ্যদ্বাণী যে অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভ হতে উত্থিত হয়ে বর্ত্তমানের পটভূমিতে সমাসীনতার আভাস আমরা-ও পাচ্ছি, যদিও আমরা সেই শ্রেণীর লোক যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।"

গ্রন্থরাজ **মকার-বাবা** নিছক গ্রন্থ ন'ন, বাস্তবের প্রতিভূ। **মকার-বাবা** শুধু তত্ত্বের ব্যাখ্যা বা আদর্শের বিশ্লেষণ ন'ন, শুধু অতীত গৌরবের চিত্র ন'ন, ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি।

প্রকাশক

প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

মকারায় নমো নমঃ

দিন মাস মনে নাই, সন ১৩৬৬।

শাস্ত্রের ওপর শাস্ত্রাঘাত এ যুগে নতুন নয়। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ এ আঘাত বুঝি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। ব্যাকুল ভক্ত হৃদয়ে ব্যথা জাগে। বেনামী পত্রে প্রার্থনা জানানো হয়। হুবহু ভাষা মনে নাই, যতদূর স্মরণ হয় সে প্রার্থনা এই—

"ভগবন্! তোমার সাধের রাজ্য পুণ্যা আর্য্যভূমির দুর্দ্দশা দেখ—কি ছিল—কি হইয়াছে। তোমার ত্রিতাপনাশক শাস্ত্রকে শস্ত্রে পরিণত করিয়া তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞগণ সংসারে প্রলয়অনল জ্বালিতেছেন। ধর্ম্মের শত্রু, শাস্ত্রের শত্রু, জগতের শত্রু—ছদ্মবেশী এইসব অসুরদের হাত হইতে তোমার শাস্ত্র তুমি রক্ষা কর।

গুরো, শঙ্কর, প্রাণেশ্বর! প্রলয়পয়োধিজলে মৎস্যরূপে বেদ রক্ষা করিয়াছিলে। আবার প্রলয় উপস্থিত। অবিলম্বে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া হয়গ্রীবের হস্ত হইতে শাস্ত্র উদ্ধার কর।

ধর্ম্মের নামে এত অত্যাচার আর কতদিন সহ্য করিবে ত্রিশূলী! জাগো গুরো, জাগো ত্রিলোচন।"

যথাসময়ে বেনামী উত্তর আসে—"তথাস্তু"। বছর খানেক পর ১৩৬৭ সন ৮ই ভাদ্র থেকে লেখা শুরু হয়। অবশভাবে ১৬ দিন ধরে লেখা চলে। ঝর ঝর ক'রে লেখা হ'য়ে যায়। নানা অপূর্ব্ব অচিন্তিতপূর্ব্ব বিষয় অবতরণ করেন। ২৩শে ভাদ্র গ্রন্থ শেষ হয়।

এই হ'ল "মকার-বাবার" আবির্ভাবের ইতিহাস। ইনি প্রকৃত-ই অপৌরুষেয়। এই গ্রন্থরাজের পরিচয় প্রদানের সাধ্য প্রকাশকের নাই—কার আছে তাও জানা নাই। পাণ্ডুলিপি পড়ে একজন মন্তব্য ক'রেছিলেন "শ্রীভগবান্ এতদিন সমাহিত ব্রহ্মা এবং ঋষিদের চিত্তলোকে উদ্‌ভাসিত হ'য়েছিলেন ; ব্রহ্মা এবং ঋষিগণের অনুভূতির মাধ্যমে শাস্ত্র এ যাবৎ উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে। এবার শ্রীভগবান্ স্বয়মাবির্ভূত হ'য়েছেন, নিজেই

নিজের মাধ্যমে নিজেকে তিনি এবার প্রকাশ ক'র্লেন। শাস্ত্রের এমন প্রকাশ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।" এই মন্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই। তবে যিনি এই মন্তব্য করেন, তিনি ভক্ত নন্, উচ্ছ্বাসপ্রবণ নন্, ভাবাবেগশূন্য শুষ্কচিত্ত ব্যক্তি। তাই এই মন্তব্য আজ স্মরণ ক'র্ছি। তবে গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। পূর্ব্বপক্ষদের এই গ্রন্থে চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করা হ'য়েছে অথচ বিন্দুমাত্র উষ্মা ক্ষোভ বিবাদ বা বিতর্কের সুর এতে নাই, প্রেমের অগাধ এবং অজস্র সিঞ্চনে প্রতিপক্ষদের আপ্যায়িত করা হ'য়েছে। এভাবে শাস্ত্রমীমাংসা বোধ হয় আর কখনও দেখা যায়নি। শাস্ত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা এবং কাউকে কোনরূপ আঘাত না দিয়ে সমস্ত আলোচনা এ এক অভিনব ব্যাপার,— এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নাই।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমলীলার অপূর্ব্ব প্রকাশ এই "মকার-বাবা" প্রকাশের সৌভাগ্যে আমরা কৃত কৃতার্থ। যাঁর শাস্ত্র তিনিই শাস্ত্র রক্ষা ক'রেছেন ক'র্ছেন এবং ক'র্বেন। তাঁর চরণে আমাদের প্রার্থনা—আমরা যেন তাঁর এই মহাদানের যোগ্য হ'তে পারি, আমরা যেন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি ক'র্তে পারি যে "শাস্ত্রবাণী কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না। সমুদ্রের বেলাতিক্রম, মেরুর চলন, চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণের কক্ষ ত্যাগ—কখন সম্ভব হ'তেও পারে কিন্তু শাস্ত্রবাণী মিথ্যা হ'তে পারে না—পারে না—পারে না।" শাস্ত্র সত্য, শাস্ত্র অতি সত্য, শাস্ত্র অতি মহাসত্য—জ্ঞানময় এই বোধের বিকাশ ক'রে দাও।

মকারায় নমো নমঃ

—•—

মকার-বাবা

বিস্তৃত বিষয়-সূচী

(প্রথম উল্লাস)

(দ্বিতীয় উল্লাস)

(তৃতীয় উল্লাস)

(চতুর্থ উল্লাস)

বিষয় পৃষ্ঠা

(ষষ্ঠ উল্লাস)

—০—

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীচন্দ্রভাগা মন্দির
শ্রীরণছোড় আশ্রম
ভেট-দ্বারকা
কোজাগরী পূর্ণিমা
১৮ই আশ্বিন ১৩৬৭

ওঁ
বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধি-বিষ্ণু-সর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

মকার-বাবা

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

শ্রীচন্দ্রভাগা মন্দির

ক্ষেপা

বেদান্তাম্ভোজসঙ্ঘানাং ভাস্করায় প্রকাশিনে।
নির্ম্মলায় স্বরূপায় প্রণবায় নমো নমঃ॥

প্রণবঃ পরমং ব্রহ্ম প্রণবঃ পরমঃ শিবঃ।
প্রণবঃ পরমো বিষ্ণুঃ প্রণবঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

যো গূঢ়ঃ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভূতানি শাস্তি যঃ।
সর্ব্বভূতস্বরূপী চ ওঙ্কারং প্রণমাম্যহম্॥



মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

উৎসর্গ

শ্রীরণছোড় আশ্রম
শ্রীচন্দ্রভাগা মন্দির
ভেট-দ্বারকা
১৫।৫।৬৭

পরমপূজনীয়

মহামহোপাধ্যায়
৺যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
শ্রীচরণকমলেষু :—

বাবা,

কলিপীড়িত জনগণের জন্য আপনি সতত চিন্তা ক'র্তেন, নরনারীগণ কিরূপে সুপথে গমন ক'রে শান্তি লাভ ক'র্বে তার জন্য "উৎসব সৎসঙ্গে" ও অন্যান্য স্থানে আপনি কত উপদেশ ক'রেছেন।

শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার নিত্য সার্ব্বকালিক তীর্থের কলিপাশমুক্ত ক'রবার বাসনা আপনার জাগ্রত হয়। "গঙ্গাসাগরসঙ্গম" মহাতীর্থস্নানে পাপশূন্য হ'লেই তাপিতগণের তাপ শান্তি হবে, এইটি নিশ্চয় ক'রে এ দাসকে আদেশ ক'রে গেছেন। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার আশীর্ব্বাদে আপনার বাসনা পূর্ণ হয়।

এই "মকার-বাবা"খানি আপনার নামে উৎসর্গ ক'র্লাম।

ভেট-দ্বারকা
শুক্লা একাদশী
১৫ই ভাদ্র, ১৩৬৭ সাল

আপনার
ক্ষেপা

"নিত্য সত্য পরমাত্মা ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।
জ্ঞানে দৃশ্য প্রেমে ভোগ্য যত্নে লভনীয়॥
তাঁহারে পূজিয়া জীব হৃদি করি ধ্যান।
সাধিয়া তাঁহার কার্য্য লভয়ে কল্যাণ॥"

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীরণছোড় আশ্রম
শ্রীচন্দ্রভাগা মন্দির

মঙ্গলাচরণ

ওঁ

ওঁ তৎসৎ

সোঽহং হংসঃ

সীতারাম

মা

ওঙ্কারায় বিদ্মহে, ভবতারায় ধীমহি।
তন্নঃ প্রণবঃ প্রচোদয়াৎ ॥

মা

ওঁ মা-মহামায়ায়ৈ বিদ্মহে,
বিন্দুবাসিন্যৈ ধীমহি।
তন্নঃ পরমাম্বিকা প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

অবিরাবীর্ম এধি,
জ্যোতির্ময়ী মা আমার,
হও আবির্ভূতা।

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ব্রহ্মমেতুমাম্। মধুমেতু মাম্। ব্রহ্মমেব মধুমেতু মাম্। ওঁব্রহ্মমেধয়া। মধুমেধয়া। ব্রহ্মমেব মধুমেধয়া। সমেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধায় পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়।

কৃপাত্মকা প্রপদ্য ত্বাং বুদ্ধধর্ম্মপুরঃসরীম্ ।
সুখেনায়াস্তি মাহাত্ম্যমতুলং ভক্তিবৎসলে ॥

—প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র

মাতঃ প্রজ্ঞে। তুমি বুদ্ধধর্ম্মের (উৎপন্ন শক্তিবোধের) অগ্রে গমন কর ও দীপের মত পথ দেখাও। আমি তোমার শরণ গ্রহণ ক'রছি ; হে ভক্তি-বৎসলে ! কৃপালু পুরুষ তোমাকে প্রাপ্ত হ'য়ে অতুলনীয় মহিমা লাভ করেন।

—•—

"মা"

উৎপত্তি-স্থিতি-ভঙ্গানি জায়ন্তে জগতো যতঃ।
কার্য্য-কারণকর্ত্তারমোঙ্কারং প্রণমাম্যহম্॥
অর্দ্ধমাত্রামমাত্রাঞ্চ দেবতাং বিজনোজ্জ্বলাম্।
ওঙ্কাররূপিণীং দেবীং নিত্যং বন্দে সুনির্ম্মলাম্॥

"মা"

সদানন্দময়ি মাগো তোমার চরণে।
শরণ নিলাম আমি কায় বাক্য মনে॥
জগৎ কল্যাণ কর লহ নমস্কার।
আমার আমিরে তোরে দিনু উপহার॥
আমি তব, আমি তব, তুমি মা আমারি।
বুকে ক'রে রাখো মোরে দিবা বিভাবরী॥

——

নাদাত্মকং নাদবীজং প্রণবং প্রণবস্থিতম্।
বন্দে তং সচ্চিদানন্দং মাধবং মুরলীধরম্॥
স্পন্দ পরব্যোম্নি রেতোঽখিলস্য
সবিতুর্বরেণ্যং দেবস্য ভর্গঃ।
প্রাণেষু ভর্ত্তা রসস্থিতা রসেষু
ব্রহ্মাসি প্রত্যঙ্ নাদ প্রসীদ॥
সর্ব্বদুঃখনিহন্ত্রী ত্বং ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী।
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মাতৃদেবি নমোঽস্তু তে॥

—০—

'শ্যামসুন্দর'

মোর মোহন রে—

নীল আকাশ তলে, নীল সাগরজলে

নীলকমল ঐ ফুটেছে রে।

দিবানিশি বাঁশীগানে, ডাকে মোরে প্রাণে প্রাণে,

কে আমার ধ্যানে জ্ঞানে ভাসিছে রে॥

সুন্দর নীলতনু, করেতে মোহনবেণু,

নয়নেতে ফুলধনু শোভিছে রে।

ওই মধু মৃদু হাসি, হরিছে তিমিররাশি

ভালবাসি কাছে আসি পরশে রে (মোরে)॥

সব দৃশ্যে সব ধ্যানে, কে ফুটেছে সবখানে

কে আমার মনে প্রাণে জাগিছে রে।

সে যে মাতা, সে যে পিতা, সে যে বন্ধু বুদ্ধিদাতা

সে আমার পরিত্রাতা প্রাণরঞ্জন রে॥

সে যে প্রিয়তম কত, তবু তাকে চাহিনাত'

কি মোহে পড়িয়া তাকে ভুলেছি রে।

আমি ভুলে যাই তারে, সে তো ভুলে নাকো মোরে

বিরহ ব্যাকুল স্বরে ডাকিছে রে॥

মনে হয় সব ফেলে, ছুটি ও চরণতলে

মন প্রাণ সঁপে দিই চরণে রে।

প্রিয়তরে মন প্রাণ, কাঁদিতেছে অবিরাম

দরশন দিয়ে রাখ জীবন রে॥

(সান্ন্যাল বাবা)

—০—

'মদন-মোহন'

হৃদি বৃন্দাবনে আমারি কারণে
সর্ব্বনাশা বাঁশী বেজেছে এবার।
(তাঁরে) জানি না তবু যে ভুলি লোক লাজে
পাগলিনী ধাই অভিসারে তাঁর॥
প্রমত্ত উজান মন যমুনায়, লুকাইয়া বাঁশী ডাকে আয় আয়
প্রাণের কালিয়া ব'লে দে কোথায়, বড় যে সুখেরি কলঙ্ক রাধার।
প্রতি অঙ্গ মোর কানু ক্ষুধাতুর, সে কানু কেন লো দূর এত দূর,
প্রেমের রাজা সে যে; ছিলনা নিঠুর কোটি কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার।
যত ছিল রাস যত বৃন্দাবন,
যত লো কদম্ব নিকুঞ্জ কানন।
সেথা জনমে জনমে মোর কানু ধন
প্রেমভিখারিণী আমি রাধা তাঁর॥

(রায় বাবা)

—০—

ॐ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীরণছোড় আশ্রম
শ্রীচন্দ্রভাগা মন্দির
ভেট-দ্বারকা

'মা'

উদ্বোধন

জাগো মা জগজ্জননি তারিণি!
তুমি না জাগিলে শিবে, বল কিবা ফল হবে?
বিফলে বহিয়া যায় জীবনরজনী।
মূলাধারে জ্যোতিরূপা শিব লয়ে আছ শুয়ে,
কাতর তনয় ডাকে বারেক না দেখ চেয়ে,
সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারে শঙ্করে আছ মা ঘিরে
চারিদল কমলেতে চঞ্চলারূপিণী।
বিফল পূজা জপ ঘুমায়ে থাকিলে তুমি,
কতবার ঘুরিতেছি তাই মা জঠর ভূমি,
নিলাম শরণ মাগো রাতুল চরণে তব—
জাগিয়ে তার মা তারা না আসিতে দিনমণি।

মা

—০—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ

মা

মাকার বাবার

বেদ মত

[illegible] মত

মহাভারত মত

ভাগবত মত

পুরাণ মত

[illegible] মত

সংহিতা মত

মকার-বাবার সকল শাস্ত্র মহামত

সাধু ভক্ত মত

ওঁ

পুরাণং বাচকং যস্য আপবং শ্রীকাঙ্গবং ।
ইতিহাস [illegible] প্রোবাচ [illegible] ।

বঙ্গার

বাটার

অন্নপ্রাশনে

পরমাণুর

নেমন্তন্নো

'মা'

পাগল করে দে মা শ্যামা—
আমি নামসাগরে ডুবে যাই।
তুই পাগলী, বাবা পাগল
(আমায়) পাগল কেন করিস নাই॥

পাবি না ক্ষেপা মায়েরে, ক্ষেপার মত না ক্ষেপিলে।
সেয়ান পাগল বুঁচ্কি আগল, কাজ হবে না ওরূপ হ'লে॥
শুনিসনে তুই ভবের কথা, সে যে বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা,
সার করে শ্রীনাথের কথা, চোখের ঠুলি দে না খুলে॥
মায়ামোহ ভোগতৃষা, দেবে তোরে যতই তাড়া,
বোবার মত থাকৃবি ব'সে, সে কথায় না দিয়ে সাড়া।
নিবৃত্তিরে লয়ে সাথে, ভ্রমণ কর তত্ত্বপথে,
নৃত্য ক'রে প্রেমে মেতে, সদা কালী কালী ব'লে॥
মজা আছে এ পাগলে, জানৃবি আসল পাগল হ'লে,
আয় রে পাগল ছেলে ব'লে, পাগলী মায়ে নেবে কোলে।
ফুরাবে পাগলের মেলা, ঘুচিবে ত্রিতাপের জ্বালা,
শান্তি ধামে করবি লীলা, এ যুক্তি প্রেমিকে বলে॥

"মা"

প্রার্থনা

এ শরীরে হরি, যাহা কিছু করি
সকলি তোমারি হে, সকলি তোমারি।
শয়ন-গমন, স্বপ্ন জাগরণ
কিছু না আমারি হে কিছু না আমারি॥
কি যেন অজানা ছলেতে ভুলিয়ে,
মাঝে মাঝে ফেলি খাই হারাইয়ে,
নিজেতে মমতা টানিয়ে আনিয়ে,
তোমারে পাশরি হে তোমারে পাশরি॥
দাও ভেঙ্গে দাও এ বিষম ছল,
নাও কেড়ে নাও পাপ পুণ্য বল,
হোক্ শূন্য হোক্ হৃদয় কমল,
আসন তোমারি হে আসন তোমারি॥
যে পথে চালাবে সে পথে চলিব,
যে কথা বলাবে সে কথা বলিব,
ফলাফল আমি কিছু নাহি লব,
সে সব তোমরি হে সে সব তোমারি॥

"গুরো"

—o—

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীরণছোড় আশ্রম
শ্রীচন্দ্রভাগা মন্দির
ভেট-দ্বারকা

"ম"

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষঃ।
যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥
আত্মার তৃতীয় পাদ ওঙ্কারের "মকার মাত্রা।"
ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী,
ইনি সকলের প্রসবিতা কারণ, ইনিই স্থূল সূক্ষ্ম
ভূতগণের উৎপত্তি ও বিলয়ের অধিষ্ঠান॥

—০—

মুক্তেরয়ং মহামার্গো মকারাখ্যোঽন্তরাত্মনঃ।
নাদঞ্চোৎপাদয়ত্যেষ কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ॥
অন্তরাত্মার এই "মকার" মুক্তির মহামার্গ,
এই প্রাণসংযম কুম্ভক, নাদ উৎপন্ন করেন।

—০—

অকারে রেচিতং পদ্মমুকারেণৈব ভিদ্যতে।
মকারে লভতে নাদমর্দ্ধমাত্রা তু নিশ্চলা॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং নিষ্কলং পাপনাশনম্।
লভতে যোগযুক্তাত্মা পুরুষস্তৎপরং পদম্॥

—যোগতত্ত্বশ্রুতি

"অকারে" পদ্ম রেচিত ও উকারে ভিন্ন হয়, মকারে নাদ লাভ হ'য়ে থাকে। অর্দ্ধমাত্রাটি অচঞ্চল স্থির—সেই শুদ্ধ স্ফটিকের মত নিষ্কাম পাপনাশন পরমপদ যোগযুক্ত মহামানব লাভ ক'রে থাকেন।

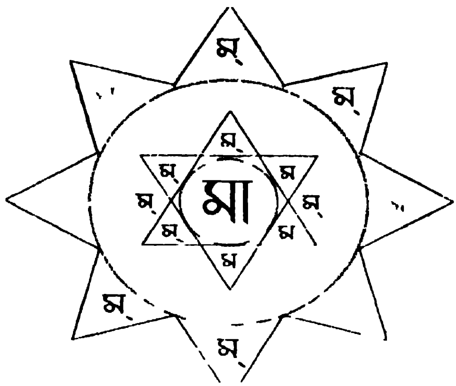
—০—

'মা'

ঈশ্বরঃ পরমো দেবো মকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ

মকার পরম ঈশ্বর।

ম্



মুক্তিদঃ সাধকানাঞ্চ মকারো মুক্তিদো মতঃ। —রামরহস্য।

সাধকগণের মুক্তিদাতা "মকার"।

মকারস্তু উমা জ্ঞেয়া প্রশান্তং শাশ্বতং ধ্রুবম্। —শিবপুরাণ।

পরম অমৃত দান করেন।

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায়

ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়।

নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়

তস্মৈ নকারায় নমঃ শিবায়॥

মন্দাকিনীসলিল-চন্দনচর্চ্চিতায়

নন্দীশ্বর-প্রমথনাথ-মহেশ্বরায়।

মন্দারপুষ্পবহুপুষ্প-সুপূজিতায়

তস্মৈ "মকারায়" নমঃ শিবায়॥

॥ অম্বরেণ মকারেণ পদং সূক্ষ্মং হি গচ্ছতি॥

—•—

॥ মকার-বাবা ॥

মকার-বাবা

(প্রথম উল্লাস)

শ্রীরামায়ণ শ্রীমহাভারত শ্রীভাগবত,
শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতীর কাশীধামে পরাজয়,
শ্রীরামমোহন রায়ের ইংলণ্ডে মৃত্যু,
মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের
বেদপ্রমাণ।

মকার-বাবা

প্রথম উল্লাস

ক্ষেপা রাম রাম ক'র্‌ছে, নামের বিরাম বিশ্রাম নাই, কখনও ব'সে সে রাম রাম ক'র্‌ছে, কখন বা উঠে দাঁড়িয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে চ্‌তে রাম রাম ক'র্‌ছে। এমন সময় হরিদাসবাবু এসে বললেন—ও পাবাবা থামো থামো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে চাই।

পা। রাম রাম সীতারাম বল সীতারাম, কি ব'ল্‌বে সীতারাম?

রি। তুমি শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু পড়েছো?

পা। রাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম, একটু আধটু সীতারাম।

রি। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত অন্যান্য পুরাণ—এসব পড়েছো?

পা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম পড়েছি, তবে ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি রাম রাম সীতারাম।

রি। কেন বুঝ্‌তে পারনি, সংস্কৃত জানো না?

পা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, সামান্য জানি রাম রাম।

রি। ভাল বঙ্গানুবাদ, ইংরাজী অনুবাদ তো হ'য়েছে।

পা। রাম রাম সীতারাম তার দ্বারা শাস্ত্র ঠিক বুঝা যায় না রাম রাম সীতারাম।

রি। কিসের দ্বারা বুঝ্‌তে হয়?

পা। রাম রাম রাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম গুরুগৃহে বাস ক'রে গুরুসেবা, গুরুমুখে শাস্ত্রশ্রবণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা— এভাবে শাস্ত্র পড়্‌লে তবে শাস্ত্র কৃপা করেন। শাস্ত্রই ভগবান্‌,

তাঁর কৃপা হ'লে তবে শাস্ত্র বুঝ্‌তে পারা যায়, নচেৎ রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি নিয়ে নিজে নিজে পড়্‌লে তার সারমর্ম্ম বোঝা যায় না। রামায়ণ প্রথম লব-কুশ পড়েন মহামুনি বাল্মীকির কাছে, অন্যান্য শিষ্যেরাও পড়েন, তারপর গুরুপরম্পরাক্রমে রামায়ণ-পাঠ চলে আস্‌ছে, সে রামায়ণ যদি কোন ব্রহ্মচর্য্য-তপস্যাহীন কৌতূহল-বশে পড়েন, তাহ'লে তিনি সত্যলাভ ক'র্‌তে সমর্থ হন্ না। গুরুর কাছে না পড়্‌লে বেদসম রামায়ণকে উপহাস করা হয়। ভগবান্ বাল্মীকি বেদের অর্থ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য রামায়ণ প্রণয়ন করেন। সেই রামায়ণে সগুণ, নির্গুণ, আত্মা, অবতার সমস্ত কথাই আছে। শ্রীভগবান্ রামানুজ অষ্টাদশবার রামায়ণখানি গুরুদেবের কাছে পড়েছিলেন, রাম রাম সীতারাম।

হরি। দূর দূর রামায়ণ আবার একখানা গ্রন্থ! বাজে বাজে প্রক্ষিপ্তে ভরা!…তিনি একটি একটি ক'রে ধরে ধরে রামায়ণ বুঝিয়েছেন, লঙ্কা অন্য জায়গায়—অষ্ট্রেলিয়ায়, বানর ভালুকেরা মানুষ ছিল, তাদের ন্যাজ ছিল না, বালকাণ্ড প্রক্ষিপ্তে ভরা। উত্তরকাণ্ড মিথ্যা, প্রক্ষিপ্ত। আমার কাছে হিন্দী অনুবাদসহ সেই রামায়ণ আছে, পড়্‌বে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম, তোমাকে আগেই বলেছি সীতারাম, গুরুমুখে শাস্ত্র শুন্‌তে হয় এবং তপস্যা ক'র্‌তে হয়, তবে শাস্ত্রের প্রকৃত রূপের দর্শনলাভ হ'তে পারে। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। বালকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত প্রচুর উত্তরকাণ্ড মিথ্যা—কি ক'রে বুঝ্‌লেন?

হরি। অনুমান ক'রে প্রমাণ ক'রেছেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, মাত্র একজন প্রক্ষিপ্ত ব'লেছেন, আর ত্রেতাযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত কোটি কোটি সাধু মহাপুরুষ, জীবন্মুক্ত, বনবাসী, সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্যাগী, আধুনিক উচ্চশিক্ষিতগণ শ্রীরামচন্দ্রের অপরমূর্ত্তি লীলা-বেদ রামায়ণকে অবলম্বন ক'রে সংসার-সাগর থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছেন, কার কথা মানুব সীতারাম?

হরি। সব বাজে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শুধু প্রক্ষিপ্তটুকুই কাজের সীতারাম? চল কাশী, অযোধ্যা, চিত্রকূট, উত্তর-কাশী প্রভৃতি স্থানে, কত ভক্ত এই রামায়ণ অবলম্বন ক'রে কিভাবে জীবন-যাপন ক'র্‌ছেন, তাঁদের মুখ দেখ্‌লে মনে হয় না—তাঁরা এ রাজ্যের লোক।

হরি। ও সব বাজে, অযোধ্যা চিত্রকূটের সাধু সব বাজে, তেমনি বাজে তুলসীদাসী রামায়ণ।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তুমি কতদূর পড়েছো সীতারাম?

হরি। সে খোঁজে তোমার কি দরকার? ধর এম-এ পর্য্যন্ত পড়েছি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তুমি কার কথায় বিশ্বাস ক'র্‌তে পারো সীতারাম?

হরি। আধুনিক সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তিগণের।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তুমি মহাত্মা গান্ধীজীকে মানো?

হরি। নিশ্চয়ই মানি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তিনি গোসাঁইজীর রামায়ণ নিত্য পাঠ ক'র্‌তেন, আর রাম রাম ক'র্‌তেন।

হরি। তিনি তুলসী-রামায়ণ পড়তেন নাকি! যাক্, তিনি রাজনৈতিক ছিলেন।

ক্ষেপা। রাম রাম তাহ'লে তাঁকে মান্‌লে না!

হরি। না, তাঁকে আমি অমান্য ক'র্‌ছি না, ও সম্বন্ধে তাঁর দুর্ব্বলতা ছিল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আচ্ছা তুমি ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার (রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ), "উৎসব"-সম্পাদক ৺রামদয়াল মজুমদার, এঁদের নাম শুনেছ সীতারাম?

হরি। শুনেছি তাঁরা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তাঁদের গীতা আছে, ৺রামদয়াল মজুমদারের "উৎসব" ব'লে মাসিকপত্র ছিল, ছেলেবেলায় পড়েছি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আচ্ছা (মহামহোপাধ্যায়-উপাধিপরিত্যাগী) নানাদর্শনপরমাচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন ও মঃ মঃ ৺যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থের নাম শুনেছ ?

হরি। হাঁ একজন ছিলেন—বঙ্গবাসীর শাস্ত্র-প্রকাশ-কার্য্য ক'র্‌তেন; আর একজন—তিনি তো সম্প্রতি মারা গেছেন, তিনিও বড় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর ছাত্রের ছাত্রগণও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এঁরা সকলেই বাল্মীকি রামায়ণ তুলসীদাসী রামায়ণ মান্‌তেন কেউই 'বালকাণ্ড প্রক্ষিপ্তে ভরা ও উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত, বলেন নাই, মহাবীরের ন্যাজ দেখেও ভীত হন্ নাই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। সকলের বুদ্ধি কি সকলদিকে ঠিক্ কাজ করে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আচ্ছা, তুমি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নাম শুনেছ ?

হরি। নিশ্চয়ই শুনেছি—তিনি স্বনামধন্য পুরুষ, তাঁর গুরুদেব মহাযোগী ছিলেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, কবিরাজমশাইও তুলসীদাসী রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণ মানেন—প্রক্ষিপ্ত বলেন না।

হরি। তিনি প্রক্ষিপ্ত বলেন না তুমি জানো ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, নিশ্চয়ই জানি। রাম রাম তুমি শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ, তাঁর নাম শুনেছ ?

হরি। শুনেছি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সীতারাম, তিনি আধুনিক শিক্ষিত, তুলসীদাসী রামায়ণ বাল্মীকি-রামায়ণ মানেন।

হরি। সবদিকে সকলকার প্রতিভা কি খেল্‌তে পারে ?

ক্ষেপা। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য, ভগবান্ শ্রীরামানুজাচার্য্য, ভগবান্ শ্রীরামানন্দাচার্য্য, ভগবান্ শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ

যে রামায়ণকে মেনেছেন, মহাত্মাজী, যোগত্রয়ানন্দ, ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার, ৺রামদয়াল মজুমদার, ৺যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ ও দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রম প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত সাধক-শিরোমণিগণ যে রামায়ণকে আমরণ শ্রদ্ধা ক'রে গেছেন, বর্ত্তমানে কবিরাজমহাশয়, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি অগণ্য উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতভাষায় পারদর্শী সাধুগণ যে গ্রন্থরত্নকে মান্‌ছেন, কোন-দিন প্রক্ষিপ্তের কথা তাঁদের মুখে উচ্চারিত হয় নাই, বল তুমিই বল সীতারাম, তোমার বুদ্ধি কি এঁদের চেয়েও রাম রাম সীতারাম—

হরি। তোমায় আগেই ব'লেছি—সকলের বুদ্ধি সকল দিকে খেলে না। বানর মানুষ ছিল, ন্যাজ প্রকাণ্ড—মিথ্যা কথা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, প্রাচীন ঋষিগণ, ঋষিকল্প সাধুগণ, শিক্ষিতমণ্ডলী, মহাভারত এবং সমস্ত পুরাণ হনুমানের ন্যাজ ছিল—একথা স্বীকার ক'রেছেন। সমস্ত ভারতে ন্যাজওয়ালা মহাবীরের পূজা চল্‌ছে। আজ তুমি রাম রাম রাম সেই ন্যাজ যদি অস্বীকার কর, বল শ্রীহনুমানের কি ক্ষতি হবে? রাম রাম রাম সীতারাম সীতারাম।

হরি। মহাভারতে ন্যাজের কথা আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম নিশ্চয়ই আছে, ভীম হনুমানের ন্যাজ তুল্‌তে গিয়ে হিম্‌সিম্ খেয়ে গিয়েছিলেন—মহাভারত পড়ে দেখো, পুরাণের তো কথাই নাই রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম। তা সীতারাম, তুমি যতই বল সীতারাম, আসমুদ্র হিমাচলের ধার্ম্মিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধুগণ ন্যাজহীন হনুমানের কথা শুনে হাসবেন, তোমার যুক্তি-তর্ক কার্য্য-করী হবে না। মহাবীরের ন্যাজে ভয় কি সীতারাম সীতারাম?

হরি। ভয় নয়, যা সত্য তা বল্‌তে হবে না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যত সত্য তুমিই দেখেছ সীতারাম! কি কি পড়েছ? কোন্ কোন্ সাধুর সঙ্গ করেছ?

হরি। সমগ্র বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উনবিংশতি সংহিতা,

মহাপুরুষ দয়ানন্দের গ্রন্থাবলী, সমস্ত ব্রাহ্মমতের গ্রন্থ—এসব পড়েছি, ভারতের সমস্ত সাধু দেখেছি আশ্রম, মঠ, আখড়া— ; সব বাজে বাজে, শুধু কুসংস্কারে ভরা, আবর্জ্জনা-পূর্ণ, যত ঔদরিকের উপনিবেশ।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বয়স তো বেশী ব'লে মনে হচ্ছে না, তার মধ্যে ইংরাজী এম-এ পর্য্যন্ত পড়েছ, তারপর এতসব কি ক'রে পড়্‌লে দেখ্‌লে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ?

হরি। দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'রতে হ'য়েছে !

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম, সমস্ত মহাভারত গুরুর কাছে পড়েছ রাম রাম সীতারাম ?

হরি। মহাভারত গুরুর কাছে পড়্‌তে হবে কেন, নিজেই পড়েছি।

ক্ষেপা। বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, সংস্কৃত জানো রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ?

হরি। তা আর জানি না। মহাভারত প্রক্ষিপ্তে ভরা।

ক্ষেপা। রাম রাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম, মহাভারতের কত শ্লোক আছে জান ?

হরি। লক্ষ শ্লোক মহাভারতের।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় রাম, এখন মহাভারতে কত শ্লোক পাওয়া যায় জান রাম রাম সীতারাম ?

হরি। লক্ষ শ্লোক।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, না সীতারাম, আমাদের এদিকের মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা—

উত্তর-ভারতীয় পাঠ	—৮৬৬০০॥/
দাক্ষিণাত্যের পাঠ	— ৬৫৮৪ / /
উবাচ	— ৭০৩৩
	১০০২১৭॥///

উত্তর-ভারতীয় দাক্ষিণাত্য পাঠ মিলিয়ে উবাচ ৭০৩৩ নিয়ে ১০০২১৭॥///

(গীতাপ্রেসের মহাভারত)

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম সীতারাম, এখন মহাভারতের লক্ষ শ্লোকই পাওয়া যায় না, তাতে আবার প্রক্ষিপ্ত বল্‌ছ! সীতারাম মহাভারত অমৃত-সাগরে যদি কিছু পড়ে থাকে তাও অমৃত হ'য়ে গেছে। যা আছে, তার মধ্যে কোন্ কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত কি ক'রে ঠিক ক'রেছ?

হরি। নিজের বুদ্ধিবলে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বিনা তপস্যায় বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতা হ'তে পারে না রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। অত সব পড়েছ—তপস্যার অবসর কোথায় পেলে সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম?

হরি। আরে রামায়ণ মহাভারত আবার শাস্ত্র, তা পড়্‌তে আবার তপস্যার দরকার! ক্ষেপাবাবা তুমি হাসালে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম সীতারাম, রামায়ণ মহাভারত মহাশাস্ত্র ভক্তি-গ্রন্থ জ্ঞান-গ্রন্থ। মাত্র যদি কেউ রামায়ণ মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করেন, তাহ'লে তার দ্বারাই তিনি লক্ষ্যে উপস্থিত হবেন, অমৃতত্বলাভ ক'র্‌বেন রাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। মহাভারত মহাভারত করছ, এখনকার কোন কোন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বলেন—মহাভারতের যুগে সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা বিশেষ নিম্নস্তরে ছিল। ব্যাসদেব স্ত্রী-পুরুষের যে ছবি এঁকেছেন তা অত্যন্ত জঘন্য ও শোচনীয়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তিনি কি গর্হিত দেখেছেন রাম রাম সীতারাম?

হরি। আদিপর্ব্বে আছে যে মহর্ষি উদ্দালকের পত্নী প্রতি ও পুত্রের সাক্ষাতে অন্য একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলে যায়, তাতে পুত্র শ্বেতকেতু রাগ ক'রে এক নিয়ম স্থাপন করেন। উদ্দালক বলেন—নারীগণ গরুর মতন স্বাধীনা ও স্বতন্ত্রা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম এই প্রসঙ্গ

রাজা পাণ্ডু পত্নী কুন্তীদেবীকে বলেন—

> বভূবোদ্দালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্। ৯ ॥
> শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্যাভবন্মুনিঃ।
> মর্য্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা ॥ ১০ ॥

মহাঃ, আদিপর্ব্ব ১২২ অঃ—

পাণ্ডু ব'ল্ছেন—উদ্দালক-নামক এক মহর্ষি ছিলেন একথা আমরা শুনেছি, তাঁর শ্বেতকেতু নামে পুত্র হ'য়েছিল, নারীগণের এই ধর্ম্মমর্য্যাদা স্থাপন তিনিই করেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

পাণ্ডু ব'ল্ছেন—আমরা শুনেছি উদ্দালক নামে এক মুনি ছিলেন।

আমরা মহাভারতের মধ্যে এক উদ্দালক পাই। আয়োদধৌম্যের তিনটি শিষ্য—উপমন্যু, আরুণি ও বেদ। আরুণি জল-নিবারণের জন্য আল হ'য়ে ক্ষেতে পড়েছিলেন, তাঁরই নাম উদ্দালক হয়। এই উদ্দালকের সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই পাই না, আর এক উদ্দালকের নাম পাই অনুশাসনপর্ব্বে ৭১ অধ্যায়ে, তাঁর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু নয়, নচিকেতা।

প্রথম উদ্দালকের সতীর্থ বেদ, তিনি অধ্যয়ন সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন, তাঁরও তিনটি শিষ্য ছিল। একদিন যাজকতা কর্‌বার জন্য গমনকালে বেদ শিষ্য উতঙ্ককে বলেন—আমি অন্যত্র যাচ্ছি, তুমি গৃহ রক্ষা কর যেন কোনরূপ কিছু ক্ষতি না হয়। তিনি চলে যান। তাঁর উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হ'লে স্ত্রীগণ তাঁকে ডেকে বলেন—তোমার গুরুপত্নী ঋতুমতী, তোমার উপাধ্যায় বিদেশে, তুমি উপাধ্যায়-পত্নীর ঋতু রক্ষা কর।

"যথায়মৃতুবন্ধ্যো ন ভবতি, তথা ক্রিয়তাম্, এষা বিষীদতীতি ॥ ৮৬ ॥

আদিপর্ব্ব ৩য় অধ্যায়

তিনি উত্তর দেন—ন ময়া স্ত্রীণাং বচনাদিদমকার্য্যং করণীয়ম্ ॥ ৮৭ ॥

স্ত্রীগণের বাক্যে এরূপ অকার্য্য করা আমার উচিত নয়।

পূর্ব্বোক্ত উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু স্থাপিত এ মর্য্যাদা হতে পারে না, কারণ সমসাময়িক। তাহ'লে অন্য কোনও শ্বেতকেতু। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডে শ্বেতকেতু-প্রবাহন-সংবাদে "শ্বেতকেতু-

র্হারুণেয়ঃ পাঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায়” ।—আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চাল-জনপদের সভায় উপস্থিত হন—এরূপ পাই।

তাহ'লে দেখ্‌তে পাচ্ছি নারীর সতীত্বমর্য্যাদা বৈদিকযুগেই স্থাপিত হ'য়েছিল, মহাভারতের যুগে নয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

আরও ভীষ্মদেব বলেন—অনুশাসনপর্ব্ব ৪৬ অধ্যায়ে দক্ষের উক্তি পুরাবিদ্‌গণ এইরূপ ব'লেছেন—

নাস্তি যজ্ঞক্রিয়া কাচিন্ন শ্রাদ্ধং নোপবাসকম্।
ধর্ম্মঃ স্বভর্ত্তৃশুশ্রূষা তয়া স্বর্গং জয়ন্ত্যুত।
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাশ্চ স্থাবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ১৫ ॥

এখানে হাত ধরে যে সে নিয়ে যাবার কথা ত দক্ষ বলেন নাই! ভীষ্মদেবকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন—

সৎস্ত্রীণাং সমুদাচারং সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবর।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১ ॥

সুমনা দেবলোকগতা শাণ্ডিলীকে প্রশ্ন করেন, তুমি অল্প তপস্যা দান বা নিয়মের দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত হও নি। শাণ্ডিলী নিজের স্বর্গ আগমনের কথা বলেন, সেখানেও পতিসেবার কথাই দেখা যায় ॥

—ঐ পর্ব্বে ১৪৬ অধ্যায়ে জগন্মাতা উমা ভগবান্ শঙ্করের কাছে স্ত্রীধর্ম্ম যা ব'লেছিলেন, তাতে সাধ্বী পতিব্রতা সতী নারীর মহিমা কীর্ত্তিত হ'য়েছে।

ন চন্দ্রসূর্য্যৌ ন তরুং পুন্নাম্নো যা নিরীক্ষতে।
ভর্ত্তৃবর্জ্জং বরারোহা সা ভবেদ্ধর্ম্মচারিণী ॥ ৪৩ ॥

চন্দ্র সূর্য্য এমন কি পুরুষনামবিশিষ্ঠ গাছকেও দেখ্‌তে বারণ ক'রেছেন। তা হ'লে আমরা কি ক'রে বলি যে, মহাভারতের যুগে নারী-পুরুষের চিত্র গর্হিত ছিল?

অরুন্ধতী, অনসূয়া, লোপামুদ্রা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, প্রভৃতিও সতী-ধর্ম্ম ঘোষণা ক'রেছেন, রামায়ণের যুগেও সতীধর্ম্ম ঘোষিত হ'য়েছে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তবে একথা উঠেছে কেন ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তখন নিয়োগধর্ম্ম ছিল। পাণ্ডু কুন্তীদেবীকে নিয়োগের কথা বলেন, তাতে তিনি সম্মতা হন না। তাঁকে নিয়োগধর্ম্মে সম্মতা ক'রবার জন্য উদ্দালকের উপাখ্যান ব'লে-ছিলেন। এতে মহাভারতের যুগের আচার জঘন্য, শোচনীয় বলা যায় কি ক'রে রাম রাম সীতারাম ?

হরি। বেশী কথা কি ! দেবরাজ ইন্দ্র—তিনি গুরুপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট ক'রেছিলেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ব'ল্লে মহাভারতের যুগের কথা, আন্‌লে ত্রেতার কথা, ভাল ! রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। রামায়ণে দেখা যায়—প্রজাপতি প্রজাগণের উত্তম অঙ্গ নিয়ে এক পরমাসুন্দরী নারী তৈরী করেন। ইন্দ্র মনে করেন—ব্রহ্মা আমাকে এই স্ত্রী দেবেন। ব্রহ্মা তা না দিয়ে গৌতম মুনির কাছে রাখেন, পরে গৌতম ব্রহ্মাকে দেন, ব্রহ্মা গৌতম মুনিকেই অহল্যা সম্প্রদান করেন। দেবরাজের তার উপর আগে থেকে লক্ষ্য ছিল। তিনি তাঁর সতীত্ব নষ্ট করেন। তার জন্য তিনি শাপভোগ ক'রেছিলেন। কোন কল্পে শাপহেতু তাঁর অঙ্গে সহস্র যোনি হয়, কোন কল্পে মুষ্ক খসে পড়ে, কোন কল্পে বা শত্রুহস্তগত হন।

ইন্দ্র অহল্যাগমনে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। ইন্দ্র অহল্যা সম্বন্ধে যেন বৈদিক কি শ্রুতি আছে মনে হচ্ছে, যাক্ রাম রাম।

হরি। অগ্নি ও নীলধ্বজরাজার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, এ ঘটনা মহাভারতের নয়, জৈমিনীয় অশ্বমেধ পর্ব্বের মনে হচ্ছে। অগ্নি কৃপা ক'রে তাঁকে গ্রহণ ক'রেছিলেন। তিনি মাহিষ্মতীপুরীতে অবস্থান ক'র্তেন, এতে কি অপরাধ হ'ল ?

হরি। অগ্নির বরে মাহিষ্মতী নগরীর মেয়েরা স্বতন্ত্রা ও স্বেচ্ছাচারিণী ছিল।

ক্ষেপা। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে—মাহিষ্মতীপুরীতে পূর্ব্বে নারীগণ ভাল ছিলেন, অগ্নি একেবারে দেশশুদ্ধ নারীগণকে বর দেন নাই, হয়তো দু'চারজনকে দিয়েছিলেন, তাতে নগরের সমস্ত নারীগণ দুষ্টা—এ অনুমান করা কি সঙ্গত রাম রাম সীতারাম ?

হরি। দেবতাদের এই ব্যাপার !

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তেত্রিশ কোটি দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র একবার ভুল করেন, তার জন্য তিনি দণ্ডভোগ ক'রেছিলেন, এতে দেবতাদের কি দোষ হ'ল রাম রাম ?

হরি। মহর্ষিদের ব্যাপারও তাই—বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। একি ব্যাপার ! সব কামুকের দল !

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ কর্‌বার জন্য ঘোর তপস্যা ক'র্‌তে থাকেন। ইন্দ্র তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন প্রদানের জন্য মেনকাকে পাঠান, তাতে তপস্যা ভঙ্গ হয়, শকুন্তলা জন্মান। তারপর তিনি তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ ক'রেছিলেন, সেটা বল। কোটি কোটি মহর্ষির মধ্যে মাত্র বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ হ'লে সব কামুক হ'য়ে গেলেন ? এর দ্বারা বলা হ'ল কি ?—না, মানুষ যতদিন না মূল কেন্দ্রে পৌঁছুতে পারে, ততদিন তার সাবধানতার প্রয়োজন, এ কথা বোঝা গেল। আরও এক কথা—শ্রীভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কিছু হয় না, এই ভারতবর্ষ যাঁর নামে, সেই ভরতের জননী একজন সাধারণ মানবের ঔরসে জাতা মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এ ইচ্ছা শ্রীভগবানের ছিলনা। তাঁর ইচ্ছাতেই বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ হ'য়েছিল রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। শরদ্বান্ জানপদী অপ্সরাকে দেখে কামাভিভূত হন। শরস্তম্বে তাঁর রেতঃপাত হয়, তাতে কৃপ এবং অশ্বত্থামা-জননী কৃপী হন—কি কেলেঙ্কারী ! কি কামুক !

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, একজন কামুকের বীর্য্যে কি কখনও মৃত্যু-জয়ী পুত্র জন্মাতে পারে ? অথবা তাঁর

দৌহিত্রের চিরজীবী হওয়া সম্ভব? জান কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা চিরজীবী, এখনও তাঁরা জীবিত আছেন রাম রাম সীতারাম? কাকে কামুক ব'ল্‌ছ, কামুকের বীর্য্য কখনও অমোঘ হয়? দ্রোণ-বীর্য্য ধারণ কর্‌বার সামর্থ্য সাধারণ রমণীর হতো না, এখানে ঈশ্বর ইচ্ছাতেই কৃপ কৃপী জন্মগ্রহণ করেন রাম রাম।

হরি। ভরদ্বাজ ঘৃতাচীকে দেখ্‌লেন অম্‌নি বীর্য্যপাত—দ্রোণাচার্য্যের জন্ম, সে যুগের সকলেই কামপ্রবণ ছিল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, বীর্য্যপাত কোথায় হ'য়েছিল দেখো! তাতে পুত্র হ'ল, সে পুত্র বিশ্ববিজয়ী হ'লেন, অন্তে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন রাম রাম সীতারাম। বল বন্ধু, কামুকের এরূপ অমোঘ বীর্য্য হ'তে পারে? কলসে বা কুশে পুত্র জন্মাতে পারে? তারপর এক কথা—যে কামুক হবে তার কামবৃত্তি দিন দিন বাড়্‌বে; কিন্তু শুনেছো কি যে শরদ্বান্ ও ভরদ্বাজের আর কোন পুত্র হ'য়েছিল? রাম রাম সীতারাম তাঁরা মহর্ষি, তাঁদের চরিত্রে দোষারোপ করাটা—রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। অসংযমী মহর্ষিগণের তপস্যার মর্য্যাদা কোথায়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম' বিশ্বামিত্র মেনকার ঘটনার পূর্ব্বে ত্রিশঙ্কু-রাজার জন্য দক্ষিণমার্গে অন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করেন, অপর দেবগণ ও ইন্দ্র সৃষ্টি ক'র্‌তে গেলে দেবগণ এসে তাঁর শরণাপন্ন হ'য়ে নিবারণ করেন, অতঃপর তিনি সহস্রবর্ষ মৌনী ও উপবাসী থাকেন, পরে সহস্রবর্ষ শ্বাস নেন্‌না, ত্রৈলোক্যে দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ মানব সকলেই তাঁর তপস্যার তেজে ক্ষুভিত হন্। ব্রহ্মা এসে তাঁকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেন। বল বন্ধু, তপস্যার মর্য্যাদা এর চেয়ে কি হ'তে পারে? ক্ষুণ্নই বা কি হ'য়েছিল?

হরি। আরে কার কথা বল্‌ব, ঐ তোমাদের বলরাম দুর্দ্দান্ত মাতাল ছিল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, যদি বলরামের মদ্যপানটি সত্য ব'লে মানো, তা হ'লে তিনি অনন্তদেব, তাঁর এক ফণায় ভূমণ্ডল একটি শ্বেত-সর্ষপের ন্যায় অবস্থিত—এটাও মান্‌তে হ'বে রাম রাম সীতারাম।

হরি। তিনি অনন্ত, একথা মহাভারতে আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম নিশ্চয়ই আছে! তাঁর দেহত্যাগের কথা বলি—

তথাপশ্যদ্ যোগযুক্তস্ত তস্ত
নাগং মুখান্নিশ্চরন্তং মহান্তম্।
শ্বেতং যযৌ স ততঃ প্রেক্ষমাণো-
মহার্ণবং যেন মহানুভাবঃ॥ ১৩
সহস্রশীর্ষঃ পর্ব্বতাভোগবর্ষ্মা
রক্তাননঃ স্বাং তনুতাং বিমুচ্য।
সম্যক্ চ তং সাগরঃ প্রত্যগৃহ্ণন্
নাগা দিব্যাঃ সরিতশ্চৈব পুণ্যাঃ॥ ১৪

তিনি দেহত্যাগ ক'র্‌লে কর্কোটক, বাসুকি, তক্ষকাদি প্রধান প্রধান নাগগণ, জলাধিপ বরুণ, গঙ্গাদি নদীসকল তাঁর অভ্যর্থনা করেন। রাম রাম সীতারাম সেই অনন্তদেব যদি মদ খেয়ে থাকেন, তাহ'লে সীতারাম মহাভারত কি অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে? রাম রাম শিব সাগরমন্থনজাত বিষ খেয়েছিলেন, অগ্নি সর্ব্বভক্ষ্য, হনুমান্ সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রেছিলেন, তা ব'লে কি সবাই তা পারবে রাম রাম? বলরাম মদই খান্, আর যাই খান্, তিনি অনন্তদেব, কেঁচো নন্। জানো তিনি হস্তিনানগরীকে লাঙ্গলের দ্বারা টেনে গঙ্গায় ভাসিয়েছিলেন রাম রাম সীতারাম? একাদশযোজন উচ্চ-প্রবর্ষণ পর্ব্বত থেকে লাফ মেরেছিলেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম? তাঁর ইচ্ছামাত্র অস্ত্র—হল মুষল উপস্থিত হ'ত, তিনি সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ ক'রেছিলেন, কত যজ্ঞ ক'রেছিলেন তা দেখ সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম!

হরি। তখন বেশ্যাবৃত্তি ও মদ্যপান সমাজে অতি ভয়ানকভাবে প্রচলিত ছিল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কুরুবংশে পাণ্ডুবংশে যদুবংশে ও মুনিঋষিদের পত্নীগণ কারা কারা বেশ্যাবৃত্তি ক'র্‌তেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, তার খবর জানো?

হরি। না, তা কিছু জানি না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কৃষ্ণ, পঞ্চপাণ্ডব, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও তাঁর ভ্রাতাগণ কে কে মদ খেতেন কোন হিসেব পেয়েছ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ?

হরি। না তা পাইনি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—ত্রিবর্গ সাধন কর্‌লেই মোক্ষ হয়—এই মহাভারতের প্রধান উপদেশ।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, মহাভারতে এ কথা কোন্ খানে আছে ?—যে মোক্ষলাভের জন্য সর্ব্বত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌বার কথা শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে কথিত হ'য়েছে, ভগবান্ শঙ্কর যে মোক্ষলাভের জন্য সন্ন্যাসের কথা ব'লেছেন, শ্রুতি উচ্চকণ্ঠে 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ' ব'লেছেন, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামভোগে সেই মোক্ষ লাভ হবে কোথায় একথা পেলে ? মহাভারতের প্রধান পাত্রগণ কাউকে ত মুক্ত হ'তে শুনিনি, তাঁরা স্বর্গে গমন ক'রেছিলেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। বেশ্যার কথা বল্‌বো কি, যখন কৃষ্ণ দৌত্যকার্য্যে হস্তিনাপুরে যান, তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সসম্মানে আন্‌বার জন্য সহস্র সহস্র বারবনিতা পাঠিয়ে দেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" জগন্মাতাই সমস্ত স্ত্রীমুর্ত্তিতে বিরাজমানা রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। তখনকার রাজারা বারনারীগণকে ঘৃণা ক'র্‌তেন না, উৎসবাদিতে তাদের যোগদানের অধিকার দিতেন। বারনারীদিগের পৃথক্ জাতি ছিল, তারা নগরের শোভার্থ পালিত হ'ত। স্বর্গের অপ্সরাগণের ন্যায় মর্ত্ত্যে বারনারীগণ উৎসবের সময় যোগদান ক'রত আনন্দ ক'র্‌ত। রাম রাম সীতারাম, ধৃতরাষ্ট্র জান্‌তেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, বারনারীগণ তাঁর দৃষ্টিপথে পড়্‌লে তারা উদ্ধার হ'য়ে যাবে ব'লে পাঠিয়েছিলেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তোমার কৃষ্ণ অর্জ্জুন সুভদ্রা দ্রৌপদী ও বারনারীগণকে সঙ্গে নিয়ে জল-বিহার ক'রতেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, দ্রৌপদী সুভদ্রাকে নিয়ে জলবিহারের অবকাশ কবে পেলেন, সে জলবিহারটা কোথায় হ'য়েছিল আমাদের জানা নেই রাম রাম সীতারাম। ভাল, কোন উৎসব উপলক্ষে যদি বারনারীদের নিয়ে জলবিহার ক'রে থাকেন, তা বারনারীগণকে কৃপা কর্‌বার জন্য রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। কথা হ'ল—নারীঘটিত ব্যাপারগুলি বঁড়শী, এই নিয়ে মকার-বাবা কামীগণকে লীলায় তুলে নেবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। রমণীদ্বারে লীলায় পৌঁছে তাঁরা কৃপালাভ করেন।

হরি। জনকরাজা শুকদেবকে অভ্যর্থনা করেন ৫০ জন বারনারীর দ্বারা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, প্রথমে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয় না—"তত্রাপি দ্বারপালাস্তমুগ্রবাচা ন্যষেধয়ন্", তাঁকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য রাজা জনক প্রথমে অবজ্ঞা, পরে বারাঙ্গনার দ্বারা সেবা এবং শেষে পূজা করেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। শ্রীশুক সকল অবস্থাতেই সমভাবে ছিলেন। জনক রাজার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা করা রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। মহাভারত প্রক্ষিপ্তে ভরা ; মনীষিগণ বলেন যে তিনবার চারবার প্রক্ষিপ্ত হ'য়েছিল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ভারতবর্ষ দেশলাই-য়ের কৌটো নয়। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত কত রকম ভাষা আছে তার গণনা কে করে! বাংলা, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, কর্ণাটি, গুজরাটি, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী এরূপ কতভাষা আছে, সমস্ত ভাষাতেই মহাভারত আছে, রাম রাম সীতারাম। তখন রেলপথ ছিল না। ওগো আগে চারবার প্রক্ষেপ করি, তবে তোমরা মহাভারত পাবে ব'লে সকল দেশের লোককে আটক রেখে এ প্রক্ষেপটি কোথায় হ'য়েছিল সীতারাম, রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ?

হরি। তোমরা কৃষ্ণকে অবতার বলো কিন্তু সেই ঈশ্বরের অবতার কৃষ্ণের ষোলহাজার বিয়ে কি ন্যায়সঙ্গত হ'য়েছিল? মনীষিগণ বলেন—কৃষ্ণের একটিমাত্র পত্নী ছিল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ষোল হাজার পত্নী ত' দূরেব কথা, একহাজার পত্নীর ধাক্কা কেউ সামলাতে পারে এমন কেউ বাপের ব্যাটা আছে সীতারাম? তিনি যেমন ষোলহাজার পত্নী গ্রহণ ক'রেছিলেন, তেমনি ষোলহাজার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে প্রতি পত্নীব ঘরে থাকৃতেন। ভাগবতে শ্রীনাবদ তাঁর গার্হস্থ্য-লীলা দেখ্‌তে গিয়ে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। একজনের কি ষোলহাজার মূর্ত্তি ধারণ করা সম্ভব?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম ষোলহাজার বিয়ে ক'রে অন্যায় ক'রেছেন কৈফিয়ৎ নিতে পারো, আর ষোলহাজার মূর্তি ধারণ ক'রে অবস্থান কর্‌তেন এ বিশ্বাস ক'র্‌তে পারো না সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম? দেখ সীতারাম আমরা ক্ষুদি পীঁপড়ে, আমরা যদি বলি—হিমালয় পাহাড়টার অত উঁচু হওয়া ভাল হয়নি, তাহ'লেও, রাম রাম হিমালয়কে কিছুতেই ছোট করা যাবে না রাম রাম সীতারাম।

হরি। তোমাদের কৃষ্ণ অস্ত্র-বাহনবিহীন কর্ণকে বধ কর্‌বার জন্য অর্জ্জুনকে উৎসাহিত ক'রেছিলেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম কর্ণের শাপ ছিল যে ঐ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হবে। আমাদের কৃষ্ণ নূতন কিছু করেন নাই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তোমাদের কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণবধকালে মিথ্যে কথা বলিয়ে নরক দর্শন করিয়েছিলেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ঠাকুর আমার ভক্ত-বৎসল, ভক্তের জন্য তিনি সব কর্‌তে প্রস্তুত, মিথ্যাকথা বলান আর বেশীকি। আমাদের কৃষ্ণের কথা হ'ল—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

তাঁর সমস্ত পাপক্ষয় করাবার সামর্থ্য আছে। যুধিষ্ঠির ঠিক তাঁর শরণাগত হ'তে পারেন নি বলে তাঁকে নরক দর্শন ক'রতে হ'য়েছিল রাম রাম সীতারাম।

হরি। তিনি তো বলেছিলেন—

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, "অশ্বত্থামা হত" বলে স্থির হ'তে পারেন নি, "ইতি গজ" বলে তিনি আমাদের কৃষ্ণের ঠিক শরণাগত হন্‌নি সেজন্য তাঁকে নরকদর্শন ক'রতে হ'য়েছিল রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে, দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে ও উতঙ্কমুনিকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, যিনি বস্ত্ররূপ ধরে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেন, দুর্ব্বাসার শাপ হ'তে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন, যাঁর আদেশ ইন্দ্রাদি দেবগণও নতশিরে মান্‌তেন, যিনি স্বয়ং ভগবান্, সকলের অন্তর্যামী, সমস্ত মহাভারত যাঁর মহিমা গান ক'রেছেন, তাঁকে নিজের মাপকাটিতে মাপতে গেলে কি ধরা যাবে সীতারাম, না যুক্তিতর্কে তাঁর থাই পাবে? চোরের যুক্তিতে সাধুকে চেনা যায় না, সাধুর যুক্তিতে চোর পাওয়া যায় না। যুক্তি-তর্ক তো স্ব স্ব হৃদয় নিয়ে।

হরি। মহাভারতে মৃগয়া, মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া ও অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গরূপ চারটি ব্যসনই খুব ছিল, সেকালে নৈতিক নীতি অতি খারাপ ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত দ্যূতক্রীড়া ক'রে সব খুইয়েছিলেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, মহাভারতে কোন্ কোন্ রাজার অত্যধিক মৃগয়া বর্ণিত হ'য়েছে? পাণ্ডবগণ যখন বনে ছিলেন, তখন তাঁদের মৃগয়ার কথা শোনা যায়, তারপর তাঁদের বা দুর্য্যোধন ও কর্ণাদির মৃগয়ার কথা শোনা যায় কি? তা ছাড়া মৃগয়া রাজধর্ম। অক্ষক্রীড়া মাত্র যুধিষ্ঠির ক'রেছিলেন, তৎকালে তাঁর কথা—"ধাত্রা তু দিষ্টস্য বশে কিলেদং সর্ব্বং জগৎ তিষ্ঠতি ন স্বতন্ত্রম্॥"—সব বিধাতার বশে, সমস্ত জগৎ স্বতন্ত্র নয়। এই যে দ্যূতের জন্য আমাকে আহ্বান ক'রেছেন, এও দৈব ঘটনা—

আহূতোঽহং ন নিবর্ত্তে কদাচিৎ।
তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে ॥ ১৬॥ (মহা আদি ৫৭ অঃ)

'আমায় কেহ আহ্বান ক'রলে আমিও নিবৃত্ত হবো না, এই আমার শাশ্বত ব্রত' এই বলে ব্রতরক্ষার জন্য তিনি দ্যুতক্রীড়া ক'রেছিলেন রাম রাম সীতারাম, তাতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নীতিতে নিকৃষ্ট ছিলেন—একথা বলা কি শোভা পায়? যুধিষ্ঠিরকেই যদি অনীতিজ্ঞ বল সীতারাম, তাহ'লে জগতে নীতি-নিপুণ কে আছেন—তার সংবাদ দিতে পার সীতারাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম?

হরি। মদ্রদেশের মেয়েরা দুশ্চরিত্রা ও মদ্যপান করতো।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ঝগড়ার মুখে কে কি না বলে! কর্ণবাবা শল্যের সঙ্গে কলহকালে মদ্রদেশের মেয়েদের ঐকথা বলেন। আমরা মদ্রদেশের একটি নারীকে জানি তিনি "মাদ্রী"—পতির সঙ্গে সহমৃতা হ'য়েছিলেন। ভাগবতে পাই কৃষ্ণপত্নী সুলক্ষণা মদ্ররাজকন্যা, তাঁর সম্বন্ধে ওরকম কথা ত কিছু শুনিনি। রাম রাম সীতারাম, শল্য বলেন—

জাতোঽহং যজ্বনাং বংশে সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনাম্।

রাজ্ঞাং মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ২ ॥ কর্ণ পঃ ৪১০

আমি যজ্ঞকারী, যুদ্ধে অপলায়িত, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার বংশে জন্মেছি, স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। বংশানুক্রমে যে রাজারা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ধর্ম্মপরায়ণ তাঁদের রাজ্যে ঐরকম নারী কি ক'রে থাকা সম্ভব? মদ্রদেশের নারীর সংবাদ পূর্ব্বে বলেছি, পুরুষ শল্যও ধর্ম্মপরায়ণ—সর্ববাদিসম্মত। হতে পারে দুলে, বাগ্‌দী, হাড়ী প্রভৃতির কথা কর্ণবাবা শুনে থাকবেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। বনপর্ব্বে ৪৫।৪৬ অধ্যায়ে বলা হ'য়েছে—বহ্লীক্‌দেশে ও আরট্টদেশের নারীগণ নির্লজ্জা, অশুচি ও পেটুক ছিল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, আচ্ছা, এই যে বঙ্গবাসীর সংস্কৃত মহাভারত রয়েছে—খুঁজে বের করতো বনপর্ব্বে ৪৫।৪৬ অধ্যায়ে নারীদের কথা।

হরি। (খুঁজিয়া) খুঁজে পাচ্ছিনা তো। এখানে অর্জ্জুন আর উর্ব্বশীর কথা রয়েছে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, যাঁরা এরূপ কথা বলেন—তাঁদের জয় হোক্ রাম রাম সীতারাম। হয়তো অধ্যায় ভুল হতে পারে রাম রাম সীতারাম, বহ্লীকদেশের নিম্নবর্ণা মায়েদের কথা ওসব হওয়া অসম্ভব নয়।

হরি। একজন স্ত্রীলোককে পাঁচজনে বিয়ে করা এ হ'ল অনার্য্যগণের ব্যাপার; মহাভারতসময়ে সমাজে তা প্রবেশ ক'রেছিল। দ্রৌপদীর পঞ্চ-স্বামী, যুধিষ্ঠির বলেন—পুরাণে গৌতমবংশীয়া জটিলা সাতজন ঋষিকে বিয়ে করেন, বার্ক্ষীনাম্নী মুনিকন্যা প্রচেতাগণের পত্নী ছিলেন, এজন্য আমাদের পাঁচজনের দ্রৌপদীর সঙ্গে বিয়ে হোক্।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম হাঁ, যুধিষ্ঠির ব'লেছিলেন, মা আমাদের ব'লেছেন—'ভৈক্ষ্যদ্রব্যের ন্যায় পাঁচজনে ভোগ কর'। মাতৃআজ্ঞা পালন আমাদের পরমধর্ম্ম। রাম রাম সীতারাম—ব্যাসদেব দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মের কথা বলেন। সত্যযুগে দ্রৌপদী কেতকী নাম্নী তপস্বিনী ছিলেন। সুরভীর পশ্চাতে পাঁচটি বৃষকে রমণোদ্যত দেখে তিনি হাসেন, সুরভী শাপ দেন—তোমারও পঞ্চস্বামী হবে। পরে ত্রেতাযুগে শিবের উপাসনাকালে পাঁচবার 'পতিং দেহি' বলেন, মহাদেব পাঁচবারই 'স্বস্তি' বলেন।

মার্কেণ্ডেয়পুরাণেও পঞ্চস্বামীর মীমাংসা আছে রাম রাম সীতারাম সীতারাম। দ্রৌপদী যজ্ঞকুণ্ড থেকে উঠেছিলেন, সামান্যা নারী নন্ রাম রাম সীতারাম। মাত্র তাঁর পঞ্চস্বামী হ'য়েছিল—এতে কি ক'রে বলা যায় যে, অনার্য্যরীতি সমাজে ঢুকেছিল রাম রাম সীতারাম?

হরি। আর দুজন

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, গৌতমী জটিলা যে কোন্ যুগের কথা তা পাত্তা পাওয়া যায় না। বার্ক্ষী বা মারীষা হলেন—শিবের শ্বশুর দক্ষের মাতা। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু প্রচেতাগণকে বর দিয়ে বলেন—

"তোমরা সকলে একধর্ম্ম-একশীলসম্পন্ন, ঐ কন্যা তোমাদের

সকলেরই ভার্য্যা হইতে পারিবে, কেননা ঐ বালার ধর্ম্ম ও শীল তোমাদেরই অনুরূপ এবং সে তোমাদের সকলেরই প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে।" (শ্রীমদ্ভা ৪।৩০)

ব্রহ্মার আজ্ঞায় বৃক্ষগণ তাঁদের মারীষাকে দেন। ব্রহ্মার আদেশে তাঁরা বার্ক্ষীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। তাঁরই গর্ভে অজন্মা শিবের শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতির জন্ম। জটিলার সন্ধ্যান পাওয়া গেল না। আর বার্ক্ষী হলেন—শিবের দিদিশ্বাশুডী এখন কি ক'রে স্বীকার করি, যে, তখন সমাজে অনার্য্যরীতি ঢুকেছিল রাম রাম সীতারাম।

হরি। অনুশাসনপর্ব্বে ব্যাসদেব যে নারীচরিত্র চিত্রিত ক'রেছেন—অতি জঘন্য অস্বাভাবিক, এটা একবারে জলজেয়ান্ত প্রক্ষিপ্ত।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এ সংবাদ কাকে কে বলেছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম?

হরি। নারদমুনি পঞ্চচুড়া নাম্নী অপ্সরাকে নারীচরিত্র জিজ্ঞাসা করেন, সে-ই বলে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, পঞ্চচুড়া স্বর্গবেশ্যা, সে সতীনারীর কথা কি ক'রে জান্‌বে? সে যেমন, তেমনি স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছে, "আত্ম-বন্মন্যতে জগৎ"—যে যেমন প্রকৃতির সে সকলকে সেইরূপ মনে করে রাম রাম সীতারাম।

একটা গল্প বলি শোন—জনৈক সাহেব একটি পাকা কাঁঠাল কিনে ভেঙ্গে খেতে যাঁন, তাঁর হাতে মুখে মাথায় আঁটা লেগে যায়। শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে মাথা নেড়া ক'র্‌তে হয়। তিনি যখন মাথা নেড়া ক'রে আস্‌ছেন, এমন সময় একজন লোক পিতার মৃত্যু হওয়ায় ঘাট কামিয়ে নেড়া মাথায় আস্‌ছিলেন, সাহেব বাবা তখন হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁকে বল্‌লেন—**তোমভি কাঁঠাল খায়া?** রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম।

হরি। কার কথা বল্‌বো? যেমন রামায়ণ, তেমনি মহাভারত, তেমনি পুরাণ, তারমধ্যে আবার ভাগবত—আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ অশ্লীলে ভরা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আরে শ্রীমদ্ভাগবত যে

শ্রীভগবানের মূর্ত্তি, তাঁতে কোথায় অশ্লীল দেখ্‌লে রাম রাম সীতারাম?

হরি। দশমে রাসলীলা, গোপীগণকে নিয়ে কি কেচ্ছার কথা লেখা আছে! ওখানা আবার ধর্ম্মগ্রন্থ!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ভগবান্ ব্যাসদেব যে গ্রন্থ তাঁর পুত্র পরমহংসশিরোমণি-শুকদেবকে পড়ান, শুকদেব প্রায়োপবিষ্ট রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রবণ করান, যে গ্রন্থের মাত্র শ্রবণের দ্বারা রাজা পরীক্ষিৎ মুক্ত হ'য়ে যান, রাম রাম সীতারাম তা ধর্ম্মগ্রন্থ নন্?

হরি। ওসব গল্প কথা, কেউ দেখেছে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম, হয়তো কেউ প্রপিতামহকে দেখেনি, তাহ'লে প্রপিতামহ মিথ্যা—একথা বলা যায় কি রাম রাম?

হরি। আমি যখন রয়েছি, তখন প্রপিতামহ ছিলেন—এর প্রমাণ রয়েছে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শ্রীগরুড়পুরাণ, শঠকোপ আদি আলোয়ারগণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, ভগবান্ মধ্বাচার্য্য, ভগবান্ শ্রীধরস্বামী, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি যে গ্রন্থকে মেনেছেন, তাকে মিথ্যা কি ক'রে বলি।

হরি। শঙ্করাচার্য্য মেনেছেন—কোথায় আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম তাঁর প্রবোধ-সুধাকর গ্রন্থের লীলা শ্রীমদ্ভাগবতের মতই বর্ণনা ক'রেছেন।

হরি। সব বাজে সব বাজে!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, প্রেমের অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে গ্রন্থখানি একমাত্র আশ্রয় ছিল, তাঁর পরিকর শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস্ কবিরাজ প্রভৃতি অগণ্য সর্ব্বত্যাগী বৃক্ষলতাশ্রয়ী গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ যাঁর আস্বাদনের জন্য টীকা ক'রেছেন, যে গ্রন্থরত্নের কত টীকা আছে তার স্থির নাই, আজ পর্য্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী ও গোস্বামীপ্রভুগণ শ্রীভগবানের অপর মূর্ত্তি বলে যাঁর পূজা করেন,

কোটী কোটী ভক্ত যে শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয়ে পরমানন্দসাগরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে পরমপদে গিয়াছেন, এখনও যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে, শ্রবণে, মননে কোটি কোটি ভক্ত পরমানন্দসাগরে ভাস্‌ছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তুমি যদি তাকে বাজে অশ্লীল বল সীতারাম, তা হ'লে তোমায় প্রণাম করা ছাড়া আর কোন্ উপায় আছে সীতারাম?

হরি। ভাগবত আলোচনায় পরমানন্দ যদি লাভ হয়, তাহ'লে নিধুবাবুর টপ্পায় ত পরমানন্দলাভ হতে পারে? পরমানন্দ অতো ছোটো জিনিষ নয়, তার জন্য সদ্‌গুরু আশ্রয় ক'র্‌তে হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, শ্রীভগবানের লীলাবেদ শ্রীমদ্ভাগবত আর নিধুবাবুর টপ্পা কি এক সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম?

হরি। তুমি কি কৃষ্ণ বা রামকে ভগবান্ বল্‌তে চাও? কৃষ্ণ বা রাম কেহই ভগবান্ নন্—উচ্চকোটীর মানুষ মাত্র।······বাবু কৃষ্ণ-চরিত্রে প্রমাণ ক'রেছেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, মহাভারতে ভীষ্মদেব ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি অগণ্য মুনিঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ ব'লেছেন, রামায়ণে স্বয়ং ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান্ বলে স্তব ক'রেছেন। রামোপনিষৎ, রামপূর্ব্বতাপিনী, রামউত্তরতাপিনী, কৃষ্ণোপনিষৎ, গোপালপূর্ব্ব-তাপিনী, উত্তরতাপিনী উপনিষৎ প্রভৃতি উপনিষৎসকল ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ যে রাম ও কৃষ্ণকে ভগবান্ ব'লেছেন, রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তোমার··· ···বাবু যদি সেই রাম ও কৃষ্ণকে ভগবান্ না বলেন, বা তুমি না বল, তাহ'লে ভগবানের বা ভক্তগণের কি ক্ষতি হ'তে পারে সীতারাম রাম রাম?

হরি। রামোপনিষৎ, কৃষ্ণোপনিষৎ প্রভৃতি ওসব বাজে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের কীর্ত্তি, ভাগবতও তাই।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম তুমি বল্‌তে চাও—শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাসের লেখা নয়?

হরি। নিশ্চয়! ও একজন লম্পটের লেখা! তা নইলে ঐরূপ মহা অশ্লীল

কতকগুলো মাগী নিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচ—সে আবার গ্রন্থ! যে গ্রন্থ মা-বোনের কাছে পড়্বার যো নেই, তাকে কি ক'রে ধর্ম্মগ্রন্থ ভক্তিগ্রন্থ লোকে বলে তা বুঝি না! ভক্তদের ক্ষুরে দণ্ডবৎ! আচ্ছা, তুমিই বল যিনি ভগবান্ তিনি ঐরূপ মাগীদের নিয়ে কেলেঙ্কারী ক'রে লোককে কি শিক্ষা দিয়েছেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তুমি মাত্র তাঁর রাসলীলাই দেখ্লে, তাঁর পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর প্রভৃতি বধ, ব্রহ্মমোহন, কালিয়দমন, দাবানলপান, বরুণলোকে গমন, একহাতে সাতদিন গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ রাম রাম এসব কিছু দেখ্লে না? এসব সাধারণ মানুষে পারে রাম রাম সীতারাম?

হরি। ও সব মিথ্যা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সত্য শুধু রাসলীলা—তাতেও তো ভগবত্তা কম ছিল না। সহস্র সহস্র মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তিনি গোপীদের সঙ্গে নৃত্য ক'রেছিলেন রাম রাম সীতারাম। হরিবংশে বিষ্ণুপুরাণেও রাসলীলা আছে।

হরি। আচ্ছা, তুমিই বল—ভাগবতে এমন কি আছে যার দ্বারা মানুষ লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম তুমি লক্ষ্য কাকে বল?

হরি। সমস্ত সন্তগণ যা আশ্রয় ক'রে গেছেন সেই শব্দমার্গ। বল ভাগবতে তোমাদের ভগবান্‌কে কি ক'রে পাওয়া যায়? তোমাদের লক্ষ্য কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ভক্তিপথে ভগবান্ ভাবময়, তাঁকে ভাবের দ্বারা ধরতে হয়। ঋষিগণ সেই ভাব শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাঁচপ্রকার ব'লেছেন। ভাগবতে শান্তভাবের ভক্ত সনক, সনন্দন নারদাদি; দাস্যভক্ত মহাবীর, অম্বরীষ প্রভৃতি রাজগণ ও অন্যান্য অগণ্য ভক্ত; সখ্যভক্ত শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, উদ্ধব, অর্জ্জুন প্রভৃতি এবং বাৎসল্য-ভক্ত নন্দ, যশোদা, দেবকী, বসুদেব, রোহিণী প্রভৃতি। মধুরভাবের

ভক্ত ব্রজগোপীগণ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। এঁরা স্ব স্ব ভাবের দ্বারা মহাভাব লাভ ক'রেছেন। গোপীরা অনুক্ষণ শ্যামের বাঁশী শুন্‌তেন। তুমি শ্যামের বাঁশীর ধ্বনিকেই শব্দমার্গ বল্‌ছো।

হরি। ভাব কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ভাব হ'ল সত্ত্বের বিকাশ রাম রাম। রজস্তমো-গ্রস্ত দেহাত্মবাদী দেহ-সর্ব্বস্ব মানবগণ যখন কাম--ক্রোধাদির জ্বালায় ব্যাকুল হ'য়ে জগতের কোন বস্তুর দ্বারা সে জ্বালা নিবৃত্ত না কর্‌তে পেরে শ্রীভগবানের দিকে ছুটে গিয়ে মনের চঞ্চলতায় মনের অবসাদে তাঁকে চিন্তা ক'র্‌তে পারে না, তখন সদ্‌গুরুগণ নাম-নামী অভিন্ন শ্রীনাম দান করেন। সেই নাম প্রথমে উচ্চ-কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে রজস্তম ক্ষয় হ'তে থাকে, তখন জপ ক'র্‌তে থাকেন, নাম কীর্ত্তনে ও জপে সত্ত্বভাবের উদয় হয় রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। সত্ত্বভাবের উদয়ের লক্ষণ কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, নামকীর্ত্তনে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণ্য, প্রলয় প্রভৃতি সত্ত্বভাব উপস্থিত হ'য়ে যখন রজঃ-তমকে দূরীভূত ক'র্‌তে থাকেন, তখন ভক্ত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আদি যে ভাব তাঁর প্রিয় সেই ভাব অবলম্বনে লীলাচিন্তা আরম্ভ করেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। লীলাচিন্তার দ্বারা দেহাত্মবোধ একেবারে গলে যায়, ভগবানের দর্শনলাভ করেন, মন্ত্র ইষ্ট অঙ্গে লয় হ'য়ে যায়, মহাভাবের আবির্ভাব হয় রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। ভাল, গোপীগণের রাসলীলার চিন্তায় কি হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, রাসলীলার ফলশ্রুতি কামব্যাধি দূর হয় রাম রাম।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ। শ্রীমদ্ভাঃ ১০।৩৩

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ব্রজবধূগণের সহিত এই রাসক্রীড়া শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে যিনি নিত্য শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তিনি শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করত ধীর হ'য়ে সত্বর কাম পরিত্যাগ করেন, কামজয়ী হন্।

হরি। কামব্যাধি দূর হয়, না বাড়ে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতরাম সাধারণের বাড়্‌তে পারে, কিন্তু যাঁদের ভাবলাভ হ'য়েছে, তাঁদের তার দ্বারাই কৃতার্থতা আসে রাম রাম সীতারাম।

হরি। রাসলীলাকে আধুনিক সুশিক্ষিত কেউ উত্তম বলেছেন—বল্‌তে পারো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তুমি শ্রীবিবেকানন্দ-বাবাকে মানো রাম রাম সীতারাম?

হরি। সেই পুরুষসিংহ নবযুগপ্রবর্ত্তককে কে না মানে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, গোপীপ্রেম অশ্লীল ও প্রক্ষিপ্ত এ সম্বন্ধে শ্রীবিবেকানন্দবাবা যা বলেছেন শোন—

"প্রথমে, এই কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের আসক্তি ছাড় দেখি; তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। ইহা এত বিশুদ্ধ যে, সর্ব্বত্যাগ না হইলে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্য্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন ইহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতিমুহূর্ত্তে যাহাদের হৃদয়ে কামিনী-কাঞ্চন যশো-লিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা করিতে যায়। কৃষ্ণ অবতাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই যে এই গোপীপ্রেম! এমন কি, দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্য্যন্ত এই অপূর্ব্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। গোপীপ্রেমে ঈশ্বর রসাস্বাদনের উন্মত্ততা ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান।—ইহা জগতে এক অতি দুর্লভ বস্তু।"

"আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত প্রেমলীলা করিয়াছেন—এটা যেন কি একরকম। সাহেবরা ইহা

বড় পছন্দ করেন না! অমুক পণ্ডিত গোপীপ্রেমটাকে বড় সুবিধা মনে করেন না,—তবে আর কি? গোপীদের যমুনার জলে ভাসিয়ে দাও। সাহেবদের অনুমোদিত না হইলে কৃষ্ণ টেকেন কি করিয়া? কখনই টিকিতে পারে না।...এগুলি সব প্রক্ষিপ্ত! সাহেবরা যাহা না চায় সব উড়াইয়া দিতে হইবে! গোপীদের কথা এমন কি কৃষ্ণের কথা পর্য্যন্ত প্রক্ষিপ্ত! যে সকল ব্যক্তি উহা বলেন—তাহারা অতি ঘোর বণিকবৃত্ত্য। যাহাদের ধর্ম্মের আদর্শ পর্য্যন্ত ব্যবসাদারিতে দাঁড়াইয়াছে! ইহাদের ধর্ম্ম-প্রণালীতে অবশ্য গোপীপ্রেমের স্থান নাই।"

ভারতে বিবেকানন্দ (২৬৫...২৬৮)

হরি। ও সব আমি ঠিক্ বুঝি না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তা বল্‌তে পার। রাম রাম সীতারাম, তুমি কি বোঝো সীতারাম রাম রাম?

হরি। বুঝি দয়ানন্দ-মত, ব্রাহ্ম-মত, সন্ত-মত।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শ্রীদয়ানন্দ বাবা কি কি বলেছেন সীতারাম?

হরি। এক বেদই সত্য—অন্য মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণাদি সব মিথ্যা। সাকার উপাসনা, হরি, কালী, দুর্গা, শিব ওসব কিছুই নয়। তাঁর সময়ে তাঁকে কেউ বিচারে পরাস্ত ক'র্‌তে পারেনি। তিনি প্রমাণ ক'রে গেছেন—ব্রহ্ম নিরাকার; সাকার কিছুই নয়, অবতার-ফবতার কিছু নয়। কাশীতে কোন পণ্ডিত তাঁকে বিচারে পরাস্ত ক'র্‌তে পারেনি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আমরা কিন্তু বিপরীত শুনেছি রাম রাম!

হরি। কি শুনেছ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মশাই লিখেছেন— "কাশীধামে কাশীরাজের আহূত সভায় কাশীরাজ-সভাপণ্ডিত ৺তারাচরণ তর্করত্ন (৺প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পিতা) মহাশয়ের সহিত বিচারে তিনি পরাস্ত হইয়াছিলেন। অন্যান্য বহু পণ্ডিত যথা—বালশাস্ত্রী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু অন্য

কাহাকেও কথা কহিতে হয় নাই। এক তারাচরণের প্রতিভায় তিনি নিষ্প্রভ হইয়াছিলেন।"

রাম রাম সীতারাম, ম° ম° রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ৺তারাচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ১৩১৯।২০ সালে শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ তাঁর ছাত্র ছিলেন। বালশাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন—ম° ম° শিবকুমার শাস্ত্রী, তাঁর সম্মুখে তাঁর কৃতীছাত্র ম° ম° ৺হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী এ বিচার বিবরণ ন্যায়তীর্থকে শ্রবণ করিয়েছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ যে পরাজিত হয়েছিলেন, ইহা ম° ম° শিবকুমার শাস্ত্রী স্বয়ং প্রকাশ করেন।

স্বামী দয়ানন্দের 'বৈদিকধর্ম্মের ব্যাখ্যান' নামক একটী ইংরাজ পুস্তকে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশী তিথিতে স্বামী দয়ানন্দ সহ কাশীর পণ্ডিতগণের সহিত বিচার হয়েছিল লিখিত আছে এবং প্রকারান্তরে স্বামী দয়ানন্দ পরাজিত হয়েছিলেন দেখা যায়" (১০ পৃঃ)

হরি। আমি যদি বলি ওকথা ঠিক নয়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, আমরাও দেখাবো শতজীবনী; রাম রাম "ইনি মুর্ত্তিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন না, মূর্ত্তিপূজার খণ্ডন করাই ইনি প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। এই নিমিত্ত দয়ানন্দ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বারাণসীধামে তত্রস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার বিচারের দিন ধার্য্য হয়। দুর্গাবাড়ীর দুর্গামন্দিরের সমীপবর্ত্তী উদ্যান মধ্যে বিচারসভার অধিবেশনে বিচার আরম্ভ হইল, ফলে দয়ানন্দ পরাজিত হইলেন।" (শতজীবনী ১৮৭ পৃষ্ঠা)

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম হাঁ, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনীতে পড়েছিলাম যে, তিনি একবার কাশী গিয়ে নিরাকারবাদ প্রচার সুরু ক'রলে ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাঁকে সংবাদ দেন—তুমি অবিলম্বে কাশী ত্যাগ ক'রে চলে যাও। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তিনি চলে যান।

হরি। তোমার শোনা কথা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তোমারও তাই। তুমিও ত সীতারাম

তখন উপস্থিত ছিলে না। সীতারাম, তাছাড়া শতজীবনীতে ছাপা আছে রাম রাম রাম।

হরি। আমি উপস্থিত না থাক্‌লেও তাঁর জীবনীতে পড়েছি। শুধু বাইরের শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ কেন, ভেতরে ষট্‌চক্র আছে সে সব মিথ্যা। কুণ্ডলিনী প্রভৃতি কিছুই নয়—তিনি তা বলেছেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তিনি কি ক'রে জান্‌লেন সীতারাম?

হরি। তিনি একটা মরা মানুষের দেহ কেটে দেখেছিলেন—ষট্‌চক্র অষ্টদলপদ্ম প্রভৃতি কিছুই নেই।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, হাসালে সীতারাম, তুমি উপনিষদ্ নিশ্চয় মান রাম রাম সীতারাম?

হরি। হাঁ, যে সব উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য ক'রেছেন—সে সব মানি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, প্রশ্নোপনিষদে আছে—প্রাণ আপনাকে বিভক্ত ক'রে "পায়ূপস্থেঽপানম্" "চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রতিষ্ঠতে" "মধ্যে সমানঃ" (৩।৫) পায়ু উপস্থে অপান, চক্ষু শ্রোত্র মুখ নাসিকায় প্রাণ, মধ্যে সমান—এই সকল স্থানে অবস্থান করেন। একটা মানুষকে কেটে এ প্রাণ দেখা যায় কি রাম রাম?

হরি। আরে প্রাণ বাতাস—তাকে কি ক'রে চোখে দেখা যাবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, যদি প্রাণ না দেখা যায়, তাহ'লে প্রাণ শক্তিকে কি ক'রে দেখা যাবে? যা জীবিত শরীরে থাকে, তা মৃতশরীরে কেমন ক'রে থাক্‌তে পারে? ষট্‌চক্র প্রভৃতি যে সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়।

হরি। শরীরের ভেতর চক্র পদ্ম—ওসব মিথ্যা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যোগিরাজাধিরাজ শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসবাবা নাভিপদ্ম বের ক'রে দেখিয়েছিলেন। আমাদের কথা বিশ্বাস না হয় শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ তৃতীয় ভাগ (১১২) পড়ে দেখো।

হরি। জীবনীতে সব বাড়ান থাকে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম বেশ কথা, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ

মশাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে এস, নাভিপদ্ম দেখানার কথা জানেন কি না—তা হ'লেই তোমার চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হবে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। বেদের প্রকৃত অর্থ শ্রীদয়ানন্দই বুঝেছিলেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য থেকে আরম্ভ ক'রে কেহই বেদের অর্থ বোঝেন নাই, সায়ণভাষ্যও ঠিক্ নয়?

হরি। সায়ণভাষ্য কিছু নয়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, শ্রীদয়ানন্দ বাবা বেদের অর্থ ঠিক বুঝে কি করেছেন?

হরি। এই সাকার শিব, রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী এসব পূজা মিথ্যা এবং নিরাকার ব্রহ্মবাদ ব্রহ্মোপাসনা—প্রচার ক'রে গেছেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কন্যা-কুমারিকা, এদিকে দ্বারকা, তিরুপতি, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম্, কুম্ভকোণ, কাঞ্চী, চিঙ্গলপুট, তাঞ্জোর, চিদাম্বরম্, মাদ্রাজ, গোদাবরী, রাজমাহেন্দ্রী, সিংহাচলম্, পুরীধাম, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল ইত্যাদি ; বৃন্দাবন, কাশী, অযোধ্যা, গয়া, চিত্রকুট, ওঙ্কারেশ্বর, হরিদ্বার, দেরাদুন, নৈমিষারণ্য, বদরিকাশ্রম, উত্তরকাশী এবং ৫১পীঠ, দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গ ও ভারতের প্রায় গ্রামে গ্রামে শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির প্রভৃতি কত রয়েছে—তার কোন একটি ভেঙ্গে তিনি নিরাকার—ব্রহ্মের মন্দির তৈরী ক'রেছেন—একথা ত আমরা শুনি নাই। ক'জন তাঁর মত গ্রহণ ক'রেছেন, তা আমাদের জানা নাই। জীবনে এ পর্য্যন্ত একজনও দয়ানন্দী সাধুর দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটে নাই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। জনৈক প্রিয়জনের মুখে শুনলাম, বৈদ্যনাথ থেকে প্রায় বার মাইল দূরে ত্রিকুট পাহাড়ে সে একজন মৌনী দয়ানন্দী সাধুর দর্শন পায়, তিনি গুহায় তপস্য' ক'র্‌ছিলেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস বাবার, অন্যান্য অবতারগণের ও যীশু-খ্রীষ্টের ছবি ছিল। তিনি তাকে ৩।৪ দিন আদর ক'রে কাছে রেখে ছিলেন, তাহ'লে তাঁরাও যে সাকার মানেন না কি ক'রে বলি!!

হরি। তুমি কি বল্‌তে চাও যে তাঁর মতের কোন মূল্য নাই?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ও কথা বল্‌বার স্পর্দ্ধা রাখি না সীতারাম। পূর্ব্বতন ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য, ভগবান্ শ্রীরামানুজাচার্য্য, ভগবান্ শ্রীমধ্বাচার্য্য, ভগবান্ শ্রীরামানন্দচার্য্য, ভগবান্ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁর পরিকরমণ্ডলী, মহারাষ্ট্রদেশে নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, নিবৃত্তিনাথ, সোপানদেব, একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি ভক্তগণ সকলেই মন্দিরে মন্দিরে শ্রীভগবানের পূজা ক'রেছেন। ছত্রপতি শিবাজির গুরুদেব রামদাসস্বামী বহু মন্দিরে ঐ ন্যাজওয়ালা মহাবীর প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। এখনও কোটি কোটি ভক্ত প্রতিমাপূজা ক'রে থাকেন। ত্রৈলঙ্গস্বামীও মূর্ত্তিপূজা মান্‌তেন—বল সীতারাম, আমরা তাহলে কি ক'রে বলি যে তাঁর প্রভাব ভারতবর্ষে কাজ ক'রেছে! হয় ত কিছু লোক তাঁর পথের অনুবর্ত্তন ক'রেছেন। তাঁকে প্রণাম কচ্ছি, আমাদের তাঁর কথা জানা নেই। তাঁর কোন ভক্তের সঙ্গও পাইনি, রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। তবে এটা অতি সত্য—উকার বাদ দিয়ে মকার থাক্‌তে পারে না, অকার উকার মকার তিনটিতে একটি। অধিকারী বিশেষের জন্য এ মতের প্রয়োজনীয়তা থাক্‌তে পারে, কিন্তু এ মত ভারতের সার্ব্বজনীন শাস্ত্র-পথ নয়।

হরি। তোমার মত মূর্খের সঙ্গে কথা চলে না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, মূর্খ জেনেই ত কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছ রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। ব্রাহ্মমত কিছু জান? ব্রাহ্মমতে সাকার ব্রহ্মের উপাসনা হয় না, বিশ্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মই সকলের উপাস্য।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আমরা শুনেছিলাম—একবার শ্রীমৎকেশবসেনবাবা হালিসহরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ক'র্‌তে যান। যখন শ্রীমৎকেশবসেনবাবা বক্তৃতা ক'র্‌তে ক'র্‌তে বলেন—ব্রহ্ম—জলে, স্থলে, অনিলে, অনলে, আকাশে বিরাজিত, তিনি সর্ব্বত্র ব্যেপে আছেন, তাঁর মূর্ত্তি গড়ে পূজা চলে না, তিনি নিরাকার—

বিশ্ব সমাচ্ছন্ন ক'রে সতত বিরাজমান ; পুতুল-পূজা ক'রতে নেই। এমন সময় এক পাশী (রঙ্গকাটী) করজোড়ে বল্‌লে—বাবু মশাই বাবু মশাই আপনার বেহ্ম কোথায় আছেন বল্লেন ?

শ্রীকেশবসেন বাবা হেসে বল্লেন—সমস্ত ব্যেপে আছেন বাবা! তিনি ছাড়া কোন স্থান নাই।

তখন সেই পাশী রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম হাত জোড় ক'রে বল্‌লে—আপনার ব্রেহ্ম সব জায়গায় আছেন, কেবল ঐ বাবুদের দুর্গাপ্রতিমায় নেই, নয় বাবু মশাই ?

বাবু মশাই তখন নীরব। অতঃপর তিনি জীবনে আর হালিসহরে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন নাই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। শুন্‌লাম তিনি শ্রীরামকৃষ্ণবাবার সঙ্গে একটানা অনেক দিন সঙ্গ করেন। পরমহংস বাবা 'ওরে কেশব মা মেনেছে' ব'লে কত আনন্দ প্রকাশ ক'রে গেছেন। 'কেশব কালী দুর্গা মানে আবার নিরাকারও মানে।' কি আনন্দ তাঁর। শেষ পর্য্যন্ত কেশববাবা মায়ের প্রসাদ নিতেন।

হরি। তাহলে তুমি বল্‌তে চাও—ব্রাহ্মমত কিছুই নয় ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম ওরে বাপ্‌রে, সে কথা বলবার সামর্থ্য রাখি না সীতারাম। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাবা এবং শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী বাবা—শুনেছিলাম এঁরা ব্রাহ্ম হন। শ্রীবিজয়বাবা ত বড় ব্রাহ্ম প্রচারক ছিলেন ; শ্রীতারাকিশোর বাবা উকিল ছিলেন। দুজনে পৈতা ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হন্। উভয়ের প্রতিভা যথেষ্ট ছিল, ব্রাহ্মসমাজে প্রতিপত্তিও খুব ছিল ; শেষ পর্য্যন্ত দুইজনেই পৈতা নেন। শ্রীগোস্বামী বাবা কৃষ্ণপ্রেমে মজে যান আর শ্রীতারাকিশোর বাবা ব্রজবিদেহী মোহান্ত সন্তদাস বাবাজী মহারাজ হন্। কাজে কাজেই সনাতন ধর্ম্মের মুকুটমণি ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ কাজ ক'রেছে বলে আমাদের জানা নাই। উ-কার বাদ দিয়ে মকার থাকৃতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম তো দূরের কথা মাইকেল মধুসূদন বাবা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেও শেষ পর্য্যন্ত—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি গেলা যবে যমপুরে
অকালে। কহ দেবি অমৃতভাষিণি
কোন বীর বরে বরি।

—ইত্যাদি মেঘনাদবধ আর অশ্লীল ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি লিখে বাকী জীবনটা কাটান, এরূপ শুনেছি। শোনাকথা মাত্র—বিশেষ জানা নাই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তুমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা জান?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকি, অত সংবাদ রাখি না, তবে তাঁর বংশধর শ্রীরবীন্দ্রনাথের গানগুলি পড়ে বেশ ভাল লাগে। তাঁকে পরম ভক্ত বলেই মনে হয় সীতারাম।

হরি। কি গান জান?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম—

গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক-লাজ সজনি আও আও লো।
পিনহ চারু নীলবাস, হৃদয়ে প্রণয় কুসুমরাশ,
হরিণনেত্রে বিমলহাস, কুঞ্জবন মে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভিভার, ঢালে বিহগ সুরব সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার, বিমল রজত ভাতি রে॥
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে, বকুল যুথী জাতি রে।
দেখলো সখি শ্যামরায়, নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন, চন্দ্রমায় নিন্দিছে॥
আও আও সজনিবৃন্দ, হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ "ভানু সিংহ" বন্দিছে॥

সীতারাম সীতারাম সেই অশ্লীল রাধা-গোবিন্দ।

হরি। তিনি কবি ছিলেন, পাহাড় পর্ব্বত কত কি বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন, এর দ্বারা তাঁর ভাব বোঝা যায় না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।

(গীতাঞ্জলি)

সীতারাম, নিরাকারের চরণ নেই!

প্রকাশো জননী নয়ন সম্মুখে,
প্রসন্ন মুখছবি,
বিমলমানস-সরসবাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী
কমল-কুঞ্জাসনা
কমলগন্ধ কোমল দুপায়
বার বার নমো নমঃ

(পুরস্কার কবিতা)

রাম রাম সীতারাম প্রসন্নমুখ, কমলগন্ধচরণ নিরাকারের নাই।

অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে।
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে॥
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভয় কর হে।
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে॥
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ।
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে, শান্ত তোমার ছন্দ॥
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে।
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে,
অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে॥

সীতারাম সীতারাম, নিরাকারের চরণপদ্ম কোথা থেকে আসবে জয় সীতারাম?

পদপ্রান্তে রাখ সেবকে।
শান্তিসদন সাধনধন দেবদেব হে।
সর্ব্বলোকপরমশরণ সকলমোহকলুষ-হরণ
দুঃখ-তাপ-বিঘ্নতরণ শোকশান্ত-স্নিগ্ধচরণ
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে॥

রাম রাম সীতারাম, এঁকে কি ক'রে বলি নিরাকার উপাসক?

তারপর এঁর নাতনী অদিতিদেবী পরম কৃষ্ণভক্তা ; শান্তি-নিকেতনের বিখ্যাত চিত্রকর মুকুল দে দুর্গানামে পাগল, আরও ওখানকার দুচার জনকে যা জানি সকলে সাকার ভক্ত রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

রাজা শ্রীরামমোহন রায় প্রথম ব্রাহ্মমতের প্রবর্ত্তন করেন ; সেও "মকার বাবা"র ইচ্ছায়। সাদা-বাবাদের পাল্লায় পড়ে যখন ভারতের শিক্ষিত সাদা-বাবাদের ভক্তগণ খ্রীষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করতে আরম্ভ করেন, তখন ভারতীয়গণকে রক্ষা করবার জন্যই ব্রাহ্মমত আবির্ভূত হন। এর অধিকারী থাকতে পারেন, কিন্তু এ মত ভারতের শাস্ত্রসম্মত সার্ব্বজনীন মোক্ষমার্গ নয়। যা হোক "মকার বাবা" শেষ পর্য্যন্ত রামমোহনবাবাকে ভারতে মরবার একটু স্থান দেয়নি, তিনি ইংলণ্ডে ব্রিষ্টলনগরে মরেন।

এ প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চমঅধ্যায় একাদশ-খণ্ডে রাজা অশ্বপতি এবং ছয়জন ব্রাহ্মণের কথা মনে প'ড়লো। এই ছয়জন ব্রাহ্মণ রাজা অশ্বপতির কাছে বৈশ্বানর আত্মার কথা জানবার জন্য যান। রাজা ঔপমন্যুকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কিরূপ আত্মার উপাসনা কর? তিনি বলেন—আমি দ্যুলোকের উপাসনা করি। সত্যযজ্ঞ পৌলুষি বলেন—আমি আদিত্যকে উপাসনা করি ; ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয় বলেন—আমি বায়ুকে উপাসনা করি ; শার্করাক্ষ্যজন বলেন—আমি আকাশকে উপাসনা করি ; আশ্বতরি বলেন—জলকে উপাসনা করি ; উদ্দালক আরুণি বলেন—আমি পৃথিবীকে উপাসনা করি। রাজা ঔপমন্যুকে বলেছিলেন—তুমি যাঁকে উপাসনা কর তা "সুতেজা" নামক বৈশ্বানর আত্মা, এঁর উপাসনায় তুমি অন্নভোজী হয়েছ, প্রিয় দর্শন কর, এ আত্মার উপাসনায় এরূপ ফল হয়, কুলে ব্রহ্মতেজ সমুদ্ভূত হয়ে থাকে, পরন্তু ইনি বৈশ্বানর-আত্মার একাঙ্গ (মস্তক) মাত্র। তুমি আমার কাছে না এলে তোমার মাথা পড়ে যেতো। এরূপ সকলকে উপাসনার ফল এবং তার দ্বারা কি ক্ষতি হ'ত তা ব'লে বলেন যে দ্যুলোক বৈশ্বানর-আত্মার মস্তক, আদিত্য চক্ষু,

বায়ু প্রাণ, আকাশ দেহস্কন্দ, জল মূত্রাশয় ও পৃথিবী পদদ্বয়। একাঙ্গ উপাসনার ফল থাকলেও তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তজ্জন্য সম্পূর্ণ উপাসনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের আর্য্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তিত যে উপাসনা আবহমান কাল চলে আসছে তা সম্পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা, একাঙ্গ উপাসনা নয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তুমি বড় বড় ব্রাহ্মদের কোন খবরই রাখ না—মোট কথা সাকার-মূর্তি পূজা ক'রে কেউ কখনও মুক্তিলাভ করতে পারে না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, মোক্ষলাভ ক'রেছেন—কি ক'রে বুঝবে?

হরি। ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারে যাঁর প্রাণ যাবে, তিনি ব্রহ্মলোকে যাবেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, কালীসাধক রামপ্রসাদ সেন মূর্ত্তিপূজা ক'রেই ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারে মহাপ্রস্থান ক'রেছেন—একথা জগৎপ্রসিদ্ধ। হুগলী জেলার দিগসুই গ্রামের গোপালের অনন্যসেবক নারায়ণ ভট্টাচার্য্যমশাই ১২৯১ সালে দোলপুর্ণিমার দিন ত্রিবেণীতে গিয়ে স্বেচ্ছায় ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারে দেহত্যাগ ক'রেছেন—একথা তদ্‌-দেশবাসী অনেকে জানে রাম সীতারাম।

হরি। ও তো সেকেলে পুরাতন কথা—কে দেখেছে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, প্রত্যক্ষকারী প্রাচীন-গণের মুখে একথা শুনেছি। অশ্লীল কৃষ্ণযাত্রাকারী ৺নীলকণ্ঠ-মুখোপাধ্যায় ত্রিবেণীগঙ্গাজলে ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারে মহাপ্রয়াণ করেন। এখনও তার প্রত্যক্ষদর্শী অনেকে আছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থে সনাতনধর্ম্মে পরমবিশ্বাস অনন্তশ্রী বিমণ্ডিত শ্রীশিবানন্দসরস্বতী মহারাজ 'আমি অমুকদিন দেহত্যাগ করবো' বলে মেদিনীপুর মাণিকপুরে তাঁর শিষ্যগণকে সংবাদ দেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি নিত্যলোকে গমন করেন। তাঁর মর্ম্মরমূর্ত্তি মেদিনীপুর বল্লভপুরে শ্রীগুরুমন্দিরে আছে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

এখন যদি তুমি বল্লভপুরে গিয়ে বল যে, শাস্ত্র কিছু নয়, সাকার উপাসনা মিথ্যা, তাহলে তাঁর শিষ্যগণ তোমার কথা কি

ক'রে গ্রহণ করবেন ? তাঁরা যে তাঁদের গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের কথা বিদিত আছেন। সেই মৃত্যুজয়ী মহাপুরুষ 'পূর্ণব্রহ্ম রামনাম-মহিমা,' 'সুগম সাধনপন্থা' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। শ্রীরাম যে পূর্ণব্রহ্ম ছিলেন তা প্রমাণ ক'রেছেন। তুমি রাম কৃষ্ণ মানুষ, তাঁদের উপাসনায় কিছু হয় না'—এ কথা তাঁদের কাছে বল্‌লে তাঁরা কি তোমার কথা গ্রহণ করতে পারবেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ?

হরি। বেদে যা নেই, সে কথা কি ক'রে স্বীকার করি ? পুরাণ-মহাভারত আদি শুধু রাম কৃষ্ণকে অবতার বলেছে তা নয়—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম প্রভৃতিকে অবতার বলেছে ; বেদে তা কুত্রাপি নাই।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম তুমি সমস্ত বেদ পড়েছ ? কত শাখা লুপ্ত হয়ে গেছে জানো রাম রাম ?

হরি। বেদ পড়েছি, লুপ্ত হয়েছে তাও জানি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সীতারাম "অবতারী ও অবতার" নামক একখানি পুস্তকে পড়েছিলাম—

"শ্রীমধ্বাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে (২।৩।৪৮-৪৯) দেখাইয়াছেন যে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের কথা বেদে স্পষ্টভাবেই আছে এবং তাঁহারা সকলেই অপ্রাকৃততত্ত্ব।

শতপথব্রাহ্মণ (১।৮।১।২-১০) মৎস্যাবতার, তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১।২৩।১) ও শতপথব্রাহ্মণ (৭।৪।৩।৫) কূর্ম্মাবতার, তৈত্তিরীয়সংহিতা (৭।১।৫।১), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫) ও শতপথব্রাহ্মণ (১৪।১।২।১১) বরাহ অবতার, ঋক্‌সংহিতা (১।২২।১৭) ও শতপথব্রাহ্মণ (১।২।৫।১-৭) বামনাবতার, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ রাম-ভার্গবেয়াঃ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৬) বাসুদেব কৃষ্ণের বিবরণ পাওয়া যায়।

শতপথব্রাহ্মণে মৎস্যাবতার এইরূপ শ্রুত হয়—

মনবে হ বৈ প্রাতঃ।...তস্য অবনেনিজানস্য মৎস্যপানী আপেদে। স হাস্মৈ বাচমুবাদ। বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি।

কস্মান্মা পারয়িষ্যসি ইতি। ঔঘ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নির্ব্বোঢ়া ততস্ত্বা পারয়িতাস্মি ইতি।...শশ্বদ্ধ ঝস আস। স হি জ্যেষ্ঠং বর্দ্ধতে অথেতিথীং সমাং তদা ঔঘ আগন্তা। তন্মা নাবমুপকল্প্য উপাসাসৈ স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপদ্যাসৈ ততস্ত্বা পারয়িতাস্মি ইতি।

হরি। তুমি বাংলাই বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—

একদিন প্রাতঃকালে বৈবস্বতমনু হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার হস্তের সন্নিকটে একটি অপূর্ব্ব মৎস্য উপস্থিত হইল। মৎস্য বলিল—"তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমিও তোমায় রক্ষা করিব।" মনু মৎস্যটিকে তুলিয়া একটি জলের জালায় রাখিলেন। মৎস্য ক্রমে বড় হইল। জালায় যখন ধরিল না, তখন মৎস্যকে একটি খালে ফেলিলেন, খালেও যখন ধরিল না তখন তাহাকে সমুদ্রে ফেলিলেন। কিছুকাল পরে পৃথিবীতে এক জলপ্লাবন উপস্থিত হইল। মৎস্যের উপদেশে মনু নৌকায় আশ্রয় লইলেন। মৎস্য নৌকার নিকট ভাসিতে ছিলেন। তাহারই শৃঙ্গে তিনি নৌকা বাঁধিলেন। মৎস্য নৌকা লইয়া উত্তরগিরিতে উপস্থিত হইল। একমাত্র মনুই জীবিত রহিলেন। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শুন্‌লে সীতারাম?

হরি। আচ্ছা বলে যাও—

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।২৩।১) কূর্ম্মাবতারের সম্বন্ধে এইরূপ প্রসঙ্গ আছে—

"অন্তরতঃ কূর্ম্মং ভূতং সর্পন্তম্।"

হরি। বাংলা বল্লেই হবে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম প্রজাপতি জলের মধ্যে কূর্ম্মরূপী কাহাকেও বিচরণ করিতে দেখিয়া বলিলেন—কূর্ম্ম! তুমি আমার ত্বক্ ও মাংস হইতে জন্মিয়াছ। কূর্ম্ম বলিলেন—তাহা নহে, আমি পূর্ব্ব হইতেই আছি। সেইজন্যই সেই পুরুষের নাম পুরুষ (পুরা+আস)। ইহা বলিয়া কূর্ম্মরূপী ভগবান্ সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পুরুষমূর্ত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

রাম রাম সীতারাম, শতপথব্রাহ্মণেও এইরূপ উল্লিখিত আছে—"স যৎ কুর্ম্মনাম…"(৭।৫।১।৪)

প্রজাপতি কুর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম—"কুর্ম্ম", কশ্যপই "কুর্ম্ম", সেইজন্য প্রজাদিগের নাম "কাশ্যপ" রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ, তাহাতে (১।১।৩৫) বরাহ অবতারের সম্বন্ধে এইরূপ প্রসঙ্গ আছে—

'আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ'

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পূর্ব্বে জলরূপে ছিল, তজ্জন্য প্রজাপতি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন—কিরূপে জগৎ হইবে? তিনি ঐ জলের মধ্যে একটি পদ্মপত্র দেখিতে পাইলেন, তিনি মনে মনে ভাবিলেন তবে কিছু আছে, যাহার উপর ইহা অধিষ্ঠিত। তখন তিনি বরাহরূপী হইয়া জলমগ্ন হইলেন এবং অধোদেশে পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইলেন। উহাকে উদ্ধার করিয়া পদ্মপত্রে স্থাপন করিলেন রাম রাম সীতারাম।

শতপথব্রাহ্মণেও (১৪।১।২।১১) এই বরাহ অবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইয়তী অগ্র আসীৎ"—

ইহা আদিতে এই পরিমাণ ছিল। পৃথিবী পূর্ব্বে প্রাদেশ-মাত্র—এক বিঘত পরিমাণ ছিল। এমুষ নামক বরাহ ঐ পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। ঐ বরাহ পৃথিবীর পতি প্রজাপতি। এই প্রিয়ধাম পৃথিবীর সহিত মিথুন হইয়া তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন রাম রাম সীতারাম।

ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে বামনাবতার ও ত্রিবিক্রমাবতারের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে॥' (ঋগ্‌বেদ ১।২২।১৬-২১) সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু এই সমস্ত জগতের উদ্দেশ্যে চরণ বিস্তার ক'রেছিলেন, তৎকালে তিনি পৃথিবী অন্তরীক্ষ

ও দ্যুলোকে তিন প্রকার স্বকীয় চরণ প্রক্ষেপ ক'রেছিলেন, তাঁর ধূলিযুক্ত পাদস্থানে সমগ্র জগৎ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

"ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।" (ঐ)

অজেয় ও সমস্ত জগতের রক্ষক বিষ্ণু এই ত্রিলোকের পুণ্য-কর্ম্মসমূহের রক্ষণার্থ তিনপাদ বিস্তার ক'রেছিলেন রাম রাম সীতারাম।

শতপথব্রাহ্মণে (১।২।৫।১-৫) বামনাবতারের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে। "দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ পস্পৃধিরে" রাম রাম সীতারাম,।

দেবতা ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির সন্তান। তাঁহারা পরস্পর বিবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেবতারা পরাজিত হইয়াছিলেন। অসুরেরা মনে করিল—পৃথিবী নিশ্চয়ই আমাদের। পরে তাহারা বলিল—আইস এই পৃথিবী ভাগ করিয়া লইয়া আমরা জীবনধারণ করি। তাহারা বৃষের চর্ম্মের দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিভাগ করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া দেবতাগণ বলিলেন, অসুরগণ পৃথিবী ভাগ করিতেছে; চল আমরাও সেই স্থানে যাই; উহার অংশ না পাইলে আমাদের কি হইবে? দেবতাগণ যজ্ঞেশ্বরবিষ্ণুকে অগ্রণী করিয়া তথায় চলিলেন ও অসুরদিগকে বলিলেন আমাদিগকে ইহার অংশ প্রদান কর। অসুরগণ অসূয়ার সহিত উত্তর করিল বিষ্ণু যে পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারেন, আমরা সেই স্থান মাত্র দিব। বিষ্ণু বামন ছিলেন, দেবতাগণ অসূয়ার সহিত উত্তর করিল বিষ্ণু যে পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারেন, আমরা সেই স্থান মাত্র দিব। বিষ্ণু বামন ছিলেন, দেবতাগণ অসুরগণের প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন না।

চতুর্ব্বেদশিখায়াং—"বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহম্?

চতুর্ব্বেদশিখায় লিখিত আছে যে, বাসুদেব বলিয়াছেন—আমি সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, শ্রীরাম পরশুরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি এবং আমি এইরূপে শতধা সহস্রধা

হইয়াছি। আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি এবং আমি অনন্ত। ইহাঁরা জন্মেন না বা মরেন না এবং ইঁহাদিগের অজ্ঞান বন্ধ বা মুক্তি কিছুই নাই ইঁহারা সকলে অজর অমর ও পরমানন্দস্বরূপ। সেই পরমাত্মার তিনটি রূপ, যথা—কৃষ্ণ, রাম ও কপিল। আবার ভগবানের এই সকল রূপ পূর্ণ, অপরিমিত ও অসংমিত। আর জীবসকলই অপূর্ণ, তাহারা অজ্ঞানে আবদ্ধ হয় এবং জ্ঞানোদয়ে কেহ কেহ মুক্ত হইয়া থাকে।

ইহাদের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন :—

মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম॥

চৈঃ চঃ ২০।২৬৪

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

—০—

বিশ্বং চরাচরং সৃষ্ট্বা তদন্তঃ প্রবিবেশ যঃ।
তিলেষু তৈলবৎ সূক্ষ্মং প্রণবং প্রণমাম্যহম্॥

মকার-বাবা

দ্বিতীয়-উল্লাস

অবতার, অর্চ্চাবতার পূজা, ত্রিবিধ ভাষায় লীলা আস্বাদন ;
শ্রীকৃষ্ণলীলার শ্রুতিসমূহ।

বেদা যস্য শিরঃ প্রোক্তং শাস্ত্রাণ্যঙ্গানি যস্য চ।
অঙ্গানি যস্য রোমাণি প্রণবঃ স বিরাজতে॥

মকার-বাবা

দ্বিতীয়-উল্লাস

ক্ষেপা। রাম রাম সাতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম, চুপ ক'রে আছ রাম রাম?

হরি। আচ্ছা, আমি সব নিজে চোখে দেখি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম দেখ সীতারাম, বেশ ক'রে দেখ রাম রাম। শ্রীভগবান্ গীতায় স্বয়ং বলেছেন :—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন আমি আমায় সৃজন করি।

ধর্ম্মসংস্থাপন, সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপীগণের নাশ করবার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

অদ্বৈতবাদী শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁর গীতাভাষ্যের উপক্রমে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যে অবতার—সে কথা বলেছেন। সমস্ত শাস্ত্র আর কোটী কোটী সাধু সজ্জন যে শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীরামচন্দ্রকে অবতার বলেছেন, বল্‌ছেন, তোমার···বাবু যদি তাঁকে অবতার না বলেন বা তুমি না বল, তাহলে রাম রাম সীতারাম. শ্রীভগবানের কথাই বলি—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মমভূত-মহেশ্বরম্॥
"মম পরমেশতত্ত্ব না জেনে বিমূঢ়ে।
নরদেহধারী মোরে অবজ্ঞাই করে॥" —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯।১১

হরি। এ কৃষ্ণই তো দেশের সর্ব্বনাশ করেছে! এখন ঘরে ঘরে অবতার হচ্ছেন! আরে মশাই, আগে পুরুষ অবতারের কথা শোনা যেতো, এখন মেয়ে অবতারিণী হয়ে অবতরণ করেছেন! মা বেহ্মময়ী সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপিণী! বাংলা দেশের দারুণ দুর্ভাগ্য!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম তুমি যাঁকে লক্ষ্য করছো শুধু বাংলা বলো না, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরকাশী, দেরাদুন, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, মথুরা, বিন্ধ্যাচল, কাশী, গয়া, কলকাতা, পুরী, তেলেগুদেশ, বোম্বাই, পুণা আরও কত কত স্থানের ভক্তগণ তাঁকে মা বলে জীবন ধন্য করছেন। তাঁর সান্নিধ্য লাভে তাঁরা কৃতার্থ হন, আনন্দে ভরে যান। মা আমার সকলকে ভগবৎপথে নিয়ে চলেছেন—দেখবার জিনিষ! রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম তাঁর সারাজীবনব্যাপী কঠোর সংযম-সাধনার কোন রাখো রাম রাম?

হরি। রাম রাম ওরকম লোকের খবর রাখাও পাপ।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, সে পাপও তো তুমি করে ফেলেছো সীতারাম। সাধারণ লোক তো দূরের কথা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত অগণ্যব্যক্তি এবং পণ্ডিতমণ্ডলী যাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তিনি যে সাধারণ নন—এটা বুঝতে চেষ্টা করা উচিত নয় কি? তাঁর কাছে কখনও যাওনি তাই জানো না। তাঁর পরিবেশে গেলেও মানুষ শুদ্ধ হয়ে যায়। তাঁর হাসিমাখা মুখ সস্নেহ সম্বোধনে প্রাণ গলে না—এমন পাষাণ প্রকৃতির লোক বিরল। মার ওখানে কখনও পাঠ, কখন নাম-সংকীর্ত্তন, কখন শ্রীভগবানের গুণগান হয়, শ্রোতাগণের মন প্রাণ সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হয়ে যায় রাম রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম।

হরি। চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় ক'রে 'সীতারাম হরেরাম' করলে কি হয়, আমায় বুঝিয়ে দিতে পারো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম নাম-কীর্ত্তনে কি হয় তুমি তা জানো না রাম রাম?

হরি। নেচে কুঁদে নাম করলে ক্ষুধা-বৃদ্ধি হয়, লোকে সাধু বলে, শেষ পর্য্যন্ত দশচক্রে ভূত ভগবান্ হয়ে যায়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, না সীতারাম তা নয়, চেঁচিয়ে নাম করলে সাত্ত্বিকপরমাণু আকর্ষিত হয়, শ্রোতাগণের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় সীতারাম সীতারাম।

পরমাণু কি?
রাম রাম সীতারাম পরমাণু কিং জানো না?
জানি, তোমার বিদ্যের দৌড় কতটা শুনি?
রাম রাম সীতারাম, এটার বিদ্যার দৌড় তোমার বুঝতে কি বাকী আছে রাম রাম? আচ্ছা শোন—

নামরূপ-বিনির্ম্মুক্তং যস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে জগৎ।
তামাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকে পরে ত্বণূন্॥

যোগবাশিষ্ঠ।

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, নামরূপ হ'তে বিশেষভাবে নির্ম্মুক্ত, এই জগৎ যাতে অবস্থান করে, কেউ তাকে প্রকৃতি, কেউ বা মায়া, অন্য কেউ বা অণু (পরমাণু) বলে রাম রাম সীতারাম।

কেচিত্তাং তপ ইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে।
জ্ঞানং মায়াপ্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্॥

দেবী ভাগবত ৭।৩২

রাম রাম সীতারাম, কেউ তপ, কেউ তম, কেউ বা জড়, কেউ বা জ্ঞান, মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, শক্তি, অজা বলেন রাম রাম সীতারাম।
আর কিছু জানো?
রাম রাম সীতারাম।

স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্।
সতোঽবিশেষভুগ্ যস্তু স কালঃ পরমো মহান্॥

শ্রীমদ্ভা ৩।১১।৪

কালাখ্য ভগবচ্ছক্তি যখন পরমাণু অবস্থা ভোগ করেন তখন তিনি পরমাণু শব্দে, এবং যখন অবিশেষ বা সাকল্য অবস্থা ভোগ করেন, তখন তিনি পরম মহান্ শব্দে কথিত৷ হন রাম রাম সীতারাম। পরমাণুর নামান্তর প্রকৃতি, মায়া, তপ, তম, জড়, জ্ঞান, প্রধান, শক্তি, অজা, কাল রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। পরমাণু কোথা থেকে হয়েছে জানো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম 'বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি' কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ১।২।১ সায়ণাচার্য্য এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, বিষ্ণু পরমাণু-সকলকে নির্ম্মাণ ও পরিগণিত ক'রেছেন।

হরি। পরমাণুর কথা আরও কিছু জানো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, "অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ"—নাদও পরমাণু রাম রাম সীতারাম।

হরি। তাতে কি হ'ল?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অনন্তশক্তিরূপি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অনন্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সুখ, আন পুণ্য, ধর্ম্ম, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, সুখ্যাতি নিন্দা, মান, অপমান, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি অনন্ত দ্রব্যসম্ভার ডালা সাজিয়ে বসে আছেন। তিনি জগজ্জননী, তাঁর কাছে যে যা চায়, তিনি তৎক্ষণাৎ তা এনে দেন রাম রাম রাম সীতারা জয় জয় রাম। হরি, কৃষ্ণ, সীতারাম—শ্রীভগবানের নাম শ্রীভগবান্ শুদ্ধ সত্ত্বময়; যখন কোন স্থানে শ্রীভগবানের না সংকীর্ত্তন হয়, তখন প্রকৃতিদেবী সেস্থান সাত্ত্বিক পরমাণুতে ভরি দেন, নামসংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে স্থাবর জঙ্গম পবিত্র হয় অর্থা সাত্ত্বিকপরমাণুতে সকলে স্নাত হয়ে থাকেন।

ন চৈবমেকং বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্ণবী।
আশ্রাব্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎ কৃৎস্নং পুনাতি হি॥

হরি। পরমাণুর মহিমা তুমি কোথায় পেলে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরা বাবার গুরুদেব যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস বা পরমাণু নিয়ে যা লীলা করে গেছেন, তাঁর জীবনীতে তা আছে কবিরাজ বাবা বহু লীলা দেখেছেন, তাঁর মুখে শুনতে পা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্নের পরমাণু আছে, কাম-ক্রোধের পরমা আছে। ৺কাশীধামের পরমাণু শুদ্ধ—পরমহংস বাবার কথা "পবিত্র তীর্থ, পবিত্র স্থানের পরমাণু বিশুদ্ধ তাহাতে উপকার হয়

(কবিরত্নকৃত জীবনী ৬২০ পৃঃ) "কাশীর পরমাণু শুদ্ধ, সেখানে কত লোক কুকাজ করে কিন্তু তথাপি তাহা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সেখানে শুদ্ধপরমাণুর আধিক্যহেতু মলিন পরমাণুসকল তাতে লীন হয়। (ঐ জীবনী ৫৪৯ পৃঃ) "অতিশয় শ্রেষ্ঠপরমাণুর দ্বারা কাশী পূর্ণ। এই শ্রেষ্ঠ পরমাণুসকল এখানে স্বতঃই উৎপন্ন হয়। আমি মনে করি কাশী সুপরমাণুর সমুদ্রবিশেষ। অন্যত্র বিজ্ঞান বা যোগবলের দ্বারা আশ্রমে দেবস্থানে পরমাণু সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করা হয়। কাশীতে তদ্রূপ প্রয়াস করতে হয় না। সেখানে সুপরমাণু স্বতঃই উত্থিত হয়, বিবর্ত্তিত হয়, প্রভাসিত হ'য়ে থাকে। যারা সাধুভাবকামী স্বল্প চরিত্রসাধন, সৎকর্ম্ম করলে সুপরমাণু উচ্চ সাধকাবস্থা প্রাপ্ত করায়। কাশীতে কেবল অল্প সদ্ভাবে অবস্থান করলে দেহ মন পবিত্র হয়।" (বিশুদ্ধবাণী ষষ্ঠ ভাগ ১৭৬ পৃঃ)। রাম রাম সাতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। হরিনাম করলে সাত্ত্বিক পরমাণু আসে—তুমি বলছ ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আমাদের কথা নয়, পরমহংস বাবার কথার প্রতিধ্বনি মাত্র। পরমহংস বাবা ব'লেছেন—"স্তব করলে স্তবের পরমাণু আসে"। তাহ'লে ভগবানকে ডাকলে ভগবানের পরমাণু কেন আসবে না ? তিনি শ্রীকৃষ্ণের গাত্রগন্ধ, সূর্য্যচন্দ্রের গাত্রগন্ধ এনেছিলেন। বুদ্ধদেব ও তাঁর সহিত অন্য ছ'জনের পরমাণু এনেছিলেন—(জীবনী ৬২১ পৃঃ) রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। যে লোকের নিন্দা করে, নিন্দার পরমাণু এসে তার নিন্দার সাহায্য করে। কাম-ক্রোধের পরমাণু কাম-ক্রোধাদিকালে উপস্থিত হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। তাতে কি হ'ল ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, মার কথা হচ্ছিল, মার ওখানে সুপরমাণুতে পরিপূর্ণ। যে কেহ তাঁর কাছে যায়—সেই আনন্দ লাভ করে। গোপীনাথ কবিরাজ বাবা তাঁর কছে গিয়ে থাকেন।

হরি। তাঁর কথা ছেড়ে দাও—তিনি সমদর্শী মহাপুরুষ। তাঁদের পাড়ায়

এক হাড়ী ছিল, সে গেরুয়া কাপড় পরে সাধু হয়, কবিরাজমশাই তাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম ওকথা শুনিনি। তিনি যে মহাপুরুষ সে সম্বন্ধে সংশয় নাই, কিন্তু কৈ আমাদের তোমাদের কাছে কখনও এসে থাকেন না তো রাম রাম সীতারাম!

হরি। তারপর ঐ একজন সিদ্ধের আলখেল্লা, দশ আঙ্গুলে দশটা হীরের আংটী, মুখে প্রসাধন—উনি আবার সাধু? ভগবান আছেন, হয়েছে ক্ষয়কাস!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ভগবান আছেন—একথা সত্য। তা নইলে তাঁর ক্ষয়কাস সারবে কেন রাম রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সাতারাম? তাঁর সারা জীবনব্যাপী সাধনা, এখনও পর্য্যন্ত তিনি যথাকালে যথানিয়মে সাধন ভজন করেন। তুমি কেবল দশটা আংটীর কথা শুনেছো, সে আংটি যে তিনি দান ক'রে দেন, তাতো জানো না। তাঁর দান কত! শুনেছি—একটা হাঁসপাতালে তিনি সত্তর হাজার টাকা দিয়েছেন। তাঁর প্রেম কত! শ্লোকে বলে তিনি যখন গান করেন, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুগ্ধ হ'য়ে যায়। তাদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। কত লোককে ইনি ও মা সৎপথে চালিত ক'রে ধর্ম্মসংস্থাপন করুছেন রাম রাম রাম।

হরি। তোমাদের কৃষ্ণই তো ধর্ম্মসংস্থাপন করেন। অবতারিণী, এই সাধু বাবু, এঁরাও ধর্ম্মসংস্থাপন করতে আরম্ভ করেছেন। ধন্যি বাবা তোমাদের ধম্মো!

হাঁ, আর একজন ঋত্বিক্ দিয়ে মন্ত্র দিচ্ছেন। আরে হ'ল কি? নিজে গুরু হচ্ছেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তুমি যাঁকে লক্ষ্য করুছো, তাঁর উপর ঠাকুরের কৃপা কম নেই। আগুণ জল্‌লে যেমন পোকার গাঁদি লাগে তেম্‌নি ঐ মহাপুরুষের দিকেও বোধ হয় হাজার হাজার লোক ছুট্‌ছে! একলা কত লোককে উদ্ধার করবেন? তাই তাঁকে প্রতিনিধি নিতে হয়েছে। লোকে তাঁকে পরমগুরু না বলে গুরু বলে তফাত এইটুকু ত'?

হরি। তুমিও তাঁর ভক্ত নাকি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম "মকার"বাবা ছাড়া আর কেউ নেই, উনি তাঁরই লীলা-বিগ্রহ।

হরি। তাঁর শিষ্য হ'লে অন্ততঃ দৈনিক ছ পয়সা হিসাবে মাসে মাসে তিন টাকা কর দিতে হয়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম মন্ত্র গ্রহণের পর শিষ্য গুরুর হয়ে যান, তাঁর সর্বস্ব গুরুর—শিষ্য তা দিতে পারেন না। তিনি দৈনিক ছ পয়সা গ্রহণের ছলে শিষ্যের নিত্যকৃত পাপ নেন। কত করুণা তাঁর। এ ছ পয়সা নেওয়া নয়, পাপ নেওয়া রাম রাম।

হরি। ভাল ভাল, বল তোমার ধর্ম্মসংস্থাপনের কথা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম—

স্থাপয়েদ্ যঃ পরং ধর্ম্মং জ্ঞানং যৎ পারমেশ্বরম্।
ন তস্মাদধিকো লোকে স যোগী পরমো মতঃ॥ ১৪৯
যস্তং স্থাপয়িতুং শক্তো ন কুর্য্যান্মোহিতো জনঃ।
স যোগযুক্তোঽপি মুনির্নাত্যর্থং ভগবৎপ্রিয়ঃ॥ ১৫৯

—কূর্ম্মপুরাণ উপরিভাগ

—যিনি পরমধর্ম্ম পারমেশ্বর জ্ঞান স্থাপন করেন, তাঁ হ'তে জগতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, তিনি পরম যোগী। যিনি ধর্ম্মস্থাপন করতে সমর্থ হয়েও পাছে বদ্ধ হই—এই ভয়ে ভীত হয়ে ধর্ম্মসংস্থাপন করেন না, তিনি শ্রীভগবানের অতিপ্রিয় নন রাম রাম সীতারাম।

হরি। এঁদের ধর্ম্মসংস্থাপনের সামর্থ্য এসেছে বুঝ্লে কি ক'রে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যাঁদের কৃপা লাভ ক'রে পঞ্চাশ ষাট হাজার কি লক্ষ লোক (ঠিক জানিনা) ভগবৎ-পথে চল্‌ছে, তাঁরা যে সামান্য নন, শ্রীভগবানের অতি কৃপাপাত্র এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই রাম রাম সীতারাম। তাঁরা ভগবৎপ্রেরণা পেয়েছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি ছাই পেয়েছে! যারা ব্রহ্মতত্ত্বই অবগত নয়, তারা আবার কি প্রেরণা পাবে ? বেদে কোনস্থানেই সাকার ব্রহ্মের কথা নাই।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম কেন সীতারাম? রাম রাম সীতারাম পুরুষসূক্তের—"ব্রাহ্মণস্থ মুখমাসীৎ···" (১১ শ্লোক)

পুরুষের মুখ হতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বাহু হতে, উরুদ্বয় হতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হতে শূদ্র উৎপন্ন হ'ল রাম রাম সীতারাম।

"চন্দ্রমা মনসো জাত·················· (১২ শ্লোক)

মন হতে চন্দ্র, চক্ষু হতে স্বর্য্য, মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হতে বায়ু জাত হলেন। নাভি হতে অন্তরীক্ষ, মস্তক হতে দ্যুলোক, পাদদ্বয় হতে পৃথিবী ও শ্রোত্র হতে দিক্‌সমুদয় উৎপন্ন হ'ল। ঋগ্‌বেদ ১০।৬০ তৈত্তিরীয়াণ্যক ৩।১২

রাম রাম সীতারাম পুরুষ-সূক্ত কি বেদমন্ত্র নয়?

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ॥২॥,

—বিষ্ণুসূক্ত ঋগ্বেদ ১।২২।১৬, শুক্লযজুর্ব্বেদ ৫।১৫

একথা পূর্ব্বে বলেছি।

সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু এই সমস্ত জগতের উদ্দেশে চরণ বিস্তার করেছিলেন। তৎকালে তিনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক তিন প্রকারে স্বকীয় চরণ প্রক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর ধূলিযুক্ত পাদ-স্থানে সমগ্র জগৎ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ॥২॥

"ত্রীণি পদা বিচক্রমে" ॥৩॥

অজেয় সমস্ত জগতের রক্ষক বিষ্ণু এই ত্রিলোকের পুণ্যকর্ম্ম-সমূহের রক্ষণার্থ পদত্রয় বিস্তার করেছিলেন ॥৩॥ রাম রাম সীতারাম বিষ্ণুসূক্ত কি বেদ নয় রাম রাম?

উত্তরনারায়ণ শুক্লযজুর্ব্বেদ ৩১।২২

"শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে···" ॥২২॥

শ্রী ও লক্ষ্মী তোমার দুই পত্নী। দিবা ও রাত্র দুই পার্শ্ব, নক্ষত্রসমূহ রূপ এবং দ্যুলোক ভূলোক তোমার বিকসিত আনন ইত্যাদি।

"অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি" ॥৬॥

—দেবীসূক্ত ঋগ্বেদ ১০।১২৫

ব্রাহ্মণদিগের দ্বেষকারী অসুরগণকে নাশ করবার জন্য আমি

মহাদেবের ধনু জ্যা-সংযুক্ত করি। আমি সজ্জনের রক্ষার জন্য সংগ্রাম করি এবং আমিই স্বর্গে, মর্ত্ত্যে অন্তর্যামিণী রূপে প্রবেশ করেছি।

রুদ্রসূক্ত লক্ষ্মীসূক্ত প্রভৃতি ত বেদমন্ত্র, তাতেও তো সাকারের কথা আছে।

হরি। ওসব ব্যাখ্যা ঠিক নয়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম যে সায়ণভাষ্য সর্ব্বজন সাদরে গ্রহণ করেছেন, তুমি যদি বল তা ঠিক নয় তা হ'লে—সীতারাম যাক্—

"তেভ্যো হ প্রাদুর্ব্বভূব"—কেনোপনিষৎ ৩।২

দেবতাদের নিকট ব্রহ্ম প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। তাহলে তাঁর রূপ আছে। তিনি অগ্নিকে বলেছিলেন, কে তুমি? তাহলে তাঁর হাত আছে। হাত, মুখওয়ালা দেবতাকে কি ক'রে নিরাকার বলি সীতারাম?

তিনি অন্তর্হিত হলে ইন্দ্র সেই আকাশে স্বুবর্ণভূষিতা নারীর ন্যায় অতি সুশোভনা উমার (ব্রহ্মবিদ্যার) সকাশে উপস্থিত হলেন। তাঁর শক্তিও মূর্ত্তিমতী হয়ে দেখা দিলেন।

"এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু-হিরণ্য-কেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্বএব সুবর্ণঃ॥"

—ছান্দোগ্য ১।৬।৬

এই যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে দৃষ্ট হন, যাঁর শ্মশ্রু সুবর্ণবর্ণ এবং যাঁর নখাগ্রপর্য্যন্ত সমস্তই সুবর্ণবর্ণ, যাঁর নয়নযুগল মর্কটের পশ্চাদ্‌ভাগের ন্যায় লোহিতাভ যে পদ্ম সেই পদ্মের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

একি ভগবানের সাকার রূপ নয়? রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম?

হরি। তুমি কি বল্‌তে চাচ্ছ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম শ্রীভগবান্ সাকার নিরাকার সগুণ নির্গুণ আবার গুণাতীত। যে যেমন অধিকারী—সে তদ্রূপ উপাসনা কর্‌বে।

হরি। সাকার উপাসনা মূর্ত্তি-ওসব মিথ্যা বাজে—বেদে নাই।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এই তো তোমায় বেদের কথা বল্লাম। আরও শোন—"পরমেশ্বর মায়াশক্তি বলে বহুরূপধারণ করেন। ঋগ্বেদের ৬ম—৫৭ সূক্তে পঞ্চম এবং অষ্টম-মণ্ডলে প্রতিমাশব্দ উল্লিখিত আছে। যাজ্ঞিকসম্প্রদায় এই প্রতিমাশব্দের অর্থান্তর করিলেও ইহার পুরাণসম্মত অর্থ প্রতি-মূর্ত্তি। সুতরাং বেদ হইতেই এই প্রতিমাশব্দ গৃহীত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে শিবমূর্ত্তির বর্ণনা আছে এবং বৃষের কথাও উল্লিখিত আছে।" (পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কৃত-শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকা পৃঃ ।১০)

রাম রাম সীতারাম বেদ অধ্যাপনের পর আচার্য্য শিষ্যকে মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব ইত্যাদি বলার পর বলেন—

অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ ॥ ১।১১।৩

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

আর যদি কর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা আচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়—

তা হ'লে তৎকালে ঐ স্থানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্ম্ম-পরায়ণ, কর্ম্মাদিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অক্রুরমতি, নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণ থাকবেন, তাঁরা যেরূপ আচারে নিরত থাকেন, তুমি তদ্রূপ থাকবে। আবার পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের কারও আচরণে যদি কেহ সংশয় উপস্থিত করে, তা হ'লে ঐ কালে বা স্থানে বিচারক্ষম, কর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্মাদিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অক্রুরমতি নিষ্কাম যে ব্রাহ্মণগণ থাকবেন, তাঁরা ঐ সকল বিষয়ে যেরূপ নিরত থাকেন, তুমিও সেরূপ থাকবে। এষঃ আদেশঃ। এষঃ উপদেশঃ। এষা-বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্ ॥—ঐ ১।১১।৪

ইহাই বিধি, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের রহস্য, ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা।

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অদ্বৈতবাদী শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁর মঠচতুষ্টয়ে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে

গেছেন, নীলা সরস্বতী প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর শঙ্কর-পন্থী অন্যান্য সন্ন্যাসীবৃন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বাবা, শ্রীবিবেকানন্দ বাবা শ্রীনিগমানন্দ পরমহংসবাবা, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাবা, শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী বাবা, শ্রীশঙ্কর-পুরুষোত্তম-তীর্থ বাবা, শ্রীউত্তমানন্দস্বামী, শ্রীধ্রুবানন্দ স্বামী, শ্রীশঙ্করতীর্থ বাবা প্রভৃতি প্রতিমাপূজার উপদেশ করেছেন।

শ্রীভগবান্ যামুনাচার্য্য, শ্রীভগবান্ রামানুজাচার্য্য, শ্রীভগবান্ মধ্বাচার্য্য, শ্রীভগবান্ বল্লভাচার্য্য, শ্রীভগবান্ রামানন্দাচার্য্য, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরামদাস-কাঠিয়া বাবা, শ্রীতুলসী দাস, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য এবং অন্যান্য সাধু শ্রীবৈষ্ণবগণ, মহাযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামী, শ্রীশঙ্কর দেব, শ্রীমাধবদেব, স্বামী পূর্ণানন্দ পরমহংস, স্বামী ভূমানন্দ পরমহংস, শ্রীদামোদর দাস মহারাজ, শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী, শ্রীসন্তদাস বাবাজী, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণদাস বাবা, শ্রীদণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রম, সনাতনধর্ম্মের মূল স্তম্ভ ৺পঞ্চানন তর্করত্ন, ৺তারাচরণ তর্করত্ন, ৺প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ৺লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, ৺যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ৺সতীনাথ বিদ্যাভূষণ পঞ্চতীর্থ, ৺করুণাময় স্মৃতিতীর্থ, ৺শরৎকমল ন্যায়তীর্থ, প্রভৃতি অসংখ্য মহাপণ্ডিতগণ যা ক'রে গেছেন, ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার, ৺রামদয়াল মজুমদার, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শত শত ইংরাজী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যা ক'রে গেছেন, করতে শিখিয়ে গেছেন, এখনও অগণ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকগণ এবং আচার্য্য শ্রীবিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী বাবা ও শ্রীমৎপ্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বাবা শ্রীহৃষীকেশ আশ্রম বাবা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ, শ্রীকান্তিচন্দ্র স্মৃতিতার্থ, শ্রীরামরূপ বিদ্যাবাগীশ, শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীজগদ্দুর্লভ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ, শ্রীকরুণাময় সরস্বতী, শ্রীমন্মথনাথ তর্ক স্মৃতিতীর্থ, শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র

ষট্‌তীর্থ শ্রীনিরঞ্জন স্বরূপ ব্রহ্মচারী নবতীর্থ ন্যায়-বেদান্তচার্য্য শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার পঞ্চতীর্থ ভাগবতাচার্য্য শ্রীবৈদ্যনাথ শাস্ত্রী, শ্রীগৌরকিশোর গোস্বামী বেদান্ততীর্থ শ্রীশ্যামাপদ সপ্ততীর্থ, শ্রীমধুসূদন বেদতীর্থ, শ্রীহরিনারায়ণ বেদতীর্থ শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীবসন্তকুমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস প্রভৃতি অগণ্য পণ্ডিতমণ্ডলী বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভা, শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভা, আমরা ক জনকে চিনি ব তাঁদের নাম জানি—তাঁরা যা ক'রছেন, ক'রতে বলছেন, ব বল সীতারাম তা ছাড়া অন্য কিছু করা কি আমাদের উচিত তোমাকেই জিজ্ঞাসা ক'রছি—তুমিই বল সীতারাম রাম রা সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা, প্রতিমাপূজার ব্যাপারটা কি বল দেখি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম প্রতিমার নাম অর্চ্চাবতার।

হরি। আবার ঐ অবতার!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আগুনে যদি লোহ পড়ে থাকে, তা হ'লে লোহাকে লোকে আগুন বলে, তেমনি যার শ্রীভগবান্‌কে অনন্যভাবে আশ্রয় ক'রে থাকেন, তাঁদের অবতা ভগবান্ ইত্যাদি চিরদিন লোকে বলে এসেছে, বলছে, বলবে।

হরি। কথাটা বুঝলাম না।

ক্ষেপা। পুরাণের কথা বাদ দাও—শাক্যমুনি বুদ্ধদেবকে লোকে অবতা বলে—ইনি পুরাণের বুদ্ধদেব নন। শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শঙ্করে অবতার, শ্রীভগবান্ রামানুজাচার্য্য অনন্তের অবতার, শ্রীভগবা রামানন্দাচার্য্য রামের অবতার, মহারাষ্ট্রদেশে শ্রীজ্ঞানেশ্বর বিষ্ণু অবতার, শ্রীনিবৃত্তিনাথ শিবের অবতার, শ্রীসোপানদেব ব্রহ্মা অবতার, শ্রীমুক্তাবাই চিৎকলা অবতার, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাবিষ্ণু অবতার, শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতার, শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু অনন্তে অবতার, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার, আরও কত মহাপুরু অবতার বলে পূজিত হয়েছেন জানি না রাম রাম সীতারাম।

হরি। দেখ দেখি—এসব কি অন্যায় কথা! মানুষ কখন অবতার হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম শ্রুতি বলেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হন, যদি ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হন, তা হলে ঈশ্বরবিদ্ ঈশ্বর কেন হবেন না? তাঁকে যদি কেউ অবতার বা ভগবান্ বলে (শিষ্যের কথা ছেড়ে দাও, কারণ গুরু শিষ্যের নিকট ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পরব্রহ্ম সব) তা হ'লে তাতে এমন কি অন্যায় হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম?

হরি। তা ব'লে মানুষকে ভগবান্ বল্‌বে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম নদী সমুদ্রে মেশবার জন্য আকুল হ'য়ে ছুটেছে মাঝে বালির বাঁধ, নদী আট্‌কে পড়লো, পূর্ণিমায় সমুদ্র বর্দ্ধিত হ'য়ে এসে নদীকে আত্মসাৎ যখন করে, তখন কি নদী সমুদ্র হয়ে যায় না? তদ্রূপ শ্রীভগবান্ স্বয়ং "যমেবৈষ বৃণুতে" যখন এসে ভক্তকে বরণ করেন, বুকে তুলে নিয়ে একীভূত করে নেন, তখন কি মানুষ ভগবান্ হ'য়ে যান না?

হরি। সমাধিকালে মিলন হ'তে পারে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম পুনঃ পুনঃ সমাধি করে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈবভবতি" ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হয়ে যান, রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। তা ছাড়া শ্রীভগবান্ বলেছেন,

যদ্ যদ্ বিভূতমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্॥

—শ্রীগীতা ১০।৪২

ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও প্রভাব-বলসম্পন্ন যে যে বস্তু, সে সমস্ত আমার তেজের অংশসম্ভূত বলে জান্‌বে। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম যদি কোন সাধারণ মানুষকে ২০।৫০ হাজার অথবা লক্ষ লোক ভক্তির চক্ষে দেখে, তাহ'লে তিনি কি ভগবানের তেজ হ'তে উৎপন্ন নন্ বলা যায় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম? তা ছাড়া অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ বলেছেন—এই সম্পূর্ণ বিশ্ব আমি একাংশের দ্বারা ধারণ ক'রে আছি। শ্রুতি বলেন, "ত্রিপাদূর্দ্ধমুদৈৎ পুরুষঃ" তিনপাদের কোন সন্ধান নাই, এক পাদে অনন্তকোটি বিশ্ব ভেসেছে।

হরি। তা হ'লে সবই ভগবান্?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম "বহুস্যাং প্রজায়েয়মিতি" বহু হব জন্মাব তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল, তিনি বহু হয়ে লীলা কচ্ছেন—এ তো শ্রুতির কথা রাম রাম সীতারাম "সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং"—সমস্তই উপনিষদ্ কথিত ব্রহ্ম, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" শ্রুতি ত সব ব্রহ্মই বল্লেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বল্লেন—

দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষি-বৃক্ষ-সরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্ ॥৪৭॥ ১মঅংশ ২০অঃ
যানি মূর্ত্তান্যমূর্ত্তানি যান্যত্রান্যত্র বা ক্বচিৎ।
সন্তি বৈ বস্তুজাতানি তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ॥—ঐ—৮৪

দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, সরীসৃপ সবই পৃথক্‌ভাবে স্থিত অনন্ত শ্রীবিষ্ণুর রূপ। যা মূর্ত্ত, যা অমূর্ত্ত, যা এখানে, যা অন্যত্র যে কোন স্থানে বস্তুসকল আছে—সে সমস্তই শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ।

যা কিছু সব শ্রীভগবানের দেহ—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্দ।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি-জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, স্থাবরজঙ্গম, সমস্ত জীব, দিক্‌সকল, বৃক্ষসমুদয়, নদীসমূহ, সপ্ত সমুদ্র আদি যা কিছু সব শ্রীহরির শরীর—অনন্য ভক্ত সকলকে প্রণাম করবেন রাম রাম সীতারাম। একটি বালুকণা হতে হিমালয় পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ। তিনিই সব সেজে লীলা করছেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। তা'হলে আমিও ভগবান্, অবতার?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম তুমিও অবতার।

(ডাক্তার)রি। আমি জগতের কি কল্যাণ করছি ?

ক্ষপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম তুমি জগতের যে উপকার কর্ছো, তা পুত্র, মিত্র, আত্মীয়-স্বজন, শিষ্য, ভক্ত, কেউ কর্তে পারে না। তুমি সাধুগণের পরম উপকারী সুহৃত্তম রাম রাম সীতারাম।

রি। আমি সাধুদের কি উপকার কর্ছি ?

ক্ষপা। রাম রাম সীতারাম তুমি কি কর্ছ—এই শোন। মহাভারত বল্ছেন—

অক্রুষ্যন্ ক্রুশ্যমানস্য সুকৃতং নাম বিন্দতি।
দুষ্কৃতং চাত্মনো মর্ষী রুষ্যত্যেবাপ মার্ষ্টি বৈ ॥৩

—মহাভারত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্ব ১১৪

যিনি নিন্দুকের উপর ক্রোধ করেন না, তিনি নিন্দুকের পুণ্য লাভ ক'রে থাকেন আর ঐ সহনশীল পুরুষ আপনার সমস্ত পাপ ঐ ক্রোধী নিন্দাকারীকে দেন।

তুমি সাধু এবং অন্যান্য জনগণের নিন্দা করত পাপ গ্রহণ ক'রে কত জ্বালা ভোগ কর্ছো, নিন্দার পরমাণুসকল তোমায় দিবানিশি ঘিরে রেখে কি যন্ত্রণা দিচ্ছে! সদ্গুরু লাভ করেছো, সাধনে রস পেয়েছো, সাধনতত্ত্ব বুঝেছো, সে সব ত্যাগ ক'রে লোকের পাপ গ্রহণ করত তাদের নিষ্পাপ ক'র্ছো। যীশুখ্রীষ্ট, নিত্যানন্দপ্রভু হ'তেও তুমি মহান্, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। তাই তুমিও অবতার রাম রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম।

রি। তুমি আমায় অবতার বলে নিন্দা ক'র্লে, না সুখ্যাতি কর্'লে ?

ক্ষপা। রাম রাম সীতারাম সীতারাম আমরা তোমার নিন্দা সুখ্যাতি কিছুই করিনি। মহাভারত যা বলেছেন, তাই তোমায় বল্লাম। আশীর্ব্বাদ কর সীতারাম "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" মনে করে অকপটে যেন সকলের পায়ে মাথা নোয়াতে পারি রাম রাম সীতারাম জয় রাম জয় রাম সীতারাম।

হরি। যাক্ তুমি প্রতিমা-পূজোর কথা বলো।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম,

শ্রীভগবান্ বলেছেন—

মম প্রকারাঃ পঞ্চেতি প্রাহুর্বেদান্তপারগাঃ।
পরো ব্যূহশ্চ বিভবো নিয়ন্তা সর্ব্বদেহিনাম্॥
অর্চ্চাবতারাশ্চ তথা দয়ালুঃ পুরুষাকৃতিঃ।
ইত্যেবং পঞ্চধা প্রাহুর্মাং রহস্যবিদো জনাঃ॥

—শ্রীবিষ্বক্‌সেন সংহি

শ্রীভগবানের স্বরূপ অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, পর এবং অন্তর্যামী এ পাঁচরূপে ভক্তকে আনন্দ দান করতে করতে পরমানন্দময় বৈ ধামে নিয়ে যান। প্রথমে সাধারণ ভক্তের অর্চ্চাবতার উপাসনা অধিকার। তাঁর উপাসনায় পাপ ক্ষয় হ'লে বিভব উপাসনা যোগ্যতা লাভ হয়। বিভব উপাসনার দ্বারা সঞ্চিত দূষি দূর হ'লে ব্যূহ, অনন্তর পর শেষে অন্তর্যামীর উপাসন শ্রীভগবানের অনুগ্রহে সুষুম্নাপথে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে দেবযা মার্গে ক্রমে প্রকৃতিমণ্ডল অতিক্রম করত বিরজানদীতে স্না পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবাসী জনগণের দ্বারা পূজিত হ'য়ে শ্রীভগবান্ অভিমত ভাবে লাভ ক'রে কৃতার্থ হন রাম রাম রাম সীতারা সীতারাম।

হরি। প্রধান শ্রুতিগুলিতে তো বৈকুণ্ঠ ফৈকুণ্ঠ নেই।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বৈকুণ্ঠ না থাকলে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষিতকী প্রভৃতি উপনিষদে ব্রহ্মসূত্রে দেবযান মার্গ ও ব্রহ্মলোকের কথা আছে, তুমি তাই ধরে না সীতারাম।

হরি। অর্চ্চাবতার ক'রকম, কি ক'রে পূজা করতে হয়, তাতে বি উপাসনার অধিকার কি ভাবে হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পূজনীয় ভগব প্রতিমার নাম অর্চ্চাবতার। স্বয়ং প্রকট অর্চ্চাবতারকে স্বয়ং ব্য দেব-স্থাপিতকে দৈব, সিদ্ধ-স্থাপিতকে সৈদ্ধ এবং মনুষ্য কর্তৃ

স্থাপিত প্রতিমাকে মানুষ বলা হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সাতারাম ॥*

---

*প্রতিমা উপাসনার অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

বেদাদি বিভিন্নশাস্ত্র বহুমুখে মূর্ত্তিপূজার বিধান দিয়াছেন। নিম্নে এ বিষয়ে একটি দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইতেছে। বেদে স্থলে-স্থলে মূর্ত্তিপূজার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা শুক্লযজুর্বেদের মন্ত্র—

যা তে অগ্নে অয়ঃ শয়া তনুর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা।
উগ্রং বচো অপাবধীত্ত্বেষং বচো অপাবধীৎ স্বাহা ॥
যা তে অগ্নে রজঃ শয়া তনুর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা।
উগ্রং বচো অপাবধীত্ত্বেষং বচো অপাবধীৎ স্বাহা ॥
যা তে অগ্নে হরিশয়া তনুর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা।
উগ্রং বচো অপাধীত্ত্বেষং বচো অপাবধীৎ স্বাহা ॥

—শুক্লযজুর্বেদ ৫।৮

ইহার তাৎপর্য্য—সর্বোত্তম ফলদায়ক পরমাত্মা নিজ লৌহময়ী রজতময়ী স্ুবর্ণময়ী মূর্ত্তিতে গুপ্তরূপে বিরাজমান আছেন। তিনি নিজ প্রসাদী অন্নপানের দ্বারা আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণাকে বিনষ্ট করিয়া দিন।

বেদের অন্তর্গত শতপথব্রাহ্মণে একটি আখ্যান আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উক্ত মন্ত্রে আছে। দেবাসুর সংগ্রামে পরাজিত দেবগণ অন্নপানাদি না পাইয়া যখন দুর্দশাগ্রস্ত হইলেন, তখন তাঁহারা নিজ দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য এবং শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য পৃথিবী-অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ এই ত্রিলোকে অর্চ্চা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করত তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে লৌহমূর্ত্তি, অন্তরীক্ষে রজত মূর্ত্তি এবং স্বর্গে সুবর্ণমূর্ত্তি।

ততো সুরা এষু লোকেষু পুরশ্চক্রিরে অয়স্ময়িমেবাস্মিন্ লোকে, রজতামন্তরীক্ষে হরিণী দিবি ॥

—শতপথব্রাহ্মণ ৩।৪,৪।৩

হরি। পূজা ক'রকম ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম পাঁচ রকম; অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায়, ইজ্যা রাম রাম সীতারাম।

হরি। অভিগমনাদি কাকে বলে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম অভিগমন—দেবতার স্থান মার্জ্জন, উপলে· নির্ম্মাল্য দূরীকরণ রাম রাম সীতারাম

ঋগ্‌বেদ সংহিতায় লিখিত আছে—

অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্।
তদারভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্॥

—ঋগেদ সংহিতা ৮।৮।১৩

অর্থ—বহু দূরদেশে বর্তমান পুরুষ-নির্ম্মাণ-রহিত (অপৌ-রুষেয়) যে দারুময় তরু সিন্ধুতটে সংসারসাগরের নৌকারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে (সেই দারুব্রহ্মকে) পূজা কর সেই দুর্দ্ধর্ষপুরুষের উপাসনার দ্বারা অতি উৎকৃষ্টলোকে গমন কর।

অথর্ব্ববেদেও প্রতিমাপূজার মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়—

সংবৎসরস্য প্রতিমা যাং ত্বাং রাত্রি উপাস্মহে।
সা ন আয়ুষ্মতী প্রজাং রায়স্পোষেণ সংসৃজা॥

হে রাত্রি! আপনি সংবৎসরের প্রতিমা (মূর্ত্তি), আমরা আপনার উপাসনা করি, আমাদের সন্তানগণকে ধন পুষ্টি প্রভৃতিতে সংযুক্ত করুন।

বেদান্তে কয়েক প্রকার উপাসনার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে প্রতীক উপাসনার প্রসঙ্গে মূর্ত্তিপূজার বিধান দেওয়া হইয়াছে।

রামায়ণের যুগে বহু দেবমন্দির ও চৈত্য ছিল এবং জন-সাধারণের মধ্যে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন ছিল, তাহা সুস্পষ্ট। সূর্য্য-বংশের রাজপরিবার মহারাজগণ এমন কি স্বয়ং রামচন্দ্রও তাঁহাদের কুলদেবতা নারায়ণের (শ্রীরঙ্গনাথের) নিয়মিত পূজা করিতেন তাহাও পরিস্ফুট। যথা—

দৈবতানি চ সর্বাণি চৈত্যানি নগরস্য চ।
সুগন্ধমাল্যৈর্বাদিত্রৈরর্চন্তু শুচয়ো নরাঃ॥

জয় জয় রাম সীতারাম উপাদান মানে গন্ধপুষ্পাদি চয়ন রাম রাম ; যোগ—ইষ্টদেবতাকে আপনার আত্মা এই ভাবে চিন্তা করা, রাম রাম স্বাধ্যায়ের অর্থ—মন্ত্রার্থ সন্ধানপূর্ব্বক জপ, সূক্ত-স্তোত্রাদি পাঠ, হরি-সংকীর্ত্তন তত্ত্বাদি শাস্ত্র অভ্যাস রাম রাম সীতারাম, ইহা হ'ল স্বীয় দেবতার যথার্থ ভাবে পূজা—এর

অযোধ্যাবাসীগণ সুগন্ধ পুষ্পমালা এবং বাদ্যাদির দ্বারা তত্রত্য দেবতাগণের এবং চৈত্যের অর্চ্চনা করিত।

গতে পুরোহিতে রামঃ স্নাতো নিয়তমানসঃ।
সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগমৎ ॥

পুরোহিত দেবায়তনে গমন করিলে পত্নী বিশালাক্ষী সীতার সহিত রাম স্নান করিয়া শুদ্ধচিত্তে সেই দেবমন্দিরে নারায়ণের অর্চনার জন্য গমন করিলেন।

মহাভারতের বহুস্থলে অর্চা বিগ্রহের মন্দির এবং উপাসনার উল্লেখ দেখা যায়।

দেবায়তনস্থিতাশ্চ কৌরবেন্দ্রস্য দেবতাঃ।
কম্পন্তে চ হসন্তে চ নৃত্যন্তি চ রুদন্তি চ ॥

ভারত যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই হস্তিনাপুরের দৃষ্ট বিভিন্ন কুলক্ষণ সকল বর্ণনা কালে এই শ্লোকটির উল্লেখ আছে। কুরুরাজের দেবমন্দিরে প্রতিমাগণ কাঁপিতেছেন হাসিতেছেন নাচিতেছেন এবং কাঁদিতেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র এই উপাসনার উপদেশ দিতেছেন—

মমার্চোপাসনাভির্বা নান্যৈর্যোগং স্মরেন্মনঃ ॥

—মহাভাঃ ১১।২০।২৪

স্বভাবতঃ চঞ্চলমন আমার অর্চা উপাসনাতে এতদূর নিমগ্ন হইয়া যায় যায় অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা তখন আর থাকেনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ অর্চাপ্রতিমার এবং অর্চাপূজার বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন—

মদর্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্দৃঢ়ম্।
পুষ্পোদ্যানাদি রম্যাণি পূজা-যাত্রোৎসবাশ্রিতান্ ॥

দ্বারা নিম্নোক্ত মুক্তিরূপ ফল লাভ হয় :
অভিগমন—সার্ষ্টি—তত্তুল্যতারূপ মুক্তি
উপাদান—সামীপ্য—নৈকট্যরূপা মুক্তি
যোগ—সালোক্য—তুল্যলোকবাসরূপ মুক্তি
স্বাধ্যায়—সাযুজ্য—অভেদ মুক্তি

পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্ব্বস্বথান্বহম্।
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্তা মৎ সার্ষ্টিতামিয়াৎ॥

—শ্রীমদ্ভা ১১।২৭।৫০

দৃঢ়ভাবে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আমার অর্চা বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিবে। এই অর্চা বিগ্রহের পূজা, যাত্রা এবং উৎসবাদির জন্য রম্য পুষ্পোদ্যান রচনা করিবে। এই পূজা মহোৎসবাদির প্রবাহ নির্বাহের জন্য ধান্যাদির ক্ষেত্র, দোকান, গ্রাম ও নগর প্রভৃতি দৈব সম্পত্তি দান করিবে। এই সকল প্রতিষ্ঠাতা আমার (ভগবানের) সার্ষ্টিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণে মহর্ষি পরাশর লিখিয়াছেন—

স্বরূপাং প্রতিমাং বিষ্ণোঃ প্রসন্নবদনেক্ষণাম্।
কৃত্বাত্মনঃ প্রীতিকরীং সুবর্ণরজতাদিভিঃ॥
তস্যাং ব্রহ্মসমারোপ্য মনসা তন্ময়ো ভবেৎ।
তামর্চয়েৎ তাং প্রণমেৎ তাং ভজেৎ তাং বিচিন্তয়েৎ॥

—বিষ্ণুধর্মোত্তর

সুবর্ণ, রজতাদি উপাদানে নিজ অভীষ্ট স্বরূপবান্ বিষ্ণুমূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহাতে মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি ব্রহ্মবস্তুর প্রতিষ্ঠা করিয়া মনে মনে তন্ময় হইয়া সেই প্রতিমাকে অর্চ্চনা করিবে, প্রণাম করিবে, ভজনা করিবে, বিশেষভাবে চিন্তা করিবে।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে—মন্দির নির্ম্মাণ, মূর্ত্তিস্থাপনা, মূর্ত্তিপূজন, অর্চাবিগ্রহের মহিমাবর্ণন প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, গরুড়-পুরাণ, হারীতসংহিতা প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রে, তন্ত্রসার মন্ত্রমহার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে প্রতিমার উপাদান,

ইজ্যা—সারূপ্য—সমানরূপতা মুক্তি

—পাদ্মে পাতালখণ্ডে ৪৭ অঃ

রাম রাম সীতারাম।

হরি। তোমাদের শাস্ত্রে পূজার কথা কি আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—

"কিমত্র বহুনোক্তেন শ্রূয়তাং মুনিপুঙ্গবাঃ।
পূজায়াং সর্ব্বজন্তূনাং ভোগ-মোক্ষৌ চ নান্যথা॥"

—সূতসংহিতা।

এ বিষয়ে আর অধিক কি বল্‌বো! হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শুনুন—পূজার দ্বারা সমস্ত জীবগণের ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়,—ইহা নিশ্চয়।

"পূজয়া সদৃশং পুণ্যং নাস্তি লোকত্রয়েষ্বপি।
পূজয়ৈব মহাদেবঃ শঙ্করঃ পরমেশ্বরঃ।
নীলকণ্ঠো বিরূপাক্ষঃ শিবো নিত্যং প্রসীদতি।"

—সূতসংহিতা।

পূজার সমান পুণ্যজনক অন্য কর্ম্ম ত্রিভুবনে নাই। পূজার দ্বারাই মহাদেব শঙ্কর পরমেশ্বর, নীলকণ্ঠ, বিরূপাক্ষ শিব নিত্য প্রীত হন।

---

*　　*　　*　　*　　*

নির্ম্মাণবিধি, প্রতিষ্ঠাবিধি, পূজাবিধি এবং প্রতিমাউপাসনা সম্বন্ধীয় অপরাপর আবশ্যকীয় তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

প্রতিমা উপাসনায় ধর্ম সিদ্ধ মহাপুরুষগণের অনুষ্ঠান—

আড়বারগণ ভগবানের সমস্তপ্রকার রূপকেই ধ্যান এবং আরাধনা করিতেন, পরন্তু অর্চাবতারে তাঁহাদের প্রাবণ্য এবং প্রেম সর্বাধিক ছিল।

তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন—"করস্থ সর্বসুলভ প্রত্যক্ষ অর্চাবতারকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয় অগোচর পরমপদপ্রাপ্তির জন্য নানাবিধ সাধন করা মূর্খের কার্য্য। সদ্‌গতিপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় অর্চাবতারে সুদৃঢ় ভক্তি।"

"কৃতে ধ্যানাজ্‌জ্ঞানসিদ্ধিস্ত্রেতায়াং তপসা তথা।
দ্বাপরে যজনাজ্‌জ্ঞানং প্রতিমাপূজয়া কলৌ॥" ৫৫

—শিবপুরাণ বিদ্যেশ্বরসংহিতা ১০ অঃ

রাম রাম সীতারাম।

সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান সিদ্ধ হয়, ত্রেতাযুগে তপস্যার দ্বারা, দ্বাপরে যজন এবং কলিযুগে প্রতিমা-পূজা দ্বারা জ্ঞান লাভ হ'য়ে থাকে:

"পূজনাজ্জায়তে ভক্তির্ভক্ত্যা জ্ঞানং প্রজায়তে।
জ্ঞানাদ্ বিজ্ঞানসম্পত্তিঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥
বিজ্ঞানঞ্চ যদা জাতং তদা ভেদো নিবর্ত্ততে॥"

—শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ২৬ অঃ

পূজা হ'তে ভক্তি উৎপন্ন হয়, ভক্তির দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞান হ'তে বিজ্ঞান-সম্পত্তি লাভ হ'য়ে থাকে এবং যখন বিজ্ঞান অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়, তখন ভেদ দূরীভূত হ'য়ে যায়—সমস্ত জগতই বাসুদেব এই জ্ঞানই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। পূজার কথা ভাল ক'রে বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সাতারাম, একজন যথেচ্ছাচারী খাদ্যাখাদ্যবিচারহীন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি—সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে তার জীবনের গতি

* * * *

জ্ঞানাচার্য্য শঙ্কর অর্চা উপাসনার প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থং স্থানবিশেষো ন বিরুধ্যতে, শালগ্রাম ইব বিষ্ণোঃ।

যদ্যপি ব্রহ্ম যাবৎ বস্তুতেই ব্যাপ্ত আছেন, তথাপি তাঁহাকে উপলব্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ স্থলে (প্রতিমাদিতে) তাঁহার অনুচিন্তন বিরুদ্ধ হয় না, যেরূপ শালগ্রামে বিষ্ণুভগবানের পূজা বিরুদ্ধ নহে।

(মানব উজ্জীবন ১৮০।১৮১।১৮২।১৮৩।১৮৪ পৃষ্ঠা)

—(বলরাম ধর্মসোপান)

ফিরে গেল, সে ভাল হবার জন্য ব্যাকুল হ'ল, কিন্তু তার দুর্দ্দান্ত চিত্ত কোন রকমে স্থির হয় না। সজনে নির্জ্জনে তাকে পাপ চিন্তা করাতে লাগ্‌লো। তখন সে জনৈক গুরুর আশ্রয় নিলে গুরু তাকে ব'ল্লেন—তুমি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" জপ করবে ও একটি কৃষ্ণ-বিগ্রহে নিত্য পূজা করবে; তাঁকে নিবেদন ক'রে তবে আহার ক'রবে। সে সেই বিগ্রহ নিয়ে সেবা আরম্ভ ক'রলো। একটি ঘরে ঠাকুর রেখে নিত্য তিন বেলা ফুল চন্দন ধূপ দীপ দিয়ে পূজা ক'রতে লাগ্‌লো। মন্ত্র জপ, ভাগবত পাঠ এবং তিন বেলা হরিসংকীর্ত্তন করতে আরম্ভ ক'রলে তার শুদ্ধভাবে, ফুল-চন্দন-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-অন্নাদি দিয়ে পূজায় এবং শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি ও সংকীর্ত্তনে প্রচুর সাত্ত্বিক পরমাণু নিত্য আকর্ষিত হ'তে লাগ্‌লো। তার পূজার দ্বারা ঘরখানি সাত্ত্বিক পরমাণুতে পূর্ণ হ'য়ে গেল। সাত্ত্বিক আহারে সাত্ত্বিক পরমাণু ভিতরে সঞ্চিত হ'তে লাগ্‌লো। শ্বাসে শ্বাসে সাত্ত্বিক পরমাণু ভিতরে ঢুকতে লাগ্‌লো রাম রাম সীতারাম, এবার সে বিভব উপাসনার অধিকার লাভ ক'রলে।

হরি। বিভব কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম কৃষ্ণাদি অবতার। সে কৃষ্ণমন্ত্র পেয়েছে, সে কৃষ্ণচরিত পাঠ ও কৃষ্ণের লীলা চিন্তা করতে লাগ্‌লো।

হরি। সেই অশ্লীল কৃষ্ণ চিন্তা ক'রে কি হ'তে পারে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সে কথা পরে বল্‌ছি। সে কৃষ্ণ চিন্তা ক'রতে ক'রতে ধ্যানে তন্ময় হ'য়ে গেলো। আনন্দে বিভোর হ'য়ে 'অহং' 'মম'—আমি আমার ভুলে যেতে লাগ্‌লো। তার বাইরের আকর্ষণ ক'মে গেল রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। এবার সে ব্যূহ উপাসনার অধিকার লাভ ক'র্‌লে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। ব্যূহ কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, পরমপুরুষই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের জন্য

সংসারিগণের অনিষ্টনিবৃত্তিপূর্ব্বক রক্ষার নিমিত্ত ও উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহ হেতু শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে চারি প্রকারে অবস্থিত হন রাম রাম। নিত্যোদিত পরবাসুদেব, তা হ'তে উৎপন্ন ব্যূহ বাসুদেব। শ্রীবাসুদেব জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজঃ—এই ষড়্‌গুণসম্পন্ন। বাসুদেব বলের দ্বারা নিখিল হরণ, জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধান্ত-গোচর জ্ঞান বিচার, ঐশ্বর্য্যের দ্বারা চরাচর বিশ্ব সৃজন, বীর্য্যের দ্বারা সর্ব্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, শক্তির দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিরন্তর পালন, ধারণ, রক্ষণ এবং তেজের দ্বারা আপনার নিখিল তত্ত্ব জ্ঞাপন ক'রে থাকেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। সঙ্কর্ষণ কি করেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম তিনি জ্ঞান ও বলপূর্ণ। তাঁর কার্য্য শাস্ত্র-প্রবর্ত্তন এবং জগৎসংহার। জ্ঞানবলযুক্ত তিনি প্রকৃতিলীন জীবতত্ত্বে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক প্রদ্যুম্ন অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে জ্ঞানের দ্বারা শাস্ত্র প্রবর্ত্তন এবং বলের দ্বারা জগৎ সংহার করেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। প্রদ্যুম্ন কি করেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম প্রদ্যুম্ন ঐশ্বর্য্য বীর্য্যযুক্ত হ'য়ে মনস্তত্ত্বে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক মনুচতুষ্টয় প্রভৃতি শুদ্ধ বর্গ সৃষ্টি করেন। ইনি ঐশ্বর্য্যগুণে চরাচর জগৎ সৃজন ও বীর্য্যের দ্বারা সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ক'রে থাকেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। অনিরুদ্ধ কি করেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, শক্তি ও তেজোযুক্ত হ'য়ে রক্ষণ, তত্ত্বজ্ঞান দান, কালসৃষ্টি এবং মিশ্রসৃষ্টি করেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম।

হরি। তুমি এ ব্যূহের কথা কোথা পেলে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম তত্ত্বত্রয় গ্রন্থে রাম রাম সীতারাম।

হরি। তত্ত্বত্রয়ত কার লেখা? যাক্, মহাভারতে ব্যাসদেব কিছু ব'লেছেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—

যো বাসুদেবো ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্গুণাত্মকঃ।
জ্ঞেয়ঃ স এব রাজেন্দ্র জীবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।
সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নো মনোভূতঃ স উচ্যতে।
প্রদ্যুম্নাদ্ যোঽনিরুদ্ধস্তু সোঽহঙ্কার ইতীরিতিঃ ॥২

—শান্তিপর্ব্ব ৩৩৯ অঃ

হরি। বাসুদেব ক্ষেত্রজ্ঞ নির্গুণ, তিনিই সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ জীব হ'ন, তা হ'তে প্রদ্যুম্ন হ'ন, সেই মন হ'তে অনিরুদ্ধ অহঙ্কার হ'ন, তা হ'লে দেহস্থ অহঙ্কার-মন-জীবাত্মা-পরমাত্মার উপাসনার নাম ব্যূহ উপাসনা? পর কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বৈকুণ্ঠে পার্ষদগণ-যুক্ত শেষপর্য্যঙ্কে চামরহস্তে বিমলা উৎকর্ষিণী আদি অষ্ট সখীগণ সেবিত, চতুর্ভুজ, শ্রী, ভু, নীলার সহিত শঙ্খ-চক্রাদি দিব্য-আয়ুধবিশিষ্ট, অনন্ত-কল্যাণগুণসম্পন্ন পরব্রহ্ম পরবাসুদেবা-দিশব্দ-বাচ্য নারায়ণ। ইঁহার উপাসনার পর অন্তর্যামীর উপাসনা ক'র্‌তে হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। অন্তর্যামী কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, স্বর্গ নরক অনুভবদশাতেও জীবাত্মার সুহৃদ্-রূপে এবং যোগিগণের দ্রষ্টব্যরূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনি জীবগণের সহচর, রক্ষক, তাদের ত্যাগ ক'র্‌তে অসমর্থ, জীবের সহিত অবস্থান ক'রলেও তদ্‌গত দোষ তাঁকে স্পর্শ করে না। সমস্ত জড় ও চেতন এই অন্তর্যামীর শরীর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে একমাত্র তিনি অবস্থান করছেন। এই অন্তর্যামী পুরুষের উপা-সনার দ্বারা উপাসক ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ ক'রে জীবন্মুক্ত হ'ন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম।

হরি। অন্তর্যামী কি বল্‌তে পারো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অন্তর্যামীর পরিচয় শ্রুতি দিয়েছেন—

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥" ৬॥

—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের প্রসবিতা, উপাদান-কারণ, ইনিই স্থূল, সূক্ষ্ম ভূতগণের উৎপত্তি ও বিলয়ের অধিষ্ঠান রাম রাম সীতারাম।

হরি। ইনি কে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, আত্মার তৃতীয় পাদ—ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা "ম-কার" রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। ম-কার কিভাবে থাকেন বুঝি না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম,

"মকারে লভ্যতে নাদঃ"

অকারে পদ্ম রেচিত হয়, উকারে ভিন্ন (বিদারিত) হয়, মকারে নাদ লাভ করে। ওঙ্কারের ম-কার পাদটী নাদময় রাম রাম রাম সীতারাম সীতারাম।

হরি। তা হ'লে পূজার পরিণাম হ'ল নাদলাভ? অন্তর্যামীর উপাসনা মানে 'নাদোপাসনা'?

ক্ষেপা। সীতারাম সীতারাম জয় সীতারাম হাঁ সীতারাম, শ্রীবচনভূষণে কথিত হ'য়েছে—ভূমির নীচে জলের ন্যায় অন্তর্যামী, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে আবরণ জলের ন্যায় পর, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় ব্যূহ, বর্ষাকালে প্রবাহিত নদীর ন্যায় বিভব, আর নদীর জলের দ্বারা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হ্রদের ন্যায় অর্চ্চাবতার প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থান ক'রে জীবোদ্ধার করেন।

হরি। সন্তগণ যে নাদের কথা ব'লেছেন, পূজার দ্বারা সে নাদ লাভ হয়! আচ্ছা, আমায় ভাব্‌তে দাও।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম।

হরি। ঐ সব পুরাণ বা তন্ত্রের কি প্রয়োজন সাধনমার্গে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, সনাতন আর্য্যগণের একমাত্র সেব্য—সকলের মূল কি তা আগে দেখ্‌তে হবে রাম রাম সীতারাম। সমস্ত

কোথায় অবসান হবে এবং সকলের কি কাম্য উপনিষদ হ'তে তা আগে দেখা যাক্ রাম রাম সীতারাম জয় রাম।

হরি। বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম—

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিত্যেতৎ॥ ১৫

—কঠোপনিষৎ ১ ২

যম নচিকেতাকে ব'ল্লেন—সমস্ত বেদ যে বাঞ্ছিততম বস্তুর প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যা আদি যাঁর প্রাপ্তির উপায় এবং যাঁর কামনায় লোক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, আমি তোমার সেই ঈপ্সিততম বস্তু সংক্ষেপে বল্ছি, তা "ওম্"।

এই ওঙ্কার অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম, এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা ক'রে যিনি যা ইচ্ছা করেন,—তাঁর তাই হয়।
(১।২।১৬) ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন।

এই আলম্বন পর ব্রহ্ম, অপর ব্রহ্ম উভয়বিষয়ক,—ইহা জেনে সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হ'ন। (১।২।১৭)

প্রশ্নোপনিষদে পিপ্পলাদ সত্যকামকে বলেছিলেন—

এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।
তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমেতি॥

হে সত্যকাম, এই যে প্রসিদ্ধ পর ব্রহ্ম, অপর ব্রহ্ম তা ওঙ্কারস্বরূপ। এইহেতু এইরূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই ওঙ্কার আয়তনের দ্বারা পর অথবা অপর ব্রহ্মের অনুগমন করেন। (৫।২)

এক মাত্রা অকারের উপাসনায় অকারমাত্রাকে সাক্ষাৎ—কার করে পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তিনি তথায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া মহিমা অনুভব করেন। (৫।৩)

দ্বিতীয় মাত্রা উকারের উপাসনায় চন্দ্রলোকে গিয়ে ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসেন। (৫।৪)

তৃতীয় মাত্রার উপাসনায় জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যে সম্মিলিত হ'ন। সামসমূহের দ্বারা হিরণ্যগর্ভলোকে নীত হ'ন। হিরণ্যগর্ভ হতেও উত্তম পরমপুরুষকে দর্শন করেন। ৫।৫

ঋক্‌সমূহের দ্বারা প্রাপ্য মনুষ্যলোক, যজুঃসমূহের দ্বারা প্রাপ্য চন্দ্রলোক, এবং সামসমূহের দ্বারা মেধাবিগণেরই অবগম্য ব্রহ্মলোক—এই ত্রিবিধ লোকই উপাসক ওঙ্কার উপাসনার দ্বারা প্রাপ্ত হ'ন এবং যাহা শান্ত, অজর, অমর, অভয় ও সর্ব্বোত্তম, তাও এই ওঙ্কার অবলম্বনেই প্রাপ্ত হ'ন। ৫।৭ "যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ" রাম রাম সীতারাম তাহ'লে সনাতন আর্যগণের যে ওঙ্কারই কাম্য এবং ওঙ্কারই সমস্ত, তা বোঝা গেল রাম রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা তুমি বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।

তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্ব-
মোঙ্কার এব, যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।১॥
—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

এই সমস্তই 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক, ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তিরূপে সেই ওঙ্কারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কথিত হ'চ্ছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্তই ওঙ্কার। অপর যাহা কিছু ত্রিকালের অতীত, তাহাও এই ওঙ্কারই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ॥ ১।৪।১
—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

যে ওঙ্কার সর্ব্ববেদের প্রধান, সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত এবং অমৃত-স্বরূপ বেদের সাররূপে প্রাদুর্ভূত হ'য়েছেন, সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরমেশ্বর আমাকে প্রজ্ঞা দ্বারা তৃপ্ত করুন্। হে দেব! আমি যেন অমরত্বের কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের আধার হ'তে পারি। আমার শরীর যেন উপযুক্ত হয়। জিহ্বা যেন অতিশয় মধুরভাষিণী হয়। কর্ণদ্বয়ে যেন তোমার অনেক কথা শুনতে পাই। তুমি ব্রহ্মের কোশস্বরূপ। তুমি লৌকিক প্রজ্ঞার দ্বারা আবৃত আছ, তুমি আমার শ্রবণলব্ধ জ্ঞান রক্ষা কর।১।৪।১ ইত্যাদি—তৈত্তিরীয় অষ্টম অনুবাক্

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্।
ওম্ ইহা ব্রহ্ম—এঁকে উপাসনা ক'রবে। এই সমস্তই ওঙ্কারস্বরূপ ইত্যাদি রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

তা হ'লে আমরা শ্রুতিগুলির দ্বারা অবগত হ'লাম যে, ওঙ্কারই সব। ওঙ্কার আদি, মধ্য, অন্ত, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং ত্রিকালের যা অতীত, তাও ওঙ্কার রাম রাম সীতারাম।

হরি। হাঁ, ওঙ্কারই আর্য্যগণের একমাত্র অবলম্বনীয়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ছান্দোগ্যশ্রুতি ওঙ্কারেরই উপাসনা প্রথমে ব'লেছেন—যা কিছু উপাসনা হয়, সব ওঙ্কারেরই—মাত্র নামভেদ। ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদগায়তি তস্যোপ-ব্যাখ্যানম্॥ ১ ॥ ছান্দোগ্য।

উদ্গীথ-শব্দবাচ্য 'ওঁ' এই অক্ষরকে উপাসনা ক'রবে, কারণ 'ওম্' এই শব্দ হতে আরম্ভ ক'রে উদ্গীথ গান করা হয়। সেই অক্ষরের উপাসনা-মহিমা এবং ফল-বিষয়ে ব্যাখ্যা আরম্ভ হ'চ্ছে। পৃথিবী এই চরাচর ভূতবর্গের রস, জলরাশি পৃথিবীর রস, ওষধি-সমূহ জলরাশির রস, মানবদেহ ওষধিসমূহের রস, বাক্ মানব-দেহের রস, ঋঙ্‌মন্ত্র বাকের রস, সাম ঋঙ্‌মন্ত্রের রস, উদ্গীথ ওঙ্কার সামমন্ত্রের রস। ২ ॥

সেই যে উদ্গীথনামক ওঙ্কার, তাই রসসমূহের মধ্যে রসতম, সর্ব্বোত্তম, পরমাত্মার স্থানীয় এবং অষ্টম রাম রাম সীতারাম।

হরি। ভাল, পৌরাণিক তান্ত্রিক উপাসনার দ্বারা কিরূপে ওঙ্কারপ্রাপ্তি হ'তে পারে সে সম্বন্ধে তুমি কি বু'ঝেছ বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পূর্ব্বে সত্যযুগে ওঙ্কারেরই উপাসনা হ'ত। "কৃতযুগে এক বেদ ছিল, ত্রেতায় ত্রয়ী হল, দ্বাপরে তা পঞ্চ হল (পঞ্চরাত্র), আর কলিতে একপ্রকার লোপ পেল।" (প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রম্—টীকা) তখন ধ্যানের দ্বারা মানুষ কৃতার্থ হ'তেন। তারপর প্রকৃতির তাণ্ডবে যখন ত্রেতাযুগ এলো, তখন ধ্যানের সামর্থ্য রইলো না। যজ্ঞের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ক'রে—ওঙ্কারের উপাসনা হ'ত। প্রকৃতির নর্ত্তন আরও

প্রবল হ'লে দ্বাপর যুগের আবির্ভাব হ'ল। তখন পূজার দ্বারা এবং যখন কালক্রমে কলিযুগ এসে উপস্থিত হ'ল, মানুষ দেহাত্মবাদী হ'য়ে প'ড়লো, তখন নামকীর্ত্তনের দ্বারা মানুষ কৃতার্থ হবে—শাস্ত্র সে কথা ব'লেছেন রাম রাম।

হরি। আমি তোমায় নাম কীর্ত্তনের কথা জিজ্ঞাসা করিনি; পুরাণ এবং তন্ত্র অবলম্বনে মানুষ কি ক'রে মূল উপাসনায় পৌঁছুতে পারে বল। প্রথমে পুরাণ সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই। পুরাণ অশ্লীলতায় পূর্ণ—বিশেষ ভাগবত। দ্বিতীয়—কোন পুরাণের সঙ্গে কোন পুরাণের মিল নাই। দেবীভাগবত বল্‌লেন, দেবী সব। ভাগবত ব'ল্লেন, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। শিবপুরাণ ব'ল্লেন, শিবই সব। গণেশপুরাণ বল্লেন, গণেশই ব্রহ্ম। সৌরপুরাণ বলেন, সূর্য্যই সব। একি ব্যাপার? এর মধ্যে কোন্‌টিকে মান্‌বো? কোন্ পুরাণ আশ্রয় ক'রব? তারপর মজার ব্যাপার, শ্রীমদ্‌ভাগবত ব'ল্লেন, শুকদেব পরমহংস; শ্রীদেবীভাগবত ব'ল্লেন, তিনি বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীর নাম ঠিক মনে হ'চ্ছেনা, বোধ হয় পীবরী। তার পর লিঙ্গ, ভগ, যোনি, রমণ ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তাদি পুরাণ পূর্ণ। শিবলিঙ্গ নিয়ে কি কেলেঙ্কারী! তুমি এ সম্বন্ধে কি বুঝেছ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, আমরা এরূপ বোঝবার চেষ্টা ক'রেছি।—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে পুরাণ তিন প্রকার। যে যে প্রকৃতির লোক, তার জন্য ভগবান্ বেদব্যাস সেই পুরাণ ব'লেছেন। ধর কেহ কামী, সে কামসম্বন্ধীয় কথা প'ড়্‌তে শুন্‌তে ভালবাসে। তুমি অশ্লীল রাসলীলার কথা ব'লেছো, কোন কামী সেই রাসলীলার ব্যাপার প'ড়ে আনন্দ পেলে, আরও কি ব্যাপার আছে জান্‌বার জন্য প'ড়তে লাগ্‌লো। গোড়া থেকে প'ড়ে পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর বধ, কালিয়দমন, দাবানলভক্ষণ, গোবর্দ্ধনধারণ ইত্যাদি ভগবানের লীলা প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে তার মন ভগবানের অনন্ত প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হ'ল। রাসলীলায় এক কৃষ্ণ সহস্র সহস্র রূপ ধারণ ক'রেছেন, তা

হ'লে তিনি মানব নন, এইভাবে শ্রীভগবানের লীলা পাঠ করায় ভগবানের প্রতি তার চিত্ত একাগ্র হ'ল। তিনিও তাকে কৃপা কর্‌লেন।—লীলার দ্বারা আপনার ক'রে নিলেন রাম রাম রাম সীতারাম।

হরি। ও যেন কেমন গোঁজামিল গোছের।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শ্রীভগবানের নাম, রূপ, লীলা, ধাম—মানুষের চিত্তকে অন্তর্মুখ করে রাম রাম সীতারাম।

হরি। যদি রাসলীলায় চিত্ত অন্তর্মুখ হয়, তাহ'লে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায়, নিধুবাবুর টপ্পায় ও বাইজীর নাচে চিত্ত কেন অন্তর্মুখ হবে না? চুম্বন, আলিঙ্গন, নর্ত্তন সবই ত একপ্রকার।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তুলসী পাতাও পাতা, বিছুটি পাতাও পাতা, বিছুটি পাতায় যেমন গা কুট্ কুট্ করে; হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডও এ্যাসিড, নাইট্রিক এ্যাসিডও এ্যাসিড্, নাইট্রিক এ্যাসিডে যেমন পোড়ায়; নাইট্রিক এ্যাসিড দেখ্‌তে জলের মত তা গায়ে ঢাল্‌লে যেমন জ্বালা করে পুড়িয়ে দেয়; তেমনি বাহ্যতঃ রাসলীলা নায়ক-নায়িকার রঙ্গের ন্যায় হ'লেও নাইট্রিক এ্যাসিডের মত কাম ও অহং মমকে একেবারে পুড়িয়ে দেয়। নচেৎ পরমহংসশিরোমণি শুকদেব ব'লতেন না এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু রাসলীলায় গোপীভাব আস্বাদন করতেন না রাম রাম সীতারাম।

হরি। বল, আমি কোন্‌টা মানবো? দেবীভাগবত ব'লেছে—শুকের বিয়ে হ'য়েছিল। তোমার কেচ্ছার ভাগবত ব'ল্‌ছে—শুক পরমহংসশিরোমণি। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মানি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, দুটোই সত্য, দুটোই মান্‌বে রাম রাম।

হরি। দুটা সত্য হয় কি করে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। কল্পভেদে লীলা-ভেদ হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি নূতন হয়নি। একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর; চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন রাম রাম সীতারাম।

হরি। মন্বন্তর কল্প সম্বন্ধে তুমি কি জানো? দেখি তোমার বিদ্যের দৌড়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, বিদ্যের দৌড় গুরুদেবের পাদপদ্মপর্য্যন্ত। মানুষের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবা রাত্র। উত্তরায়ণ দিন, দক্ষিণায়ণ রাত্রি। সেই দেবপরিমাণ বার হাজার বৎসরে চতুর্যুগ হয়। একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। আর চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন রাম রাম সীতারাম।

হরি। চৌদ্দ মনুর নাম কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্র-সাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি রাম রাম সীতারাম।

হরি। আমাদের কত বছরে ব্রহ্মার এক দিন হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম মানুষের ৪৩২০০০০০০০ চারশো বত্রিশ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার একদিন, রাত্রিও ঐ পরিমাণ। মোট আটশ চৌষট্টি কোটি বৎসরে অহোরাত্র। ব্রহ্মার একদিনের (অহো-রাত্র) নাম কল্প। মনুষ্যের অহোরাত্রের পরিমাণ ব্রহ্মার বৎসরে অহোরাত্র আট পদ্ম চৌষট্টি কোটি বৎসর (শ্রীমদ্ভা ৩য় স্কন্ধ ১১।২০ টীকা, শ্রীধর)। শাস্ত্র ব'লেছেন—মন্বন্তরে মন্বন্তরে, কল্পে কল্পে সৃষ্টি ঘুরে ফিরে আসে। পূর্ব্ব কল্পে সৃষ্টির যে বীজ থাকে, পরবর্ত্তী কল্পে সেইরূপই হয়। কর্ম্ম কালভেদে একটু আধটু রূপান্তর হ'য়ে থাকে। কল্পভেদে লীলাভেদ হয়। এক কল্পে শুকদেব পরমহংস ছিলেন, অন্য কল্পে বিয়ে ক'রেছিলেন। এতে পুরাণের কি অসঙ্গতি হ'তে পারে রাম রাম সীতারাম?

হরি। কল্প কত?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম তিরিশ কল্প সীতারাম।

হরি। কল্পের নাম কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শ্বেত-বরাহ, নীল লোহিত, বামদেব, গাথান্তর, রৌরব, প্রাণ, বৃহৎকল্প, কন্দর্প, সত্য, ঈশান, ধ্যান, সারস্বত, উদান, গরুড়, কৌর্ম্ম—ইহা ব্রহ্মার পূর্ণিমা।

নারসিংহ, সমাধি, আগ্নেয়, বিষ্ণুজ, সৌর, সোম, ভাবন, সুপ্তমালী, বৈকুণ্ঠ, আর্চ্চিষ, বল্মী, বৈরাজ, গৌরী, মাহেশ্বর, পিতৃ—এ হ'লো ব্রহ্মার অমাবস্যা। রাম রাম সীতারাম।

হরি। এখন কোন্ কল্প ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, শ্বেত-বরাহ কল্প। ব্রহ্মার বয়স একান্ন বৎসর রাম রাম সীতারাম।

হরি। বুঝিনে তোমাদের পুরাণের কথা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পুরাণজ্ঞগণ বলেন যে, পুরাণাদি শাস্ত্র বুঝতে হ'লে ত্রিবিধ ভাষা জান্‌তে হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। ত্রিবিধ ভাষা কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সাতারাম, লৌকিকী ভাষা, কাব্যের ভাযা আর সমাধির ভাষা রাম রাম রাম সাতারাম।

হরি। বলতো তোমার অশ্লাল রাসলীলা ত্রিবিধভাষার দ্বারা কি বুঝেছ ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, রাসলীলায় লৌকিকী ভাষা-সাধারণ লীলা, কাব্যের ভাষায়-চুম্বন, আলিঙ্গন, নখাঘাত ইত্যাদি, আর সমাধি-ভাষায় রাম রাম সীতারাম হৃদয়—বৃন্দাবন, শ্রীভগবান্ পরমাত্মা—কৃষ্ণ, পরা প্রকৃতি—রাধারাণী, ইন্দ্রিয় সকল—গোপী, অষ্ট অপরা—প্রকৃতি—অষ্ট সখী, অসংখ্য চিত্তের বৃত্তি—অসংখ্য যূথের গোপিনী রাম রাম সীতারাম সীতারাম।

হরি। এর মধ্যে কোন্‌টি সত্য ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, সবই সত্য। যখন মানুষ যেখানে যে অবস্থায় থাক্‌বে, তখন সেখানকার লীলা আস্বাদন ক'র্‌বে। রাম রাম সীতারাম। হাঁ, সকলের মধ্যেই অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম ভাব আছে, তা নিয়ে লীলা বুঝ্‌তে হয় রাম রাম সীতারাম।

ক্ষেপা। রাম রাম সাতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অধিভূত—সাধারণ ভাগবত-বর্ণিত লীলা, অধিদৈব—গোলকে গোপিনীগণ সঙ্গে

চিন্ময় রাসলীলা আর অধ্যাত্ম—হৃদয় বৃন্দাবনে ইন্দ্রিয়রূপ গোপিনী, অষ্ট অপরা প্রকৃতিরূপা অষ্ট সখী ও পরা প্রকৃতিরূপিণী রাধার সহিত লীলা রাম রাম সীতারাম।

হরি। বাঁশী কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম নাদ।

হরি। বংশীনাদ কি রকম নাদ ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম,

মেঘের ধ্বনির তুল্য—
তরুণী গণ এককেলি,
সকল যন্ত্র করতমেলি—
মুরলী মুরলী দেওত সান—
চমকি রাগ মালিনী।
মত্ত কোকিল গাওয়ে মধুর
অলিকুল তহি অতি সুস্বর
মুরলীধ্বনি ঘন গরজনি
নাচত ময়ূর মাতিয়া।
ললিতা কহত মধুর বাত
কানু নাচত রাই সাথ
অঙ্গ ভঙ্গ সরম রঙ্গি
কহত শেখর তুহিনী
রাম রাম সীতারাম।
রাম রাম সীতারাম।
জিনিয়া তমাল দ্যুতি, ইন্দ্রনীল সমকাঁতি,
সে কান্তিতে জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গার রসছানি, তাতে চন্দ্র জোৎস্না আনি
জানি বিধি নিরমিল তায়।
কাঁহাসে **মুরলীধ্বনি** **নবাভ্রগর্জ্জন** জিনি,
জগতাকর্ষে শ্রবণে যাহার॥

উড়ি যায় ব্রজ জন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধারা।
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য লীলা ১৯ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্॥
—শ্রীভা ১০।২১।১০

শ্রীসনাতনগোস্বামি-কৃত ব্যাখ্যা—
কিঞ্চ গোবিন্দস্য বেণুমনু নাদং শ্রুত্বা
অনন্তরং নীলমেঘং তং মত্বা—
মেঘনাদের ন্যায় বংশীধ্বনি

হরি। বস্ত্রহরণ ত্রিবিধ ভাষার দ্বারা কি বুঝেছ বল?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম লৌকিকী ভাষা-সাধারণলীলা। কাব্যের ভাষা—গোপীরা লজ্জাস্থান আবৃত ক'রে যাচ্ছিলেন; কৃষ্ণ ব'ল্লেন, তোমরা উলঙ্গ হয়ে জলে নেমেছ, তার জন্য অপরাধ হ'য়েছে; তোমরা জোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা কর ইত্যাদি। আর সমাধি-ভাষায়—পরা প্রকৃতি জীবের আবরণ অষ্টপাশ—

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং ক্রোধো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চকম্।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, পরনিন্দা, কুল, শীল এবং জাতি অষ্টপাশ। সপ্তপাশ নিয়েছিলেন, বাকী ছিল লজ্জাপাশ; বস্ত্রহরণ করে লজ্জাপাশ নাশ ক'রলেন। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব রাম রাম সীতারাম।

হরি। এর অধিভূতাদি কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, সাধারণ লীলা—অধিভূত লীলা, অধিদৈব, গোলকে চিন্ময় লীলা এবং অধ্যাত্ম লীলা—সুষুম্নার সমস্ত অন্য নাড়ীর যোগসূত্র ছিন্ন করণই বস্ত্রহরণ রাম রাম সীতারাম।

হরি। তোমার কৃষ্ণের সব লীলা তিন রকম ভাষায় বল্‌তে পারো ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, গুরুপাদুকা যদি পারান তো পারি।

হরি। আচ্ছা, পুতনা-বধ বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম পুতনাবধ লৌকিকী ভাষা সাধারণ, কাব্যের ভাষা—পুতনার দেহে ছয় ক্রোশ জুড়ে পড়লো ইত্যাদি—, সমাধি ভাষা—পুতনা অবিদ্যা তার দুটি মিহু "অহং" "মম", "মম" মিহুটিতে আসক্তি-বিষ মাখিয়ে গেছ্‌লো ঠাকুরটিকে পান করাতে, ঠাকুর আমার মিহু চুষে অর্থাৎ আসক্তি নিজের দিকে করে নিয়ে তাকে শেষ ক'রলেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। শকটভঞ্জন ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, লৌকিকী ভাষা সাধারণ, কাব্যের ভাষা—লাথি মেরে গাড়ী ফেলে দেওয়া, সমাধি ভাষা—শকট গাড়ী, শ্রুতি বলেন,—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু" (কঠ ১।৩।৩)।

শকট শব্দও শ্রুতিতে আছে—সোঽধস্তাচ্ছকটস্য।

—(ছাঃ ৪।১।৮)

(রৈক্ক গাড়ীর তলায় ব'সে খোস চুলকুচ্ছিলেন।)

গাড়ী দেহ, তাতে দুধ-দইয়ের হাঁড়া সংসারের ঐশ্বর্য্য—পদাঘাতে চূর্ণ ক'রলেন আমার ব্রজনাথ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তৃণাবর্ত্ত-বধ ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম লৌকিকী ভাষা সাধারণ, কাব্যের ভাষা—মহাঘোর শব্দে দিক্‌-বিদিক্‌ ধূলির দ্বারা অন্ধকার ক'রে দেওয়া, সমাধির ভাষা—

মুলকন্দে চ যা শক্তির্ভুজগাকাররূপিণী।
তদ্‌ভ্রমাবর্ত্তবাতোঽয়ং প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥২॥

—অনুভবসংগ্রহধৃত বৃহন্নীল ও নীলতন্ত্র।

মূলাধারে যে সর্পাকার-কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন, তাঁর

ভ্রমণ জন্য প্রাণ ঘূর্ণীবায়ুতে পরিণত হয়। নীচু ঘটের প্রাণ অসুর আমার ব্রজনাথকে গ্রহণ করলে, ঠাকুর জোরে তার গলা জড়িয়ে ধ'রলেন ব্যস,

গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ।

অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহবালো ব্যসুর্ব্রজে ॥২৮॥

—শ্রীমদ্ভা ১০।৭

গলগ্রহণের দ্বারা নিশ্চেষ্ট দৈত্যের চোখ বেরিয়ে গেল, কোন শব্দ ক'রতে পারলে না ; আর বালক আত্মারাম প্রাণের সহিত ব্রজে সহস্রারে পড়লেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম।

১'র। চোখ বেরিয়ে গেল মানে ?

ক্ষপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, সন্তগণ অষ্টকমলের কথা বলেন—

১। চক্ষুর উজ্জ্বলতারা,

২। তার অন্তরস্থিত নর্ত্তনকারী অপেক্ষাকৃত কম কালো পুত্তলী,

৩। কেন্দ্রস্থিত তারকাবৎ ছোট পুত্তলী,

৪। তারকার অন্তঃস্থিত সূচীচ্ছিদ্রের ন্যায় উজ্জ্বল সূক্ষ্ম বিন্দু (যার নামান্তর অগ্রনখ বা সূচী), মোট চারিটি ; দুই চক্ষুতে এইরূপ আটটি অবয়ব বা দল আছে। (বিশুদ্ধ-বাণী)

"সুরতি এই অগ্রদৃষ্টি বা অগ্রনখ রূপে পরিণত হ'য়ে যখন অষ্টদলকমলকে ভেদ করে, তখন ইড়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধারা ত্রিবেণী সঙ্গমে একাকার হ'য়ে যায়।" (ঐ)

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, প্রাণের এই ঘূর্ণন কৃপাপাত্র সাধক মাত্রেই ভিতরে বাইরে দেখতে পান। বোঁ বোঁ ক'রে ঘোরে আর কখনও বিন্দু প্রসব করে। প্রাণ অষ্টকমল ভেদ করত দ্বিদল ভেদ ক'রে একাকার হ'য়ে যান, প্রাণাপানের গতি তখন থাকে না, অম্বর 'ম' কারের দ্বারা ম্ ম্ ম্ করতে করতে আত্মা-শর ব্রহ্ম-লক্ষ্যে ধাবিত হয়।

শ্রুতি বলেন—"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে"—

প্রণব ধনু, শর আত্মা, ব্রহ্ম তাঁর লক্ষ্য, অপ্রমত্ত ভাবে তাঁকে বিদ্ধ ক'রে শরের ন্যায় একীভূত হ'য়ে থাকবে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। চোখের সাধনার কথা শ্রুতি কিছু বলেন নি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ব'লেছেন, তবে শ্রুতির ভাষা ত পরোক্ষ রাম রাম সীতারাম।

চক্ষুতে সাতটি দেবতা প্রাণের সেবা করেন—

১। চক্ষুর রক্তরেখা অবলম্বনে রুদ্র চক্ষুতে অনুগত আছেন,

২। চক্ষুর জল অবলম্বনে পর্জ্জন্য,

৩। চক্ষুর তারকা অবলম্বনে আদিত্য,

৪। চক্ষুর কৃষ্ণাংশ অবলম্বনে অগ্নি,

৫। চক্ষুর শ্বেতাংশ অবলম্বনে ইন্দ্র,

৬। চক্ষুর নিম্ন-নেত্রপল্লব অবলম্বনে পৃথিবী,

৭। চক্ষুর উর্দ্ধ-নেত্রপল্লব অবলম্বনে দ্যৌঃ স্বর্গ দেবতা অনুগত আছেন। —বৃহদারণ্যক ২য় অধ্যায় ২য় ব্রাহ্মণ

রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। এতে কি হ'ল?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, চক্ষুঃস্থিত দেবতাগণের ধ্যান করতে করতে চক্ষুর দৃষ্টি এক হ'য়ে দ্বিদল ভেদ করে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা, এবার কালিয়দমন বল তো, দেখি তোমার কেরদানী!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কেরদানী সবই শ্রীগুরুপাদুকার রাম রাম সীতারাম।

কালিয়দমন লৌকিকী ভাষায় সাধারণ, কাব্যের ভাষায়—উপর দিয়ে পাখী উড়ে গেলে বিষে কালিয়-হ্রদে পড়ে যেতো রাম রাম সীতারাম, অন্যটি স্বয়ং শ্রীভগবান্ গুরুদেব বিস্তৃতভাবে ব'লেছেন—শোন রাম রাম সীতারাম—

কালিয়দমনের তাৎপর্য্য: ভাই সাধক! একবার "কালিয়দমন" লীলা চিন্তা ক'রে দেখ দেখি, করুণাময় শ্রীভগবান্ তোমার কি উপকার সাধন জন্য এই লীলার অনুষ্ঠান ক'রেছেন!

মনে কর, তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রই শ্রীব্রজধাম, তন্মধ্যে অন্তঃ-করণ-বৃত্তিরূপিণী যমুনানদী প্রবাহিতা। তারই এক অংশ বুদ্ধিহ্রদ নামে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধিহ্রদই এক্ষণে কালিয়হ্রদরূপে পরিণত কেননা তার মধ্যে বিবেক গরুড়ভয়ে ভীত কাম-কালিয় বাস ক'র্‌ছে। সেই কাম-কালিয়ের বিষে বুদ্ধিহ্রদস্থিত যাবতীয় জল বিষাক্ত। সেই হ্রদের মধ্যে কামকালিয়ের পত্নীস্বরূপা রতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি বৃত্তি ভিন্ন আর কোন প্রাণীর মন, ইন্দ্রিয়নিচয় থাকৃতে পারে না, সকলই বিষমূর্চ্ছিত। তটস্থিত ধৈয্য-গাম্ভীর্য্যাদি বৃক্ষগণও বিশুষ্ক; এমন কি কবি ব'লেছেন—"পতন্ত্যপরিগাঃ খগাঃ" খে শূন্যে গচ্ছতীতি খগঃ, পক্ষী কল্পনা বা। পক্ষীও যেমন শূন্যে গমন করে, কল্পনাও তদ্রূপ শূন্যে গমন করে। এই কাম-কালিয়ের তীব্র বিষে যখন বুদ্ধিহ্রদ বিষাক্ত থাকে, তখন তার উপর দিয়ে শূন্যেতেও কল্পনার গমনশক্তি থাকে না। তাকেও ঐ বিষে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌তে হয়। যার বুদ্ধিহ্রদে কাম-কালিয় প্রবেশ ক'রেছে, তিনি যত বড় কর্ম্মী, যত বড় জ্ঞানী হোন না কেন, তাঁর যাবতীয় বুদ্ধি বিষাক্ত হ'য়েছে। ধৈর্য্যাদি গুণগণ বিশুষ্ক হ'য়েছে, এমন কি শাস্ত্রে দেখা যায়, ওই কাম-কালিয়ের দায়ে ব্রহ্মাদিরও মোহ উপস্থিত হ'য়েছে—অন্যের কথা আর কি বল্‌বো?

কালিয়সর্পের বর্ণনায় কবি ব'লছেন—"কালিয় শতফণা-যুক্ত, একাই একশ, অতীব ভয়ঙ্কর"। কামকালিয়ও সেইরূপ ভয়ঙ্কর নানা বিষম্নিণী শতফণা বিস্তার ক'রে জীবের যাবতীয় বৃত্তিগণকে গ্রাস কর্‌বার জন্য উদ্যত। কালিয়সর্প সর্পগণের শত্রু গরুড়ের ভয়ে ভীত হ'য়ে "সৌভরি"—যিনি সুন্দর রূপে ভরণ-পোষণ করেন সেই "অহঙ্কার" রক্ষিত বুদ্ধিহ্রদে বাস করেন।

সৌভরিমুনি নিরীহ মৎস্যগণের প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে যমুনাহ্রদে গরুড়ের প্রবেশ নিষেধ ক'রেছিলেন। আর ভক্ত

সাধকের প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে অহঙ্কার-সৌভরি স্নেহ অনুরাগ প্রভৃতি ভাব সকলকে বিবেক-গরুড়ের হস্ত হ'তে রক্ষা ক'রেছেন। কেননা সাধকের আদরের সঙ্গী স্নেহ অনুরাগ আদি উচ্চভাবগুলি যদি বিবেকের গর্ভে লীন হয়, তবে সাধকের মুক্তি ব্যতীত তদপেক্ষা মধুর আশ্রয়স্বরূপ ভগবল্লাভের আশা কখনই থাকে না অথচ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস দশলক্ষণ পুরাণপ্রস্তাবে—"নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়:" মুক্তির পর আশ্রয়ের স্থান নির্দ্দেশ ক'রেছেন আর একাধিক স্থানে ভক্তের উক্তিতে ব'লেছেন—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥

অন্যত্র ব'লেছেন "সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে"

হে সর্ব্বশক্তিশালিন্ শ্রীহরে! আমি তোমা-রহিত স্বর্গ রাজ্য প্রার্থনা করি না, ব্রহ্মত্ব চাই না, সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হ'তে ইচ্ছা করি না, সমস্ত ধরার আধিপত্যও নগণ্য মনে করি, এমন কি মোক্ষকেও উপেক্ষা করি। আবার এই সুরে কোন ভক্তদাস গেয়েছেন—

যাচে ভবদ্ভক্তিমনন্যনিষ্ঠাং
যাচে ভবৎভক্তগণৈঃ সুসঙ্গম্।
যাচে ভবৎপাদসরোজরাজে
চিত্তদ্বিরেফো নিরতঃ সদাস্তু॥

তাই করুণাময় শ্রীভগবান্ ভক্তগণের প্রতি দয়া ক'রে বিবেকরূপ গরুড়ের হস্ত হ'তে প্রথমত স্নেহ অনুরাগাদি মৎস্য গণকে রক্ষা ক'রে পরে—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥

এই অহংরূপে কালিয়কে দমন ক'রেছিলেন, সংহার করেন নাই। কিরূপ দমন ক'রেছিলেন? না—শত বিষয়াভিমুখী যে শত ফণা, সেগুলিকে পদাঘাতে চূর্ণ ক'রে তাকে একমুখী ক'রেছিলেন—নিজের পদতলে একাগ্র ক'রেছিলেন। আর কালিয়কে ভগবৎ-পাদপদ্মে নতশির একাগ্র দেখে তৎপত্নীগণ অর্থাৎ রতি প্রভৃতি বৃত্তিগণও সমস্ত বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ ক'রে তারাও ঊর্দ্ধমুখী হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব ক'রে পতির প্রাণ ভিক্ষা ক'রেছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কালিয় ও তৎপত্নীগণের স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে বলেন—সর্প! আজ হ'তে তুমি নির্ভয় হ'লে, আর তোমার এই সঙ্কীর্ণ হ্রদে থাক্‌তে হবে না। অচিরাৎ প্রশস্ত সমুদ্রে গমন কর। যে গরুড়ের ভয়ে তুমি সঙ্কীর্ণ হ্রদে বাস ক'র্‌ছিলে সেই গরুড় এক্ষণে তোমার মস্তকে আমার চরণ-চিহ্ন দর্শন ক'রে আর তোমার হিংসা ক'র্‌বে না। সে বুঝ্‌বে, যে মধুসূদনের বাহন ব'লে আমি জগজ্জয়ী, আজ কালিয়রূপী কামও সেই শ্রীহরির চারু-চরণপদ্মের চিহ্ন মস্তকে ধারণ ক'রেছে, অতএব এ আর আমা অপেক্ষা কম ভাগ্যবান্ নয়, এ আর কামনামের যোগ্য নয়, এ এখন রাগ; সাধন-ভক্তি বৈধী-ভক্তি অপেক্ষাও প্রশস্তা। রাগানুগা ভক্তি লাভ ক'র্‌তে হ'লে যে রাগের প্রয়োজন এ সেই রাগ।

যেমন সাধককে হরিপাদপদ্মের কৃপালাভের পূর্ব্ব পর্যন্ত বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থাক্‌তে হয়, তেমনি শ্রীহরিপাদপদ্ম-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুদ্ধিহ্রদরূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর থাক্‌তে হয়। সে যে বুদ্ধির অপেক্ষা বড় "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ", তুচ্ছ বিষয়ের আস্বাদ ভুলে একথা যখন হরির কৃপায় বুঝ্‌তে পারে, তখনই সে উদার রাগনামের যোগ্য হয়।

আজ হ'তে এ নদী অমৃতজলা হয়ে গো-মনুষ্যাদির উপভোগযোগ্যা হবে আর যে ব্যক্তি আমার ক্রীড়াপূত এই জলে স্নান-তর্পণ ক'রবে, তার দেবতাগণের ও পিতৃগণের অক্ষয়-তৃপ্তি-সাধন হবে। তা হবে বৈ কি! যে হ্রদের জল কৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি দ্বারা অমৃতময় হ'য়েছে, সে হ্রদের জলে স্নান-তর্পণাদি করূলে যে

স্নানতর্পণকারীর পিতৃগণ ও দেবতাগণ অক্ষয় আনন্দলাভ ক'র্‌বেন-অমৃতত্ব লাভ ক'র্‌বেন, এর আর বিচিত্রতা কি ?

আরও এক কথা, যে ব্যক্তি উভয় সন্ধ্যাকালে তোমার এবং আমার এই সংবাদ কীর্ত্তন ক'র্‌বেন, তিনি তোমার ভয় হতে মুক্ত হবেন অর্থাৎ লীলার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য কীর্ত্তনে বা মননে কামভয় ও স্থূলভাব কীর্ত্তনে সর্পভয়শূন্য হবেন।

তাই বলি—ভাই সাধক ! একবার ভাল ক'রে লীলা মনন কর। ঐ দেখ—তোমার গোপবালকরূপী মনোবৃত্তিগণ এবং গোরূপী ইন্দ্রিয়গণ কাম-কালিয়হ্রদের বিষজল-পানে মূর্চ্ছিত ও মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়ে রয়েছে অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণরূপে কামের বশীভূত হ'য়ে পড়েছে।

সরল গোপকুল যেমন তাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তানগণ ও সর্ব্বস্বস্বরূপ গোধনগণকে সর্ব্বকারণকারণ, সর্ব্বপ্রিয়, সকলের অভয়দাতা গোকুলচাঁদের করে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, তুমিও তেমনি গোপ অর্থাৎ "গাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি পাতি আত্মবশে রক্ষতীতি গোপঃ, জিতেন্দ্রিয়ঃ সাধকঃ" সংযমী সাধক হ'য়ে নিজের গোসকলকে (ইন্দ্রিয়গণকে) এবং গোপবালকরূপী মনোবৃত্তিগণকে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হও। তা'হলেই দেখ্‌বে গোপগণ যেমন কালিয়হ্রদের সমীপস্থ হ'য়ে নিজেদের সন্তানগণ ও গোধনগণকে সুস্থ এবং সম্মুখে কালিয়মস্তকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব নৃত্য দর্শন ক'রেছিল, মোহনমুরলীর গানশ্রবণে আত্মহারা হয়েছিল, বিষাচ্ছন্ন আত্মবিস্মৃত জীব ! তুমিও তেমনি সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ কর। শাস্ত্র বলেছেন—"অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামম্", সরলভাবে—"নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ" এই মহাবাক্য স্মরণ ক'রে বল—"হরি হে ! আমার আর আশ্রয়দাতা কেউ নাই' আমি নিরাশ্রয়, জগদীশ ! আমায় পাদপদ্মে আশ্রয় দাও।"

এইরূপ প্রার্থনা কর, তা হ'লেই কৃপাময় হরির অভয়-চরণ-লাভে সমর্থ হবে, প্রেমানন্দে মত্ত হ'য়ে 'গোবিন্দ গোবিন্দ" রবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত কর্‌তে পার্‌বে। আবার প্রেমানন্দময়ের

প্রেমানন্দময়-মোহন বংশীধ্বনি শ্রবণে দেহস্থিত যমুনা উজান বইবে। নিজের স্বরূপ অবগত হ'য়ে, হরিপ্রেমময় ধ্রুবানন্দ লাভ ক'রে আত্মহারা হ'তে পারবে, বল—

নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।

হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল।

রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। সবই শুনলাম, কৃষ্ণলীলার বৈদিক প্রমাণ দিতে পার?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আচ্ছা, শোন রাম রাম সীতারাম।

কৃষ্ণলীলার বৈদিকপ্রমাণ

খিল-হরিবংশপর্ব্ব টীকা

ষষ্ঠ অধ্যায়

শকটভঞ্জন

"পৃথুরথো দক্ষিণায়া অযোজ্যেনং দেবাসো অমৃতাসো অস্থুঃ। কৃষ্ণাদুদস্থাদর্য্যা বিহায় চিকিৎসন্তী মানুষায় ক্ষয়ায়ৈতেন ইতি মন্ত্রোক্তমর্থমুপবৃংহয়তি শকটস্যেতি ॥"

মন্ত্রার্থস্তু—পৃথুর্মহান্ রথঃ শকটং দক্ষিণায়া দিশঃ সম্বন্ধি-মৃত্যু-করমিত্যর্থঃ। অযোজি যোজিতঃ শক্রভিরিত্যর্থাল্লভ্যতে। তমেনং রথং দেবাসো দেবাঃ অমৃতাসো অমৃতা আসমন্তাৎ অস্থুঃ পরিবার্য্য স্থিতবন্তঃ; এতস্মিন্নন্তরে স রথঃ কৃষ্ণাৎ কৃষ্ণং প্রাপ্য তৎপ্রেরণেন উদস্থাৎ উত্থিতঃ, বিহায় আকাশাশ্রিতঃ বিশেষেণ হয়তে গচ্ছতীতি বা যন্ত্রোৎক্ষিপ্তগোলকবদাকাশমার্গেণোত্থায় পতিতঃ সন্নষ্ট ইত্যর্থঃ। ততশ্চ অর্য্যা ঈশ্বরী স্বামিনী মাতা তত্রত্যপ্রজা বা, চিকিৎসন্তী সংশয়বতী মানুষায় মানুষস্য ক্ষয়ায় নাশায় এতেন পততা রথেনায়ং বালকঃ কথং ন নাশিত ইত্যত্র কারণবিশেষ-মপশ্যন্তী সন্দিহানৈবাতিষ্ঠন্নত্রীশ্বরকৃত্যমেতদিত্যবেদীতি ভাবঃ। এবমেব সর্ব্বেষামর্থানাং প্রত্যক্ষশ্রুতিমূলকত্বমূন্নেয়ং বেদোপবৃংহণ-ত্বাদস্য শাস্ত্রস্য ॥ ৪।৭ ॥

—০—

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূতনাবধ

"হেতিঃ পক্ষিণী ন দভ্রাত্যস্মানাষ্ট্র্যাং পদং কৃণুতে অগ্নিধানে শন্নো গোভ্যশ্চ পুরুষেভ্যশ্চাস্তু মা নো হিংসীদিহ দেবাঃ কপোত ইতি"

হেতিরায়ুদ্ধবদ্বধকারিণী পক্ষিণী পূতনারূপা অস্মান্ ব্রজস্থান্ ন দভ্রাতি নাভিভবতি প্রত্যুত অগ্নিধানে জাঠারাগ্নির্ধানে নিমিত্তে শিশোর্জাঠরমগ্নিং স্তনদানেন তর্পয়িতুম্ আষ্ট্র্যাম্ "আষ গতি দীপ্ত্যাদানেষু" আষয়তি পরলোকং গময়তি মৃত্যুনা গ্রাহয়তি বা দেহং দীপয়তি বা আষ্ট্রী কৃষ্ণতনুস্তস্যাং পদং স্থানং কৃণুতে কৃষ্ণং পায়য়িতু স্ব-মৃত্যুরূপাং তাং তনুং স্পৃশতি স্মেত্যর্থঃ ॥৩০॥৪৪॥

—০—

সপ্তম অধ্যায়

যমলার্জ্জুনভঙ্গ

শ্রুতি—

"যত্র মন্থাং বিবধ্নতে রশ্মীন্ যমিতবা ইব। উলূখলস্নুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ তা নো অদ্য বনস্পতিঋষ্বাবৃষ্বেভিঃ সোতৃভিঃ ইন্দ্রায় মধুমৎ সুতম্ ॥"

যত্র উলূখলে মন্থাং মন্থানমিব মন্থানং লোকক্লেশকরং মাং বিবধ্নতে বিশেষেণ বধ্নন্তি মাতরঃ রশ্মীনাদায় রশ্মিভিরিত্যর্থঃ।

যমিতবা ইব নিগ্রহীতুমিব ন তু বস্তুতো নিগ্রহীতুং মাতৃত্বেন ময়ি স্নিগ্ধত্বাৎ তেন উলূখলেন স্নুতানাং পীড়িতানাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী। উলূখলপীড়িতান্ অস্মান্ হে ইন্দ্র মোচনসমর্থ! অব রক্ষ। পাদাদিত্বাদাত্ম্যদাত্তমাখ্যাতম্। ইন্দু এবমেব ত্বং জল্গুলোঽসি এনম্ মুঞ্চমীতি জল্পিতুং মাং চ গোপিতুং ত্রাতুং লাতুম্ আদাতুং স্বাধীনং কর্ত্তুঞ্চ সমর্থোঽসি যতঃ অতোঽব মামিত্যর্থঃ। এবং যদা সর্ব্বান্ প্রার্থয়ন্নপি ন মোচনং লভতে তদা বনস্পত্যোরন্তরা গত্বা বন্ধনদাম ত্রোটিতুং যাবদ্ বলং করোতি তাবদ্বনস্পতী এব উন্মূলিতৌ

দৃষ্ট্বা বদতি তা নো ইতি। ত্রাতৌ নোঽস্মাকং ব্রজবাসিনাং বনস্পতিভূতৌ অতিপ্রসিদ্ধৌ যমলৌ অর্জুনজাতীয়ৌ ভো বনস্পতী অদ্য ইন্দ্রায় ইন্দ্রংপ্রতি গন্তং সুতং তদুন্মূলনেন আত্মানং পীড়য়ন্তং তদেব মধুমৎ অমৃতযুক্তম্ অতি সম্যগিত্যর্থঃ। যতঃ ঋদ্ধৌ গতিমন্তৌ যুবাং স্থাবরত্বান্ মুক্তৌ স্থ ইত্যর্থঃ। ঋদ্ধেভির্গতিমদ্ভির্জঙ্গমৈঃ জনৈঃ সোতৃভিরস্মদ্‌বন্ধনকরৈরুপলক্ষিতৌ ॥১৭-২১॥

—o—

তৃণাবর্ত্তবধ

তদুপবৃংহিকা শ্রুতি—

"সাকং যক্ষ্ম প্রয়ত চাষেণ কিকিদীবিনা সাকং বাতস্য ধ্রাজ্যা সাকং নশ্য নিহাকয়া" ইতি।

খেচরত্বেন যক্ষং পূজ্যমিবাত্মানং মন্যতে মিমীতে তোলয়তি বা যক্ষ্মঃ, হে যক্ষ্ম রাক্ষস তদ্বৎ পীড়কেতি বা, চাষেণ তদ্বর্ণেন হরিণা তব হন্ত্রা সাকং প্রযত ভূমাবিতি শেষঃ।

কিকিদীবিনা জ্ঞঃ সন্ দীব্যতীতি কিকিদীবিঃ। কিধাতোর্ব্বাহুলকাৎ কিপ্রত্যয়ে লিড়্ভাবে চ কিকির্বিদ্বান্ তেন বাড়তস্য বায়োর্ধ্রাজ্যা গত্যা যয়া ধূলিবাত্যারূপয়া এনম্ উপরি নীতবানসি তয়া সাকং নশ্য নাশং প্রাপ্নুহি। নিহাকয়া গত্যা চ সাকং বা সাহিত্যং পতন এব ন তু নাশে অতস্তেন সহ পতিতঃ সন্ স্বয়মেক এব নাশং প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ। এবং দেবৈরুক্তে তৃণাবর্ত্তঃ পপাত মমারেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

—শ্রীহরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বটীকায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

—o—

দ্বাদশ অধ্যায়

কালিয়দমন

"যোঽহন্নহির্ম্মবপস্ততর্দ্দৈত্যপাদহস্তো অপৃতস্যদিন্দ্রম্" ইতি চোপদিষ্টং কালিয়দমনম্ উপবৃংহয়তি। তত্র মন্ত্রাবয়বয়োরর্থস্তু—

যোঽহিঃ সর্পোঽপঃ যমুনাজলানি তত্তদ্ধ বিষসম্পর্কেণ নাশিতবান্ তমিন্দ্রো অহন্ নাশিতবান্। পীড়নমাত্রমত্র হন্ত্যর্থঃ। স চ অহিঃ অপাৎ পাদহীনঃ অহস্তঃ শ্বসন্ ইন্দ্রং অপৃতন্যৎ অযোধয়দিতি ॥ ১ ॥

—০—

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধেনুকবধ

"সমিন্দ্র গর্দ্দভং সমৃণ"—ইত্যমুং মন্ত্রমুপবৃহংয়তি,-হে ইন্দ্র সমৃণ মারয়েতি মন্ত্রপদার্থঃ ॥ ১ ॥

—০—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

প্রলম্ববধ

"বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যা বিশ্বা উত ক্ষিতয়ো হস্তে অস্য, অসত্ত উৎসো গৃণতে নিযুত্বান্ মধ্বো অংশুঃ পবত ইন্দ্রিয়ায়।"

ইত্যেতং মন্ত্রমুপবৃংহয়তি তয়োরময়তোরেবমিত্যাদিনা।

মন্ত্রার্থস্তু—হে সোম! তে তব মধ্বো ব্রহ্মস্বরূপিণঃ অংশুরিবাংশুঃ অংশঃ পৃথিব্যা ধরুণঃ ভূমের্ধর্ত্তা রামরূপধারী শেষঃ, তে ত্বয়া অসৎ অন্তর্যামিণা প্রবোধিতঃ সন্দীপ্যমানঃ অতএব উৎসঃ তদাজ্ঞাকরণে উৎকণ্ঠিতঃ নিযুত্বান্ জগতঃ প্রাণবায়ুরূপী সূত্রাত্মা সন্ গৃণতে আত্মনঃ স্বরূপং ত্বদ্বাক্যাদবগতং ভাবয়তি অহং পরমেশ্বরাদনন্যোঽস্মি দেবকার্য্যার্থমবতীর্ণোঽস্মীত্যালোচয়তীত্যর্থঃ। ততো হেতোঃ দিবঃ দ্যুলোকমণ্ডপস্য বিষ্টম্ভঃ স্তম্ভা ইব ভবন্তি তে বিষ্টম্ভঃ কিবন্তস্যেদং দ্বিতীয়া বহুবচনম্। অত্যুচ্ছ্রিতান্ প্রলম্বাদীন্ বহুত্বং বিভূত্যর্থে। ইন্দ্রিয়ায় তদ্বধেন স্ববীর্য্যং প্রদর্শয়িতুং পবতে গচ্ছন্তি কিমস্যায়ুধং তদাহ—বিশ্বা ইতি। সর্ব্বাঃ ক্ষিতয়ঃ নাশসাধনান্যায়ুধানি অস্য হস্তে এব সন্তি অতো মুষ্টিমাত্রেণ তং জঘানেত্যর্থঃ। বিষ্ণোঃ সর্ব্বদেবতাময়ত্বাদত্র সোমরূপেণৈবাস্য স্তুতির্বোদ্ধব্যা।

—০—

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইন্দ্রের বর্ষণ

"আগ্রাবভিরহন্যেভিরক্তুভির্বরিষ্ঠং বজ্রমাজিঘর্ত্তি মায়িনি শতং বা যস্য প্রচরন্ স্বেদমে সংবর্ত্তয়ন্তো বিবর্ত্তয়ন্নহ" ইতি মন্ত্রস্যোপ-বৃংহণার্থম্। মন্ত্রার্থমাহ—যস্য বজ্রিণঃ স্বেদমে স্বগৃহে বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থান ইত্যুক্তেরন্তরিক্ষে শতং বা ততোঽধিকং বা সংবর্ত্তয়ন্তঃ সংবর্ত্তং প্রলয়ং কুর্ব্বন্তঃ সাংবর্ত্তকা নাম মেঘাঃ প্রচরন্ প্রাচরন্ সঞ্চারং কৃতবন্তঃ। স মায়িনি মায়ামনুষ্যে শ্রীকৃষ্ণে বরিষ্ঠং শ্রেষ্ঠতমং বজ্রম্ অশনিং তদ্বতীং মহাবৃষ্টিম্ আজিঘর্ত্তি ক্ষরতি। অক্তুভীরাত্রিভিঃ সপ্তভিরিতি পুরাণতঃ সপ্তরাত্রং বজ্রধারেণ পর্জন্যেন ববর্ষেত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ—আগ্রাবভিরহন্যেভিরিতি। গ্রাবভিরিতি সমুদায়িভিঃ গ্রাবসমুদায়ঃ শিলচ্চয়ো লক্ষ্যতে যৈঃ অহন্যেভিঃ অহঃ ক্রতুমর্হন্তি তেঽহন্যাস্তৈঃ পর্বতে ক্রতুভাজি সতীত্যর্থঃ। মায়ী পুনঃ কিং চকারেত্যত আহ,. বিবর্ত্তয়ন্নহ ইতি চ, অনন্তরং মায়ী অহঃ ক্রতূন্ বিবর্ত্তয়ন্ বিপরীতং? বর্ত্তয়ন্নাস্তে ইতি শেষঃ।

ইন্দ্রযাগার্থমাহৃতৈঃ সম্ভারৈর্গিরিযাগং প্রবর্ত্তয়তি মায়িনি ইন্দ্রো মহতীং বৃষ্টিং চকারেত্যর্থঃ। তয়োঃ প্রবৃত্তয়োঃ তয়োঃ প্রবর্ত্তমানয়োঃ ব্যতিযাতৌ ব্যতিক্রান্তৌ ॥ ১ ॥

—০—

অষ্টাদশ অধ্যায়

গোবর্দ্ধন ধারণ

"তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ। দাধার দক্ষমুত্তমমহর্বিদং ব্রজঞ্চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে" ইত্যেতৎ মন্ত্রমুপবৃংহয়তি।

মন্ত্রার্থস্তু-অস্য বিষ্ণোস্তং পর্ব্বতার্থং কৃতং স্বং স্বেন সম্পাদিতং ক্রতুং যজ্ঞং বরুণোঽশ্বিনৌ চ সচন্ত অনুমোদন্ত? মারুতস্য বায়োরপি বেধসঃ স্রষ্টুঃ, ততশ্চ স্বমখভঙ্গে কৃতে ইন্দ্রে কুপিতে সতি বিষ্ণুঃ

উত্তমং শ্রেষ্ঠং দক্ষং বৃষ্টিনিবারণক্ষমম্ অহর্ব্বিদঃ ক্রতোর্লব্ধারং পর্ব্বতং দাধার দধার ধৃতবান্, যতঃ সখিবান্ মহান্ ব্রজাখ্য-সখিসমুদায়বান্ ব্রজম্ অপোর্ণুতে তেনাহর্বিদা শৈলেন আচ্ছাদয়তীতি ॥

—টীকা১-১০

—০—

ঊনবিংশ অধ্যায়

গোবিন্দাভিষেক

মন্ত্রবর্ণ "তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি" ইতি।

তানি বাং যুবয়োঃ রামকৃষ্ণয়োর্বাস্তূনি রম্যস্থানানি গমধ্যৈ গন্তুম্ উশ্মসি উশ্মঃ কাময়ামহে, ন তু তত্র গন্তুংপ্রভবামঃ যত্র যেষু বাস্তুষু ভূরিশৃঙ্গা মহাশৃঙ্গবত্যো গাবঃ অয়াসঃ সঞ্চরন্তি। অত্র ভূলোকে অহ নিশ্চিতং তৎ গোলোকাখ্যং পরমং পদং ভূরি অত্যন্তং মুখ্যাদপি বিশিষ্টং অবভাতি অত্যন্তং শোভতে। বৃষ্ণঃ আনন্দবর্ষুকস্য উরুগায়স্য মহাকীর্ত্তেরিত্যর্থঃ।

—০—

বিংশ অধ্যায়

রাসক্রীড়া বা হল্লীসক ক্রীড়ন

"পদ্যাবস্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্দ্ধ তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহাণা। ঋতস্য সদ্ম বিচরামি বিদ্বান্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥"—ইতি-শ্রুতিঃ।

পদ্যাপন্তুম্ অভিসারিণীভির্গোপীভিরভিসর্ত্তুং যোগ্যা কৃষ্ণ-মূর্ত্তিঃ পুরুরূপা বহুরূপা বপূংষি বহূনি বস্তে পরিধত্তে বহুধাত্বং গতেত্যর্থঃ। তথাপ্যন্যা উর্দ্ধগোপী সম্পর্কং বিনা তস্থৌ স্থিতা মধ্যে ইতি শেষঃ। কীদৃশী ত্র্যবিং ত্রীন্ দেশান্ পার্শ্বদ্বয়ং পুরস্তাচ্চ অবতি প্রকাশত ইতি ত্র্যবিঃ ত্রেধাভূতাং দৃষ্টিং রেরিহাণা গিলন্তী। উক্তরূপে রাসমণ্ডলে হি একৈকস্যা গোপ্যা উভয়তঃ কৃষ্ণদ্বয়ং

পুরস্তাদেকঃ সর্ব্বসাধারণীং ত্রিধাভূতামপি দৃষ্টিং প্রদেশত্রয়স্থঃ কাৎর্স্নেন গিলতি ততোঽন্যত্র নাপৈতীত্যর্থঃ। সা মূর্ত্তির্ঋতস্য ধর্ম্মস্য সদ্মভূতা, তামনুচিন্ত্য বিচরামি ত্বদ্বিযুক্তা সতী বিদ্ধীতি কৃষ্ণলীলানুকারাৎ পুংস্ত্বম্ আরোপয়ন্তী কাপ্যবদৎ। দেবানাং কৃষ্ণাদীনামন্যেষাং বা কৃষ্ণেন বিযোজয়তাম্। অসুরত্বং নির্দ্দয়ত্বং মহৎ একং মুখ্যং কস্যাশ্চিদ্ রাসক্রীডায়াং তিরোহিতে কৃষ্ণে ইদং বাক্যম্ ॥ ২৫ ॥ ২৮

—০—

একবিংশ অধ্যায়

বৃষভাসুর

"প্রনেমস্মিন্ দদৃশে সোমো অন্তর্গোপানেমমাবিরস্থা কৃণোতি স তিগ্মশৃঙ্গং বৃষভং যুযুৎসন্ দ্রুহস্তস্থৌ বহুলে বদ্ধো অন্তঃ" ইতি মন্ত্রেণোপবৃংহিতঃ।

মন্ত্রার্থস্তু—অন্তর্গোপাঃ অন্তঃস্থিত্বা গোপায়ন্নন্তর্যামী নেমস্মিন্নর্দ্ধপ্রপঞ্চে স্থাবরে সোমঃ সোমাদিরূপঃ প্রদদৃশে প্রকর্ষেণ দৃষ্টঃ, নেমমর্দ্ধং প্রপঞ্চম্ অস্থা অস্থিরং জঙ্গমম্ আবিঃ কৃণোতি প্রকটীকরোতি। স তিগ্মশৃঙ্গং বৃষভং যুযুৎসন্ যোদ্ধুমিচ্ছন্ দৃঙ্‌মাত্রেণ ভস্মীকর্ত্তুং শক্তোঽপি লীলয়া তেন সহ যুযুৎসন্ দ্রুহঃ দ্রোহং কৃতবান্ তং হতবানিত্যর্থঃ। ততশ্চ বহুলে ব্রজে অন্তঃ রাসমণ্ডলমধ্যে বদ্ধঃ ভক্তজনেন প্রেমপাশেন বদ্ধঃ সন্ তস্থৌ ক্রীড়িতুমিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

—•—

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কেশিবধ

এতেনায়ং মন্ত্র উপবৃংহিতঃ—

"ন তা অর্ব্বা রেণুককাটো অশ্নুতে ন সংস্কৃতত্রমুপযন্তি তা অভি উরুগায়মভয়ং তস্য তা অনুগাবো মর্ত্তস্য বিচরন্তি যজ্বনঃ" ইতি।

তা গা অর্ব্বা অশ্বরূপী অসুরঃ রেণুককটিতি অতিশয়েন বর্ষতি তেন বা আবৃণোতি বিশ্বমিতি রেণুককাটঃ। "কটে বর্ষাবরণয়োঃ" ইত্যস্মাৎ যঙ্লুকি ঘঞ্। ন অশ্নুতে ন ব্যাপ্নোতি সংস্কৃতঃ সংস্কারো দাহচ্ছেদৌষধপানাদিস্তেন ত্রায়ত ইতি।

সংস্কৃতত্রো বৈদতস্তং প্রত্যপি তা গাবঃ ন অভ্যুপয়ন্তি নির্ব্বাধত্বাৎ যতস্তাঃ গাবঃ মর্ত্তস্য যজনঃ নন্দাদেঃ সম্বন্ধিন্যঃ অভয়ম্ উরুগায়ং মহাকীর্ত্তিম্ অনুলক্ষীকৃত্য চরন্তীতি মন্ত্রার্থঃ ॥ ২৭।২৮॥

এষ মে কৃষ্ণসন্দেশঃ শ্রুতিভিঃ খ্যাতিমেষ্যতি।
দেবতানাং দিবিস্থানাং জগতশ্চ জগৎপতে ॥ ৭৩ ॥

শ্রুতয়শ্চ—

"অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনং চ বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজা ব্যতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি।"

এর দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধের কথা ও খাণ্ডবদাহের কথা বলা হ'য়েছে।

—০—

অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রপঞ্চস্য য আস্তে বটবীজবৎ।
স্রষ্টারং চ পুনস্তস্য প্রণবং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥

'মকার-বাবা'

তৃতীয় উল্লাস

শিবলিঙ্গ ও শালগ্রামের উৎপত্তি, তাঁদের ত্রিবিধ ভাষা, শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারতের প্রয়োজনীয়তা, নাম-রূপ-লীলা-ধাম, মন্ত্রগ্রহণ-রহস্য, শিব-বিষ্ণু আদি দেবতাগণের একত্ব, বেদোক্ত তেত্রিশ দেবতা, মাদ, নাদ হ'তে ওঙ্কার ও তা হ'তে বর্ণমালার উৎপত্তি।

ঈশ্বর-ব্রহ্ম-বিষ্ণুনাং রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণৈঃ।
জনকং যৎ পরং বস্তু তারকং পাতু নঃ সদা॥

'মকার-বাবা'

তৃতীয় উল্লাস

হরি। আরে পুরাণগুলোই অশ্লীল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, কি অশ্লীল দেখ্‌লে রাম রাম?

হরি। শিব গেলেন একবারে উলঙ্গ হ'য়ে মুনিদের পাড়ায় বেড়াতে, মুনি-পত্নীগণ ক্ষেপে গিয়ে তার পেছু পেছু ছুট্‌লেন, মুনিরা কোন রকমে ঘর সাম্‌লে তাঁকে অভিশাপ দিলেন—তোমার লিঙ্গ খ'সে পড়ুক, ব্যস্‌, সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ খ'সে পড়্‌লো, অমনি পূজার ব্যবস্থা! কি কেলেঙ্কারী! বলত ক্ষেপাচাঁদ তোমার ত্রিবিধ ভাষা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, লৌকিকী ভাষা সাধারণ, কাব্যের ভাষা—উলঙ্গ হ'য়ে গেলেন, মুনিপত্নীরা ছুট্‌লেন, লিঙ্গ খ'সে পড়্‌লো রাম রাম সীতারাম, আর সমাধিভাষা—উলঙ্গ নিগু'ণ-ব্রহ্ম, মুনিদের আশ্রমে যান্‌, তাঁদের ধ্যানে ভাসেন্‌, তাঁদের স্ত্রী-চিত্তবৃত্তিসকল ধাবিত হয়, মুনিরা অভিশাপ দিলেন—লিঙ্গ মাটীতে পড়ুক অর্থাৎ সাকার উপাসনার প্রতিমা হোক্‌, লিঙ্গ পড়্‌লো, অঙ্গুষ্ঠমাত্র সাকার লিঙ্গের পূজার ব্যবস্থা হ'ল রাম রাম; তাঁর পূজায় স্ত্রী-শূদ্রের সকলের অধিকার। পূজা না ক'র্‌লে অপরাধ। মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় বিনা উপাসনায়। শ্রুতি বলেন—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥

—কঠোপনিষৎ ২।১

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ॥ ঐ ।১৩

হরি। অভিশাপ কি?

ক্ষেপা। রাম রাম, নিগু'ণকে সগুণ করাই অভিশাপ রাম রাম।

হরি। শিবলিঙ্গ পূজার অধিভূত কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত শিবের পূজা—অধিভূত, কৈলাসে চিন্ময় শিবের পূজা—অধিদৈব, আর হৃদয়ে নাদ-লিঙ্গ

চিদাত্মক-নাদশ্রবণ—অধ্যাত্মপূজা রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। * †

হরি। দেবীভাগবতে তুলসী দৈবপরিমাণ লক্ষ বৎসর ঘোর তপস্যা ক'র্‌লেন, তোমাদের ভগবান্ বিষ্ণু বর দিলেন। তারপর স্বামী সে'জে তাঁর সতীত্ব নষ্ট ক'র্‌লেন। বৃন্দা শাপ দিলে—তুমি অতি পাষাণ, তুমি পাষাণ হও, ব্যস্, অম্‌নি বিষ্ণুর বরে তুলসী গণ্ডকী

---

* পৃথিবীর বহুস্থানে শিবলিঙ্গ এখনও আছেন। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গ তুর্কীস্থানে ব্যাবিলন শহরে ১২০০ ফুট্ উঁচু প্রতিষ্ঠিত আছেন; হেড্রাপোলিস্ নগরে বিশাল শিবমন্দিরে ৩০০ ফুট্ উঁচু শিব আছেন। 'কল্যাণ' তীর্থাঙ্ক ৪৪৮ পৃঃ

† মিস মেও ঔর উসকে পথপ্রদর্শক দয়ানন্দিয়োং কী তর্ক সে হিন্দু জাতি কো বদনাম করনে কে লিয়ে কহা জাতা হৈ কি 'শিব লিঙ্গ-পূজন একমাত্র ভারতীয় হিন্দু হী করতে হৈ', পরন্তু যহ কথন কিস প্রকার সভেদ ঝুট্ হৈ, যহ মৈং আপকো অভী সপ্রমাণ সিদ্ধ কর্‌কে দিখা দুংগা।

আপকো বিদিত হোনা চাহিয়ে কি কাশীনিবাসী বাবু শিবপ্রসাদ নে 'পৃথ্বীপ্রদক্ষিণা' নামক এক বৃহত্‌কলেবর সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশিত কিয়া থা, জো জ্ঞান-মণ্ডল কাশী ১৫৲ রূপয়ে মেং মিলতা হৈ। ইস পুস্তকমেং লেখক নে অপনী দেখী অনুভব কী বাতোং কা বিশদ বর্ণন ক'র্‌তে হু'য়ে ভারত কে বাহির পায়ে জানে বালে মন্দিরোং কা ভী সচিত্র উল্লেখ কিয়া হৈ। ইসী প্রকার মান্য পণ্ডিত কালুরাম শাস্ত্রীজী নে ভী অপনী 'মূর্তিপূজা' পুস্তক মেং ভারতেতরদেশোং কী অহিন্দু জাতিয়োং মেং শিবপূজন কা প্রচার বতায়া হৈ। স্বয়ং মৈংনে ভী ভারত সে বাহির ধর্ম প্রচার করতে হু'য়ে অপনী আংখো বহুত কুছ দেখা ঔর অনুভব কিয়া হৈ—উস সব কে আধার পর মৈং খম ঠোক কর্ কহ সকতা হুঁ কি—'শিবলিঙ্গ-পূজন পৃথ্বী কে তমাম ভাগোং মেং ঔর সমস্ত জাতিয়োং মেং অন্তাবধি হোতা।' কিস দেশ

নদী হ'ল, আর বিষ্ণু গণ্ডকী নদীতে পাষাণ হ'লেন। কীটে তাতে গর্ত্ত ক'র্‌লে, বামুনবাবারা এ'নে তার পূজার ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। এই শূদ্দুর! খবরদার শালগ্রাম ছুঁস্‌নে। বলত চাঁদ! এর তিনটি ভাষা কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম লৌকিকী ভাষা সাধারণ, কাব্যের ভাষা—

মেং কিস কিস রূপ মেং—কৌন জাতি কৈসে পূজন করতী হৈ ইসকা খুলাসা সুনিয়ে :—

(১) জিস অফ্রীকা মেং আপ প্রবাস কর রহে হৈং ইসকে সমীপকে ইজিপ্ত (Egypt) মিসর দেশ মেং 'অসিরিস ঔর 'আঈসিস নামক লিঙ্গ কা পূজন হোতা হৈ। 'অসিরিস' কে মস্তক পর তথা গলে মেং শিব কে সমান সর্প, হাথ মেং ত্রিশূল, অংগ পর ব্যাঘ্রচর্ম হৈ, 'ঔর ঐপিস' নামক নন্দী বৈল পর সবার হৈ তথা বিল্বপত্র কে সদৃশ এক বৃক্ষ কে পত্র পূজন মেং উপর অর্পণ কিয়ে জাতে হৈং। হমারী কাশীপুরী কী ভাংতি বহাং ভী 'মেম্পিস' নামক প্রসিদ্ধ যাত্রা কা ঘমে হৈ—যহ বাত আপ লোগোং কো অবিদিত নহীং।

(২) ইসী প্রকার উসরী অফ্রীকা কী অরব জাতিয়াং ভী লিঙ্গ দ্বারা হী ঈশ্বরোপাসনা করতী হৈং।

(৩) গ্রীস-য়ূনান (Greece) মেং 'বেসক' ঔর 'প্রিয়েসস' লিঙ্গ কী পূজা হোতী হৈ।

(৪) ইটলী (Italy) কী রাজধানী প্রসিদ্ধ রোমনগর মেং রোমন কৈথোলিক সম্প্রদায় কে ঈসাঈ শিব-লিঙ্গ পূজা করতে হৈং।

(৫) (Scotland) স্কটল্যাণ্ড্ কে গ্লাস্‌গো শহর মেং এক সুবর্ণ জড়িত বৃহৎ শিবলিঙ্গ বিদ্যমান হৈ।

(৬) নার্বে (Norway) ঔর স্বীডন (Sweden) মেং ভী লিঙ্গপূজন হোতা হৈ।

তপস্যা, সতীত্ব নষ্ট ইত্যাদি, সমাধি ভাষা—গীতায় শ্রীভগবান্ ব'লেছেন—

'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্'

—শ্রীভগবদ্‌গীতা ১৩।২১

'পুরুষ প্রকৃতস্থ হয়ে প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন।' শিব-লিঙ্গ-পূজায় প্রকৃতি মুনিপত্নীগণ ছুটেছিলেন, তার জন্য লিঙ্গচ্যুতি হয়েছিল।

প্রকৃতি তাঁকে শাপ দিলেন—কীটে তোমায় গর্ত্ত ক'র্‌বে। সত্ত্ব,

---

(৭) আস্ট্রিয়া-হংগরী (Austria Hungary) মেং 'তংত্রিম্বক' নামক লিঙ্গ কী পূজা হোতী হৈ।

(৮) রূম-অসীরিয়া (Assyria) দেশ কে বিলন নগর মেং তীন সৌ ঘন হস্তপ্রমাণ কা বড়া ভারী শিবলিঙ্গ হৈ, জিসকো পূজা জাতা হৈ।

(৯) স্যাম দেশ মেং 'একোনিস' ঔর এস্টরগেটীস' নাম কে পাষাণময় শিবলিঙ্গ পূজে জাতে হৈং।

(১০) অর্বস্তান কে মক্কা-শরীফ মেং 'সংগে অসবদ' (মক্কেশ্বর) নামক শিবলিঙ্গ কো হজ করনে বালে তমাম মুসলমান শ্রদ্‌ধাপূর্বক চুমতে হৈং।

(১১) সুমাত্রা (Sumatra) ঔর জাবা (Java) দ্বীপ মেং ভী শিবলিঙ্গ পূজন হোতা হৈ।

(১২) যহূদিয়া দেশ মেং ইসরাইলী তথা যহূদী সম্প্রদায় কা এক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ হৈ, জিসে স্পর্শ করকে আজ তক ভা শপথ লী জাতী হৈ।

(১৩) জাপান (Japan) কে আইস নগর মেং ভী লিঙ্গপূজন হোতা হৈ।

(১৪) সিলোন (লঙ্কা) মেং শিবলিঙ্গ পূজা হোতী হৈ।

(১৫) সাইবেরিয়া (Siberia) কে তাশকন্দ নামক শহর মেং সিবিলিয়ন লোগ লিঙ্গপূজা করতে হৈং।

রজ, তম এরাই কীট, এই কীটত্রয় নির্গুণ ব্রহ্মে ছিদ্র ক'র্লেন, শুদ্ধ সত্ত্বে হ'লেন বিষ্ণু, শুদ্ধ তমে হ'লেন শিব, আর শুদ্ধ রজোঃগুণে হ'লেন ব্রহ্মা, এঁদের অবলম্বন ক'রে আমরা মূল কেন্দ্রে উপস্থিত হ'তে পার্বো রাম রাম। কবি কালিদাস ব'লেছেন—

মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।

হীরের দ্বারা ফুটো করা মণিতে সূত্রের ন্যায় আমাদের

---

(১৬) অফ্রীদীস্তান কে চিত্রাল, স্বাদ, বলখ, বুখারা, কোহেকাফ আদি স্থানোং মেং 'চংচশোর' লিঙ্গ কী পূজা হোতী।

(১৭) হবাই টাপূ কে আদিম নিবাসী ঈতি ভীতি (অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষক, টিড্ডী, আদি উপদ্রব) কে অবসর পর শান্তি কে লিয়ে শিবলিঙ্গ পূজা করতে হৈং।

(১৮) ঈরান মেং জ্বালাময় লিঙ্গ কী পূজা হোতী হৈ।

(১৯) দক্ষিণী অমেরিকা (South America) কে ব্রাজীল স্থান মেং শিব, গণেশ আদি দেবতাওং কী প্রতিমায়েং পুরানে খংণ্ডহর খোদতে হুয়ে মিলি হৈং, জো ঈসা কে জন্ম সে সহস্রোং বর্ষ পূর্ব কী বনী হুঈ খগাল কী জাতী হৈং। ইসসে সহজ মেং হী যহ্ অনুমান কিয়া জা সকতা হৈ, কি বর্তমান সাম্য কহী জানে বালী জাতিয়োং কে উদ্‌গম সে বহুত সময় পূর্ব বহাং প্রতিমাপূজন কা প্রসার থা।

(২০) পেরু স্থান মেং মাটী কা লিঙ্গ (পার্থিবেশ্বর) পূজা জাতা হৈ।

(২১) অমেরিকা কে পেন্স্‌বো শহরমেং গোল-সরল-দ্বিমুখী শিবলিঙ্গ হৈ।

(২২) য়ুনাইটেড স্টেটস্ আফ্ অমেরিকা (U. S. A.) কে টেন্সী-নগর মেং এক বৃহত্ শিবলিঙ্গ পূজা জাতা হৈ।

(২৩) স্বামী রামতীর্থ ঔর স্বামী বিবেকানন্দ কে প্রচার সে অমেরিকা মেং অনেক মন্দির বন গয় হৈং। অভী হাল মেং লণ্ডন মেং এক বৃহৎ শিবালয় বনানে কী আয়োজনা কী গই হৈ।*

প্রবেশের পথ হ'ল রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। আমরা সগুণ ব্রহ্ম পেলাম রাম রাম সীতারাম।

হরি। শালগ্রাম পূজায় আধিভৌতিকাদি কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, আধিভৌতিক হ'ল সাধারণ শালগ্রামপূজা আধিদৈবিক হ'ল সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণপূজা, আধ্যাত্মিক হ'ল জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কার রাম রাম সীতারাম।

হরি। শূদ্রের ছুঁতে নেই কেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম নারায়ণের ধ্যান—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণ, এঁর চিন্তা করতে

---

(২৪) জিস স্থান মেং আপ বৃণন সুন রহে হৈং, কেনিয়া কি রাজধানী নৈরোবী কা যহ গগনচুম্বী শিব মন্দির গতবর্ষ ইস অকিঞ্চন নে হী প্রতিষ্ঠাপিত কিয়া হৈ। ইসী প্রকার মুম্বাসা তথা জাংজীবার কে শিবালয় ভী প্রতিষ্ঠিত হো চুকে হৈং।

(২৫) দক্ষিণ আফ্রীকা, মডাগাস্কর, ফীজী, মারিশস, গায়না ঔর বৈস্টইন্‌ডীজ আদি উপদ্বীপোং মেং ভী শিবালয় ঔর মন্দির বনতে জা রহে হৈং।

বৈদিকজ্ঞান সে অপরিচিত তথা শিবলিঙ্গপূজন কী বৈজ্ঞানিকতা কো ন সমঝ সকনে বালে বিদেশী লোগ তো আজ তক অপনী কুলপরম্পরা সে চলী আনে বালী মর্‌যাদা কে অনুসার শিবলিঙ্গ দ্বারা পূজা করতে আরহে হৈং পরন্তু বৈদিক হোনে কা দম ভরনে বালা সমাজ শিবলিঙ্গ কো, 'মূত্রেন্দ্রিয়' বতাকর সর্বসাধারণ কো ঈশ্বরপূজন সে পরাঙ্মুখ করনা চাহতা হৈ, যহ কিতনী শোচনীয় দশা হৈ!

*যহ শিবালয় অব পূর্ণ হো চুকা হৈ।

"ওঙ্কার ঔর শিবলিঙ্গ" গ্রন্থরত্ন হ'তে শিবলিঙ্গ পূজনের বিশ্বব্যাপকতা দর্শিত হ'ল।

হয় ; শূদ্র আপন কর্ম্মফলে যে বীর্য্যে যে রক্তে দেহ ধারণ ক'রেছেন তাঁর পক্ষে জ্যোতির অন্তর্গত নারায়ণ চিন্তা করা অসম্ভব ; ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর উপাসক, তিনি জ্যোতির চিন্তা করেন, গায়ত্রী উপাসনার দ্বারা জ্যোতির আবির্ভাব হয়, সেজন্য শালগ্রামে ব্রাহ্মণের অধিকার।

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব'লেছেন—

শালগ্রামে বিষ্ণুবুদ্ধির্বিজ্ঞানগ্রাহিকা ভবতি। এই শালগ্রামে প্রচুর সত্ত্বগুণ আছে, এঁর দর্শনে, স্পর্শনে, এঁর চরণামৃত পানে প্রচুর সত্ত্বগুণ লাভ হয়। স্নানের মন্ত্র—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥

তুলসীদানের মন্ত্র—

ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং
নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা॥

সবই নির্গুণ মহান্ ভাব।

হরি। শিবের বেলা অধিকার হ'ল কেন?

.ক্ষপা। রাম রাম সীতারাম, নারায়ণ শুদ্ধ-সত্ত্বাধিষ্ঠিত, সেই নারায়ণের উপাসনা সাক্ষাৎ জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার উপাসনা। আর শিব হ'লেন তমোগুণাধিষ্ঠিত, এজন্য তমোগুণপ্রধান আচণ্ডাল শূদ্র এঁর পূজায় অধিকারী হ'লেন।

শিবের ধ্যান হ'ল—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং—

রূপোর পাহাড় একটা চিন্তা ক'রতে সবাই পারে, তার জন্য শিবলিঙ্গ পূজায় সকলকার অধিকার। অষ্টমূর্ত্তির পূজা—

সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ।
ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।
রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।
উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।
ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ।

পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ।
মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ।
ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

লিঙ্গপূজা ও স্মরণ করাচ্ছেন তাঁর মহান্ ভাব।

সেই প্রথমে পূজার কথা কথা মনে কর—অর্চ্চাবতার, বিভব, ব্যূহ, পর এবং অন্তর্য্যামী। শিবলিঙ্গের পূজা, হরগৌরীর লীলাচিন্তা ক'রতে ক'রতে এঁরা মূল কেন্দ্রে পৌঁছে গেলেন। এঁদের আর বিভব, ব্যূহ, পর, অন্তর্য্যামী প্রভৃতি শ্রীবৈষ্ণবগণ-কথিত পথের অনুবর্ত্তন ক'রতে হ'ল না রাম রাম সীতারাম।

হরি। শূদ্র যদি শালগ্রামপূজা করে তাতে কি হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—

ওঙ্কারোচ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

ওঙ্কার উচ্চারণ, হোম, শালগ্রামশিলা অর্চ্চনা এবং ব্রাহ্মণী-গমন ক'রলে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। যেমন ওম্ ব'ল্লে, শালগ্রামশিলা পূজা করলে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডাল হ'য়ে গেল?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম ওঙ্কার হলেন সমস্ত বেদের মূল, কেবল ওঙ্কারের উপাসনার অধিকার পরমহংসের। কুটীচক, বহূদক, হংস এঁরাও গায়ত্রীর উপাসনা করেন। ব্রাহ্মণ এবং কুটীচক প্রভৃতি সন্ন্যাসী—ওঙ্কারের গৌণ অধিকারী রাম রাম সীতারাম।

হরি। কেন গৌণ অধিকারী?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম মহাভারত অনুগীতায় আছে—একদিন সর্পগণ, মহর্ষিসকল, দেববৃন্দ, ও অসুরসমূহ প্রজাপতির নিকট গিয়ে উপদেশ প্রার্থনা করেন, তিনি বলেন—'**ওম্**'। সেই ওঙ্কার মনন করতে করতে দেবগণের দানপ্রবৃত্তি, মহর্ষিবৃন্দের দমগুণ আর অসুরসকলের দম্ভভাব এবং সর্পগণের দংশন-প্রবৃত্তি বেড়েছিল রাম রাম সীতারাম। যাদের যে ভাব, সে ভাব বাড়্লো রাম রাম।

হরি। কেন বাড়্লো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ওঙ্কার ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দটি "বৃহি" ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হ'য়েছে। 'বৃহি ধ্বনর্ধৌ' বৃহি ধাতুর অর্থ ধ্বনি এবং বৃদ্ধি। যার যে ভাব, ওঙ্কার জপ ক'র্‌লে ওঙ্কার সেই ভাব বাড়িয়ে দেবেন। কামী যদি ওঙ্কার জপ করেন, কাম বাড়্‌বে, ক্রোধী যদি ওঙ্কার জপ করেন তো ক্রোধ বাড়বে, লোভী যদি ওঙ্কার জপ করেন তো লোভ বাড়্‌বে, সেজন্য সগুণ মন্ত্র "রাম" "কৃষ্ণ" প্রভৃতি মন্ত্রগ্রহণ ক'রে লীলাচিন্তা মন্ত্রজপাদি করত সগুণসাক্ষাৎকার অর্থাৎ ইষ্টদর্শন হ'লে তখন সগুণমন্ত্র ইষ্ট অঙ্গে বিলীন হ'য়ে যাবে, নাদময় ওঙ্কার স্বতঃই আবির্ভূত হবেন, জীবন্মুক্তি লাভ হবে, এইবার ওঙ্কার উপাসনার প্রকৃত অধিকার লাভ ক'রে নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভে সমর্থ হবেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। চণ্ডাল কেন হবে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, শূদ্র "রাম" "রাম" জপ ক'র্‌লে ক্রমে অগ্রসর হ'তে পার্‌তেন, কিন্তু তিনি তা না ক'রে ওঙ্কার জপ করায় তাঁর ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হ'ল। কাম ক্রোধ লোভ তিনটী নরকের খোলা দ্বার দিয়ে তিনি নরকে গেলেন। তাঁর শূদ্রত্ব যে সেবাপরায়ণতা তাও নষ্ট হ'য়ে গেল রাম রাম সীতারাম।

হরি। হোম কর্‌লে চণ্ডাল হবে কেন ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, হোমের অধিকার তাঁদের, যাঁদের উপনয়নসংস্কার হ'য়েছে; তাঁরাই ওঙ্কার, স্বাহা, স্বধা উচ্চারণ কর্‌তে পারেন। শূদ্র উপনয়নসংস্কারহীন, তার জন্য বেদে ও হোমে তাঁর অধিকার নাই।

হরি। গলায় এক গাছা দড়ি দিলেই তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম না, "ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্‌জাতঃ" ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাঁর জন্ম—তিনি ব্রাহ্মণ রাম রাম সীতারাম। ঐ দড়ি মধ্যেও ব্যাপার আছে—

হরি। না ক্ষেপাচাঁদ তা নয়, "ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ" যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ব্রহ্মকে যিনি জান্‌লেন তিনি "ব্রহ্মবিদ্"। তাঁর কর্ম্ম কর্‌বার আর শক্তি নাই, সুষুম্নাদ্বার মুক্ত, প্রাণ ওঙ্কারেই রমণ করে। তিনি কোন মন্ত্র উচ্চারণ ক'র্‌তে পারেন না। 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত', 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ', ব্রাহ্মণ অহরহঃ সন্ধ্যা কর্‌বে, স্বাধ্যায় ক'র্‌বে। বেদ ব'লেছেন—ব্রাহ্মণের এই এই কর্ম্ম ক'র্‌তে হবে। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম এবংবিধ, 'ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ' একথা এজন্য ব'ল্‌তে পারো না। ব্রাহ্মণ অর্থে তোমায় জাতি ব্রাহ্মণ বুঝ্‌তে হবে রাম রাম সীতারাম।

হরি। ব্রাহ্মণীগমনে শূদ্রের ত শক্তিই বাড়া উচিত, তবে চণ্ডাল হবে কেন ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—

পরদারা ন গন্তব্যাঃ সর্ব্ববর্ণেষু কর্হিচিৎ।
নহীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে ॥
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনম্ ॥ ২১ ॥
যাবন্তো রোমকূপাঃ স্যুঃ স্ত্রীণাং গাত্রেষু নির্ম্মিতাঃ।
তাবদ্ বর্ষসহস্রাণি নরকং পর্য্যুপাসতে ॥ ২২ ॥

—মহাভারত দানধর্ম্মপর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়

সমস্ত বর্ণের কখনও পরদার গমনকরা উচিত নয়, পুরুষের পরদারগমন যেমন আয়ুনাশক, এমন জগতে আর কিছুই নাই। স্ত্রীগণের গাত্রে যত রোমকূপ আছে, পরদারগামী তত সহস্র বৎসর নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে রাম রাম সীতারাম। কাজেই পরদারগমনই পাপ, তার উপর উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণী, তাঁর আকর্ষণ বেশী, শূদ্রকে একবারে শোষণ ক'রে ফেলেন, তার শূদ্রত্ব পর্য্যন্ত লোপ হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীগমন, আর পরস্ত্রীগমন এতে তফাৎ কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম ধর্ম্মপত্নীগ্রহণ পুত্রের জন্য—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—আগে যাঁরা গুরুকুলে বাস ক'রে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার পর গৃহী হ'তেন, তাঁরা পুত্রের জন্যই স্ত্রীসংসর্গ ক'র্‌তেন। তাতে

তাঁদের ক্ষতি হ'তো না। বর্ত্তমানে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম নষ্ট হলেও, বিবাহিত পুরুষের স্বীয় স্ত্রী সুলভ, সহজেই স্ত্রীগমন ক'র্তে পারেন; তাতে যেরূপ শুক্রক্ষয় হয়, আর পরস্ত্রী দুর্লভ; তার চিন্তা, তাকে কচিৎ নির্জ্জনে লাভ, এর জন্য মন তাতে অধিক আবিষ্ট হয়, ফলে অধিক শুক্রক্ষয় হ'য়ে থাকে। শুক্র ব্রহ্ম—শুক্রই সব। সেই শুক্র অধিক ব্যয় হওয়ার ফলে শরীর রোগপ্রবণ ও আয়ুক্ষয় হয়। পরস্ত্রীর চিন্তা কর্তে কর্তে বুদ্ধি কুচিন্তাতেই ডুবে যায়—জীবন পশুতুল্য হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। শূদ্রের বেদে অধিকার নেই, বেদ পড়্তে নেই বল্‌ছো; ম্যাক্‌স-মূলার সাহেব, রমেশ দত্ত, বেদের অনুবাদ ক'রেছেন। আলাউদ্দীন বেদ পড়ে "বেদতীর্থ" উপাধি পেয়েছে। তোমার অধিকারের কথা তোমার পুঁথিতেই আছে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ম্যাক্‌সমূলারবাবা, রমেশবাবা বা আলাউদ্দীনবাবা বেদ দেখেননি, বেদের কঙ্কাল দেখেছেন, বেদ পড়েননি, বেদের হাড় চিবিয়েছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। সে আবার কি? হাড় চিবুনো মানে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, বেদপাঠের ব্যবস্থা ছিল—গর্ভাষ্টমে ব্রাহ্মণ বালক উপনীত হ'য়ে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গ সহ গুরুমুখে বেদ শুনে বারবৎসর কাল বেদ অভ্যাস ক'র্বেন, তারপর সমাবর্ত্তন করত গৃহী হবেন। সেই বেদ যদি ব্রহ্মচর্য্য-তপস্যাহীন ব্যক্তি যথেচ্ছভাবে পড়েন, তাহ'লে বেদ-ভগবান্ কি তাঁর স্বরূপ দেখাবেন? তা সম্ভব নয়। অনধিকারী বেদের হাড় চিবিয়ে নিজের মুখ কেটে গেলে নিজের রক্তই পান ক'রে আনন্দ করেন, বেদের বিপরীত ব্যাখ্যা ক'রে বেদ কিছু নয় বুঝিয়ে দেন, মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না রাম রাম সীতারাম।

হরি। মূল লক্ষ্য কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম মূল লক্ষ্য হ'ল—"ওঙ্কার"।

হরি। ওঙ্কারের লক্ষ্য?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম পরে বোঝাবার চেষ্টা করবো রাম রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা, এখন অনেক ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি বেদ বেদান্ত প'ড়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে জগতের কত উপকার কচ্ছেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম নিষ্কাম-লোহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হ'লে চরমে জগৎকে ভোলবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শ্রুতি বলেছেন, "সন্ন্যস্তং" বল্লেই সব ফুরিয়ে গেল, তাঁদের কাজ রইল আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ। সেই স্থিতিলাভ হ'লেই তাঁর জন্ম-মরণ-যাতায়াত রোধ হ'য়ে যাবে রাম রাম।

হরি। তবে এখন যে সন্ন্যাসীরা লোকহিতকর কাজ কচ্ছেন, তাঁরা কিছুই নন্ বল্‌তে চাও?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আমরা তাঁদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করছি। তাঁরা খুব ভাল কাজ কচ্ছেন। তাঁদের গোপনে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, তাঁরা 'আমরা তৃপ্ত' এ কথা ব'ল্‌বেন না। রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম।

হরি। আচ্ছা, এইবার বল: ভাগবত বল্লে—কৃষ্ণ বড়, শিবপুরাণ বল্লে—শিব বড়, দেবী ভাগবত বল্লে—দেবী বড়; এর মধ্যে কে বড়? সে সম্বন্ধে কি বুঝেছ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, পুরাণে এক দেবতাকে বড় ব'লে অন্য দেবতাকে ছোট বলার উদ্দেশ্য—আপনার ইষ্টদেবতার প্রতি অনন্যনিষ্ঠা আনয়ন।

হরি। কথাটা বুঝিয়ে বল!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম ধর, ভাগবতে বিষ্ণু ও তাঁর অবতার কৃষ্ণকে বড় বলা হ'য়েছে, সেই বিষ্ণুই ব'লেছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আমরা তিনজনই এক, আমাদের যারা পৃথক্ দেখে, তারা ঠিক দেখে না ইত্যাদি:

অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্। ৫০

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৭

রাম রাম ভৃগুমুনি 'কে বড়' জানবার জন্য গেলেন ব্রহ্মার কাছে, ব্রহ্মাকে প্রণাম না করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হ'লেন। শিব তাঁর অসম্মান করায় ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে এলেন। মুনি এসে বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত ক'র্লেন: বিষ্ণু ব'ল্লেন—আমার কঠিন বক্ষ, আপনার চরণে আঘাত লাগে নাই ত? তারপর বৃকাসুরের উপাখ্যানাদির দ্বারা বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করা হ'ল।

শিব সর্ব্বদা পঞ্চমুখে রাম রাম করেন। (অধ্যাত্ম রামায়ণ)

"অহং ভগবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থঃ" ইত্যাদি।

বিষ্ণুভক্ত ভাগবত প'ড়ে জান্‌লেন—বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তা জেনে অনন্যভাবে উপাসনার দ্বারা তাঁরা পরে বুঝতে পার্‌লেন বাসুদেবই সব, ছোট বড় কেউ নেই, সবই আমার ঠাকুরের লীলামূর্ত্তি—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

শিবভক্তও—শিব বিষ্ণুকে চক্রদান ক'রেছিলেন, বিষ্ণু কৃষ্ণ এঁরা শিবের তপস্যা ক'রেছিলেন, এই ভাবে মহাভারত, শিবপুরাণাদি পাঠে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব জেনে অনন্যভাবে উপাসনা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। চিত্ত অন্তর্মুখ হ'য়ে গেল, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের ভ্রান্তি দূর হ'ল, তিনি বুঝতে পার্‌লেন—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদম্।

দেবীভক্তও দেবীভাগবত পড়ে দেবীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা জেনে উপাসনা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, চিত্তের গাদ কেটে গেল, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের ভ্রান্তি দূর হ'ল, তিনি অনুভব ক'র্‌লেন—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। মারামারি তো বাইরে দাঁড়িয়ে, তপস্যায় চিত্ত নির্ম্মল হ'লে—"কঃ কং পশ্যেৎ"—'কে কাকে দেখ্‌বে?

হরি। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের প্রয়োজন কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম যাঁরা অশুদ্ধচিত্ত, দেহাত্মবাদী, ভোগপরায়ণ,

তাঁদের জন্য সেই তুলসীদেবীর শাপে তিনটি ছিদ্র হ'য়েছে। ধর, শুদ্ধ সাত্ত্বিক যে বিষ্ণু তাঁকে কি ভাবে ধরা যাবে? তার জন্য চারটি উপায় ব'ল্‌লেন—নাম, রূপ, লীলা, ধাম। এই চারটিই চিন্ময়, এর মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ ক'ল্লে মানুষ মূল লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে রাম রাম সীতারাম।

রামস্য নাম রূপঞ্চ লীলা ধাম পরাৎপরম্
এতচ্চতুষ্টয়ং নিত্যং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥

—বশিষ্ঠসংহিতা

রামের অর্থাৎ ইষ্টদেবতার নাম, রূপ, লীলা, ধাম শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ, নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।

এর মধ্যে প্রথম ধর—নাম, "রাম"।

হরি। আমি যদি বলি—ওতে কিছু হয় না। রাম মানুষের নাম, কৃষ্ণ মানুষের নাম—রূপ, লীলা কিছু নয়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আমরা বেদ, উপনিষদ্, রামপূর্ব্বতাপিনী, উত্তরতাপিনী, শ্রীরামোপনিষৎ, মুক্তিকোপনিষদ্, গোপালপূর্ব্ব-তাপিনী, উত্তরতাপিনী, শ্রীকৃষ্ণোপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, সমস্ত পুরাণ, সংহিতা, শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শ্রীভগবান্ রামানুজাচার্য্য, শ্রীভগবান্ রামানন্দাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীভাস্করাচার্য্য, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু, তাঁর পরিকরগণ, কালিদাসের রঘুবংশ, ভট্টির ভট্টিকাব্য, বাণভট্টের হর্ষচরিত, শ্রীমহাবীরচরিত, ভবভূতির উত্তররামচরিত, প্রতিমা নাটক এবং অন্যান্য কবিগণের কাব্য, নাটক, শ্রীভগবান্ রামানন্দের শিষ্য কবীর, রৈদাস প্রভৃতি সন্তগণ, শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী, কবি হেমচন্দ্র, কবি নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ, কবি রজনী সেন, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীদিলীপ রায়, অন্যান্য পণ্ডিত ও সজ্জনমণ্ডলীর কথা তোমায় আগে ব'লেছি। তাঁদের বাণী ও উপদেশের দ্বারা স্থির নিশ্চয় হ'বো যে, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভগবান্ ও তাঁদের নাম, রূপ, লীলা, গুণ চিন্ময়।

হরি। তবুও যদি আমি বলি—ওসব মানবো না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় রাম সীতারাম। তাহ'লে তুমি যাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা কর, সেই শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজবাবার কথা তোমায় শোনাবো।

হরি। তিনি কি ব'লেছেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয়রাম সীতারাম, "শ্রীভগবানের রূপ, লীলা ও গুণের ন্যায় তাঁহার নামও অপ্রাকৃত এবং চিদানন্দময়। নাম অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। ইহার প্রভাবে ঐশ্বর্য্য, মোক্ষ এবং ভগবৎপ্রেম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।......

শ্রীরামনাম শ্রীভগবানের একটি বিশিষ্ট নাম। ইহার মহিমা অনন্ত, ইহাই তারকব্রহ্ম নাম বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রণব হইতে অভিন্ন ইহাও মুনিঋষিগণ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন।"

(দেবযান ১৩৫৬ শ্রাবণ)

হরি। যদি ওকথা ঠিক নয় বলি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম, তাহ'লে তোমাকে এইরকম দণ্ডবৎ হ'য়ে প্রণাম ক'রে নাচ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌বো। (ক্ষেপা হরিদাসবাবুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত রাম রাম ব'লে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে লা'গ্‌লো, নাচের বিরাম নাই।)

হরি। আরে থামো থামো। (বার বার বলাতে ক্ষেপা চুপ ক'রে দাঁড়াল) আচ্ছা, নাম ক'র্‌লে কি ক'রে ওঙ্কারে পৌঁছান যায় সিস্টি-মিটি-কিলি বল। এ বিজ্ঞানের যুগ, যা তা ব'লে বোঝালে তোমার কথা কে শুন্‌বে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আচ্ছা, শব্দ হ'তে জগতের সৃষ্টি, শব্দই জগদাকার ধারণ ক'রেছে, জান তো রাম রাম সীতারাম?

বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে
বাচ ইৎ সর্ব্বমমৃতং যচ্চমর্ত্ত্যমিতি।

—ঋগ্বর্ণ

বাক্ বা শব্দ হ'তে সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হয়েছে, কি অমৃত কি মর্ত্ত্য সকলই বাক্ বা শব্দসম্ভূত।

হরি। তা আর জানি না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, সেই শব্দব্রহ্ম পরা-পশ্যন্তী-মধমা-বৈখরীরূপে খেলা করেন, তা জান তো রাম রাম রাম সীতারাম সীতারাম।

হরি। খুব জানি। আমি সন্ত সদ্‌গুরু লাভ ক'রেছি, শব্দের কথা আমায় তুমি কি শোনাবে, ধ্বন্যাত্মক শব্দই শব্দ, বাকী সব বাজে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আমরা বর্ণাত্মক শব্দের কথা ব'ল্‌বো রাম রাম রাম।

হরি। ও আর কি শুন্‌বো?

ক্ষেপা। রাম রাম উত্তম, তাহ'লে নাচি।

(রাম রাম ব'লে ক্ষেপা নাচ্‌বার জন্য উঠ্‌লো।)

হরি। থামো থামো, আচ্ছা, তুমি কি জানো বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, এক চঞ্চলচিত্ত, যথেচ্ছভোজী, আচারহীন-ব্যক্তি দারুণ রোগগ্রস্ত হ'য়ে মরণ নিকটে জেনে গুরুর আশ্রয় নিলে। গুরু ব'ল্লেন—তুমি রাম রাম জপ কর। সে জপ ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ল, মন চতুর্দ্দিকে লাফালাফি ক'র্‌তে থাকায়, জপ ক'র্‌তে না পেরে গুরুদেবকে গিয়ে জানাল—বাবা আমি জপ ক'র্‌তে পাচ্ছি না; একে আমার মন চঞ্চল, তাতে বাড়ীতে চেঁচামেচি, কিছুই হচ্ছে না, আবার ঢুল আসে।

গুরুদেব বলেন—আচ্ছা, এক কাজ করো, করতাল বাজিয়ে নেচে নেচে নাম কীর্ত্তন করগে।

সে নেচে নেচে করতাল বাজিয়ে নাম ক'র্‌তে লাগ্‌লো। রাম রাম সীতারাম, কিছুদিন করার পর তার শরীরে রোমাঞ্চ ও খুব আনন্দবোধ হওয়াতে সে তখন আরও বেশী সময় কীর্ত্তন ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

হরি। কেন আনন্দ পেলো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, "রাম" এই শব্দ উচ্চারণ ক'র্‌বো—যেমন মনে হয়, অমনি মূলাধারে পরার বদন-সামর্থ্যের স্ফুরণ হ'য়ে থাকে

ক্রমে পশ্যন্তী মধ্যমা অতিক্রম ক'রে "রাম" শব্দ মুখে উচ্চারিত হয় —এইরূপে শরীরে শব্দব্রহ্ম খেলা করেন। এর মধ্যে কতকগুলি শব্দ মানুষকে অন্তর্মুখ করে এবং কতকগুলি বহির্মুখ করে রাম রাম সীতারাম।

হরি। কোন্ শব্দ অন্তর্মুখ ও কোন্ শব্দ বহির্মুখ করে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম যে শব্দের দ্বারা বাইরের কিছু চাই—সে শব্দ বহির্মুখ করে, যে শব্দে বাইরে কিছু চাই না—তা অন্তর্মুখ করে রাম রাম সীতারাম।

হরি। সে কি রকম বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, "আয়লো অলি কুসুম তুলি ভরিয়ে ডালা" অলি, কুসুমতোলা, ডালা এর সঙ্গে সঙ্গে মন বাইরে ছুটলো, রাম রাম সীতারাম।

হরি। কোন্ শব্দের দ্বারা মন অন্তর্মুখ হয় ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, "শেষের সেদিন মন কর্‌রে স্মরণ ভবধাম যে দিন ছাড়িবে।" মন শেষের দিনের কথা মনে ক'রে বহির্মুখ হ'তে পার্‌লো না। ভগবানের সমস্ত নামই অন্তর্মুখ শব্দ রাম রাম সীতারাম।

হরি। সে রাম রাম ক'রে নেচে নেচে কি পেলে ?

ক্ষেপা। "রাম রাম সীতারাম" করায় সেই "রাম" নাম অন্তর্মুখ শব্দ ভিতরে ঢুকে বাহাত্তর হাজার নাড়ীতে খেলা কর্‌তে লাগ্‌লেন। বাইরে উচ্চকীর্ত্তনে সাত্ত্বিক পরমাণুর আকর্ষণ হ'তে লাগ্‌লো, ভিতরে সেই রামনাম সাত্ত্বিক পরমাণুতে ভর্ত্তি কর্‌তে থাক্‌লেন। অনুলোমে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী ছিল, এবার বিলোমে বৈখরী মধ্যমায় উপস্থিত হ'তেই অনাহত নাদ আরম্ভ হ'ল। ক্রমে শ্রীনাম ও সাত্ত্বিকপরমাণু দেহের দোষ নষ্ট ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। দেহের দোষ কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, যোগমতে—"কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ, স্নেহ"।

—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩০০ অধ্যায় মোক্ষধর্ম্ম

সাংখ্যমতে—

"কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস।"

—ঐ ৩০১ অধ্যায়

দেহের দোষ নষ্ট হ'তেই রোগ সারলো। নাম আরও অনুরাগের সহিত করার জন্য ক্রমে অষ্টসাত্ত্বিকভাবের উদয় হ'ল। প্রাণে দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌লো। বহুবিধ নাদ ক্রমে প্রাণকে আকর্ষণ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

হরি। নাদ কত প্রকার?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কোটি সহস্র প্রকার। নাদ সূক্ষ্ম হ'তে আরম্ভ কর্‌লেন, ক্রমে পশ্যন্তী অবস্থায় জ্যোতির আবির্ভাব হ'ল। দর্শনেচ্ছা অতি প্রবল হওয়ায়—"হয় দেখা দাও নচেৎ দেহ যাক্" প্রাণের এই অবস্থা এলে, তাঁর কৃপা হ'ল। ঠাকুর দর্শন দিলেন, মন্ত্র দেবতায় লয় হ'য়ে গেল, নাদময় ওঙ্কার সুষুম্নায় খেলা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

হরি। দেবতা দেখা যায়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, হাঁ।

হরি। কি রকম দেখ্‌তে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম "ভক্তচিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ।" 'রাম রাম' ক'র্‌লে রাম দেখা দেন, 'শিব শিব' ক'র্‌লে শিব দেখা দেন, 'গুরু গুরু' ক'র্‌লে শিব দেখা দেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ক'র্‌লে কৃষ্ণ দেখা দেন।

হরি। এ চোখে দেখা যায়?

ক্ষেপা। রাম রাম সবই তাঁর করুণার উপর নির্ভর করে; তিনি কৃপা ক'র্‌লে এ চোখে দেখা যায়, এ চোখ তখন সে চোখ হয়; হৃদয়ে দেখা যায়; সমাধিকালে জ্যোতির মধ্যে দর্শন দেন: বর দেন, রাম রাম সীতারাম রাম।

হরি। যারা ভক্ত নয়—যোগী বা জ্ঞানী তারা কি পায়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

এক অদ্বয়জ্ঞানকেই জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম, যোগিগণ পরমাত্মা এবং ভক্তগণ ভগবান্ বলেন। যিনি যে ভাবে চান, শ্রীভগবান্ তাঁকে সেই ভাবে আত্মসাৎ করেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। তোমার কথাগুলি সংক্ষেপে বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম বৈখরীতে রাম রাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে নামের কৃপা হয়, নাম তখন দেহদোষ দূর ক'র্‌তে থাকেন, ভিতর বার সাত্ত্বিক পরামাণুতে ভরে যায়। ক্রমে বিলোমে বাক্ মধ্যমায় গেলে অনাহত নাদ আরম্ভ হয়, তখন ভক্তের দর্শন আকাঙ্ক্ষা বাড়্‌তে থাকে। পশ্যন্তীতে ঠাকুর কৃপা ক'রে দর্শন দেন, মন্ত্র দেবতায় লয় পায়। সুষুম্নার দ্বার মুক্ত হ'য়ে যায়, নাদময় ওঙ্কার সুষুম্নায় খেলা ক'র্‌তে থাকেন। মানুষের কৃতিসাধ্য সগুণ উপাসনা এইখানেই শেষ হয়। তবে ভগবান্ এর পরও দর্শন দেন। দর্শন প্রথম মানসক্ষেত্রে হয়, বুদ্ধিক্ষেত্রে হয়, সে দর্শনে বিরহ থাকে, নিত্যলীলায় ছাড়াছাড়ি হয় না রাম রাম সীতারাম।

নাদ কোন রকমে উদিত হ'লে আর ভাবতে হয় না। কুণ্ডলিনী-জাগরণেই নাদ অনুভূত হয়।

উৎপন্নশক্তিবোধস্য নিঃশেষসর্ব্বকর্ম্মণঃ।

যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে॥

কুণ্ডলিনী জাগ্‌লে সর্ব্ব কর্ম্ম ফুরিয়ে যায়—যোগীর সহজাবস্থা আপনা আপনি হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। রাম রাম ক'র্‌লে মানুষ যোগী হয়?

ক্ষেপা। বাক্ বিলোমে মধ্যমায় এলে অনাহত নাদ অনুভূত হয়। নাদ-প্রাপ্ত মানব যোগিপদবাচ্য হন রাম রাম সীতারাম।

তোমায় ব'ল্‌লুম বটে; কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপা কি ভাবে কোথা দিয়ে আত্মসাৎ করেন, তা কেউ মনে রাখতে পারে না, সব ঠিক ব'ল্‌তেও পারে না। এতে কোন নিয়ম নাই, তাঁর অহৈতুকী কৃপাসাপেক্ষ রাম রাম সীতারাম, জয় রাম সীতারাম।

হরিদাস। আচ্ছা, রূপের দ্বারা কি ক'রে হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম রাম রাম—

নবঘনশ্যাম মুরতি মনোহর
হামারি হিয়াপর জাগে।
শ্রুতিমূলে চঞ্চল কুণ্ডল মণিময়—
পীতবাস দোলে পীঠ ভাগে॥
নীল-নলিনীদল আঁখি দুটি উজ্জ্বল—
বিজুরী চমকে রূপ রাগে।
শতবিধুনিন্দিত চারু মুখপঙ্কজ—
শিখিপাখা শোভে শিরভাগে॥
ভৃগুপদচিহ্নিত বিশাল হিয়া-মাঝে
পরিমল ফুলহার রাজে॥
ইন্দুবিনিন্দিত কুন্দকুসুমহাসি
বন্দিত স্মরপদযুগে।
মিনতি চরণ পর ভকতি মিলাও বঁধূ
নিতি নিতি নব অনুরাগে॥

এই চিন্ময় রূপ বর্ণনা ও গান ক'রতে ক'রতে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম—চিন্ময় রূপের কৃপা হয়। বাঁশী বাজিয়ে আকর্ষণ করেন, শেষে দর্শন দেন, ভক্ত কৃতার্থ হয় রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। লীলা কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, চিন্ময় লীলা, শিবদুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ, গণেশ, সূর্য্য এদের সকলের লীলাই চিন্ময়। যিনি যে দেবতার লীলা আশ্রয় ক'রবেন, তিনি তাঁর কৃপা পাবেন। দেবতা লীলার মধ্য দিয়ে তাঁকে নিয়ে গিয়ে আত্মসাৎ ক'রবেন রাম রাম সীতারাম। রামভক্ত রামায়ণ, কৃষ্ণভক্ত ভাগবত এই ভাবে ইষ্ট-দেবতার লীলাগ্রন্থ অবলম্বন ক'রে লীলা মনন ক'রতে ক'রতে শ্রীভগবান্ কৃপা করেন, দর্শন দেন, বাঁশী বাজে, নাদাত্মক ওঙ্কারের খেলা চলে, শেষে নিত্য চিন্ময় লীলায় মিলিত হন। লীলাসম্বন্ধে

বন্ধু বাবার দুটি গান শোন রাম রাম সীতারাম—

বিধি যদি গুল্মলতা করিত নিকুঞ্জবনে।
(তবে) সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আভরণে॥
নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে সখীসনে অভিসারে—
আসি কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরণে॥
হাতে বাঁশী কালশশী নিকুঞ্জ কাননে পশি
সুখে রহিতেন বসি, মমোপরে প্যারীসনে॥
ক্রীড়াশ্রমে রাধাশ্যাম ঘামিতেন অবিরাম
অমনি পদের ঘাম লইতাম সযতনে॥
বন্ধু বলিছে কাতরে কবে রাধাদামোদরে—
সাজাব হৃদয় ভ'রে, হেরিব প্রেমনয়নে॥
রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। 'বন্ধু' ইনি কে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম; ইনি জগদ্‌বিখ্যাত মূর্ত্তিমান্ শ্রীনামবিগ্রহ প্রভু জগদ্বন্ধু, নামই এর একমাত্র অবলম্বন ছিল। ভক্তচূড়ামণি শ্রীরামদাস বাবাজী মশাইকে ইনি বড় ভালবাসতেন, তিনি পরে তাঁকে 'নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই নাম-প্রচারক নিতাই-গৌরগতপ্রাণ শ্রীরাধারমণ-চরণদাস বাবাজী মশাইকে সমর্পণ করেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। আচ্ছা শোন—

হাসলো যমুনা হাস, হাস ও চারুবদনে।
মিশাব নয়ননীর তোর নীলনীর-সনে॥
(মোরা নীরবে কাঁদি দুজনে) (মোরা নীরবে হাসিব দুজনে)
তোমার তীরেতে আসি বঁধু বাজাইত বাঁশী
পাগল করিত বাঁশী নব ব্রজবধূগণে॥
(তারা ছুটিত ছুটিত) (শ্যামের বাঁশী শু'নে)
ধাইত গোপিনী সব শ্যামচাঁদ দরশনে॥
(তারা সবে ভ্রমিত কাননে) (তারা অন্বেষিত প্রাণধনে)
(ও তোর পড়ে কি না পড়ে মনে) (বাঁকাসখার কথা)

শুনি শ্যাম-বেণুগান তুমি বহিতে উজান,
ত্যজি লাজ কুলমান কিশোরী পশিত বনে ॥
(রাই আসিতে আসিতে—) (শ্যাম অভিসারে)
মিলিতেন কমলিনী শ্যাম নটবর সনে ॥
(তুমি দেখতে দোঁহে একাসনে) (তুমি ধন্য করিতে নয়নে)
(তোমার দাস জগদ্বন্ধু ভণে) ওলো ও যমুনে ॥

রাম রাম সীতারাম।

শ্রীদিলীপ বাবার একটি গান—

ঐ বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম,
সবি আজো পড়ে মনে, মোর পড়ে যে কেবলি মনে।
ঐ আলোর দুলাল, শ্যামলের প্রেমছবি,
আজো পড়ে মনে, মোর পড়ে যে কেবলি মনে ॥
সেই সখা সখী স'নে কুতূহলে ঘাটে যাওয়া,
সেই নির্ম্মল নীল যমুনার জলে নাওয়া,
সেথা সমতানে সবে গুণমণিগুণ গাওয়া,
মোর পড়ে মনে, মোর পড়ে যে কেবলি মনে ॥
সেই ফুল ফুল খেলা, কত অরণ্য বনে,
কত তারার দেয়ালি, আকাশের আলপনে,
মধু মুরলীধ্বনি শুনি পিয়াসী সনে,
খোঁজা কুঞ্জে কুঞ্জে প্রেমল প্রেমল মনোমোহনে,
আজো পড়ে মনে, মোর পড়ে যে কেবলি মনে।
কত চাঁদিনি রাতে সে অপরূপ রূপরাস,
নিতি রূপের মন্ত্রে জাগানো প্রেম উছাস,
চির নবীনের রঙে রাঙান হৃদি উছাস,
আহা আপনা হারায়ে বঁধুর বরণ আশ,
আজো পড়ে মনে, মোর পড়ে যে কেবলি মনে ॥
ওরা হাসে সবে বলে হায়রে মধুর স্বপন,
বলে কৃষ্ণকাহিনী কল্পনা কবিবচন,
বঁধু, সে সব কথা ত শোনে না আমার শ্রবণ—

ব্রজরমণীর কথা, আর সে রমণীরমণ,
আজো পড়ে মনে মোর পড়ে যে কেবলি মনে ॥
রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। ধাম কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম অযোধ্যা, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, ওঙ্কারেশ্বর, পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি হ'ল শ্রীভগবানের লীলাস্থল। তিনি এই সব স্থানে লীলা ক'রেছেন। তথায় প্রচুর স্থপরমাণু আপনা আপনি উৎপন্ন হয়। শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসবাবা ব'লেছেন, সে কথা শু'নেছ। যে কোন শ্রীধামে মানুষ যদি এসে পড়ে থাকে, তা'হলে চিন্ময়ধাম তাঁকে নাম-রূপ-লীলা-গুণ দিয়ে আনন্দ পারাবারে ডুবিয়ে দেন। অন্তে তাঁর নিত্য চিন্ময় ধাম লাভ হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। এসব নাম-রূপ-লীলা-ধামের কথা সমস্ত ভক্তই ব'লেছেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম হাঁ।

হরি। আমি যদি বলি ওসব কিছু নয়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, আমি তোমায় কবিরাজবাবার কথা শোনাবো।

হরি। তিনি কি ব'লেছেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম "নামসাধনার দুইটি দিক্ আছে—একটিতে নামসাধনা নাদে পর্য্যবসিতি হয়, অপরটিতে ইহা রূপাভিব্যক্তির মধ্যদিয়া ভাবসাধনার পথে রসে পর্য্যবসিত হয়। রসের পথই নিত্য লীলার পথ। দুইটি পথে পরস্পর সম্বন্ধ বা যোগ আছে। আবার পৃথগ্ ভাবে প্রস্থানও সম্ভবপর।.........

......নাম হইতে ভাবসাধনার পথে সদ্গুরুপ্রাপ্তি ও মন্ত্রসাধনার অধিকার জন্মে। মন্ত্রসাধনার ফলে দৈহিক উপাদান বিশুদ্ধ হয় ও মন্ত্রসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবদেহের বিকাশ হয়। তখন স্বভাবের পথ উন্মুক্ত হয় ও বিধি-নিষেধের গণ্ডী কাটিয়া যায় বলিয়া রাগমার্গে ভজনের অধিকার জন্মে—ইহাই প্রকৃত সাধনা। সাধনার আরম্ভে আশ্রয়-তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। তাই রাগ-

সাধনা সম্ভবপর হয়। ভাবসাধনা এক প্রকার বিরহের ক্রন্দন, কিন্তু প্রেমসাধনা মিলনের উল্লাস। পরে আশ্রয় ও বিষয় পরস্পর মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। এই এক সত্তাই রস। এই সমরসতা সিদ্ধাবস্থা বা রসাদ্বৈত। এই মহাস্থিতিতে অনন্ত-লীলার স্ফুরণ সম্ভব হয়, তখন এক সত্তা অনন্তরূপে ফুটিয়া উঠে। নিজের আনন্দ অনন্তকাল অনন্তভাবে নিজেরই মধ্যে আস্বাদিত হইতে থাকে, কিন্তু স্থিতি থাকে সেই একে।

শুধু নামের মাহাত্ম্যে এতদূর পর্য্যন্তও হইতে পারে। মোট কথা নামের শক্তি অনন্ত ও অচিন্ত্য।

* * * *

নাম চিন্ময়-রসবিগ্রহ ও চিন্তামণিস্বরূপ। ইহা জীবের সকল দুঃখ দূর করিতে সমর্থ। উদ্ধারের এমন সহজ উপায় কলিযুগ বলিয়াই নিরাশ্রয় জীবের মহাকল্যাণ সাধনের জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। আশা করি শ্রদ্ধালু ও ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অগণিত সংখ্যায় এই উপায় গ্রহণ করিবেন এবং এই পথে নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া তাপক্লিষ্ট অন্যান্য শত শত জীবের পরমানন্দ লাভে পথপ্রদর্শক হইবেন। শ্রীভগবান্ জগতের কল্যাণ বিধান করুন্।"

(শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত-ভূমিকা।)

হরি। আমি যদি বলি—ওকথা মানি না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তা'হলে আমরাও 'রাম রাম' ব'লে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বো রাম রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা, ইনি সদ্‌গুরুপ্রাপ্তি ও মন্ত্রের কথা ব'লেছেন, ধর—আমি যেন মন্ত্র নেব, কোন্ মন্ত্র নেব ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তোমাদের বংশে কোন্ দেবতার উপাসনা হ'য়ে আস্‌ছে, সদ্‌গুরু এইটি দেখে মন্ত্র দেবেন।

হরি। যার যা ইচ্ছা সে মন্ত্র নিতে পারে না ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যার শরীরে যে

তত্ত্বের আধিক্য আছে, তার সেই তত্ত্বাধিষ্ঠাত্রী দেবতার মন্ত্র নিতে হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

আকাশস্যাধিপো বিষ্ণুরগ্নেশ্চাপি মহেশ্বরী।
বায়োরগ্নিঃ ক্ষিতেরীশো জীবনস্য গণাধিপঃ॥

—মন্ত্রযোগসংহিতা

যাঁর শরীরে আকাশতত্ত্বের আধিক্য আছে, তিনি বিষ্ণুর মন্ত্র নেবেন। অগ্নিতত্ত্বের আধিক্য থাক্‌লে মহেশ্বরীর, বায়ুতত্ত্বের আধিক্যে অগ্নি বা সূর্য্য, ক্ষিতিতত্ত্বের আধিক্যে শিব, জল-তত্ত্বের আধিক্যে গণেশের মন্ত্র নিতে হয়, যেহেতু এই দেবতাগণ যথাক্রমে পঞ্চতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা রাম রাম সীতারাম।

হরি। মন্ত্র কিজন্য নেবো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পাঞ্চভৌতিকদেহে আত্মাভিমান হওয়ায় জীব বদ্ধ হয়। পঞ্চতত্ত্ব অতিক্রম কর্‌বার জন্যই মন্ত্রগ্রহণ, মন্ত্রসিদ্ধি হ'লে ইষ্টের দর্শনে সগুণমন্ত্রের ইষ্ট-অঙ্গে লয় ও ওঙ্কারের আবির্ভাবে পঞ্চতত্ত্ব অতিক্রম হ'য়ে যায়, সাধক নির্গুণসাধনার যোগ্যতা লাভ করেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। আমার শরীরে কোন্ তত্ত্বের আধিক্য আছে কি ক'রে বুঝ্‌বো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পূর্ব্বতন গুরুগণ সিদ্ধ ছিলেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষকে তাঁর তত্ত্বানুসারে মন্ত্র দিয়েছেন। তোমাদের বংশানুক্রমে যে মন্ত্র চলে আস্‌ছে, সেই মন্ত্র নেবে রাম রাম সীতারাম।

হরি। আমাদের বংশের ধর কৃষ্ণমন্ত্র, আমি কালীমন্ত্র নিতে পারি না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম না, কালীমন্ত্র নিলে পূর্ব্বপুরুষের তপস্যার সাহায্য পাবে না। ধর, তোমাদের সাতপুরুষ ধ'রে 'ক্লীং ক্লীং' জপ চল্‌ছে, পিতার বীর্য্য দিয়ে তোমার শরীরের সেই "ক্লীং" এর সূক্ষ্ম স্পন্দন 'ক্লীং' বীজের দ্বারা এসেছে, তুমি যদি এখন 'ক্রীং ক্রীং' জপ কর, তাহ'লে তা তোমার দেহের স্পন্দনের অনুরূপ হবে না। তোমার দেহের স্পন্দন 'ক্লীং ক্লীং' তোমাকে সুষুম্নার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তুমি 'ক্রীং ক্রীং' ক'রে সে স্পন্দনের ব্যাঘাত ক'র্‌লে,

তার জন্য তোমার ওঙ্কার লাভে, সুষুম্নাপ্রবেশে বিলম্ব হবে। 'ক্লীং ক্লীং' জপ ক'র্‌লে পূর্ব্বপুরুষের তপস্যার সাহায্য পাবে, স্পন্দন অন্তর্মুখী হবে রাম রাম সীতারাম।

হরি। কোন্ কালে ঘি খেয়েছি, হাতে এখনও তার গন্ধ! আরে সাতপুরুষ আগে কৃষ্ণমন্ত্র নিয়েছিলেন, তাতে আমার কি সাহায্য হবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম কারুর হাঁপানী, কি ক্ষয়কাস অথবা পারা হ'লে লোকে জিজ্ঞাসা করে—এ রোগ কি বংশগত? একবিন্দু শুক্রের ভিতর দিয়ে যদি হাঁপানী, ক্ষয়কাস বা পারার বীজ আসে, পূর্ব্বপুরুষের দুষ্কৃতির ফল যদি বংশধরকে ভোগ ক'র্‌তে হয়, তাহ'লে পূর্ব্বপুরুষের সাধনার ফল কেন না পাবেন রাম রাম সীতারাম? সেজন্য কুলগুরু কুলমন্ত্র ত্যাগ ক'র্‌তে নেই রাম রাম সীতারাম।

হরি। ধর, আমার বাল্যকাল থেকে কালীর উপর ঝোঁক্, আমি বরাবর তাঁকে ভালবাসি, আজ তাঁকে কি ক'রে বিসর্জ্জন দিই?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম যদি আবাল্য কালীতে তোমার অনুরাগ থাকে, তা'লে তোমার কালীমন্ত্রই নেওয়া উচিত—গুরুগণ এ কথা বলেন, কিন্তু সাময়িক সঙ্গবশে যদি কালীতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তা থাক্‌বে না রাম রাম সীতারাম। পূর্ব্ব-সংস্কার তোমায় অবশভাবে টেনে আন্‌বে, যেমন শ্রীমদ্‌বিজয়কৃষ্ণ-গোস্বামীমশাই ও শ্রীমৎসন্তদাসবাবাজীমহারাজ পৈতা ফেলে ব্রাহ্ম হ'য়েও স্থির হ'তে পার্‌লেন না, তাঁদের প্রকৃতি তাঁদিগকে অবশভাবে টেনে এনে সগুণ উপাসনার আচার্য্যরূপে এক একটি সম্প্রদায়ের নেতা ক'র্‌লেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা, বল তো ক্ষেপাচাঁদ "ক্লীং ক্লীং" যারা করে তাদের কি হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম দেহটা স্পন্দনের উপর চল্‌ছে। ইন্দ্রিয়গণ জন্ম-জন্মান্তরকৃত দুষ্কৃতবশে বহির্মুখ হ'য়ে বাইরের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ চাইছে। তার জন্য আকুল হ'য়ে বিষয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়ে জ্বালা ভোগ ক'র্‌ছে—এক সত্য যে সকল সাজে সেজে খেলা ক'র্‌ছেন সেই এককে ধর্‌তে পাচ্ছে না। তার কারণ ইন্দ্রিয়গণের বহির্মুখতা, তার হেতু শারীরিক স্পন্দন, জন্মান্তর-কৃত কর্ম্মবশে বর্ত্তমান জন্মের স্ব-স্ব-বর্ণোচিত কর্ম্ম না করায়, যথেচ্ছ-ভোজনে, ব্রহ্মচর্য্যহীনতায়, প্রাণস্পন্দন বিকৃত হ'য়ে কেবল বাইরের রূপ-রসের জন্য আকুল ক'রেছে রাম রাম সীতারাম। এই 'ক্লীং ক্লীং' মন্ত্র জপের দ্বারা প্রাণস্পন্দন কেন্দ্রাভিমুখ হবে, তারপর ওঙ্কার লাভ ক'র্‌বে রাম রাম সীতারাম।

হরি। মাথা নেই, মুণ্ড নেই 'হিং টিং ছট্' বল্লাম, আর প্রাণ অন্তর্মুখ হ'য়ে সুষুম্নায় ঢুক্‌বে ক্ষেপাচাঁদ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কে ব'ল্লে মাথা নেই মুণ্ডু নেই? মন্ত্রের অর্থ আছে—ক্ মানে কৃষ্ণ, ল্ ঐশ্বর্য্যশালী, ঈ সন্তোষ, ং সুখ দিন্ ও দুঃখহরণ করুন্, "ঐশ্বর্য্যশালী কৃষ্ণ আমায় সন্তোষ এবং ভূমাসুখ দিন ও দ্বৈত-দুঃখ হরণ করুন" রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। সব মন্ত্রের ঐরকম অর্থ আছে? হিং টিং ছট্ নয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, হাঁ সীতারাম, "ক্রীং" ক্ অর্থে কালী, র ব্রহ্ম, ঈ মহামায়া, ং সুখ দিন ও দুঃখ হরণ করুন—"মহামায়া ব্রহ্মময়ী কালী আমায় সন্তোষ ও ভূমাসুখ দিন, দ্বৈত-দুঃখ হরণ করুন" রাম রাম সীতারাম। "হ্রীং" হ শিব, র প্রকৃতি, ঈ মহামায়া, ং সুখ দিন ও দ্বৈত দুঃখ হরণ করুন, "শিবের প্রকৃতি মহামায়া আমায় ভূমাসুখ দিন এবং দ্বৈত দুঃখ হরণ করুন।" রাম রাম সীতারাম। ক্লীং, ক্রীং, হ্রীং জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে জাপক ওঙ্কারে পৌঁছে যাবেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। ক্ ব'ল্লাম কালী হ'ল, ক্ ব'ল্লাম কৃষ্ণ হ'ল, এ কেমন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, কালী কৃষ্ণে তফাৎ নেই, একই ওঙ্কার কালী-কৃষ্ণরূপে লীলা করেন। ভক্তচিত্ত অনুসারে ক কালী হন ও কৃষ্ণ হন। আচ্ছা, আগে ওঙ্কারের উৎপত্তি কোথায় দেখি তারপর

ক খ কোথা থেকে আবির্ভূত হ'য়েছেন—তা বোঝবার চেষ্টা ক'র্‌বো রাম রাম সীতারাম।

হরি। গোজামিল দিও না চাঁদ, তুমি 'সব দেবতা এক'—বুঝিয়ে দাও দিকিনি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় সীতারাম আচ্ছা, শোন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। শিব বিষ্ণু প্রভৃতি সব এক—তুমি তার প্রমাণ দিতে পারো ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম শুন্‌বে রাম রাম ?

হরি। বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—

> সর্ব্বেষামেব তত্ত্বানাং যঃ পরঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
> তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং তত্ত্বাদি ত্রিবিধন্তু তৎ ॥২॥
> পুরুষাব্যক্তয়োর্মধ্যে মহত্ত্বং সমপদ্যত।
> স চাহঙ্কার ইত্যুক্তো যো মহান্ সমুদাহৃতঃ ॥৩॥
> পুরুষো বিষ্ণুরিত্যুক্তঃ শিবো বা নামতঃ স্মৃতঃ।
> অব্যক্তন্তু উমাদেবী শ্রীর্বা পদ্মনিভেক্ষণা ॥ ৪

—বারাহে ২৫ অঃ

সকল তত্ত্বের যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি পুরুষ ব'লে স্মৃত হ'ন, তাঁতে অব্যক্ত উৎপন্ন হ'লেন, তা-ই সত্ত্ব-রজ-তম আদি ত্রিগুণ, পুরুষ এবং অব্যক্তের মধ্যে সঞ্জাত হ'লেন ; যিনি পুরুষ তিনি বিষ্ণু অথবা শিব নামে স্মৃত হন, আর অব্যক্ত হ'লেন উমাদেবী অথবা কমললোচনা কমলা রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তুমি বাংলা ক'রেই বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম পুরুষোত্তম স্বয়ং হরিই রজোগুণ অবলম্বনে ব্রহ্মা হ'য়ে জগৎ সৃষ্টি ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হন, যুগে যুগে এইরূপ জগৎ সৃষ্টি করেন ; কল্পকাল পর্য্যন্ত তা থাকে পরে নরসিংহাদি রুদ্ররূপে সংহার ক'রে থাকেন। সেই হরি ব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি, রামাদি-রূপে পালন, অনন্তর রুদ্ররূপে নাশ করেন।

—পদ্মপুরাণ স্বর্গ ১ম অঃ ৫১।৫২।৫৩

রাম রাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম।

হরি। আরও বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডসকল শিব-শক্তিময়। যিনি শিব তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই আত্মা ; যিনি কৃষ্ণ তিনিই শিব। হরি শিবনিন্দা শুন্‌লে হৃদয়ে শেলাঘাতের ন্যায় মনে করেন।

—গায়ত্রীতন্ত্র ৫ম পটল

রাম রাম সীতারাম।

একটি মূর্ত্তি—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনটি দেবতা। যার মন নানাভাবে ধাবিত হয়, তার মুক্তি হয় না। ব্রহ্মা বীর্য্যরূপী, হরি বায়ুরূপে স্থিত এবং রুদ্র মনরূপে অবস্থিত—তিনটি দেবতা তিনটি গুণ।

—জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। সাত্ত্বিকপুরাণের কথা বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম যিনি শ্রী তিনি গিরিজা, যিনি হরি তিনি ত্রিলোচন,—এইরূপ সকলশাস্ত্রে সকলপুরাণে পঠিত হয়—এ ভিন্ন অন্য প্রকার অর্থাৎ শিব-বিষ্ণুর গৌরী-লক্ষ্মীর ভেদ যে পাঠ করে, তাকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত নাস্তিক ব'লে জান্‌বে।

—বরাহপুরাণ সৌভাগব্রত অধ্যায়

রাম রাম সীতারাম ঐ পুরাণ শালগ্রামক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণনে—তমোগুণযুক্ত শিব আমার দক্ষিণ দিকে থাকেন, ইনি লোকসমূহের মধ্যে নিরতিশয় শ্রেষ্ঠ, হর সমস্ত লোকের মধ্যে প্রধান, তাঁকে যাঁরা জানেন হে দেবি! তাঁরা আমাকে অবগত হন। যাঁরা আমাকে বিদিত হন, তাঁরা পরম শিবকে জ্ঞাত হ'য়ে থাকেন। হে বসুন্ধরে! আমি যেখানে শিব তথায়, শিব যে স্থানে আমি সে স্থানে অবস্থান ক'রে থাকি। যিনি শিবকে বন্দনা করেন, তিনি আমাকেই বন্দনা করেন। এইরূপ আমার এবং শিবের একত্ব যিনি জানেন, তিনি অতি বিপুল সিদ্ধিলাভ

ক'রে থাকেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। আরো শুন্‌বে ?

হরি। বল—তমোগুণমুক্ত মানে কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম পরে ব'ল্‌ছি। শ্রীব্রহ্মা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশিবের স্তব ক'রেছেন—হে ভগবন্। মাকড়সা যেমন নাল উদ্গীরণ করত জাল রচনা ক'রে আবার নিজেই গিলে ফেলে, তদ্রূপ শিব-শক্তিস্বরূপ আপনি এই বিশ্ব সৃজন পালন সংহার করেন ॥৩৭॥

—৪।৬ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ ব'ল্‌ছেন—

আপনি যাকে অভয় দিয়েছেন, তাকে আমার বিশেষ-ভাবে অভয় দান করা হ'য়েছে, আপনি আমা হ'তে আপনার আত্মাকে অভিন্ন দেখুন। যে আমি সেই আপনি, দেব-অসুর-মানবগণ সহ এই জগৎও তাই। অবিদ্যামোহিতচিত্ত পুরুষগণ আমা হ'তে আপনাকে ও জগৎকে ভিন্নরূপ দেখে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

—বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ ৩ অধ্যায় ॥

তাঁকে কেউ উমা, কেউ শক্তি, লক্ষ্মী, অন্য কেউ বা ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা ইত্যাদি বলে রাম রাম সীতারাম।

হে দক্ষ! এই যে আমি জগতের কারণ, আত্মা, ঈশ্বর, সাক্ষী, স্বপ্রকাশ এবং উপাধিশূন্য, এই আমিই ব্রহ্মা এবং আমিই হর, আমিই গুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় ক'রে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের নিমিত্ত কার্য্য অনুসারে বিভিন্ন নাম ধারণ ক'রে থাকি। আমি একমাত্র পরমব্রহ্মস্বরূপ। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাতে ব্রহ্মা রুদ্র এবং ভূত এই প্রকার ভেদ দর্শন করে, কিন্তু যে পুরুষ বিদ্বান্ এবং আমার ভক্ত তাঁর যেমন মস্তক-হস্তাদি অঙ্গে পরকীয় বুদ্ধি হয় না, তদ্রূপ আমার অনুরক্ত ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীতে ভেদজ্ঞান করেন না। আমাদের তিনজনের একই স্বরূপ এবং আমরা সর্ব্বভূতের আত্মা। যিনি আমাদের মধ্যে

ভেদ দর্শন না করেন, তিনিই শান্তিলাভে সমর্থ হন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৭ অধ্যায়, ৫০-৫৪

ং। এতো ওঙ্কারের কথা হ'ল, ওঙ্কারই সকলের আত্মা, ওঙ্কারই সব হ'য়েছেন।

ংপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, তা তো তোমায় আগে ব'লেছি—বেণুবল্লভ ছাড়া আর কিছুই নাই, তিনি বহুরূপে খেলা ক'চ্ছেন রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম।

যঃ শিবঃ সোঽহমেবেহ যোঽহং স ভগবান্ শিবঃ।

যিনি শিব তিনি আমি, যিনি আমি তিনি শিব।

—হয়শীর্ষে

আমাদের আকাশ ও বাতাসের ন্যায় কোন পার্থক্য নাই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

—হরিভক্তি বিলাস ১৪ বিলাসে

আমার ভক্ত শঙ্করদ্বেষী এবং শঙ্করভক্ত আমার দ্বেষ-পরায়ণ—এ দুজনেই যতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য থাকে, ততদিন নরকে বাস করে রাম রাম সীতারাম।

আরো মজার কথা শোন—

এই সনাতন নারায়ণ জগন্মাতা গৌরী, সেই ঈশ্বর নিজের শরীরকে বহুভাগে বিভক্ত ক'রে জগৎ সেজে অবস্থান ক'র্‌ছেন। আমার যে পরমতত্ত্ব তা দেবতাদি মহর্ষি সকল জানেন না। একমাত্র আমি দেবগণের দেবতা, আত্মা এবং ভবানী, বিষ্ণু, আমি নিষ্ক্রিয়, শান্ত, কেবল (প্রকৃতিসঙ্গশূন্য) পরিগ্রহবিহীন। আমাকেই লোকে কেশব, দেবী, অম্বিকা ব'লে থাকে—কূর্ম্মপুরাণ।

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম 'চৈতন্যমাত্র-মোঙ্কারো ব্রহ্মৈব সকলং স্বয়ম্' রাম রাম।

রি। তমোগুণযুক্ত শিব কি বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম,

হরঃ পুরুষধামত্বান্নির্গুণপ্রায় এব সঃ।
বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে ॥
—ব্রহ্মসংহিতায়া

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে নহি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৯॥

সেই হর পুরুষের অঙ্গপ্রযুক্ত প্রায় নির্গুণ কিন্তু পুরুষো ইচ্ছায় কখন কখন সংহারাদি কার্য্যে তমোগুণের যোগ হে বিকারীর ন্যায় লোক সকলের দৃষ্ট হন্।

যথা ব্রহ্মসংহিতায়—যেমন দুগ্ধ বিকারবিশেষযোগে দধি রূপে পরিণত হয়, বস্তুর বিবেচনা ক'র্‌লে সে হেতুভূত-দুগ্ধ ব্যতী অন্য কোনও বস্তু নহে, তদ্রূপ একমাত্র পরমাত্মা হরি মায়াযো বিশেষ কার্য্য হেতু শম্ভুতা প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন, কিন্তু বস্তুবিচা শম্ভু হরিভিন্ন অন্য পদার্থ নন। অতএব যে ভগবান্ হ'ে সমস্ত শক্তিমান্ পুরুষসমূহের উদ্ভব হ'চ্ছে, সেই আদিপুর গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥৯॥

বিধাতার ললাট হ'তে, কখন বা কমলাকান্ত হ'তে রুদ্রে জন্ম হয় এবং কল্পের অন্তে সঙ্কর্ষণ হ'তে কালাগ্নি রুদ্রের উৎপ হ'য়ে থাকে ॥১০॥

সদাশিবনাম্নী মূর্ত্তিতে তমোগুণের গন্ধমাত্র নাই, ই সমুদয় শিবমূর্ত্তির কারণ প্রভুর স্বয়ং অঙ্গরূপ। বায়ু প্রভৃ পুরাণ সকলে শিবলোকে উল্লিখিত মূর্ত্তি প্রদর্শিত হ'য়েছে ॥১১

ব্রহ্মসংহিতায় আদিশিব-কথন ঐরূপ, যথা—যাঁে কালশক্তি নিয়তি ব'লে ব্যাখ্যা করেন, সেই নিয়তিই ভগব বিষ্ণুশক্তি রমাদেবী, তিনি নিয়তই তাঁর বশবর্ত্তিনী। তাঁদে উভয়ের কখনও বিচ্ছেদ নাই। নিত্য সত্য পরমব্রহ্ম ভগব শম্ভু লিঙ্গরূপী হন্ এবং যিনি রমাশক্তি তিনিই যোনিরূপা পর

প্রকৃতি,—এই উভয় সংযোগাত্মক বীজকে কামবীজ বলে, এই কামবীজই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষক মহামন্ত্র।

—শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। বা-রে! লক্ষ্মীই যোনিরূপা পরমা প্রকৃতি, আর পরমব্রহ্ম ভগবান্ শিব, সবই ত এক দে'খ্‌ছি। নানাশাস্ত্র ত একজনেরই নানা মূর্ত্তি ধরে লীলার কথা ব'লেছেন!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সপ্তশতীর প্রাধানিক রহস্যে বলা হ'য়েছে—

সর্ব্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।

লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা ॥ ৪ ॥

পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী ত্রিগুণময়ী ও সকলের আদ্যা প্রকৃতি। তিনি সগুণা নির্গুণারূপে জগৎপ্রপঞ্চ ব্যাপ্ত ক'রে র'য়েছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। সেই মহালক্ষ্মী হ'তেই মহাকালী মহাসরস্বতী হ'য়েছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম।

হরি। ওঙ্কারের মধ্যে এই শক্তি কোথায়? অকারে ব্রহ্মা, উকারে বিষ্ণু, মকারে রুদ্র ব'লেছো, এখানে শক্তি কোথায়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম শক্তি না হ'লে এঁরা নিশ্চল। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, শিবের শক্তি রুদ্রাণী এবং বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী, শ্রী, ভূ, লক্ষ্মী। শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব'লেছেন—শিব যদি শক্তিযুক্ত হন্ তবে স্পন্দনে সমর্থ হ'তে পারেন। শক্তি ছাড়া কিছু নাই, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর পরব্রহ্মের শক্তিই সর্ব্বস্ব।

মাণ্ডূক্যকারিকার ভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি মায়াকে ব্রহ্মের চিত্ত ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম—

তথৈবমাদিকর্ত্তা মায়ালক্ষণে স্বচিত্তে নামরূপাভ্যামব্যক্তরূপেণ স্থিতান্ স্রষ্টব্যপদার্থান্ প্রথমং সিসৃক্ষিতাকারেণ অন্তর্বিভাব্য ইত্যাদি।

হরি। উপনিষদে শিব-বিষ্ণুর একত্বের কথা আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম অনেক, আচ্ছা শোন—

শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্থ হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ।
যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ ॥

—স্কন্দোপনিষৎ

শিব বিষ্ণুরূপ, বিষ্ণু শিবরূপ। শিবের হৃদয় বিষ্ণু, বিষ্ণুর হৃদয় শিব—রাম রাম সীতারাম।

উমারুদ্রাত্মিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
ব্যক্তং সর্ব্বমুমারূপমব্যক্তং তু মহেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

—রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ

চরাচরপ্রাণীসকল উমা-রুদ্রাত্মক, যা কিছু ব্যক্ত সব উমার রূপ এবং অব্যক্ত হ'ল মহেশ্বরের রাম রাম সীতারাম।

হরি। তাহ'লে যা কিছু দেখা যায় সব উমা এবং যা অব্যক্ত তাই মহেশ্বর?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম হাঁ। আত্মা-পরমাত্মা-অন্তরাত্মাকে জেনে পরমাত্মাকে আশ্রয় ক'র্লে। অন্তরাত্মা ব্রহ্মা, পরমাত্মা মহেশ্বর, আর সকল ভূতের বিষ্ণুই সনাতন আত্মা রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। প্রণবের মধ্যে শক্তি কোন্‌টি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম অপরপ্রণব ব্রহ্মা, প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ মহাপ্রাণ—

মকারস্তু উমা জ্ঞেয়া প্রশান্তং শাশ্বতং ধ্রুবম্।

—শিবপুরাণ

রাধা-দুর্গা-ব্রহ্মাণী-সীতা-লক্ষ্মী সবই অপর প্রণব রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। আচ্ছা শোন—

শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদানন্দকারিণী।
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্ ॥
সীতা ভগবতী জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

শ্রীরামের সান্নিধ্যবশে বিশ্বের আনন্দদায়িনী সকলদেহীর উৎপত্তি-

স্থিতি-সংহারকারিণী ভগবতী সীতা মূল প্রকৃতি, প্রণবত্ব বলিয়া ব্রহ্মবাদিগণ তাঁকে প্রকৃতি বলেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

সেই সীতা সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী, সর্ব্বকীর্ত্তিময়ী, সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সর্ব্বাধার-কার্য্য-কারণময়ী মহালক্ষ্মী। শ্রীভগবানের ভিন্ন-অভিন্নরূপিণী, চেতন-অচেতনাত্মিকা, ব্রহ্ম-স্থাবরগণের আত্মা তাদের গুণ-কর্ম্মবিভাগভেদে দেবতা-মনুষ্য-গন্ধর্ব্বরূপিণী, অসুর-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচ-ভূতাদির ভূতশরীর-রূপিণী, ভূত-ইন্দ্রিয়মনঃ-প্রাণরূপা রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তা'হলে অপরপ্রণব হ'ল শক্তি, যা কিছু সব ; আর পরপ্রণব হ'লেন—শক্তিমান্, তিনি আকাশের মত সব ব্যেপে আছেন! সূর্য্যে সূর্য্যরশ্মিতে, জলে তরঙ্গে, চন্দ্রে চন্দ্রকিরণে যেমন ভেদ নাই, তেমনি শক্তি শক্তিমান্ অভিন্ন এই ত ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম হাঁ—

বড় ধূম লেগেছে হৃদি কমলে
মজা দেখিছে আমার মন পাগলে।
হ'তেছে পাগলের মেলা ক্ষেপাতে ক্ষেপীতে মিলে,
আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী পড়্ছে ঢ'লে।

রাম রাম সীতারাম।

হরি। হাঁ, বেদে কি একমাত্র দেবতার কথা আছে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম হাঁ—

ইন্দ্রংমিত্রং বরুণমগ্নিমাহু
রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্য-
গ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

—ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।১২।৬

বস্তুতঃ সৎ এক পরমাত্মা পরপ্রণবকে দেবতাতত্ত্ববিদ্ মেধাবিগণ ইন্দ্র (মরণত্রাতা), মিত্র (দিবসাভিমানিনী দেবতা),

বরুণ (পাপনাশক রাত্র্যভিমানিনী দেবতা), দিব্য গরুত্মান্, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা (বায়ু) ইত্যাদি বহু নামে উক্ত ক'রে থাকেন।

এনমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ১২৩

—মনুসংহিতা ১২ অঃ

বিদ্বান্‌গণ (একজনকেই) মনু, প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, প্রাণ, অপরে শাশ্বতব্রহ্ম ব'লে থাকেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

পরমব্যোম চিদাকাশে সত্যলোকে পরমেষ্ঠী প্রজাপতি সর্ব্বভূতস্বামী সকল পদার্থকে তেত্রিশটি দেবতা দ্বারা ধ'রে আছেন।

—শুক্লযজুর্ব্বেদ ১৪।৩১

(সংক্ষিপ্ত দেবতাতত্ত্ব—শিবরাম যোগত্রয়ানন্দ)

এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার তেত্রিশটি দেবতা আছেন, এঁরা তাঁরই অঙ্গ, তাঁরই শক্তি। তেত্রিশটি দেবতাই বিশ্বজগতের রূপ, যাঁরা ব্রহ্মবিদ্ তাঁরা এঁদের তত্ত্ব অবগত আছেন।

—অথর্ব্ববেদ সংহিতা ১০।২১

তেত্রিশটি দেবতার মধ্যে আটটি বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার।

—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৪

অগ্নি পৃথিবী বায়ু অন্তরীক্ষ আদিত্য স্বর্গ চন্দ্রমা ও নক্ষত্র—বিশ্বজগৎকে এঁরা বাস করান, তজ্জন্য এঁরা বসু বলে কথিত হন।

শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ও মন—প্রাণিগণের কর্ম্মফলের উপভোগ শেষ হ'লে এই একাদশ দেবতা মরণশীল শরীর থেকে যখন উৎক্রমণ করেন, তখন সকলে রোদন ক'রে থাকে ব'লে—এঁদের নাম রুদ্র। দ্বাদশ মাস—দ্বাদশ আদিত্য। ইন্দ্রশব্দের অর্থ প্রাণীগণের বল ও বীর্য্য। যজ্ঞই প্রজাপতি (শতপথব্রাহ্মণ)। তিনটি দেবতা ক্ষিতি,

অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক (নিরুক্ত)। শতপথব্রাহ্মণ—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই লোকত্রয়কে তিনটি দেবতা ব'লেছেন কারণ, সকল দেবতাই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই লোক-ত্রয়বর্ত্তী। নিরুক্তকার অগ্নি অর্থে অগ্নি ও পৃথিবী, বায়ু ব'লতে বায়ু ও অন্তরীক্ষ, এবং সূর্য্য ব'লতে সূর্য্য ও স্বর্গকে লক্ষ্য ক'রেছেন মোট ছয় দেবতা—শতপথব্রাহ্মণ, অন্ন এবং প্রাণকে দুইটি দেবতা ব'লেছেন, অন্ন অন্নাদ—রয়ি প্রাণ—গ্রাহ্য ও গ্রাহক—সোম ও অগ্নি (সোম অন্ন) এবং প্রাণ (আদিত্য ও অগ্নি)।

এই প্রজাপতি অন্ন অন্নাদ, ভোক্তা ও ভোগ্য দুভাগে বিভক্ত হ'য়েছেন। কে একটি দেবতা? (শতপথব্রাহ্মণ) প্রাণই এক পদের অর্থ, এই প্রাণ সকল দেবতার আত্মা ব'লে ব্রহ্ম এবং মহৎ বৃহৎ নামে আখ্যাত হ'য়েছেন। দেবতা এক, এখানে এক ব'লতে সর্ব্বদেবতাত্মক ব্রহ্ম লক্ষিত হয়েছে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রায় এই রূপ আছে—অধিক দেড়জন দেবতা কে?—যিনি বায়ুরূপে প্রবাহিত হন। এসম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন—বায়ু যখন মাত্র একাই প্রবাহিত হন, তখন তিনি দেড় হ'লেন কি করে? ইনি আছেন, তাই সর্ব্বপ্রাণী অধিক ঋদ্ধিশালী হয় ব'লে ইনি দেড়। একজন প্রাণ, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই তৎ রাম সীতারাম সীতারাম, জয় জয় রাম রাম রাম। ॥৩।৯।৯

বৃহদারণ্যকে তিনশত তিন, তিনহাজার তিন দেবতার কথা ব'লেছেন, এঁরা সকলে তেত্রিশটি দেবতারই বিভূতি; আর একটু বিশেষ, ইন্দ্র কে? মেঘগর্জ্জনই ইন্দ্র, যজ্ঞই প্রজাপতি। মেঘগর্জ্জন কোন্‌টি—বজ্র, যজ্ঞ কোন্‌টি—পশুবৃন্দ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তুমি মিথ্যাবাদী।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম!

হরি। তুমি ব'লেছিলে,—শাস্ত্র বিশেষ কিছু জানো না, এখন তো অনেক কথা ব'ল্ছো।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড যাঁর একপাদে ভাস্ছে, সেই সচ্চিদানন্দঘন শব্দব্রহ্ম ওঙ্কারের শাস্ত্র হ'ল বিগ্রহ, তাঁরে জান্বার সাধ্য কারও নাই। তিনিই শাস্ত্র, অসীম অনন্ত শাস্ত্র মহাপারাবার। "যস্যামতং তস্য মতং" যিনি শাস্ত্রকে জানি না বলেন—তিনিই জানেন। আরে পিপীলিকা সপ্ত সাগরের সন্ধান কি জান্বে? অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা শাস্ত্র কি জানি? যা ব'ল্ছি তা ওঙ্কারই বলাচ্ছেন—এর মধ্যে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা এ মূর্খের নাই।

হরি। তুমি ওঙ্কারের উৎপত্তির কথা বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—জয় জয় রাম সীতারাম।

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্ বিভাব্যতে॥ ৩৭
যদুপাসনয়া ব্রহ্মন্ যোগিনো মলমাত্মনঃ।
দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধূত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্॥ ৩৮
ততোঽভূৎ ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥ ৩৯
শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
যেন বাগ্ ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥ ৪০
স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্ বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্ বেদবীজং সনাতনম্॥ ৪১
তস্য হ্যাসংস্ত্রয়ো বর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ।
ধার্য্যন্তে যৈস্ত্রয়ো ভাবা গুণানামর্থবৃত্তয়ঃ॥ ৪২

—শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৬

সমাহিতাত্মা ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হ'তে অনাহত নাদ আবির্ভূত হ'য়েছিল, যে সময় জীব আপনার মনোবৃত্তির নিরোধ করে, সেই সময় তার ঐ অনাহত নাদ অনুভব হয়। হে শৌনক! শ্রেষ্ঠযোগিগণ ঐ অনাহত নাদের উপাসনা করেন আর তার

প্রভাবে দ্রব্য (অধিভূত), ক্রিয়া (অধ্যাত্ম), কারক (অধিদৈব) এই ত্রিবিধ মল নষ্ট ক'রে পরমগতি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। নাদ থেকে অকার-উকার-মকার ত্রিমাত্রা যুক্ত ওঙ্কার প্রকট হ'য়েছেন। তাহার উৎপত্তি কেহ বুঝ্‌তে পারে না। তিনি স্বয়ং হৃদয়ে প্রকাশ পান। ওঙ্কার ভগবান্ ব্রহ্ম ও পরমাত্মার বোধক অর্থাৎ উহার বোধও ওঙ্কারের দ্বারা হ'য়ে থাকে। যখন শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হ'য়ে যায় অর্থাৎ কর্ণাচ্ছাদন পূর্ব্বক বাহ্যশব্দ গ্রহণ না করা হয়, তখন পরমাত্মা দ্বারাই এই ওঙ্কারের সমস্ত অর্থ প্রকাশকার স্ফোট-তত্ত্ব শ্রবণ করা হয়, যেহেতু সুষুপ্তি কালে পরমাত্মাই দর্শন করেন। ঐ ওঙ্কার দ্বারা হৃদয়াকাশে বেদবাণী অভিব্যক্ত হন্। ওঙ্কার অর্থাৎ প্রণব আপনার আশ্রয় পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরপ্রণবের সাক্ষাৎ বাচক এবং ওঙ্কার সমস্ত মন্ত্রের সূক্ষ্ম রূপ, কারণ—উহা বেদের সনাতন বীজ। ওঙ্কারের তিন বর্ণ অ-উ-ম, উহা সত্ত্ব-রজঃ তমঃ তিন গুণ, ঋক্-যজুঃ-সাম তিন বেদ, ভূর্ভুবঃ-স্ব তিন অর্থ বা লোক, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি তিন বৃত্তিরূপে তিন তিন সংখ্যা বিশিষ্ট ভাবকে ধারণ করেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। ওঙ্কার তাহ'লে নাদ হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে, সেই ওঙ্কার বেদবাণী অভিব্যক্ত করে—ভাল ; বর্ণমালা কোথা থেকে হ'ল ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম,

শ্রীভগবানুবাচ—

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥ ১৭

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২

প্রিয় উদ্ধব ! সকলের জীবনদাতা পরমাত্মা মূলাধারাদি ষট্‌চক্রে ক্রমশঃ প্রকট হ'য়ে থাকেন। প্রথমে অনাহত নাদস্বরূপ পরাবাণী নামক প্রাণের সহিত মূলাধার চক্রে প্রবিষ্ট হন, অনন্তর

মণিপুরচক্রে নাভিস্থানে এসে পশ্যন্তীবাণীরূপ মনোময় সূক্ষ্মরূপ ধারণ করেন। তারপর হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে এসে মধ্যমা-বাণীরূপে ব্যক্ত হন্। ক্রমশঃ মুখে এসে হ্রস্ব দীর্ঘাদি মাত্রা, উদাত্ত অনুদাত্তাদি স্বর, তথা ককারাদি বর্ণরূপ স্থূলবৈখরী-শব্দরূপে পরিণত হন্। অগ্নি আকাশে উষ্মা অথবা অব্যক্তরূপে অবস্থিত থাকেন। যে সময় বলপূর্ব্বক অরণিকাষ্ঠ মন্থন করা হয়, তখন বায়ুর সহায়তায় অগ্নি অতি সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ পান, তাতে ঘৃতপ্রদানে বেড়ে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেন। ঐরূপ আমিই শব্দব্রহ্মস্বরূপে পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরীশব্দরূপে প্রকট হই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্ ॥ ৩৫

—ইত্যাদি, শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২১

হে উদ্ধব। বেদ কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই ত্রিকাণ্ডা-ত্মক। এই তিন কাণ্ডের দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয় ব্রহ্ম এবং আত্মার একতা সমস্ত মন্ত্র 'আর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি একথা খুলে বলেন নি, পরোক্ষভাবে ব'লেছেন, এবং ইহা গুপ্তভাবে রাখাই আমার অভি-প্রায়, সমস্ত লোক এর অধিকারী নয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হ'লে বুঝ্‌তে পারে বেদের নাম শব্দব্রহ্ম, তা আমারই মূর্ত্তি; এজন্য তার রহস্য অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই শব্দব্রহ্ম পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীবাণীরূপে প্রাণ, মন আর ইন্দ্রিয়ময়, সমুদ্রের ন্যায় সীমারহিত এবং গভীর—তা বুঝা অত্যন্ত কঠিন; সাধারণ প্রাণিগণ তার এ রূপ জানে না, মাত্র বৈখরীবাণীরূপ বেদকেই অবগত আছে। হে উদ্ধব। আমি অনন্তশক্তিসম্পন্ন এবং স্বয়ং অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ, আমা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত মৃণাল-তন্তুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম আমার রূপ প্রাণিগণের অন্তঃকরণে অনাহত নাদরূপে লক্ষিত হয়। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং বেদমূর্ত্তি এবং অমৃতময়। উহার উপাধি প্রাণ, আর স্বয়ং অনাহত শব্দ দ্বারাই উহার অভিব্যক্তি হয়। যেমন উর্ণনাভ আপনার হৃদয় থেকে মুখ দ্বারা জাল উদ্গারণ

ক'রে পুনরায় গ্রহণ করে, সেইরূপ শব্দ-স্পর্শ আদি বাণী সকল সঙ্কল্প-কারক মনোরূপ নিমিত্ত কারণ দ্বারা হৃদয়-আকাশ হ'তে অনন্ত অপার বৈখরী বেদবাণী স্বয়ং প্রকট করেন, পুনরায় আপনাতে লীন ক'রে থাকেন। এই বাণী হৃদ্‌গত ওঙ্কারের দ্বারা অভিব্যক্ত স্পর্শবর্ণ (ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম।) অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শ স্বর, উষ্মবর্ণ শ ষ স হ, অন্তঃস্থ য র ল ব, এইরূপ বিচিত্র বৈদিক লৌকিক ভাষায় বিস্তৃত রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। তাহ'লে আমরা বুঝ্‌লাম সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবান্ নাদরূপে প্রকট হন্। প্রথমে অনাহত নাদস্বরূপ পরাবাণীরূপে প্রাণের সহিত মূলাধার চক্রে প্রবেশ করেন, নাভিস্থানে মণিপুরচক্রে পশ্যন্তীবাণীরূপ মনোময় সূক্ষ্মরূপ ধরেন, তারপর হৃদয়ে এসে মধ্যমাবাণীরূপে ব্যক্ত হন্, ক্রমে মুখে এসে হ্রস্ব দীর্ঘাদি মাত্রা, উদাত্ত অনুদাত্তাদি স্বর ও ককারাদি বর্ণরূপ স্থূল বৈখরীশব্দরূপে পরিণত হন্। শ্রীভগবান্ শব্দব্রহ্ম ওঙ্কার অনাহত নাদ হ'তে উৎপন্ন হন্, তাহ'তে অকারাদি বর্ণ সকল। তাহ'লে বর্ণমাত্রের উৎপত্তি ওঙ্কার হ'তে। ওঙ্কারের মকার পাদটি নাদময়। নাদ হ'তে ওঙ্কার এবং পরমপদ হ'তে নাদউৎপত্তি ক্রম; সংহারক্রম—বর্ণসকল ওঙ্কারে, ওঙ্কার নাদে, নাদ পরমপদে লয় হয়।

নাদো যাবন্মনস্তাবন্ নাদান্তে চ মনোন্মনী।
সশব্দে চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্॥

—নাদবিন্দূপনিষৎ

ব্রহ্মপ্রণবসংলগ্ন নাদো জ্যোতির্ম্ময়াত্মকঃ।
মনস্তত্র লয়ং যাতি তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

মন সেই স্থানে লয় পায়, তাই বিষ্ণুর পরম পদ, যতক্ষণ অনাহত ধ্বনি শোনা যায় ততক্ষণ আকাশের কল্পনা হ'য়ে থাকে, নিঃশব্দ পরমাত্মা ব'লে কথিত হন্। নাদ যতক্ষণ মন ততক্ষণ, নাদান্তে মনের উন্মনী অবস্থা হয় (বায়ু সুষুম্নায় গেলে মনের স্থিরতা হ'য়ে থাকে, মনের যে সুস্থির ভাব তার নাম মনোন্মনী)।

সশব্দ অক্ষর ক্ষয় হ'লে নিঃশব্দ পরমপদ, সর্ব্বদা নাদানু-চিন্তনের দ্বারা মনোবায়ু নিরঞ্জনে লয় পায়। কোটিসহস্রপ্রকার নাদ, শতকোটি বিন্দু (অর্থাৎ জ্যোতিঃ) ব্রহ্ম প্রণবনাদে লয় হয়।

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যোগতারাবলীতে ব'লেছেন—

সদা শিবোক্তানি সপাদ-লক্ষ-
লয়াবধানানি বসন্তি লোকে।
নাদানুসন্ধানসমাধিমেকং
মন্যামহে মান্যতমং লয়ানাম্॥
নাদানুসন্ধান নমোঽস্তু তুভ্যং
ত্বাং সাধনং তত্ত্বপদস্য জানে।
ভবৎপ্রসাদাৎ পবনেন সাকং
বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে॥

এ সংসারে সদাশিবকথিত সপাদ-একলক্ষ লয়যোগ বর্ত্তমান, তার মধ্যে একমাত্র নাদানুসন্ধানরূপ সমাধিকে আমি সমস্ত লয়ের শ্রেষ্ঠ মনে করি।

হে নাদানুসন্ধান! তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার; আমি তোমাকে তত্ত্বপদের সাধন ব'লে জানি, তোমার অনুগ্রহে প্রাণবায়ুর সহিত আমার মন বিষ্ণুপদে লীন হবে রাম রাম সীতারাম।

হরি। পরমপদ মানে কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ব্রহ্মলোক (চতুর্মুখ ব্রহ্মার সত্যলোক নয়), বৈকুণ্ঠ, সাকেত, গোলক, কৈলাস প্রভৃতি নিত্য চিন্ময়ধাম রাম রাম সীতারাম।

হরি। কবিরাজমশাই বিশুদ্ধবাণীতে ব'লেছেন—"ভ্রমর গুহা হ'তে সত্যরাজ্যে প্রবেশ করা অতি সহজ, সত্যরাজ্যে সত্যস্বরূপ নিরাকার চিন্ময়পুরুষ অবস্থান করিয়া থাকেন। উদ্যমশীল যোগী সত্যরাজ্যেও নিজেকে আবদ্ধ রাখেন না, কারণ সত্যরাজ্যেরও একটি পরাবস্থা আছে। সত্যরাজ্যের কথা বলা যায় এবং কথা শোনা যায়, যদিও সে কথা নিঃশব্দ বাণীমাত্র এবং সেখানে মিথ্যার কোন সংস্রব নাই, কিন্তু সত্যরাজ্যের উর্দ্ধে শব্দের গতি নাই; সেই শব্দ-

হীন রাজ্য হইতে উর্দ্ধকেন্দ্রে উর্দ্ধপ্রবাহের ফলে আরোহণ ঘটিয়া থাকে, ঐ স্থানে গমন অত্যন্ত কঠিন বলিয়া কেহ কেহ উহাকে অগমলোক বলে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সাধক ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করেন।" তুমি পরমপদে মন ও বায়ুর লয় হয় ব'ল্‌লে ; পরমপদ ও সত্যরাজ্যে পার্থক্য কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পরমপুরুষের ত্রিপাদ অপ্রকাশ, একপাদে অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড খেলা করে ; বৈকুণ্ঠ গোলক আদি চিন্ময়ধামই সত্যরাজ্য, এখানে চিন্ময়লীলা আছে, আর তদূর্দ্ধে চিন্ময়লীলা নাই। দুইটিই এক, একটিতে চিন্ময়চলন থাকে আর একটিতে থাকে না রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম।

হরি। মন্ত্রজপের দ্বারা কি রকম ক'রে কি হয় তা একবার বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, "রাম" এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্রটি গুরুদেব দিলেন ; জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে শিষ্য বৈখরী থেকে মধ্যমায় পৌঁছিলে অকারজাত-উকারজাত নাদ অনুভব হ'তে লাগ্‌লো, ক্রমে দর্শনের অত্যুৎকট আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌লো, ঠাকুর দর্শন দিলেন, মন্ত্র ওঙ্কারে লয় হ'লো, ভক্ত নিত্যলীলায় মিলিত হ'লেন, জ্ঞানী তাঁর বাঞ্ছিত পরমাকাশ একীভূত হ'য়ে গেলেন, যোগী তাঁর ঈপ্সিত পরম জ্যোতিতে মিশে গেলেন রাম রাম সীতারাম।

এইরূপ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে নাদ পাওয়া যাবে, দর্শন হবে, মন্ত্র লয় হবে—

খুলিবে সুষুম্না দ্বার মন্ত্র হবে লয়।
প্রণব করিবে খেলা হ'য়ে নাদময়॥

নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হবেন। 'শিব-শিব' 'ক্রীং-ক্রীং' ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঐ হবে। 'গং-গং' ক'র্‌তে ক'র্‌তে গণেশ দেখা দেবেন, ওঙ্কার লাভ হবে। 'ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য' জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে সূর্য্য দেখা দেবেন, ওঙ্কার লাভ হবে। ওঙ্কার সূর্য্য অভিন্ন—

যদ্ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতির্যজ্জ্যোতিঃ
স আদিত্যঃ স বা এষ ওমিত্যেতদাত্মা ॥

—মৈত্র্যায়ণীশ্রুতি

রাম রাম সীতারাম !

হরি। 'গং গং' ক'র্‌তে ক'র্‌তে গণেশ আসবেন, ঐ হিং টিং ছটের কথা মনে পড়্‌ছে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম শব্দব্রহ্ম ওঙ্কার শক্তিমান্, পঞ্চাশৎ মাতৃকা বর্ণ তাঁর শক্তি, ওঙ্কার থেকে বর্ণমালার উৎপত্তি হ'য়েছে—অষ্ট বীজেরও উৎপত্তি হ'য়েছে ; গুরুবীজ ঐং, শক্তিবীজ হ্রীং, রমাবীজ শ্রীং, কামবীজ ক্লীং, যোগবীজ ক্রীং, তেজো বীজ ট্রীং, শান্তিবীজ স্ত্রীং, রক্ষাবীজ হ্লীং ; গায়ত্রী শব্দব্রহ্ম-ওঙ্কারের পরা প্রকৃতি, মন্ত্রাষ্টক অপরা প্রকৃতি।* যার যেখান থেকে উৎপত্তি তার সেখানেই লয় হয় রাম রাম সীতারাম, শক্তি আর শক্তিমান্ অভিন্ন, গং গিয়ে ওঙ্কারে পৌঁছে দেবে : গণেশটি ওঙ্কার আর তাঁর বাহন ইঁদুরটি শ্বাসপ্রশ্বাস হংসঃ—কোনো মহাজন ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। গং গং ঠং ঠং ক'র্‌লে দেবতা দেখা দেন ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম গং গং জপ কর গণেশ আসবেনই ; ঠং ঠং জপ কর চন্দ্র দেখ্‌তে পাবে, শেষে ওঙ্কার আস্‌বেন। 'লং' জপ কর পৃথ্বীতত্ত্বের দর্শন হবে, বং জপ কর বরুণ দেখা দেবেন, রং জপ কর—রং অগ্নির বীজ—শীতকালে জপ করে দেখো তাপ বুঝ্‌তে পার্‌বে। তারপর ওঙ্কার পাবে, যং জপ ক'র্‌লে বায়ু, হং জপ ক'র্‌লে আকাশ পাবে রাম রাম সীতারাম।

হরি। শ্রুতি কি এরূপ অক্ষরের উপাসনা সমর্থন ক'রেছেন ?

---

* "যেমন কারণ-ব্রহ্মের আটপ্রকার প্রকৃতি পঞ্চতত্ত্ব-মন-বুদ্ধি ও অহঙ্কার, সেই শব্দব্রহ্মের আট বীজ আট প্রকৃতি"। "মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রণব শ্রেষ্ঠ, পরে অধ্যাত্ম-অধিদৈব-অধিভূতরূপ একে তিনের অপূর্ব্ব মিশ্রণে—"ওঁ তৎ সৎ।"

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, *এক সময় দেবতা মনুষ্য ও অসুরগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে বাস করত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হ'য়ে তাঁর নিকট দেবগণ ব'ল্লেন—আমাদের উপদেশ দিন। প্রজাপতি ব'ল্লেন—"দ"; জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—বুঝ্লে? তাঁরা ব'ল্লেন—হাঁ, আপনি আমাদের দান্ত হও ব'ল্লেন। তিনি বল্লেন—হাঁ, বুঝেছ। মানবেরা উপদেশ চাইলে "দ" ব'লে ব'ল্লেন বুঝেছ? তাঁরা বল্লেন হাঁ, আপনি আমাদের দান ক'র্তে ব'ল্লেন। ব্রহ্মা হাঁ, ঠিক বুঝেছ। অসুরেরা ব'ল্লেন আমাদের শিক্ষা দিন। তিনি "দ" উচ্চারণ ক'রে ব'ল্লেন—বুঝেছ? তাঁরা বল্লেন—হাঁ, আপনি আমাদের 'দয়া কর' ব'ল্লেন। ব্রহ্মা ব'ল্লেন ঠিক বুঝেছ। মেঘরূপী দৈববাণী আজও আবৃত্তি ক'রে বলে দ দ দ—দান্ত হও, দয়া কর, দান কর। সুতরাং দম, দান ও দয়া শিক্ষা করা উচিত রাম রাম সীতারাম। তাঁরা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছিলেন, সেই "দ" এর মনন ক'র্তে ক'র্তে ওঙ্কার মেঘগর্জ্জন নাদ প্রাপ্ত হ'লেন। রাম রাম সীতারাম, যদি কেউ ষট্‌চক্রে দকারের স্থান মণিপুর নাভিতে ধ্যান রেখে "দ" জপ করেন, তাহলে অচিরাৎ নাদাত্মক ওঙ্কারকে লাভ ক'র্তে পার্বেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। কৈ এখানে "দ" এর উপাসনার কথা কিছু তো ব'ল্লেন না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম "এষ প্রজাপতির্যদ্ধৃদয়মেতদ্।"† হৃদয়ই এই প্রজাপতি, উহা ব্রহ্ম, উহা সমস্ত। ঐ হৃদয় নামটি ত্র্যক্ষর; "হৃ" একটী অক্ষর, একে জান্লে অর্থাৎ উপাসনা ক'র্লে আত্মীয়গণ ও অপরেরা তাঁর জন্য উপহার আনয়ন করেন! "দ" একটি অক্ষর তাঁর উপাসনায় জ্ঞাতিরা ও অপরেরা স্ববীর্য্য (শক্তি) দান করেন। "য়" একটি অক্ষর তাঁর উপাসনায় স্বর্গে যান রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। এখানে "দ" অক্ষরের উপাসনায় জ্ঞাতিরা ইন্দ্রিয়গণ স্বশক্তি দান করেন মানে বহির্মুখতা দূর হয়, ওঙ্কারলাভ হ'য়ে থাকে। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

---

*বৃহদারণ্যক ৫।১-৩, †ঐ ৫।৩

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি।

—ছান্দোগ্য ৮।৪।৫

ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত-অভয়, ইনিই ব্রহ্ম, ঐ ব্রহ্মের নাম সত্য। সত্যের তিনটি অক্ষর সৎ, তী এবং যম্। সকারটি অমর, তকার মর, যম্ পূর্ব্বোক্ত অক্ষরদ্বয়কে বশীভূত করে; যে কেহ এইরূপ জানেন তিনি প্রত্যহ স্বর্গলোক অর্থাৎ ব্রহ্ম ওঙ্কারকে লাভ করেন। 'ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি' রাম রাম সীতারাম। শ্রুতি এইভাবে এক একটি অক্ষরের উপাসনার কথা ব'লেছেন, অক্ষর পরমাত্মা প্রণবের প্রকৃতি শক্তি রাম রাম সীতারাম, তন্ত্রে অক্ষরের ধ্যান আছে রাম রাম সীতারাম।

শৃণু তত্ত্বমকারস্য অতিগোপ্যং বরাননে।
শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং পঞ্চকোণময়ং সদা॥
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং শক্তিত্রয়সমন্বিতম্।
নির্গুণং সগুণোপেতং স্বয়ং কৈবল্যমূর্ত্তিমৎ।
বিন্দুদ্বয়ময়ং বর্ণং স্বয়ং প্রকৃতিরূপিণী॥

এই পঞ্চাশৎ মাতৃকার ধ্যান কামধেনু তন্ত্র ও বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে আছে। ওঙ্কার শক্তিমান্ কারণ, মাতৃকাবর্ণ শক্তি কার্য্য, ঘটে মৃত্তিকার ন্যায় প্রত্যেক বর্ণে ওঙ্কার ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান, কাজে কাজেই অক্ষরের ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে চিত্ত বেণুরমণে রমণ করে—রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

—০—

সর্ব্বভূতহৃদাকাশে কাশতে নির্ম্মলং পরম্ ।
আকাশবৎ সর্ব্বগং যত্তারকং পাতু সর্ব্বদা।

'মকারবাবা'

চতুর্থ উল্লাস

তন্ত্রমহিমা, নাদ,
সন্তমত বেদোক্ত নাদানুসন্ধানের
প্রকাভেদমাত্র,
সন্তগণের রামনাম-
অনুরাগ,
নাদলীলা।

আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং ভূতানি ব্যাপ্য জীববৎ।
যঃ সংসরতি ভূতাত্মা প্রণবং প্রণতোঽস্ম্যহম্ ॥

মকারবাবা

চতুর্থ উল্লাস

হরি। আরে! তন্ত্র একটা কিছুই নয়!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কে ব'লেছে তোমায়? তন্ত্র পরমাত্মা ওঙ্কারকে লাভ করবার উত্তম পথ রাম রাম সীতারাম।

হরি। ওপাড়ায় দুর্গা পূজা হ'চ্ছে, দেখ্‌তে গেলাম, দেখি না—পুরুত অং আং ইং ঈং উং ঊং ক'র্‌ছে; এখানে ওখানে হাত দিচ্ছে। অং আং—ও আবার কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ও পরমাত্মা ওঙ্কার-লাভের সাধনা সীতারাম।

হরি। কি রকম?

ক্ষেপা। রাম রাম স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহত্রয় আছে জান তো?

হরি। তা জানি বৈ কি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এই করন্যাস অঙ্গন্যাসাদির দ্বারা মন অন্তর্মুখ হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। কি রকম বল?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, প্রথমে করন্যাস—

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্পর্শ ক'র্‌বে।
ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, তর্জ্জনী স্পর্শ।
উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, মধ্যমা স্পর্শ।
এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, অনামা স্পর্শ।
ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, কনিষ্ঠা স্পর্শ।
অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, বাম করতলে দক্ষিণ করতলের আঘাত ক'র্‌বে রাম রাম সীতারাম।

হরি। এর দ্বারা কি হবে?

ক্ষেপা। রাম রাম দেহাভিমানী বহির্মুখ মন অন্তর্মুখ হবে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। বল, তারপর?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অঙ্গন্যাস—
অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ ব'লে হৃদয় স্পর্শ।
ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা ব'লে শিরঃ স্পর্শ।
উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্ ব'লে শিখা স্পর্শ।
এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং ব'লে দুই বাহুমূল স্পর্শ।
ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ব'লে নেত্রদ্বয় স্পর্শ।
অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্' ব'লে বামকরতলে দক্ষিণ করাঘাত। এই অঙ্গন্যাস সর্ব্বপাপহরণ ব'লে কথিত হ'য়ে থাকে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম।

হরি। এ কি ক'রে হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পাপ-ইন্দ্রিয়গণের বহির্ম্মুখতা, শ্রুতি বলেন—প্রজাপতি ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ ক'রে মেরে দিয়েছেন।

এই বর্ণমালার দ্বারা করন্যাস অঙ্গন্যাস ক'র্‌লে মন বহির্ম্মুখতা ত্যাগ ক'রে অন্তর্মুখ হয় রাম রাম সীতারাম।

এইবার অন্তর্মাতৃকান্যাস—

মূলাধারে স্বর্ণাভ চতুর্দ্দলপদ্মে—বংনমঃ শংনমঃ ষংনমঃ সং নমঃ।

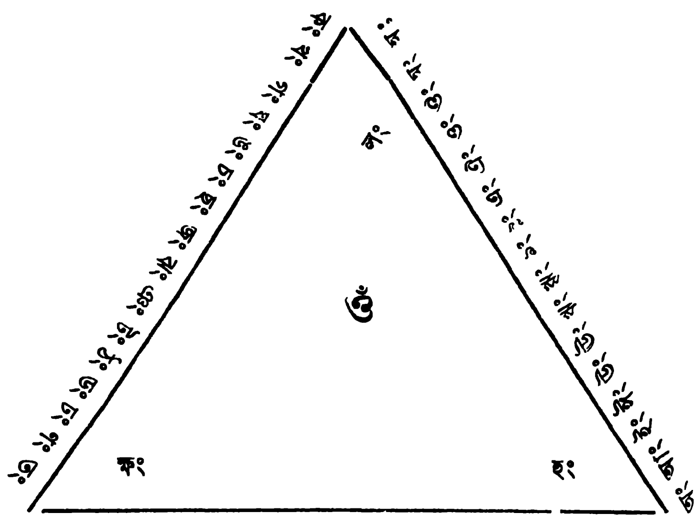
বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানপদ্মে—বং নমঃ ভং নমঃ মং নমঃ যং নমঃ রং নমঃ লংনমঃ ইত্যাদি।

নাভিমূলস্থিত নীলমেঘবর্ণসদৃশ দশদল-মণিপুরপদ্মে—ডংনমঃ ঢংনমঃ ণংনমঃ তংনমঃ থংনমঃ দংনমঃ ধংনমঃ নংনমঃ পংনমঃ ফংনমঃ।

হৃদয়ে রক্তবর্ণ অনাহতপদ্মে—কংনমঃ খংনমঃ গংনমঃ ঘংনমঃ ঙংনমঃ চংনমঃ ছংনমঃ জংনমঃ ঝংনমঃ ঞংনমঃ টংনমঃ ঠংনমঃ।

কণ্ঠে ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল-বিশুদ্ধপদ্মে—অংনমঃ আংনমঃ ইংনমঃ ঈংনমঃ উংনমঃ ঊংনমঃ ঋংনমঃ ৠংনমঃ ঌংনমঃ ৡংনমঃ এংনমঃ ঐংনমঃ ওংনমঃ ঔংনমঃ অংনমঃ অঃ নমঃ।

ভ্রূদ্বয়ে শ্বেতবর্ণ আজ্ঞা নামক দ্বিদলপদ্মে—হংনমঃ ক্ষংনমঃ। রাম রাম মস্তকে হেমবর্ণ সহস্রদলপদ্মে ত্রিকোণ মণ্ডলে—



এর নাম অন্তর্মাতৃকান্যাস রাম রাম সীতারাম।

ছবি। এতে কি হ'ল?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ব'ল্‌ছি, আগে বাহ্যমাতৃকান্যাস শোন রাম রাম সীতারাম। বাহ্য-মাতৃকাধ্যান—'মাতৃকাদেবীর মুখ, বাহুদ্বয়, পাদযুগল, মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল একান্নটি বর্ণমালায় বিভক্ত। ইঁহার ললাটে উজ্জ্বল চন্দ্রকলা বিরাজিত, স্তনদ্বয় সমুন্নত, ইনি চারিহস্তে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপূর্ণ কলস এবং পুস্তক ধারণ করিতেছেন, ইনি শুভ্রকান্তি ও ত্রিনয়না, এই বাগ্‌দেবতাকে আশ্রয় করিবে।' ন্যাসের অঙ্গুলীর নিয়ম—'ললাটে অনামিকা ও মধ্যমা, মুখে তর্জ্জনী, মধ্যমা, ও অনামিকা, দুই চক্ষুতে

বৃদ্ধা ও অনামিকা, কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠা, নাসিকাদ্বয়ে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠা, গণ্ডদ্বয়ে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, অধরোষ্ঠে মধ্যমা, দুই দন্ত পঙ্ক্তিতে অনামিকা, মস্তকে মধ্যমা, মুখে অনামিকা ও মধ্যমা, হস্ত পদ দুইপার্শ্ব ও পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা, নাভিদেশে কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ, উদরে সর্ব্বাঙ্গুলী, বক্ষঃস্থল, দুই স্কন্ধ গ্রীবা এবং হৃদয় হইতে হস্ত পর্য্যন্ত, হৃদয় হইতে পাদ পর্য্যন্ত, হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত ও হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত স্থানে হস্ততল দ্বারা ন্যাস করিবে।'

অংনমো ললাটে, আংনমো মুখবৃত্তে, ইং ঈং চক্ষুষোঃ, উং ঊং কর্ণয়োঃ, ঋং ৠং নসোঃ, ঌংৡং গণ্ডয়োঃ, ওং ওষ্ঠে, ঔং অধরে, ওং ঊর্দ্ধদন্তে, ঔং অধোদন্তে, অং ব্রহ্মরন্ধ্রে, অঃ মুখে। কং, দক্ষবাহুমূলে, খং কূর্পরে গং মণিবন্ধে, ঘং অঙ্গুলিমূলে, ঙং অঙ্গুল্যগ্রে। এইরূপ চং ছং জং ঝং ঞং বামবাহুমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। এইরূপ টং ঠং ডং ঢং ণং দক্ষপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। এইপ্রকার তং থং দং ধং নং বামপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু, পং দক্ষপার্শ্বে, ফং বামপার্শ্বে, বং পৃষ্ঠে, ভং নাভৌ, মং উদরে, যং হৃদি, রং দক্ষ-বাহুমূলে, লং ককুদি, বং বামবাহুমূলে, শং হৃদাদি দক্ষকরে, ষং হৃদাদি বামকরে, সং হৃদয়াদি দক্ষপাদে, হং হৃদয়াদি বামপাদে, লং হৃদয়াদ্যুদরে, ক্ষং হৃদয়াদি মুখে। সকল স্থানে শেষে নমঃ ব'ল্‌তে হবে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম।

হরি। এর দ্বারা তুমি কি ব'ল্‌ছো?

ক্ষেপা রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তুমি প্রশ্ন ক'রেছিলে অং কং ঠং ক'রে কি হয়। তদুত্তরে ব'ল্‌ছি—পরমাত্মা ওঙ্কারের প্রকৃতি মাতৃকাবর্ণ, তাদের এইরূপ ভিতরে বাইরে সহস্রদলে ষট্‌চক্রে ন্যাস ক'র্‌তে ক'র্‌তে মন অন্তর্মুখ হ'লে মার কৃপা হবে, মা জেগে উঠে গান কর্‌তে আরম্ভ ক'র্‌বেন, তোমার লক্ষ্য নাদময় ওঙ্কার এই ন্যাসের দ্বারাই লাভ হবে রাম রাম সীতারাম মাত্র এই এই ন্যাস যদি কেউ করেন, তিনি ওঙ্কার লাভ ক'র্‌বেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। ঐ মদ মাংস মেয়েমানুষ পঞ্চমকার নিয়ে সাধনা ওসব কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম বীরভাবের সাধনা কঠিন, অধিকারী বিশেষে ও সাধনার কথা শোনা যায়, কিন্তু শুনেছি যিনি মদ খাবেন—দু তোলা বা তিন তোলা পরিমাণ খেতে হয়, তাঁকে হবিষ্যি ক'রে থেকে লক্ষ মন্ত্র জপ ক'র্‌তে হবে, তবে সেই মদটুকু শোধন করত পান ক'রে সাধন ক'র্‌তে পারবেন। বোতল খুলে ঢক্ ঢক্ ক'রে মদ খাওয়া তান্ত্রিক সাধনা নয় রাম রাম সীতারাম। তন্ত্রসারে বীরসাধনের অধিকারীর লক্ষণ ব'লেছেন—মহাবলশালী, মহাবুদ্ধি, মহাসাহসী, পবিত্র নির্ম্মলচিত্ত, দয়াশীল, সকল প্রাণীর হিতকার্য্যে সতত ব্যাপৃত—তিনিই বীরসাধনের প্রকৃত অধিকারী। চিতা-সাধন বা শবসাধনে মদ্য-মাংসভোজন মৈথুন আদির কোন কথা নাই। চিতাসাধনে একাক্ষর মন্ত্র দশহাজার, দ্ব্যক্ষর মন্ত্র আট-হাজার, ত্র্যক্ষর মন্ত্র পাঁচহাজার, চতুরক্ষর মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্র জপের কথা আছে। মহানিশা হ'তে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জপ ক'র্‌তে হয়। জপে আকৃষ্ট হ'য়ে দেবতা আসেন, বর দেন।

শবসাধনে দেবতা ধরা দেন। মন্ত্রসিদ্ধি কাউকে ব'ল্‌তে নেই। পনরদিন পর্য্যন্ত দেবী সাধকের শরীরে অবস্থান করেন—পনরদিন পর্য্যন্ত শবসাধক সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌বেন্। ভাবচূড়ামণি গ্রন্থে শবসাধনের কথা আছে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। বামাক্ষেপা তো প্রচুর মদ খেতেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম, তাঁর কথা ছেড়ে দাও না, তিনি মুক্ত পুরুষ, বোতল বোতল মদ খেলেও তাঁর কিছু হ'তোনা তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। তার গুরু কৈলাসপতিবাবা ত মদ খেতেন ও তাঁর ভৈরবী ছিল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তাঁরা মায়ের আনন্দদুলাল, মুক্তপুরুষ, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁরা প্রকৃত অধিকারী ছিলেন, তাই পঞ্চমকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন রাম রাম সীতারাম। অধিকারী ভেদে সাধনের ভেদ শাস্ত্রে কথিত হ'য়েছে রাম রাম সীতারাম। এঁদের সাধনলক্ষ্যও ওঙ্কার।

হরি। পঞ্চতত্ত্ব কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, কৈলাসতন্ত্রে কথিত হ'য়েছে,—মদ্য বিষ্ণু, বিধি মাংস, রুদ্র মৎস্য, মুদ্রা ঈশ্বর, আর মৈথুন সদাশিব। ব্রহ্মার দেহে প্রাণ থেকে মদিরা, অপানে মাংস, সমানে মৎস্য, উদানে মুদ্রা, ব্যানে শক্তি—দেবীর পূজার জন্য ব্রহ্মার মন হ'তে এই পঞ্চতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তালুক্ষরিত সুধা মদ্য। সিদ্ধমন্ত্রীই বীর-সাধক, কিন্তু মদ্যপানে নহে। "মদ্য ব্রহ্মজ্ঞান-জনিত আনন্দ," "দেহবন্ধকর অজ্ঞানের নাশ মাংসভক্ষণ,"

"মৎস্য ইন্দ্রিয়ের আত্মায় সংযোগ," (মেরুতন্ত্র)

"জ্ঞান দ্বারা পুণ্যাপুণ্যবর্জ্জন মাংসভক্ষণ," (কুলার্ণব)

"মুদ্রা ধ্যান ধারণা সমাধি," (মেরুতন্ত্র)

"জাগরিতা কুণ্ডলিনীর সেবা মৈথুন," (কুলার্ণব মেরুতন্ত্র)

"সহস্রারস্থিত বিন্দুর সহিত কুণ্ডলিনীর মিলন" (যোগিনীতন্ত্র)

"মৈথুন সুষুম্নায় প্রাণের প্রবেশ।" (মেরুতন্ত্র)

সুষুম্নাশক্তিরুদ্দিষ্টা জীবোঽয়ং তু পরঃ শিবঃ।

মৈথুন কুণ্ডলিনীর ধ্যান। (গন্ধর্ব্বতন্ত্র)

আগমসারে সাত্ত্বিক পঞ্চতত্ত্ব কথিত হ'য়েছে—ব্রহ্মরন্ধ্র থে'কে ক্ষরিত অমৃত মদ্য। মা শব্দে জিহ্বা তার অংশ ভক্ষণকারী অর্থাৎ বাক্য-সংযমকারী যোগী মদ্যসাধক; ইড়া-পিঙ্গলার মধ্যে গতাগতি ক'র্ছে নিশ্বাসপ্রশ্বাস, তন্নিরোধক যোগী মৎস্যসাধক; সহস্রার মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা মধ্যে কেবল পারার ন্যায় অবস্থিত পরমাত্মা, তাঁর প্রভা কোটিসূর্য্যের তুল্য এবং কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, অতীব কমনীয় মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত যাঁর সেখানে জ্ঞানোদয় হয়, তিনি মুদ্রাসাধক রাম রাম সীতারাম।

কুলার্ণব, আগমসার, বিজয়তন্ত্র, কৈলাসতন্ত্র, ভৈরব, যামল প্রভৃতি তন্ত্রে দিব্যভাবের সাত্ত্বিক পঞ্চমকার এরূপ বলা হ'য়েছে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। কালীবিলাস তন্ত্রে—

দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥

দিব্য এবং বীরভাব কলিযুগে নাই, কেবলমাত্র "পশুভাবের" দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হয়। রাম রাম সীতারাম।

হরি। পশুভাব কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, শৈবদর্শনে জীবের নাম "পশু", সাত্ত্বিকভাবে উপাসনার নাম 'পশুভাব'। রাম রাম সীতারাম, বামাচার বা বীরাচারে ব্রাহ্মণের মদ্য-মাংসভক্ষণ নিষেধ আছে,—

'ব্রাহ্মণোঽপি মদ্যমাংসং ন ভক্ষয়েৎ'।

শক্তিশোধন বড় সহজ নয়, যার তার কর্ম্ম নয়, ব্রহ্মচারী সংযতসাধক ভিন্ন বীরাচার সাধন ক'র্‌তে সমর্থ হন না, শক্তির পূজার বিধান অপূর্ব্ব। শক্তিসঙ্গত হ'য়েও অক্ষুভিত চিত্তে অষ্টোত্তর সহস্র নাম বা অষ্টোত্তর শত জপের কথা আছে। এ বীরাচারসাধন অতি কঠিন, এজন্য শাস্ত্রে কলিতে বীরাচার নিষিদ্ধ ব'লে কথিত হ'য়েছে রাম রাম সীতারাম। বহু তন্ত্রেই নাদের কথা বলা হ'য়েছে। তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্যও ঐ ওঙ্কার লাভ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। দীক্ষাক্রম বলে, সে কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম দীক্ষা সাতপ্রকার—মন্ত্রদীক্ষা, শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্যদীক্ষা, মহাসাম্রাজ্যদীক্ষা, পূর্ণদীক্ষা রাম রাম সীতারাম

হরি। মন্ত্রদীক্ষা কাকে বলে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম,

মন্ত্রদীক্ষা

কুলদেবতার মন্ত্র গ্রহণ ক'র্‌বে, তারপর শাক্তাভিষিক্ত হবে রাম রাম সীতারাম।

শাক্তাভিষেক

শাক্তাভিষিক্ত হ'য়ে বার তিথি পক্ষ মাস ঋতু অয়ন বৎসর

পুরশ্চরণ ক'র্‌বে। তারপর নক্ষত্র গ্রহকরণ যোগ ও সংক্রান্তি পুরশ্চরণ ক'রে পূর্ণাভিষিক্ত হবে রাম রাম সীতারাম।

পূর্ণাভিষেক

পূর্ণাভিষিক্ত হ'লে মারণাদি ষট্‌কর্ম্মের অধিকার জন্মে, তা ক'র্‌বে না; ব্রহ্মমন্ত্রজপ, পাদুকামন্ত্রজপ, রহস্যপুরশ্চরণ, বীরপুরশ্চরণ, দর্শার্ণমন্ত্রশ্রবণ, বীরসাধন, চিতাসাধন, শবসাধন, যোগিনীসাধন, মধুমতীসাধন, সুন্দরীসাধন, লতাসাধন, শ্মশানসাধন, শিবাবলি চক্রানুষ্ঠান ক'র্‌বে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। পরে ক্রমদীক্ষা।

ক্রমদীক্ষা

ককার কুটস্তোত্র অর্থাৎ মেধাসাম্রাজ্য স্তোত্রপাঠ, কালী-তারা-ত্রিপুরাদেবীর রহস্য পুরশ্চরণ। ক্রমদীক্ষায় দীক্ষিত না হ'লেও পূর্ণাভিষেকীরও সমস্ত কার্য্য ক'র্‌বার অধিকার আছে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

সাম্রাজ্যদীক্ষা

সাম্রাজ্যদীক্ষা হবার পর উর্দ্ধাম্নায়ে অধিকার, পরাপ্রাসাদমন্ত্র অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বর-মন্ত্রসাধন এবং মহাষোঢ়ামন্ত্রজপ ক'র্‌বে রাম রাম সীতারাম।

মহাসাম্রাজ্য-দীক্ষা

মহাসাম্রাজ্যদীক্ষা হওয়ার পর যোগ ও নির্গুণ ব্রহ্মসাধন ক'র্‌বে।

পূর্ণদীক্ষা

পূর্ণদীক্ষা হওয়ার পর সহজ জ্ঞানপ্রাপ্তি—সর্ব্বসাধনত্যাগ। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি মহাবাক্য সকলের জ্ঞানলাভপূর্ব্বক অদ্বৈত ভাবগ্রহণ, অর্থাৎ 'জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই সত্য, সে ব্রহ্ম আমি'—ইত্যাকার জ্ঞান ক'র্‌বে। সাধন ক'র্‌তে ক'র্‌তে এতদূর এসে পৌঁছুলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে, এই সাধনের চরম ফল তখন আর

মায়া মমতা কিছুই থাকবে না, একবারে সকলপ্রকার আসক্তিশূন্য অহঙ্কারশূন্য এবং জীবন্মুক্ত হবে। তাহ'লেই সংসারের সাধ মিটে যাবে আর সংসারে আসতে হবে না। জীবিত অবস্থায় জীবন্মুক্ত হ'য়ে থাকবে এবং অন্তে বিদেহ মোক্ষ লাভ ক'রবে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তান্ত্রিক সাধনের লক্ষ্যও ঐ ওঙ্কার—ব্রহ্মজ্ঞান?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম তা নয় তো কি? কানু ছাড়া গীত নেই রাম রাম সীতারাম। বেণুকান্ত যখন মকার বাবায় চ'ড়ে উপরে উঠতে থাকেন, তখন ব্রহ্মাস্মি বলবার কেউ থাকে না।

হরি। সপ্তাচার কাকে বলে? দেখি, তোমার বিদ্যের দৌড় কতদূর?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম বিদ্যের দৌড় শ্রীগুরুপাদুকা পর্য্যন্ত, আচ্ছা শোন—বৈদিকাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত। সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত। কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম।

বেদাচার

সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান ক'রে গুরুদেবের নামগ্রহণান্তে 'আনন্দনাথ' এই শব্দ উচ্চারণ করত তাঁকে প্রণাম ক'রবে, সহস্রারে ধ্যানপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে পূজা ক'রবে, ঐং মন্ত্র দশ অথবা ততোধিক জপ ক'রে পরমকলা কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যানানন্তর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ ক'রে জপসমর্পণান্তে বহির্গমন করত বিধান অনুসারে সমস্ত কর্ম্ম ক'রবে, নিত্য রাত্রে দেবপূজা ক'রবে, ঋতুকাল ভিন্ন স্ত্রীগমন করবে না, পর্ব্বদিনে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করবে এবং যথানিয়মে অন্যান্য বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান ক'রবে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

বৈষ্ণবাচার

বেদাচারের ব্যবস্থা অনুসারে সর্ব্বদা নিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর থাকবে, কদাচ মৈথুন বা তৎসক্রান্ত কথার কল্পনাও

ক'র্‌বে না। হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, মাংসভোজন, রাত্রে মালাজপ ও পূজাকার্য্য বর্জ্জন ক'র্‌বে, শ্রীবিষ্ণুদেবের পূজা ক'র্‌বে, সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় চিন্তা ক'র্‌বে এবং বেদাচার মত সমস্ত কার্য্যই ক'র্‌বে রাম রাম সীতারাম। বৈষ্ণবগণের পঞ্চতত্ত্ব—গুরুতত্ত্ব (মদ্য), মন্ত্র (মাংস), বর্ণ (মৎস্য), দেবতা (মুদ্রা), ধ্যান (মৈথুন) রাম রাম সীতারাম।

হরি। গুরুতত্ত্ব, মন্ত্র ইত্যাদি কাকে বলে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—

গুরুতত্ত্ব

সতৈল বর্ত্তিকাযুক্ত দেহস্থ ব্রহ্মতেজ গুরু মন্ত্র দান ক'র্‌লে সেই সূত্রে জ্বলে উঠে রাম রাম সীতারাম।

মন্ত্রতত্ত্ব

ঐ আত্মাই দেবতা, মন্ত্রবীজ হ'তে নিশ্চয় শরীর উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য আত্মাই দেবরূপ রাম রাম সীতারাম।

বর্ণতত্ত্ব

ঈশ্বরের যে বীর্য্য তাই অক্ষরাত্মক, প্রাণীগণের তার দ্বারাই বর্ণাত্মক দেহ হয়। হে পরমেশ্বরি! সর্ব্ববর্ণের দ্বারা সর্ব্বাত্মা গ্রহণ করেন,—এই বর্ণতত্ত্ব আমার সর্ব্বস্বের ন্যায় রাম রাম সীতারাম।

দেবতত্ত্ব

স্বয়ং আমি দেবতা অন্য নই, আমিই নির্ম্মল দেবরূপ, সর্ব্বত্র তরু গুল্ম লতা প্রভৃতিতে দেবতাকে ধ্যান ক'র্‌বে রাম রাম সীতারাম।

ধ্যানতত্ত্ব

ধ্যানের দ্বারা সমস্ত লাভ হয়, ধ্যানের দ্বারা বিষ্ণুরূপ লভ্য হ'য়ে থাকে, ধ্যানের দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়, ধ্যান ব্যতীত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। বৈষ্ণবাচারেও ত দেখ্‌ছি আমিই দেবতা! আচ্ছা, বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম

শৈবাচার

বেদাচারের নিয়ম অনুসারে শৈবাচারের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে, পরন্তু শৈবের বিশেষ এই যে পশুঘাত নিষিদ্ধ। সকল কর্ম্মে শিবনাম স্মরণ ক'র্‌বে এবং গালবাদ্য দ্বারা ব্যোম্ ব্যোম্ ক'র্‌বে রাম রাম সীতারাম।

দক্ষিণাচার

বেদাচারক্রমে ভগবতীর পূজা ক'র্‌বে এবং রাত্রিযোগে বিজয়া (সিদ্ধি) নিয়ে গদ্‌গদচিত্তে মন্ত্রজপ ক'র্‌বে। চতুষ্পথে, শ্মশানে, শূন্যাগারে, নদীতটে, মৃত্তিকাতলে, পর্ব্বতগুহায়, দীর্ঘিকাতটে, ধাত্রীবৃক্ষমূলে, এবং অশ্বত্থ বা বিল্বমূলে ব'সে মহাশঙ্খমালার দ্বারা জপ ক'র্‌বে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

এ কয়েকটি আচার পশুভাবের অন্তর্গত।

বামাচার

দিবসে ব্রহ্মচর্য্য এবং রাত্রিতে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা দেবরী আরাধনা ক'র্‌বে। চক্রানুষ্ঠান ক'রে মন্ত্রাদি জপ ক'র্‌বে। এই বামাচারক্রিয়া সর্ব্বদা মাতৃজারের মত গোপন রাখ্‌বে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

মদ্যাদি পঞ্চমকার পঞ্চতত্ত্ব স্বয়ম্ভু কুসুম কুণ্ডপুষ্প গোলকপুষ্প এবং বজ্রপুষ্পের দ্বারা কুলস্ত্রীর পূজা ক'র্‌বে রাম রাম সীতারাম।

হরি। তাহ'লে মদ, মাংস, মেয়েমানুষ নিয়ে কেলেঙ্কারীর নাম বামাচার নয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম মদ্য, মাংস সম্ভোগ থাকলেও এ অবস্থাতেও লক্ষ জপের ব্যবস্থা আছে—এ মাতালের মদ খাওয়া বা লম্পটের স্ত্রীগমন নয়, এর মধ্যেও পূজা জপ ইত্যাদি থাকবে রাম রাম

সীতারাম। শুনেছি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরটি এই তান্ত্রিক সাধনাকে "পায়খানার দোর দিয়ে ঘরে ঢোকা" ব'ল্‌তেন।

সিদ্ধান্তাচার

যা হ'তে ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান পাওয়া যায় এরূপ বেদশাস্ত্র-পুরাণাদিতে গূঢ় জ্ঞান হবে। মন্ত্র দ্বারা শোধন ক'রে দেবীর প্রীতিকর যে পঞ্চতত্ত্ব তা পশুশঙ্কা বর্জ্জনপূর্ব্বক সেবা ক'র্‌বে, এই আচারে সাধন জন্য পশুহত্যা দ্বারা কোন হিংসাদোষ হবে না। সর্ব্বদা রুদ্রাক্ষ বা অস্থিমালা মড়ার খুলি পাত্র ধারণ ক'র্‌বে এবং ভৈরব-বেশ ধারণপূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রকাশ্যভাবে ভ্রমণ ক'র্‌বে।

যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দেবপূজায় রত থাকে, দিবাভাগে বিষ্ণুপরায়ণ হ'য়ে রাত্রিকালে ভক্তিসৎকারে যথাবিধি মদ্যাদি পান ও সেবন করে সেই সিদ্ধান্তাচারীর সমস্ত ফল লাভ হয় রাম রাম। এ দুটি বীরাচার রাম রাম সীতারাম।

কৌলাচার

কৌলাচারীর মহামন্ত্র-সাধনে দিক্‌ কালের কোন নিয়ম নাই, কোন স্থানে শিষ্ট, কোন স্থানে ভ্রষ্ট, কোথাও ভূত ও পিশাচতুল্য হ'য়ে নানা বেশ ধারণপূর্ব্বক কৌলব্যক্তি ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

"কুলাচার বা বামাচার রাজসিক তামসিক লোকের পক্ষে দেশ-ভেদে বিহিত, যেমন চীন প্রভৃতি দেশের ব্যবহার জেনে মদ্যাদি পঞ্চমকারের স্বীকার হয়। সর্ব্বত্র অবাধে ইহার ব্যবহার হয় না"। "কলিকালে কাম লোভ প্রভৃতি প্রবল হওয়ায় স্থূল মদ্যাদি সম্বন্ধীয় কৌলিক পন্থা প্রায়ই নরকের হেতু হয়।"

"যে সুখের জন্য মদ্য পান করে, সে পাপী"।

"অকুল শব্দে শিব, কুলশব্দে শক্তি,—এই কুল অকুলের সন্ধান যাঁরা করেন, তাঁরা শ্রেষ্ঠ কৌলিক"।

হরি আচ্ছা, তুমি তন্ত্রের কথা আরও বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ক্ষেপাবাবা ও মা দুজনে মিলে যে তন্ত্রের সৃষ্টি ক'রেছেন, তার পারে গমন ক'রতে চার-মুখো ব্রহ্মাবাবাও পারেন কিনা সন্দেহ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। আমরা ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র কীট, আমরা তন্ত্রের কি দেখেছি, কি জানি? মোটামুটি তন্ত্রও ঐ পরমপদের চরম পাথেয় নাদময় ওঙ্কারের গুণকীর্ত্তন ক'রেছেন, তাঁকে লাভ করবার উপায় ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম, রাম রাম সীতারাম।

নাদ

হরি। তন্ত্র তো তন্ত্র, তোমার বেদ পর্য্যন্ত নাদের কথা জানে না,—সন্ত সদ্‌গুরুগণই এ পথের আবিষ্কার ক'রেছেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সন্তবাবারা নাদ পেলেন কোথায় রাম রাম রাম?

হরি। বলত মুল শ্রুতিগুলির মধ্যে নাদের কথা কোথায় আছে? বাজে শ্রুতির কথা শুনতে চাই না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম তুমি সন্তবাবাদের কথা শুনতে পারো, বিশ্বাস করতে পারো আর নাদবিন্দূপনিষদ্ আদির কথা বিশ্বাস ক'রতে পারোনা রাম রাম সীতারাম? শ্রীভগবান্ পরোক্ষপ্রিয় বলে তাঁর অপরমূর্ত্তি শাস্ত্রেও যা উপদেশ করা হ'য়েছে তা অনেক স্থলে পরোক্ষভাবে রাম রাম সীতারাম।

"আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" ছান্দোগ্য ৩।১৯।১।২-৩-৪ আদিত্য ব্রহ্ম এই উপদেশ তাঁর স্তুতির জন্য ব্যাখ্যা করা হ'চ্ছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ-শব্দবাচ্য ছিল (নামরূপ না থাকায় সৎ ব'লে নেওয়া হয়নি), তারপর সৎ-শব্দবাচ্য হ'ল, তা উদ্‌গত প্রায় হ'য়ে—পরে অণ্ডাকারে পরিণত হ'ল। সেই অণ্ড একবৎসর সেইরূপ রইল, তারপর তা বিভক্ত হ'ল; অণ্ডের দুখণ্ড—একটি রৌপ্যময়, একটি স্বুবর্ণময়। তার মধ্যে যেটি নীচের রৌপ্যময় সেটি পৃথিবী ও উপরের স্বর্ণময়টি দ্যুলোক, জরায়ু হ'ল পর্ব্বত সকল। যা জরায়ুর দ্বারা আবৃত তা মেঘ ও হিম, উদরস্থিত শিরাসকল নদী ও শিশুর মুত্রাশয় সাগর।

অণ্ড হ'তে সূর্য্য জাত হ'লেন, তাঁকে জন্মাতে দেখে উচ্চ উৎসব-ধ্বনি উঠ্‌লো এবং ভূতসকল, কাম্যবস্তুসকল উত্থিত হ'ল, যে কোন ব্যক্তি আদিত্যেকে এরূপ জেনে ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা করেন—নিশ্চয়ই অবিলম্বে শুভধ্বনি সকল তার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাঁকে আনন্দ দিতে থাকেন জয় জয় রাম সীতারাম।

এ ধ্বনি সকল ত্রিবিধ পাপ নষ্ট করেন এবং পরমানন্দ ভূমাসুখ দান ক'রে থাকেন রাম রাম সীতারাম। এই ধ্বনিই নাদ, এর আগে ছান্দোগ্য প্রথম অধ্যায় চতুর্থ খণ্ডে কথিত হ'য়েছে—দেবগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হ'য়ে বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবেশ করেন এবং ছন্দ অর্থাৎ মন্ত্র সকলের দ্বারা আপনাদের আবৃত করেন। জেলে যেমন অল্প জলে মাছ দেখ্‌তে পায়, মৃত্যুও বৈদিককর্ম্মরত দেবগণকে দেখ্‌তে পেলেন, দেবতাগণ মৃত্যুর অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরে ঋক্ যজুঃ সাম হ'তে উপরে উঠে অক্ষর নাদে প্রবেশ ক'রে অমর ও অভয় হ'লেন। যে কেউ তাঁর উপাসনা ক'র্‌বেন তিনিও দেবগণের মত অমৃত ও অভয় হবেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। কৈ নাদ কি রকম তাতো ব'ল্‌লেন না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সব স্থানে সকল কথা বলা চলে না। আচ্ছা, শোন—ছান্দোগ্য তৃতীয় প্রপাঠকে ১৩ খণ্ডে "অথ যদতঃ পরঃ" স্বর্গলোকের পরে যে জ্যোতি সংসারের অতীতরূপে সত্যাদি উত্তমলোকে যা স্বপ্রকাশরূপে জাজ্জ্বল্যমান আছেন, সেই জ্যোতি পুরুষের মধ্যে উপলব্ধ হন্, দেহকে স্পর্শ করে যখন উষ্ণতা অনুভব করা হয়—তা এই জ্যোতির সাক্ষাৎ দর্শনের উপায়। বেশ ক'রে কান বন্ধ ক'র্‌লে যে রথের শব্দ, ষাঁড়ের ডাক, প্রজ্বলিত আগুনের শব্দ শোনা যায়, তা জ্যোতির শ্রবণের লিঙ্গ। ঐ গুণদ্বয়-বিশিষ্টরূপে যিনি ঐ জ্যোতির উপাসনা করেন, তিনি সকলের দর্শনীয় ও লোকবিখ্যাত হন্ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। লোকে সাধুকে দেখবার জন্য ছোটে, সাধুদের নাম বিখ্যাত হয়—ঐ ব্রহ্মজ্যোতির উপাসনায় রাম রাম সীতারাম।

হরি। মাত্র এই ফল ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম প্রথম খণ্ডে ব'লে এসেছেন—নাদোপাসনায় অমৃত অভয় হন। লোকবিশ্রুত—এ হ'ল গৌণ-ফল, মুখ্যফল হ'ল অমৃতত্ব লাভ রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম।

হরি। বেশ খোলসা ক'রে বলেন নি ত ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম এর অধিকারী সকলে নয় ব'লে পরোক্ষভাবে ব'লেছেন।

বৃহদারণ্যকে পঞ্চম অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণে 'অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো' ব'লে কান ঢে'কে নাদের কথা তু'লেছেন, কিন্তু উপাসনার কোন কথা নেই। সেই সত্যব্রহ্ম জাঠরাগ্নিকে বিরাট্ ব'লে উপাসনা ক'র্‌লে মানুষ বৈরাজত্ব লাভ করেন রাম রাম সীতারাম। নাদবিন্দু প্রভৃতি শ্রুতি ঐ নাদের উপাসনায় পরমপদ লাভ হয় ব'লেছেন। শিবপুরাণে ভগবান্ শঙ্কর মাত্র ৪৮মিনিট কাল কান বন্ধ ক'রে নাদের উপাসনায় মানুষ কৃতার্থ হ'তে পারে—ব'লেছেন, আরে সীতারাম ওঙ্কার হ'তেই সব, ওঙ্কারের মকারপাদ নাদময়। নাদ ছাড়া কি উপায় আছে ? সর্ব্বশাস্ত্রেই নাদের উপাসনার কথা বলা হ'য়েছে, তবে কোথাও সাক্ষাৎভাবে কোথাও পরোক্ষভাবে রাম রাম সীতারাম।

তোমার কবীরবাবা প্রথম সন্ত, তাঁর শাস্ত্রপথে অধিকার ছিল না। তাই প্রেমপথে 'রাম রাম' করে নাদ পেয়ে নাদের কথা ব'লেছেন। রৈদাস আদি অন্যান্য সন্তগণ 'রাম রাম' ক'রেই নাদ পেয়েছেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। সন্তগণ নয়নযুগলের উপরিস্থিত স্থান হ'তে রসনার সাহায্য ব্যতীত উপরঘটে অর্থাৎ মাথার মধ্যে সতত ধ্বনিত হ'চ্ছে—সেই ধ্বন্যাত্মক শব্দকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন, এপথ তাঁদের আবিষ্কৃত। বৈখরীবর্ণাত্মক শব্দের দ্বারা মুখে 'রাম রাম' ক'র্‌লে কিছু হয় না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম তুমি যে ব'ল্‌ছ সীতারাম সন্তগণ নাদের আবিষ্কার ক'রেছেন, রাম রাম এই শোন—রাধাস্বামী বাবা কি ব'ল্‌ছেন।

"সন্তেরা ধ্বন্যাত্মক বর্ণাত্মক শব্দকেই নাম বলেন। যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের উপর থেকে আসে—তা ধ্বন্যাত্মক, যা লেখায় বা কথায় ব্যবহার হয় তা বর্ণাত্মক। নাম দুরকম, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। ওঙ্কার তাঁর প্রাকৃতিক নাম"।

"সূর্য্যকিরণ সূর্য্যের অংশ জীবও সত্যপুরুষ রাধাস্বামীর অংশ, জীবের নাম সুরত"।

"আদিতে যখন সর্ব্বাধিপতির প্রকাশ হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে শব্দ ছিল, ঐ শব্দই স্বামী, সেই শব্দ হ'তে নির্গত ধারার নাম রাধা" রাম রাম সীতারাম। বলত সীতারাম এর মধ্যে কোন কথা বেদপুরাণ ছাড়া তাঁরা কি আবিষ্কার ক'রেছেন? রাম রাম সীতারাম কোরাণে পারস্য-ভাষায় কলাম ইলাহী ও কুদরৎ অর্থাৎ ঈশ্বরবাণী ও ঈশ্বরশক্তি ব'লেছেন। বাইবেলে আছে—

In the begining was the word and the word was with God and the word was God.

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম সন্তবাবারা শ্রুতি পুরাণ আদি বাদ দিয়ে কি আবিষ্কার ক'রলেন? নিম্নঘট, উপরঘট, পিণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড সবই তো শ্রুতির কথা রাম রাম সীতারাম জয় সীতারাম। শ্রুতি বাদ দিয়ে কথা কোথা পাবেন? কথা যা থেকে সৃষ্টি হ'য়েছে সেই ওঙ্কারই ত শ্রুতির মূল রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। সন্তগণ যা ব'লেছেন তা নাদানুসন্ধানের প্রকারভেদ মাত্র!

হরি। সন্তগণ বর্ণাত্মক শব্দকে কৃত্রিম ব'লেছেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ঐ বর্ণাত্মক রামনাম আশ্রয় ক'রেই ত কবীর প্রভৃতি সন্তবাবারা গুপ্তধ্বনি পেয়েছেন। তাঁরা খুব রাম রাম ক'ত্তেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। কোথায় একথা আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, এই শোন—কবীর বাবা কি ব'লছেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা, আগে বল, বর্ণাত্মক নাম ক'রে কে কৃতার্থ হ'য়েছেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। ছোটছেলে দেখ্‌লে—একজন পরমহংস বাবাকে অনেকে প্রণাম করে, সে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—হ্যাঁ সাধুবাবা আপনি কি সকলের চেয়ে বড়? সবাই আপনাকে প্রণাম করে দেখতে পাই—আপনি কি করে বড় হ'য়েছেন?

পরমহংস বাবা ব'ল্‌লেন—"রাম রাম" জপ ক'রে।

বালক—আমি যদি রাম রাম জপ করি?

পরমহংস বাবা—তুমিও বড় হবে।

সেই রামনামজপকারী বালকই ভবিষ্যতে শ্রীরামদাস কাঠিয়া-বাবা নামে প্রসিদ্ধ হন। বর্ণাত্মক রামনাম জপ ক'রে তিনি জগজ্জয়ী হ'য়েছিলেন।

অপর একটি ছোট বালকের অত্যন্ত ভূতের ভয় ছিল, তাঁর ধাত্রী তাঁকে বলে—তুমি সর্ব্বদা রামনাম জপ কর, তা'হলে ভূতের ভয় থাক্‌বে না। বালক বাল্যকাল থেকে রামনাম জপ ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন, তিনিই মহাত্মা গান্ধী। একমাত্র রামনামের জপের বলে অসীম ধৈর্য্য লাভ করেন, কত ভীষণ অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য ক'রেছেন, কখনও তাঁকে ইংরাজবাবাদের কঠিন শাসন লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'র্‌তে পারে নাই, কত লোকের হৃদয়রাজ্যের তিনি অধীশ্বর। মাত্র রামনাম জপের বলে বিনা রক্তপাতে ভারত স্বাধীন ক'রে গেছেন, যাবার মুহূর্ত্তে ভূমিতলে 'হে রাম' ব'লে পতিত হ'য়ে ছিলেন রাম রাম সীতারাম।

আচ্ছা, শোনো সন্তবাবারা বর্ণাত্মক নামের সম্বন্ধে কি ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম, **কবীরজী**—

নাম জপত কুষ্টীভলা চুইচুই পরৈ জুচাম।
কাংচন দেঁহ কে হি কাম কী জা মুখ নাহীঁ রাম॥১৫
সুখকে সাথে সিলিপরৈ (জো) নাম হৃদয় ন জায়।
বলিহারী বা দুকৃখকী পলপল নাম রটায়॥ ১৬

—সন্তবাণী সংগ্রহ ২য় ভাগ ২১ পৃষ্ঠা

গর্ভবাস মেঁ রহো, কহো মেঁ ভজি হেঁ তো হীঁ।
নিসিদিন সুমিরৌ নাম কষ্টসে কাঢ়ো মহীঁ॥

চরণন ধ্যান লগাই কে রহো নাম লৌলায়।
তনিক ন তোহি বিসারিহৌ যহতন রহৈঁ কি মায়॥

রামকা নাম সংসার মেঁ সার হৈঁ
রামকা নাম অমৃতবাণী।
রামকা নামতেঁ কোটিপাতক হরৈ,
রামকা নাম বিশ্বাস খানী॥
রামকা নাম লৈ সাধুসুমিরণ করৈ,
রামকা নাম লে ভক্তিবাণী।
রামকা নাম লৈ শূর সম্মুখ লরৈ,
পৈঠি সংগ্রাম মেঁ জুদ্ধিঠাণী॥
রামকা নাম লে নার সর্ত্তী ভই
জবীমবি কংত উড়াণী।
রামকা নাম লৈ তীর্থ সব ভরমিয়া
করত অস্নান কম্পোরি পানী॥
রামকা নাম লৈ মূর্ত্তিপূজা করৈ
রামকা নাম লৈ দেত দানী।
রামকা নাম লৈ বিপ্র ভিক্ষুক বনৈ
রামকা নাম লৈ দুর্লভ জানী॥
রামকা নাম চারি বেদকা মূল হৈ
নিগম নিচোর করি তত্ত্বজ্ঞানী।
রামকা নাম ষট্ সাস্তোর মৎ থিয়ে
ষট্ দর্শন মেঁ বলী কহানী॥
রামকা নাম অগাধ লীলা বড়ী
খোদ তে খোদ নহিঁ হারিমানী।
রামকা নাম লৈ বিষ্ণু সুমিরণ করৈ,
রামকা নাম শিবযোগধ্যানী॥
রামকা নাম লৈ সিদ্ধসাধক বনৈ
সিব সনকাদি নারদ গিয়ানী।

রামকা নাম লৈ রামচঁদ দৃষ্টি লই
গুরুবশিষ্ঠ ভয়ে মংত্র দানী ॥
কঁহা লোঁক হৌ অগাধ লীলা রচী
রামকা নাম কাহুন মানী।
রামকা নাম লৈঁ কৃষ্ণ গীতা কহী
বাঁধিয়া সেত তব মর্ম্ম জানী ॥
হৈ কৈ সো নিরগুন নিরাকার পরম জ্যোতি
তাসুকো নাম নিরংকার মানী।
রূপবিন রেখবিন নিগম স্তুতি কহৈ
সত্যকী রাহ অকথ কহানী ॥
বিষ্ণু সুমিরণ কহৈ সিব জোগ যাক ধরৈ
ভনৈ সব ব্রহ্ম বেদান্ত গায়া।
সনকাদি ব্রহ্মাদি পার পাব নহীঁ
তাসুকা নাম রাম রায়া।
কহে কবীর বহ সবস তহকীক কষ
রামকা নাম জো পৃথী লায়া ॥

রৈদাস ব'লেছেন—

কহু মন রাম নাম সঁভারি।
মায়াকে ভ্রম কহাঁ ভূল্যো জাহুগে কর ঝারি ॥ (টেক)
নাম তুম হারো আরত ভংজন মুরারে।
হরিকে নামবিনা ঝুটে সকল অসারে ॥ (টেক)
নাম তেরো আসন নাম তেরো উরস।
নাম তেরো কেসরি লৈ ছিরকা রে ॥৪॥
…ইত্যাদি, সন্তবাণী সংগ্রহ দ্বিতীয়ভাগ রৈদাসজী।

দাদু দয়াল—

রামসরী খা রামহৈ সুমিরিয়াঁ হি সুখহৈঁ ॥১॥
—সন্তবাণীসংগ্রহ প্রথমভাগ ৭৯ পৃ

আপা পর সব দূরি করি
রাম নাম রস লাগি।

দাদূ ঔসর জাতহৈ জাগিসকৈ তো জাগি ॥

রাম রাম সীতারাম, রাম নাম রস লাগি এ ধ্বন্যাত্মক নয়।

সুন্দরদাসজী—

রামনাম মিসরী পিহেঁ
দূরি জাঁহি সব রোগ।
সুন্দর ঔষধ কটুক সব
জপতপ সাধন জোগ ॥

রামনাম জাকে হিয়ে
তাহি ন বৈঁ সব কোই।
জ্যো রাজা কো সংকতেঁ
সুন্দর অতি ডর হোই ॥৫

সুন্দর সবহিঁ সংত মিলি
সার লিয়ৌ হরিনাম।
তক্র তজি ঘৃত কাঢ়ি কৈ
ঔর ক্রিয়া কিহিঁ কাম ॥৬

সুন্দর ভজিয়ে রামকো
তজিয়ে মায়ামোহ ॥
পারসকে পরসে বিনা
দিন দিন হী জৈ লোহ ॥৭॥

—সন্তবাণী সংগ্রহ ১০৮ পৃষ্ঠা

যবতুম প্রগটু হু রামজী
হৃদয় হামারে আই।
সুংদর সুখ সংতোষ হ্বৈ
আনঁদ অংগ ন ভায় ॥৫

—ঐ ১০৯ পৃঃ

পল্‌টুসাহিব—

জপতপ তীরথ বস্ত হৈ
জোগী জোগ অচার।

পলটু নাম ভজে বিনা
কোই ন উতরৈ পার ॥১
পলটু জপতপ কে কি হে
সরৌ ন একৌ কাজ।
ভব সাগর কে তরণ কো
সতগুরু নাম জাহাজ ॥৩
জরি বুটীকে খোজতে
গাঙ্গ সুধ্যাই খোয়।
পলটু পারস নামকা
মনৈ রসায়ন হোয় ॥৪

—ঐ ২১৪ পৃঃ

রাম নাম জেহি মুখ নর্তে, পলটু হোয় প্রকাস।
তিনকে পদ বংদন করৌ, বো সাহির মৈঁদাস ॥১
তন মম ধন জেহি রামপর, কৈ দীন্হোঁ বকসীস।
পলটু তিনটে চরণপর, মৈঁ অরপত হোঁ সীস ॥২
রাম নাম জেহি উচ্চরৈ, তেহি মুখ দেহুঁ কপূর।
পলটু তিনকে নফরকী, পনহীঁ কা মৈঁ ধুর ॥৩

—ঐ সন্তবাণী সংগ্রহ সাখী ১১৫ পৃঃ

রাম রাম সীতারাম। শুন্‌ছো সীতারাম বর্ণাত্মক শব্দের কথা? রাম রাম সীতারাম।

হরি। শুন্‌ছি বলে যাও—

ক্ষেপা। রাম রাম।

দূলনদাসজী—

মন বহি নাম কী ধুনি লাউ।
রটু নিরংতর নাম কেবল, অবর সব সব বিসরাউ ॥ ১ ॥
সাধি সুরতি আপনো করি সুবাসিখর চড়াউ।
পোখি প্রেম প্রতীত তেঁ কহি রাম নাম পঢ়াউ ॥ ২ ॥
নামহু অনুরাগু নিসুদিন নাম কে গুণ গাউ।
বনী তৌ কা অবহিঁ, আগে ঔর বনী বনাউ ॥ ৩ ॥

জগজ্জিবন সতগুরু বচন সাচে, সাচ মনমা লাউ।
করুবাস দূলনদাস সত মাঁ, ফিরি ন যদি জগ আউ ॥ ৪ ॥

—সন্তবাণীসংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ ১৫৮ পৃঃ

গুলালসাহিব বাণী—

সাঁচা হৈ সাঁচা হরিনাম, সংত রটত হৈঁ আঠো জামা ॥ ১ ॥
সনকাদি কন্থলিয়ো স্তুকদেব নারদ কীন্থ সংতন সৈব ॥ ২ ॥

—ঐ ১৩৩ পৃঃ

রাম রাম রাম রাম, জেকরে জিয় আবৈ।
প্রেমপূর্ণ দৃঢ় বিরাগ, সোই যথ পাবৈ ॥

—ঐ ১১ পৃষ্ঠা

দূলনদাস উপদেশ—

বোল মহুআঁ রাম রাম ॥ (টেক)
সন্ত জপনা ঔর মুপনা, জিকর লাবো অষ্ট জাম ॥ ১ ॥
দাস দূলন আস প্রভুকো মুক্তি করতা সন্ত নাম ॥

—ঐ ১৬০ পৃঃ

রাম রাম রটু রাম রাম স্থহু মহুবাঁ সলোনারে। (টেক)
তন হরিয়ালে বদন স্থলালে বোল অমোল স্থহোনারে ॥

—ঐ ১৬২ পৃঃ

ধরণীদাস চরিত্ত ৩৩ পৃষ্ঠা

কেবল নাম নিরংজন কো জপু
চারি পদারথ জেহিতে হোই।
বুঝি বিচারি কহৈ ধরণী, জগ কোইন কাহুকে
সংগ সগোই ॥

রাম রাম সীতারাম শুনলে? আচ্ছা, **নানকজীর** কথা শোনো—

স্থনি ঐ সিধ পীর স্থরিনাথ ॥ স্থনি ঐ ধরতি ধবল আকাস্থ ॥
স্থনি ঐ দীপ লোঅ পাতাল ॥ স্থনি ঐ পোহি ন সকৈ কালু ॥
নানক ভগতা সদা বিগাস্থ ॥ স্থনি ঐ দুখ পাপকা নাস্থ ॥ ৮ ॥

—জপজী

হরি। ওঁ তো শোনার কথা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম উচ্চারণ ভিন্ন শ্রবণ হবে কি ক'রে ?
আল-জাল বিকার তে রহিতে, রামনাম নিত রসনা কহিতে।
সব সুখ দাতা রাম হৈঁ দুসর নাহিন কই।
কহু নানক সুহ্রে মন তেহি সুমিরত গতি হোই॥
রাম নাম সঁগ মন নহি দাতা।
জোউ কীহ্না সোউ অনেতা।
মন কহা যো বিস্যার রাম নাম।
তব বিনসৈ যম সো পরযো কাম॥

—নানক বাক্যসুধা

পঞ্চম শিখগুরু অর্জ্জুনদেব সুখমণি

হরি কো নাম কোট পাপ হরৈ
গুরু মুখ নাম জপহুঁ মেরে
নানক পাবহু সুখ মনে রে॥

—২য় অধ্যায়

হরি কা নাম জপত নিস তরৈ।
অনিক মায়া রংগতিষণ বুঝাবৈ।
হরি কা নাম জপত আঘাবৈ ;
যহ মারগ ইহু যাতই কেলা॥

—ঐ

শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ

কীর্ত্তন কে নৃত্য গান সে প্রায়শ্চিত্তো কা ব্যবসায় হী নষ্ট হোগয়া।
ক্যোঁ কি ইস কীর্ত্তননে ঐসা কিয়া কি,
কহী পাপকা নামভী ন রহগয়া।

শ্রীজ্ঞানেশ্বরের হরিপাঠ বোধ বচন

হরি নাম উচ্চারণেসে অনন্ত পাপ রাশি পল ভরমে ভস্ম হো জাতে হৈঁ॥ ১১ ১। রাম কৃষ্ণ কা নাম অনন্ত রাশি তপ হৈ, উসকে সামনে পাপকে ঝুন্ড ভাগতে হৈঁ॥১৪।২॥ হরি হরি শিব কা মন্ত্র হৈ জিসকা বাণী যহ মন্ত্র জপতি হৈ উসে মোক্ষ মিলতা॥১৪।৩॥

শ্রীএকনাথ স্বামী

আন্তর শুদ্ধিকা কারণ মুখ্যতঃ হরি কীর্ত্তন হৈ। কীর্ত্তন সে স্বধর্ম্মকী বৃদ্ধি হোতী, কীর্ত্তন সে স্বধর্ম্মকী প্রাপ্তি হোতী হৈ, কীর্ত্তন সে পরব্রহ্ম সমজ্‌তা হৈ, নাম জৈসা ঔর কোই সাধন নহী হৈ, নাম সে ভববংধন কট জাতা হৈ।

রাম রাম সীতারাম তোমায় এই যৎকিঞ্চিৎ ব'ল্‌লাম। সন্তেরা যে নাম কীর্ত্তন ক'র্‌তেন, বর্ণাত্মক নামকে তাঁরা ত্যজ্য বলেন নাই, বর্ণাত্মক নামই ধ্বন্যাত্মক নামে পরিণত হয় এরূপ সন্তবাণী তোমায় অনেক শোনাতে পারি, আর শুন্‌বে সীতারাম?

হরি। না, বলত—নাম চেঁচিয়ে ব'ল্লে কি ক'রে মানুষ শান্ত হ'তে পারে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, নাম চেঁচিয়ে, আস্তে, যে কোন ভাবে ব'ল্লে সীতারাম—নামীর পরমাণু আকর্ষিত হ'য়ে নামকারীকে পবিত্র করেন। তাঁর দেহশুদ্ধ হয় রাম রাম সীতারাম। নামকীর্ত্তনই হ'ল কলিযুগের উপায়, অধিকারী-বিশেষে নাম কীর্ত্তন অপেক্ষা লিখ্‌লে কাজ বেশী হয়—দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায় রাম রাম সীতারাম।

হরি। নাম লিখ্‌লে কি ছাই হবে? মিছিমিছি কাগজ নষ্ট, মানুষের বৃথা পরিশ্রম, ওকথা যারা বলে তারা অতি মূর্খ—কিছু জানে না, মানুষকে বিপথে চালিয়ে তার সর্ব্বনাশ করে। নাম লিখ্‌লে রোগ সারে কি ক'রে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, নাম লিখ্‌লে সত্বর বিন্দুদর্শন হয়। রাম উচ্চারণ কর্‌লুম, মন হয়ত তা স্পর্শ ক'র্‌তে পারলে না, আর যদি 'শ্রীরাম রাম রাম' লিখি তা'হলে বাণী, সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মন, ইন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ চক্ষু এবং হস্ত কাজ করে, কায়মনোবাক্য ব্যতীত লেখা সম্ভব হয় না, তার ফলে প্রচুর সাত্ত্বিক পরমাণু আকর্ষিত হয়। ব্যস্, তার দ্বারা দেহদোষ দূর, রোগমুক্তি ও নাদ-জ্যোতি লাভ হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। রামনাম লিখে কারুর রোগ সেরেছে ব'ল্‌তে পারো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম অনেক—অনেক রাম রাম সীতারাম।

হরি। অনেক ত ব'ল্‌ছো, অন্ততঃ একজন কোন বিশিষ্ট লোকের নাম বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শ্রীমতী সরলাদেবী বিদুষী লেখিকা ও কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন, তাঁর স্বামী এম-এল্‌-এ কটক, তেলেঙ্গা বাজার এ ঠিকানায় পত্র লিখে জান্‌তে পারো রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। অন্ধ্রদেশে গুন্টুরে রামনামক্ষেত্রমে কোটি কোটি রামনাম লেখা খাতা আছে তাদের কাছে সন্ধান নিতে পার—রামনাম লিখ্‌লে কি হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম? আরে সীতারাম, ধ্বন্যাত্মক তো ব'ল্‌ছো, কতক্ষণ মানুষ কানে আঙ্গুল দিয়ে থাক্‌তে পারে, তাতে মাথার গোলমাল হওয়া সম্ভব আর রসনায় অবিরাম নাম কীর্ত্তন ক'র্‌লে—যিনি করেন তিনি ধন্য হন এবং সাত্ত্বিক পরামাণুর দ্বারা স্থাবর-জঙ্গম পরিপূর্ণ হয়। পাগলা ভোলা শ্মশানে-মশানে পঞ্চমুখে অবিরাম নাম ক'র্‌ছেন। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণসমূহ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ যে নামের মহিমা ঘোষণা ক'রেছেন, কোটি কোটি সাধুগণ যে নাম কীর্ত্তন করে পরমানন্দ প্রাপ্ত হ'য়েছেন, আজও কোটি কোটি ভক্ত যে নাম ক'রে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হ'চ্ছেন, সেই নাম কীর্ত্তন করা—'কিছু নয়' যদি বল, রাম রাম সীতারাম তা'হলে তোমার চরণে দণ্ডবৎ হ'য়ে প্রণাম করা ছাড়া আর কি কোন উপায় আছে, বলত সীতারাম সীতারাম সীতারাম।

হরি। বর্ত্তমান সময়ে রাজসরকারের মন্ত্রীমণ্ডলী কেউ নামকীর্ত্তন অনুমোদন করেন বল্‌তে পারো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অনেকদিন আগেকার কথা—মকারবাবা শিশিরকুমার ঘোষ নামক এক কায়স্থবাবার ভিতর ঢুকে পড়ে অমিয়নিমাইচরিতরূপে বেরিয়ে আসেন। তাঁর বংশাবলী গৌরভক্ত, বৈষ্ণবগ্রন্থ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার

ক'রেছেন কচ্ছেন ; যুগান্তর, অমৃতবাজার প্রভৃতি দৈনিক পত্র তাঁর বংশধর শ্রীতুষারকান্তিবাবা চালান, তাঁর পুত্র শ্রীতরুণকান্তি বাবা মন্ত্রী, তিনি এবং তাঁর উপদেষ্টা শ্রীচিন্ময়বাবা ও শ্রীপ্রফুল্ল-বাবা প্রভৃতির উদ্যোগে বৎসর বৎসর দোলপূর্ণিমার দিন কলিকাতার রাজপথে একটি নগর সঙ্কীর্ত্তন বের হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। লক্ষ লক্ষ ভক্ত সেই সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করত ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে সজল নয়নে নাচ্‌তে নাচ্‌তে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ব'লে সঙ্কীর্ত্তন ক'র্‌তে থাকেন। তাঁদের পদভরে পৃথিবী কম্পিতা হন, কলিকাতার আকাশ বাতাস সেই মহাসঙ্কীর্ত্তন-রবে মুখরিত হয়, সূক্ষ্মে সেই সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, কত ভক্ত কত সাধু কত গৃহস্থবাবারা তাতে যোগদান করেন—তার ইয়ত্তা হয় না রাম রাম সীতারাম। অনুমান ব'ল্‌ছি ছ লক্ষ সাত লক্ষ লোক হ'তে পারে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তুমি কখনও সে সঙ্কীর্ত্তন নিজের চোখে দেখেছ, না শোনা কথা ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বহু জন্ম-জন্মান্তরের মহা পুণ্যফলে একবার সে মহাসঙ্কীর্ত্তন দেখবার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলাম রাম রাম সীতারাম। এবার পড়লাম—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঁচশো বছর আগেকার পবিত্র পাদুকা মহাসঙ্কীর্ত্তনে অগ্রভাগে রৌপ্যসিংহাসনে ব'সে নাম শুন্‌তে শুন্‌তে নগর পরিক্রমা ক'রে-ছিলেন, এবং পূজ্যপাদ তারকেশ্বরের বাল মোহান্ত বাবাও যোগদান ক'রে সকলকে উৎসাহিত করেন। শ্রীনৃপেন্দ্র বাবা, শ্রীরাধাগোবিন্দ বাবা প্রভৃতি যোগ দিয়েছিলেন। আরও কত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যোগ দেন তার আর সংখ্যা কি ব'ল্‌বো! রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। শ্রীযুক্ত বিধান রায় এদের সঙ্গে যোগ দেন কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম ঠিক জানি না, তবে তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের বহু তপস্যা আছে এবং যে বীর্য্যে রক্তে জন্মেছেন—তাতে তিনি নামকীর্ত্তনাদির বিরুদ্ধ নন্—এ কথা নিশ্চয়। তিনি এতে মত না দিলে শ্রীতরুণবাবা বা শ্রীপ্রফুল্লবাবা এরূপ মহাসংকীর্ত্তন ক'র্‌তে পার্‌তেন না। যাক্, মকারবাবা রায়বাবাকে খুব ভালবাসেন তাঁকে বুকে করেই নিয়ে যাবেন।

('রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম' ব'লে ক্ষেপা ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌লো।)

হরি। আরে থামো থামো, এখনও আমার কথা শেষ হয়নি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এ যুগে হেলায়, শ্রদ্ধায়, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, উঠ্‌তে, বস্‌তে, খেতে, শুতে যে নাম ক'র্‌বে সে ভগবানের দেখা পাবেই রাম রাম সীতারাম।

হরি। যা-তা কি ব'ল্‌ছো—যার মাথা নেই মুণ্ডু নেই, পাগলের মত ব'লেই চ'লেছ ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম বন্ধু, তোমায় আমি চিনি না, তোমার নামও শুনিনি, তুমি কৃপা ক'রে এসে দু'টো কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও মকারবাবা উত্তর দেওয়ালেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

প্রিয়,

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির আদরের বিনিময়ে সখা, চির অনাদর পেয়েছো।
আমি দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি ধরে টেনে কোলে নিয়েছ।
ওপথে যেও না ফিরে এস ব'লে কানে কানে কত কয়েছ।
আমি তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।
এই চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি বয়েছ।
আমার নিজে হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে রয়েছ।

('রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম' ব'লে ক্ষেপা ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে লাগ লো।)

হরি। আরে থামো থামো, আমার কথা শেষ হয়নি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, বল।

হরি। বলত চাঁদ তোমার শাস্ত্র কত প্রকার নাদ বলেছেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম নাদবিন্দুপনিষৎ ব'লেছেন—'নাদকোটি-সহস্রাণি বিন্দুকোটিশতানি চ' নাদ কোটি সহস্র প্রকার, বিন্দু (জ্যোতিঃ) কোটি শত প্রকার। কোনো শব্দের অনুকারী নাদকে ব্যক্ত নাদ, আর যার মত নাদ বাইরে পাওয়া যায় না—তাকে অব্যক্ত নাদ বলা হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। হংসশ্রুতি—চিনি, চিঞ্চিনী, ঘণ্টা, শঙ্খ, তন্ত্রী, তাল, বেণু, মৃদঙ্গ, ভেরী, মেঘনাদের কথা বলেছেন—নাদবিন্দুশ্রুতি—সাগর, মেঘ, ভেরী, নির্ঝর, মাদল, ঘণ্টা, ঢাক, কিঙ্কিণী, বেণু, বীণা, ভ্রমরনাদের কথা ব'লেছেন। হঠযোগ প্রদীপিকা এবং লয়যোগসংহিতায় নাদের বিবরণ প্রায় এইরূপ আছে।

শিবপুরাণে—

ঘোষ, কাংস্য, শৃঙ্গ, ঘণ্টা, বীণা, বংশ, দুন্দুভি, শঙ্খ ও মেঘনাদের কথা উক্ত হ'য়েছে।

ছান্দোগ্য শ্রুতি—গাড়ীর শব্দ, ষাঁড়ের ডাক, অগ্নির জ্বলন প্রভৃতি ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। কোটি সহস্র প্রকার নাদ 'ওম্' নাদে লয় হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। তুমি ত শাস্ত্রের কথা শোনালে। কোন নাদযোগীর অনুভবের কথা ব'লতে পারো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম বড় ঘড়ীর নাদ,

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
বামে স্ত্রীকণ্ঠে, দক্ষিণে পুরুষকণ্ঠে হরে কৃষ্ণ নাম,

বহু যন্ত্রে বহু কণ্ঠে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তারকব্রহ্ম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

বহু বাদ্য সহ আরত্রিক নাদ, ঢোল, খোল, ট্যাম্‌টেমী বাদ্য নাদ, নৃত্যগীত নাদ, সমুদ্রগর্জ্জন নাদ, জল ভরা মেঘগর্জ্জন নাদ, প্রবল ঝড় নাদ, আস্তে আস্তে পরস্পরের আলাপ, ঝর্ণা, ভেক, ইঞ্জিন, জলোচ্ছ্বাস, নকুল শব্দবৎ টানা নাদ, জয়গুরু নাদ, জয় গুরু—জয়গুরু নাদ, সোঽহং নাদ, মেঘনাদ, জয়গুরু সোঽহং নাদ একসঙ্গে চলে, এক নাদ চল্‌তে চল্‌তে অপর নাদ এসে পড়েন। যুগপৎ সোঽহং, মেঘ, সিসিনাদ, ওম্‌নাদ, ওম্‌-গর্ভ শঙ্খনাদ, সোঽহং নাদ, ওঁগুরু নাদ, জয়গুরু সোঽহং নাদ, এরূপ কত নাদ চলে, তারপর অব্যক্ত নাদ—এই কোটি সহস্র প্রকার নাদের বিবরণ দিতে কেউ পারে না জয় জয় রাম সীতারাম।

কখন নীরব ভাষায় ভিতরে উচ্চারিত হয়—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

কখন বা একোঽহং শুদ্ধোঽহং নীরব ভাষায় ঠেলে তুলেন মকার-বাবা, তারপর নাদ যখন সূক্ষ্ম হ'তে থাকে তখন জ্যোতির আবির্ভাব হয়, কত রকম, লাল, নীল, সবুজ, হলদে তা বলা যায় না। একটি রমণীয় পরম জ্যোতি আছেন, তিনি প্রায় মধ্যাহ্ন অতীত হ'লে নাদকে অতি সূক্ষ্ম ক'রে আবির্ভূত হন্—চতুর্দ্দিকে নীলবেষ্টনী, মধ্যে সাদা গোল, এ পরম জ্যোতি দশ বার বৎসর ধরেই তপস্যাকালে দেখা দেন, নিত্য নয়। হয়ত উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন দর্শন দিলেন আবার দেখা নাই। এঁর দর্শন বাইরে হয়, ভিতরে হয়, চোখ তাকিয়ে বুজেও এঁকে দেখা যায় রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম।

রাত্রের দিকের কথা 'সোহহংনাদ' খেলা করেন। সোহহংনাদ নীচু ঘটে আগে আসেন সেটি পাদানী ক'রে টানা সোহহং নাদ আসেন সোহহং ওম্ম্ম্ম্ ক'র্তে ক'র্তে, তারপর তাঁর বাবা আসেন—বোম্ বোম্ বোবম্ বোম্ ক'র্তে ক'র্তে, এই সোহহং নাদ ভ্রমরগুহার নাদ, এ সময় বাঁদিকে ইঞ্জিনে সোহহংনাদ পাম্প দিতে থাকেন, তারপর যখন প্রকাণ্ড ন্যাজওয়ালা ওম্নাদ আসেন, ব্যস্—সব নাদ, জ্যোতির অপমৃত্যু হয়, তারপর; জয় জয় রাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম রাম রাম

হরি। কতদিন কতক্ষণ নাদ থাকে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সন্তশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেশ্বর ব'লেছেন, যতক্ষণ প্রাণ অপান আদি বায়ুর নাশ না হয়, ততক্ষণ হৃদয় আকাশে নাদ উত্থিত হয়, আর শব্দ উৎপন্ন হবারও এই কারণ, ঐ অখণ্ড ওঙ্কারের মেঘের ন্যায় ধ্বনির দ্বারা হৃদয় আকাশ গুঞ্জরিত হয়, তখন ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বার সহজে মুক্ত হয় রাম রাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম।

হরি। সোহহং নাদ কোথাকার নাদ জানো ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, সন্তগণ ব'লেছেন—

ভঁবর গুফামেঁ বীচ উঠত হৈ সোহং বাণী (পলটু সাহেব)
ভঁবর গুফামেঁ সোহং বাজৈ মুরলী অধিক বজায়াহৈ (কবীরজী)
তুরীয়া শব্দ উঠত অভি অন্তর সোহং সোহং টেরো (ভীখা সাহেব)
শব্দ সোহং উঠৈ জীবতামেঁ বসৈ (গুলাল সাহেব)
গগন মণ্ডল বীচমে যাঁহা সোহং গম ডোরি সবদ অনাহত হোতহৈ (১) সুরত লগী তাহা মোরি। (কবীর) (১) (অসাধারণ দৃষ্টি)

স্বরতি উলটি পবনকে সোধো ত্রিকুটী মধি ঠহরাই।
সোহং সোহং বাজা বাজৈ অজরপুরী দরসাই॥ (কবীর)
মিটী করমকো অঙ্ক জবৈ আগম ভয়ো।
পায়ে স্বরতি সোহং সংসয় সব গয়ো॥ (কবীর)
ভঁবর গুঁফামে রহৈ সমায় হোয় অমর কাল না খায়
(যারী সাহেব)

ভঁবর গুঁফামে উলটি জায় জগ মগ জ্যোতি বহে ছবি ছায়।
(দরিয়া)

ঘটমে উঁচা ধ্যান শব্দকা সোহং সোহং মালা। (চরণদাস)

অজপা সোহং জপহেঁ পরমগম্য নিজসার। (দয়াবাই)

ভমর গুঁফামেঁ বৈঠকর অমী মহারস জোখ।

ভমর গুঁফামেঁ বৈঠকর অমী মহারস তোল। (গরীবদাস)

সত্‌গুরু সোহ্হং নাম দে গুফ বীজ বিস্তার

বিন সোহং সীঝে নহীঁ মুলমন্ত্র নিজসার

সোহং সোহং ধুন লাগে 'দরদ' 'মংদ'দিল নাহি

সতগুরু পরদা খোলহীঁ পরালোক লে জাঁহি।

সোহং জপ অজাপ হৈ বিন্ন রসন হৈবে ধুন্ন।

চঢ়ে মহল সুখ সেজপর জহাঁ পাপ ন হি পুন্ন॥

সোহং জপ অজাপ হৈ বিন্ন রসনা হৈব ধুন্ন।

সতগুরু দীপ সমীপ হ্বে ন হি বত্তী ন হি সুন্না॥ (গরীবদাসজ)

রাম রাম সীতারাম, অখণ্ড মৌন নিয়ে নির্জ্জনে সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ ক'রে তপস্যা ক'রতে যিনি পারেন, তিনি সত্বর শ্রীনাদসুন্দরের কৃপা লাভে সমর্থ হন এবং নাদের বিবিধ রূপ দেখ্‌তে পান। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম।

হরি। তুমি চরম নাদ কোন্‌টিকে বল ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম, ওঙ্কার নাদ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মারও উপাস্য। বেণুধ্বনি ওঙ্কার নাদ অভিন্নতত্ত্ব। হংসোপনিষদে চরমনাদ মেঘ।

'দশমে পরমং ব্রহ্ম ভবেদ্‌ ব্রহ্মাত্মসন্নিধৌ'।

শিবসংহিতায় চরমনাদ মেঘ।

'ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাদ্‌ ধ্বনির্মেঘরবোপমঃ।

যোগরসায়ন

ভেরীরবসমঃ পশ্চান্মেঘগর্জ্জনসন্নিভঃ।

অন্তিম নাদ মেঘ।

শিবপুরাণ মেঘনাদকে নবম নাদ ব'লেছেন।

ত্রিপুসার সমুচ্চয়—শেষনাদ মেঘ।
তন্ত্রসার—তৃতীয় নাদ (চরম) মেঘ।
যোগতত্ত্ববারিধি—চরমনাদ মেঘ।
শিবপুরাণ—নবম নাদ মেঘ ও যোগবিদ্যা দ্বিতীয় নাদ মেঘ ব'লেছেন, তা ভিন্ন সকলেই মেঘনাদকে চরম নাদ ব'লেছেন।

শ্রীপ্রণবানন্দ স্বামী—"আকাশতত্ত্ব যুধিষ্ঠির, স্থান কণ্ঠ বিশুদ্ধচক্র এখান থেকে সাধনক্রমে মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দ উঠে। তাকেই অনন্ত-বিজয় শঙ্খ বলে। এ শব্দে মন মিশিয়ে দিলে সর্ব্ববৃত্তিশূন্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা আসে।" ইনিও মেঘনাদকে চরম নাদ বলেন।

বৈষ্ণবশিরোমণিগণ শ্রীশ্যামসুন্দরের বংশীধ্বংনি মেঘের মত ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম।

মত্ত কোকিল গাওয়ে মধুর
অলিকুল তহি অতি সুস্বর
মুরলী ধ্বনি ঘন গরজনি
নাচত ময়ুর মাতিয়া।

(শেখর)

মুরলী ধ্বনি ঘন গরজনি বলা হয়েছে।

কাঁহাসে মুরলী ধ্বনি নবাভ্র গর্জ্জন জিনি
জগতাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উড়ি যায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১১।১০ শ্লোক শ্রীসনাতনগোস্বামিকৃত ব্যাখ্যা—কিঞ্চ গোবিন্দস্য বেণুমনু বেণুনাদং শ্রুত্বা অনন্তরং মন্দ্রগর্জ্জিতং নীলমেঘং মত্বা যে ময়ুরা ইত্যাদি। শ্রীপাদ সনাতনও বেণুনাদকে মেঘনাদের মত ব'ল্লেন।

পাতঞ্জল দর্শন কৈবল্যপাদ :

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা

বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।

ধ্যানপ্রভাবে চিত্ত সত্ত্ব নির্ম্মল হওয়ায় ঐশ্বর্য্য সর্ব্ববিজ্ঞানাদি সামর্থ্যরূপ প্রসংখ্যানে যি'নি লুব্ধ না হন, তাঁরই বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয়। বিবেকখ্যাতি (প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান) জন্মিলেই ধর্ম্মমেঘ সমাধি হয় 'ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ'।৩০। তাহ'তে অর্থাৎ ধর্ম্মমেঘ সমাধি দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ ও শুভাশুভ কর্ম্ম ধ্বংস হ'য়ে যায়। ' ৩০)

ধর্ম্মমেঘ সমাধি হ'লে জ্ঞান বা বুদ্ধিসত্ত্বের আবরক থাকে না। তজ্জন্য জ্ঞান বা বুদ্ধির আলোক অনন্ত হয় সুতরাং তখন জ্ঞেয় সকল অল্প হ'য়ে পড়ে, অর্থাৎ যোগী তখন সহজে সর্ব্বজ্ঞ হন।

শ্রীকবিরাজবাবা ব'লেছেন—"মেঘ ধর্ম্মমেঘ সমাধি সূচক হইতে পারে। পাতঞ্জলে যেমন ধর্ম্মমেঘ আছে বৌদ্ধমতেও দশ বোধিসত্ত্ব ভূমির চরম বা দশম ভূমিই ধর্ম্মমেঘ—এই ভূমি হইতে বুদ্ধত্বে আরূঢ় হইতে হয়। পাতঞ্জলে ধর্ম্মমেঘসমাধি অবস্থায় অবিদ্যাদি ক্লেশ ও শুভাশুভ কর্ম্মাশয় বিনষ্ট হয় বলিয়া অনাবৃত নির্ম্মলজ্ঞানের উদয় হয় ও গুণসকলের ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া পরিণাম ক্রম সমাধি হয়। বৌদ্ধমতেও ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট উভয় প্রকার অজ্ঞান দশম ভূমিতে নিবৃত্ত হয় বলিয়া সম্যক সম্বুদ্ধ ভাবের উদয় সম্ভবপর হয়।"

শ্রুতি, তন্ত্র ও বৌদ্ধ মহাজনগণ যাঁকে মেঘনাদ বলেন ভক্তগণ সেই মেঘনাদকেই শ্রীশ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনি বলেন তাঁরা বংশীধ্বনি শুন্‌তে শুন্‌তে মদনমোহনের নিকট উপস্থিত হন জ্ঞানী, যোগী ও বৌদ্ধগণ স্ব স্ব অভিলষিত স্থান প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। কেবলমাত্র কি মেঘনাদ শোনা যায় ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম না, মেঘনাদের সঙ্গে সিসিনাদ, সোঽহংনাদ

বোম্‌বোম্‌নাদ, ইঞ্জিননাদ—এসব শোনা যায়। ওঙ্কারনাদ আবির্ভূত হ'লে প্রথমে সাধকের ঠিক বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তারপর একবারেই জ্ঞান লোপ হ'য়ে যায় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

বেদাত্মা যস্য সর্ব্বেঽপি শরীর-শ্রুতিমস্তকম্।
বাগ্‌জালং যেন সংব্যাপ্তং প্রণবঃ স বিরাজতে॥

আকাশ বাতাস করি মুখরিত উঠিছে মধুর তান।
সোঽহং সোঽহং সোঽহং রবে কে ঐ গাহিছে গান॥
ঘন ঘন ঘন ঘন গরজন
নাহি হয় বিন্দুবারি বরিষণ,
আবেশে বিভোর তনু প্রাণ মন—
পুলকিত দেহখান।
অলক্ষ্যে গায়ক আরও কত সুরে—
গাহিতেছে গীত ওই শূন্যপুরে
কম্পিত মম এই কলেবরে—
আনিছে আনন্দবান॥
কভু বা আলোকে কভু বা আঁধারে
চকিতচিত চাহিছে তোমারে—
প্রেমময় নাথ থেকো নাকো দূরে
কর হে দরশ দান॥

মকার-বাবা

পঞ্চম উল্লাস

শ্রীকৃষ্ণলীলাচিন্তার কথা, বেণুরাণীর আবির্ভাব,
দার্শনিক মতসমূহের এক লক্ষ্য,
শ্রীরামায়ণ শ্রীমহাভারত শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিবিধ ভাষা,
বেদসম রামায়ণ, পঞ্চম বেদ মহাভারত, গায়ত্রী এবং ব্রহ্ম-
সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, গুরুদ্বারে মকার-বাবার লীলা।

যজ্ঞগুপ্তা পরমাত্মানং বিশ্বামিত্রাদয়ো দ্বিজাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং লেভিরে ব্রহ্ম তারং দিশতু নঃ ফলম্ ॥

মকার-বাবা

পঞ্চম উল্লাস

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। হাঁ, একটা কথা মনে পড়্‌লো, ধর কৃষ্ণচরিত্র মহাভারতে একরকম, হরিবংশে আলাদা, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে আলাদা আলাদা, এতে কি ক'রে বলা যায়—মহাভারত হরিবংশ সত্যি, কৃষ্ণ সত্যি, গল্প নয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তোমাকে আগেই ব'লেছি, কল্পভেদে লীলাভেদ হয়। রাম রাম সীতারাম লীলা অনন্ত, লীলার লক্ষ্য দেখ—

হরি। কি লক্ষ্য?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম লক্ষ্য—হ'ল আমার দেহে গেহে যে 'অহং মম' আছে, বহির্মুখতা আছে তা দূর করা রাম রাম সীতারাম। আমি কৃষ্ণলীলা চিন্তা ক'র্‌তে লাগলাম। কৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধ'রে কারাগারে জন্মালেন, বসুদেব নন্দের বাড়ীতে রেখে এলেন। তিনি পূতনা তৃণাবর্ত্ত বধ ক'র্‌লেন, যশোদাকে মুখের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখালেন, দধি-দুগ্ধপূর্ণ হাঁড়া বসান গাড়ীখানা লাথি মেরে ফেলে দিলেন, 'মাটী খাইনি' বলে হাঁ ক'রে মাকে মুখের ভিতর ব্রহ্মাণ্ড দেখালেন, এই ভাবে বৎসাসুর-বকাসুর-অঘাসুরবধ, ব্রহ্মমোহন ক'র্‌লেন। তিনি চতুর্ভুজ হ'য়ে জন্মাতে আমি তাঁকে ভগবান্ ব'লে জেনেছি, পূতনা প্রভৃতি বধ করাতে, মাকে মুখের ভিতর ব্রহ্মাণ্ড দেখাতে, ব্রহ্মমোহনে ভগবান্ ব'লে বুঝেছি। বালিকাদের বস্ত্রহরণ সেটা ভগবানের ছেলেখেলা, তাদের আকর্ষণ করা; নারীর লজ্জা বড় অধিক, লজ্জা ছাড়্‌তে পারে কিনা পরীক্ষা। কালিয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ দেখে ভগবান্ ব'লে নিশ্চয় ক'রেছি। রাসলীলায় সহস্র সহস্র কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখে তিনি শ্রীভগবান্ এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছে। ক্রমে মথুরায় গমন,

গোপীদের আকুল ক্রন্দনে আমিও লীলাচিন্তা ক'রতে ক'রতে কেঁদে ফেল্লুম, কংসবধ, নন্দ-যশোদার করুণ ক্রন্দনে আমিও কাঁদলাম, চিত্ত গলে গেল, গলা চিত্তে কৃষ্ণের ছাপ পড়লো। কৃষ্ণলীলা চিন্তায় আমার দেহের 'অহং মম' 'আমি আমার' ভুলে গেলাম। কৃষ্ণের পরমাণুসকল এসে আমার চিত্ত পূর্ণ ক'রে দিলে, ওঙ্কার এলেন, বাঁশী বাজলো; কাজ মিটে গেল। লীলাচিন্তায় আমার প্রয়োজন ত এইটুকু। 'বহুস্যাং' ব'লে যে পরমপদ থেকে নেমে এসেছি, আমার লক্ষ্য ত তাই? ব্যস্, ঠাকুর টেনে নিত্যলীলায় প্রবেশ করালেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। লীলা রকম রকম কেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। চিত্ত ত সকলের এক রকম নয়, শ্রীভগবান্‌ও কারো বাধ্য নন্, তিনি যাঁর চিত্তে যে ভাবে লীলা ক'রেছেন, তিনি সেইভাবে পুরাণাদিতে লিখে রেখেছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি ভক্তের চিত্তে যে ভাবে লীলা আবির্ভূত হ'য়ে তাঁদের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়েছেন, তাঁরা তাই লিখে রেখে গেছেন। তিনি অনন্ত, তাঁর লীলা অনন্ত, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত অনন্ত কাল ধ'রে এই নিত্য লীলা চল্‌ছে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। আমার লীলা চিন্তার উদ্দেশ্য ভগবদ্দর্শন, আগে বেণুরাণীসহ ওঙ্কার লাভ হবে, তারপর বাঁশী শুন্‌তে শুন্‌তে নিত্যলীলায় প্রবেশ ক'রবো জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। হাঁ, এই যে দর্শনশাস্ত্র, এরও তো কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। ন্যায় এক কথা বলেন, বৈশেষিক এক কথা বল্লেন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত. ভক্তি প্রভৃতি দর্শন, সকলে আলাদা আলাদা কথা ব'লেছেন, কাকে মান্‌বো? শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব, নিঃম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি আচার্য্যগণের কারো মতের মিল নেই, কাকে আমি মানি বল?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম

একটা ব্রহ্মাণ্ডের হিসাব হ'ল—পৃথিবী পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃত, সত্তর কোটি যোজন উচ্চ, তাতে উপরে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপ, সত্য ; নিম্নে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল, পাতাল সপ্ত অধোলোক—এই চতুর্দ্দশভুবন বেষ্টন ক'রে এর দশগুণ জল, তাকে বেষ্টন ক'রে তার দশগুণ আগুন, তাকে বেষ্টন ক'রে তার দশগুণ বাতাস, এইরূপ দশ দশ বৃদ্ধি পর পর হবে—আকাশ অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি—অণ্ডকটাহ দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড পরিবেষ্টিত, এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে নাদরূপিণী পরমা প্রকৃতি খেলা ক'রছেন, এটি যে মহতোমহীয়ান্ অবাঙ্মনসোগোচর পরমপুরুষের একপাদে ভাস্ছে, তিনপাদের কোন সংবাদ নাই, বল দেখি সীতারাম, সকলের তাঁকে কি একভাবে চিত্তে ধারণা ক'র্তে পারা সম্ভব ? যিনি যে ভাবে ধরেছেন তিনি সেইভাবে লিখে গেছেন। শ্রীভগবান্ শঙ্কর, শ্রীভগবান্ রামানুজ এবং অন্যান্য আচার্য্যগণ যে ভাবে অনুভব ক'রেছেন শিষ্যগণের শিক্ষার জন্য ব'লে গেছেন। ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রসমূহের কোন মত অগ্রাহ্য নয়, মাত্র অধিকারি-ভেদে দর্শনাদি শাস্ত্রের মতভেদ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তবে পরস্পর পরস্পরের মত খণ্ডন কেন ক'রেছেন ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম শ্রীভগবান্ শঙ্কর শিষ্যের অধিকার দেখ্‌লেন—বিবর্ত্তবাদে নির্গুণব্রহ্মে পাছে কোন রকমে অধিকারচ্যুত হয় এই-জন্য তাঁদের শাস্ত্রে দৃঢ় নিষ্ঠা আনবার জন্য বৌদ্ধমত সাংখ্যমত ভাগবতাদি মত খণ্ডন ক'রেছেন, উদ্দেশ্য হ'ল বিবর্ত্তবাদ নির্গুণ-বাদের অধিকারী ব্যক্তিকে তাঁর অধিকারে স্থির প্রতিষ্ঠিত করা ; লক্ষ্য সেই পরমপদ—অমৃতের উৎস। মত খণ্ডনের কারণ—শুধু যে যে ভাবের প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে তাকে সেই ভাবে স্থির রাখা। চরম পরম কাম্য হ'ল—বেণুকান্ত রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা, তুমি যে ত্রিবিধ ভাষার কথা ব'ল্লে, রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত আদি গ্রন্থ সকলকে বুঝতে হ'লে ত্রিবিধ ভাষার প্রয়োজন ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম হাঁ।

হরি। বলত চাঁদ রামায়ণের ত্রিবিধ ভাষা, দেখি তোমার বুদ্ধির কত দৌড়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম বুদ্ধির দৌড় গুরুপাদুকা পর্য্যন্ত, রামায়ণ—লৌকিকী ভাষা সাধারণ, কাব্যের ভাষা—অগ্নিবাণ ব্রহ্মবাণ সমুদ্র-বন্ধন অর্থাৎ যা সাধারণের অসম্ভব ব'লে বোধ হবে, সমাধির ভাষা—বেণু, বেণুরমণ—

অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রির্বিশ্বভাবনঃ।
উকারাক্ষরসম্ভূতঃ শত্রুঘ্নস্তৈজসাত্মকঃ॥
প্রাজ্ঞাত্মকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ॥
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥
শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদাধারকারিণী।
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতী জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥

—শ্রীরামোত্তরতাপিনী উপনিষদ্

অকার হ'তে বিশ্ব লক্ষণ, উকার হ'তে তৈজস শত্রুঘ্ন, মকার হ'তে প্রাজ্ঞাত্মক ভরত উৎপন্ন হ'য়েছেন। অর্দ্ধমাত্রাত্মক শ্রীরামচন্দ্র, আর তাঁর সান্নিধ্যবশে সকলের উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী মূল-প্রকৃতিরূপিণী সীতা, প্রণবত্ব হেতু লোকে তাঁকে প্রকৃতি বলে। ব্যস্, সীতারাম ওঠো আর নামো। অকার উকারে, উকার মকারে, মকার নাদে, নাদ অর্দ্ধমাত্রায় লয় ক'রে দিয়ে সামর্থ্য থাকে চুপ্ ক'রে থাক ; না থাকে ওঠো আর নামো। ওঠা নামা ক'র্‌তে কর্‌তে হাঁপিয়ে গিয়ে সীতারাম ওইখানে দাঁড়িয়ে পড়্‌বে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। আরও শুন্‌বে? অকার ব্রহ্মা তিনি জাম্ববান, উকার হ'ল উপেন্দ্র তিনি সুগ্রীব, মকার থেকে শিব স্বয়ং হনুমান ন্যাজওয়ালা, বিন্দু ঈশ্বর থেকে স্বয়ং চক্ররাজ (জ্যোতিঃ) শত্রুঘ্ন মহাপ্রভু নাদ, শঙ্খ ভরত, কলার

সাক্ষাৎ অনন্ত লক্ষ্মণ আর কলাতীতা ভগবতী স্বয়ং সীতা, তৎপর পরমাত্মা আপনি পুরুষোত্তম শ্রীরামসুন্দর।

(তারসারোপনিষৎ)

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অকার উকারে, উকার মকারে, মকার নাদে, নাদ বিন্দুতে, বিন্দু কলায়, কলা কলাতীতায়, কলাতীতা শ্রীরামসুন্দরে লয় ক'রে দিয়ে নিঃস্পন্দ হ'য়ে থাকো, না পারো সীতারাম ওঠা নামা কর, তারপর আপনা আপনি অচল হ'য়ে যাবে রাম রাম সীতারাম।

হরি। রামায়ণের আধিভৌতিক নেই?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আধিভৌতিক সাধারণ, আধিদৈবিক—চিন্ময় সাকেতে নিত্য লীলা, আধ্যাত্মিক—নাদময় ওঙ্কার রাম রাম সীতারাম, আর এক কথা—রামায়ণে পিতা, মাতা দুজনে মিলিত হ'য়ে আছেন, ওঙ্কার পিতা, গায়ত্রী মাতা, রামায়ণের উপাসনায় সাধারণের গায়ত্রী উপাসনার ফল হ'বে, তার দ্বারা ওঙ্কার লাভ হবে। গায়ত্রী বৈদিক উপাসনা, এতে দ্বিজাতি ভিন্ন কারও অধিকার নেই, কিন্তু রামায়ণে সকলের অধিকার। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। মহাভারত?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম লৌকিকী ভাষা—সাধারণ, বাণে বাণে ছয়লাভ, নিত্য দশহাজার সৈন্যনাশ ইত্যাদি ইত্যাদি কাব্যের ভাষা রাম রাম সীতারাম যা অসম্ভব ব'লে মনে হবে রাম রাম। আর সমাধির ভাষা—যুধিষ্ঠির আকাশতত্ত্ব, ভীম বায়ুতত্ত্ব, অর্জ্জুন তেজস্তত্ত্ব, নকুল জলতত্ত্ব, সহদেব পৃথ্বীতত্ত্ব, কুণ্ডলিনী দ্রৌপদী। পঞ্চতত্ত্ব থেকেই নাদ ওঠে, পরে ব'ল্‌ছি রাম রাম সীতারাম। মহাভারতের লৌকিকী ভাষার বর্ণনা শতবর্ষ আয়ু লাভ ক'র্‌লেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ; যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে। চতুরাশ্রম চাতুর্ব্বর্ণ্যের মহিমা এতে বিশেষরূপে বর্ণনা করা হ'য়েছে। কৃষ্ণভক্তগণ বিষ্ণু অবতার শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অনন্ত মহিমা মহাভারতে পাবেন, যদি কেহ মাত্র মহাভারতোক্ত কৃষ্ণচরিত্র

ধ্যান করেন, তার দ্বারাই তিনি শ্রীভগবান্‌কে লাভ ক'র্‌বেন। ভক্তির মহিমাও যথেষ্ট বর্ণিত হ'য়েছে যখন কুরুরাজ-সভা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে উলঙ্গ ক'র্‌তে চেষ্টা করে, তখন শ্রীভগবা 'বস্ত্রাবতার' হ'য়ে তাঁর লজ্জা রক্ষা ক'রেছিলেন।

দ্রৌপদীর প্রার্থনা :—

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব॥
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্॥

তিনি মাত্র স্থালীলগ্ন শাকান্ন ভোজন ক'রে দুর্ব্বাসার কোপ হ'তে শরণাগত পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন। সমস্ত মহাভারতে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা ঘোষিত হ'য়েছে। যাঁরা কৃষ্ণভক্ত তাঁদের মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এতেই সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ ক'রেছেন। শ্রীভগবানের সহস্র নামের মহিমা এতেই কথিত হ'য়েছে। মাত্র সহস্র নাম স্তোত্র যদি কেহ অবলম্বন করেন, ত'হলেই তিনি মূল লক্ষ্যে উপস্থিত হবেন।

শ্রীভগবান্ শঙ্করের অনন্তমহিমা বিশেষভাবে বহু স্থানে কথিত হ'য়েছে। আশুতোষ শ্রীভগবান্ শঙ্করের শরণাগত হ'লে মানুষ অবিলম্বে তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হ'য়ে কৃতার্থ হয়—একথা পুনঃ পুনঃ বলা আছে। তাঁর জন্ম-মৃত্যুনাশক সহস্রনামও কথিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও শ্রীমহাদেবের তপস্যা ক'রেছেন।

মা বিশ্বজননী জগন্মাতার মহিমার কথা এতে দেখা যায়। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতযুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীঅর্জ্জুনকে শ্রীদুর্গার স্তব ক'র্‌তে বলেন।

শ্রীঅর্জ্জুন স্তব করেন—

নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্য্যে মন্দরবাসিনি।

কুমারি কালি কপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে ॥
ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তু তে।
চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি ॥

এইভাবে স্তব ক'র্‌লে মা স্থির থাকৃতে পারেন না, অন্তরীক্ষে উপস্থিত হ'য়ে দর্শন দান করত বলেন,—তুমি অল্পকাল মধ্যেই শত্রুগণকে জয় ক'র্‌বে, দুর্দ্ধর্ষ নারায়ণসহায়বিশিষ্ট তুমি নর বজ্রসদৃশ, অরিগণের অজেয়। এইভাবে বর দিয়ে অন্তর্হিতা হন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশঙ্কর শ্রীজগন্মাতা শ্রীকার্ত্তিকেয় শ্রীকমলামাতা প্রভৃতি মহিমার কথা এতে বর্ণিত হ'য়েছে। শান্তিপর্ব্বে—রাজধর্ম্মপর্ব্বে রাজগণের কর্ত্তব্য বলা হ'য়েছে, রাজধর্ম্মপাঠকারী রাজার রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে জানবার আর কিছু বাকী থাকে না।

আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে—আপদ্‌কালের কথা, দমপ্রশংসা, সত্য-প্রশংসা, তপস্যা-প্রশংসা বিশেষভাবে করা হ'য়েছে।

মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব তো মোক্ষকামীগণের কল্পতরু। যিনি মোক্ষের যেরূপ অধিকারী হোন না কেন, তিনি তাঁর পথের সহায়তা লাভ ক'র্‌বেন। মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে জাপক মাত্র জপ ক'রেই কৃতার্থ হবেন (কথিত হয়েছে)। স্ত্রী-শূদ্রও যোগ অবলম্বনে পরমা শান্তি পাবেন। নারদীয় তো শ্রীভগবানের ভক্তির মহিমায় পূর্ণ।

অনুশাসনপর্ব্বে—অভয়দানের শ্রেষ্ঠত্ব, ভূমিদান-প্রশংসা, ব্রাহ্মণপ্রশংসা, স্ত্রী-প্রশংসা, অন্নদান-প্রশংসা, সুবর্ণদানফল, তিল-দান-ফল, গোদান-প্রশংসা ইত্যাদি দানের মহিমা যে কত বলা হ'য়েছে তা বর্ণনা করা যায় না!

শাণ্ডিল্য ও সুমনার সংবাদে সৎস্ত্রীগণের আচার বলা হ'য়েছে; জগজ্জননী মা উমা ভগবান্ শঙ্করের কাছে স্ত্রীধর্ম্মের বর্ণনা ক'রেছেন।

অশ্বমেধপর্ব্বে অনুগীতাপর্ব্বে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ ক'রেছেন।

আমরা কীটাণুকীট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, পঞ্চমবেদ মহাভারতের

মহিমা আমাদের বল্‌বার সাধ্য নাই; যৎকিঞ্চিৎ তোমাকে ব'ল্‌লাম। তুমি সীতারাম প'ড়ে দে'খো। রাম রাম সীতারাম সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করত চিত্ত কিছু প্রসন্ন হ'লে তবে মহাভারত প'ড়ো, তা'হলে তাঁর কৃপা পাবে, যথেচ্ছভাবে মহাভারত পড়তে চেষ্টা করলে মহাভারতের কঙ্কাল দর্শন করত তাঁর হাড় চিবিয়ে নিজের রক্তই পান ক'রে নৃত্য ক'রতে হবে। শাস্ত্রই ভগবান্, অসংযমীর এমন সাধ্য নাই যে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে, বিনা তপস্যায় শাস্ত্র-ভগবানের কৃপা হয় না রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

এই মহাভারতে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, এঁর স্কন্ধ অর্জ্জুন, ভীমসেন শাখা, নকুল সহদেব পুষ্প-ফল, মূল কৃষ্ণ, ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্মণমণ্ডলী।

দুর্য্যোধন পাপময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ স্কন্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন পুষ্প-ফল, মূল অমনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র।

হরি। মহাভারতের আধিভৌতিক?

ক্ষেপা। আধিভৌতিক সাধারণ। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম আধিদৈবিক—যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ধর্ম্ম, বায়ু, সূর্য্য, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির দেবরূপে পরিণতি রাম রাম সীতারাম। আধ্যাত্মিক—শ্রীপ্রণবানন্দস্বামী তাঁর গীতায় বলেছেন: যুধিষ্ঠির আকাশতত্ত্ব, ভীম বায়ুতত্ত্ব, অর্জ্জুন তেজস্তত্ত্ব, নকুল জলতত্ত্ব, সহদেব পৃথ্বীতত্ত্ব, কৃষ্ণ পরম তত্ত্ব, বৈকুণ্ঠবিহারী চতুর্ভুজ নারায়ণ গোলক বিহারী বেণুধারী রাম রাম সীতারাম।" তাঁর কথা: নাভি থেকে বীণাশব্দ ওঠে, তার নাম দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি। অনাহত চক্র হতে দীর্ঘ ঘণ্টা-নাদ শব্দ ওঠে। কণ্ঠ হতে মেঘ গর্জ্জন শব্দ ওঠে। স্বাধিষ্ঠান হতে বেণুশব্দবৎ নাদ ওঠে, মূলাধার থেকে মত্তভৃঙ্গবৎ নাদ উত্থিত হয়। পঞ্চতত্ত্বই পঞ্চ-পাণ্ডব।

হরি। সত্যি কোন্‌টা?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির মত যখন চিত্ত যে স্তরে থাকবে, সেইটাই প্রত্যক্ষ সত্য, আর বাকী দুটি

অপ্রত্যক্ষ সত্য, মিথ্যা কোনটাই নয়। ওঙ্কার যখন সব সেজেছেন তখন সব সত্য রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। ভাগবত ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম লৌকিকী ভাষা সাধারণ, কাব্যের ভাষা—যা অসম্ভব ব'লে মনে হ'বে, সমাধি ভাষা—

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম মায়য়া চ চতুষ্টয়ম্।
রোহিণীতনয়ো বিশ্ব অকারাক্ষরসম্ভবঃ॥
তৈজসাত্মকঃ প্রদ্যুম্ন উকারাক্ষরসম্ভবঃ।
প্রাজ্ঞাত্মকোঽনিরুদ্ধোঽসৌ মকারাক্ষরসম্ভবঃ॥
অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতী রুক্মিণী॥

—গোপাল উত্তরতাপিনী উপনিষৎ।

অকার হ'তে বিশ্ব সঙ্কর্ষণ, উকার হ'তে তৈজসাত্মক প্রদ্যুম্ন, আর মকার হ'তে প্রাজ্ঞাত্মক অনিরুদ্ধ, যাঁতে সমস্ত বিশ্ব অধিষ্ঠিত সেই কৃষ্ণ অর্দ্ধমাত্রাত্মক, কৃষ্ণাত্মিকা জগজ্জননী রুক্মিণী মূল প্রকৃতি রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। শ্রীমদ্ভাগবতও গায়ত্রী-মূর্ত্তি।

শ্রীপাদ শ্রীধর—

গায়ত্র্যাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা রূপমেতৎ পুরাণম্।

মৎস্যপুরাণে—

'যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ' রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

গরুড়পুরাণ বলেন,—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ॥
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

"শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

ইহাতে দ্বাদশটি স্কন্ধ এবং শত শত (তিনশত পঁয়ত্রিশটি) অধ্যায় আছে, ইহা ব্রহ্মসূত্রের অর্থসদৃশ, ইহাতে সমগ্র মহাভারতের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে—ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, সমগ্রবেদার্থ দ্বারা ইহার কলেবর বর্দ্ধিত এবং পুরাণসমূহের মধ্যে ইহা সামবেদসদৃশ।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে ব'লেছিলেন—

প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২৫

যা প্রণবের অর্থ, তা গায়ত্রীতে বিবৃত হ'য়েছে। সেই অর্থই শ্রীভগবান্ চতুঃশ্লোকীতে শ্রীব্রহ্মাকে বলেন, ব্রহ্মা নারদকে ব'লেছিলেন, নারদ বেদব্যাসকে বলেন। বেদব্যাস সেই চতুঃশ্লোকী অবলম্বনেই ভাগবত রচনা ক'রেছিলেন। ভাগবত শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। প্রণবের অর্থ কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম প্রণবের কথা তোমাকে আগে ব'লেছি—সমস্ত বেদ যাঁকে প্রাপ্তব্যরূপে প্রতিপন্ন করেন, যাঁকে পাবার জন্য তপস্যাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়, যাঁকে লাভ করবার অভিলাষে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালিত হ'য়ে থাকে, তোমাকে সংক্ষেপে তাঁর কথা ব'লছি—তিনি **ওম্**। ওঙ্কার পর ও অপর ব্রহ্ম, ওঙ্কার পরিদৃশ্যমান জগৎ, ওঙ্কার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, যা ত্রিকালাতীত তাও ওঙ্কার, ওঙ্কার ব্যতীত কিছু নাই। 'অ' ব্রহ্মা পৃথিবী অগ্নি ঋগ্‌বেদ, 'উ' অন্তরীক্ষ বিষ্ণু যজুর্ব্বেদ বায়ু, 'ম' দ্যুলোক সামবেদ সূর্য্য। এক কথায় যা কিছু সবই ওঙ্কার, তা'ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নাই।

গায়ত্রীও তাই পরে ব'ল্‌ছি রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। চতুঃশ্লোকী কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম শ্রীভগবান্ শ্রীব্রহ্মাকে ব'লেছেন—

হে ব্রহ্মন্! মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তি অতিগুহ্য, তথাপি সাধনের সহিত সে সকল তোমায় ব'ল্‌ছি—শোন। আমার সত্ত্ব, রূপ, গুণ এবং কর্ম্ম তুমি আমার অনুগ্রহে সমুদয়ই উত্তমরূপে জানতে পার্‌বে। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, তখন স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোন তত্ত্বই ছিল না। সৃষ্টির পরে আমিই আছি, যা কিছু অবশিষ্ট থাক্‌বে আমিই (ফলতঃ আমি অনাদি অনন্ত ও অদ্বিতীয়, অতএব পূর্ণস্বরূপ)। যথার্থ অর্থ না থাক্‌লেও দুই চন্দ্রের মত যা প্রতীত হয় এবং প্রকৃত পদার্থ হ'য়েও রাহুর ন্যায় প্রতীত হয় না, হে ব্রহ্মন্! তাকেই আমার মায়া ব'লে জান্‌বে। যেমন মহাভূতসকল উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ভূতসকলে প্রবিষ্ট হ'য়েও অপ্রবিষ্টরূপে অবস্থান করে—আমিও তদ্রূপ ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হ'য়েও অপ্রবিষ্ট থাকি। অন্বয় (একের সত্তায় অপরের সত্তা) ব্যতিরেকে (যাঁর সত্তা সম্বন্ধের অভাবে অপরের সত্তার অভাব দ্বারা) যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান তিনিই আত্মা—আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর এইই জিজ্ঞাস্য। তুমি এক মনে এই মতের অনুষ্ঠান কর। তাহ'লে কল্পে কল্পে বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি ক'রেও তোমার "আমি কর্ত্তা" এ অভিমান হবে না।

হরি। বেদব্যাস কিভাবে ভাগবত আরম্ভ ক'রেছেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

যাঁ হ'তে এই দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও যাঁ

হ'তেই লয় হ'য়ে থাকে, যাঁর সহিত (সত্তা) সম্বন্ধবশতঃ সমস্ত সৃষ্টপদার্থ সদ্‌রূপে প্রতীয়মান হয়, এবং যাঁর সত্তা সম্বন্ধ নাই ব'লে অবস্তুমাত্রই (আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি) অসৎ (অলীক) রূপে স্বীকৃত হ'য়ে থাকে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃপ্রকাশিত বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন, যে বেদ বিষয়ে পণ্ডিতগণেরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়, যিনি সেই বেদকে আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়াকাশে প্রকাশিত ক'রেছিলেন, যেরূপ তেজে অর্থাৎ মরীচিকাদিতে এবং কাচাদিতে জলভ্রম ও জলে কাচভ্রম হওয়াতে সেগুলি সত্য ব'লে বোধ হয়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিবিধ গুণ অসত্য হ'লেও যাঁর অধিষ্ঠান সত্তাকে আশ্রয় ক'রে সত্যরূপে প্রতীত হ'চ্ছে ; অথবা তেজঃ জল ও মৃদাদিতে জলভ্রম যেমন বাস্তবিক অলীক, সেইরূপ যাহা ব্যতীত সত্ত্ব, রজঃ, তম এই গুণত্রয়ের কার্য্য দেবতা ইন্দ্রিয় ও ভূতরূপ ত্রিবিধ সৃষ্টিই অসত্য, (উপাধি ভেদে যিনি নানারূপে প্রতীয়মান হন্ ব'লে লোকে যাঁর স্বরূপ-বোধে ভ্রমে পতিত হয়) কিন্তু যিনি স্বীয় মহিমার প্রভাবেই সেই ভ্রম নাশ ক'রে থাকেন, সেই সত্যরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি রাম রাম সীতারাম। যা গায়ত্রীর অর্থ, শ্রীমদ্ভাগবতের আদি শ্লোকের সেই অর্থ, এই জন্য স্বামীপাদ শ্রীধর—"গায়ত্র্যা প্রারম্ভেণ গায়ত্র্যাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা রূপমেতৎ পুরাণং" গায়ত্রীর দ্বারা আরম্ভ করা হ'য়েছে, তজ্জন্য এ গায়ত্রী নাম্নী ব্রহ্মবিদ্যা— মৎস্যপুরাণে এই কথা বলা হ'য়েছে, অন্য পুরাণেও ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী বলা হ'য়েছে রাম রাম সীতারাম।

শ্রীভাগবতের অন্তিম অধ্যায়ে—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে—

সমস্ত বেদান্তের সার এই ভাগবত, তার রসামৃতে পরিতৃপ্তগণের অন্যত্র রতি হয় না। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—ব্রহ্মসূত্রের কথা, 'সত্যং পরং ধীমহি'—এ হ'ল শ্রুতির কথা। শ্রুতি সত্য-ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলেছেন, **তজ্জন্য এই ভাগবত গায়ত্রী-রূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা।**

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা ব'লতেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। গায়ত্রী ব্রহ্মবিদ্যা, গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করা হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। গায়ত্রীর উপাসনার কথা বল।

ক্ষেপা। গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্—ছান্দোগ্য ৩।১২।১ যা কিছু স্থাবর জঙ্গম প্রাণী আছে—এ সমস্তই গায়ত্রী বাক্ প্রাণীবর্গের ভিতরে গান করে এবং তাদের ভয় হ'তে ত্রাণ করে ব'লে বাক্ই গায়ত্রী। বচন, উক্তি, বাক্শব্দ একার্থবাচক রাম রাম সীতারাম। এই "বেণুকান্ত" ওঙ্কারই গায়ত্রী, গায়ত্রীই পৃথিবী, যেহেতু প্রাণীবর্গ এতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেই গায়ত্রীরূপিণী পৃথিবীই আবার পুরুষাশ্রিত শরীর, তাই আবার শরীরমধ্যস্থ হৃদয়-পদ্মের সহিত অভিন্ন, কারণ ইন্দ্রিয়গণ তাতেই অধিষ্ঠিত রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বনে যেমন ব্রাহ্মণগণ হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ম্ময় নাদকে প্রাপ্ত হন্, তদ্রূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রাহ্মণ পাঠ ক'র্লে স্ত্রী শূদ্র শুন্লে সেই নাদময় ওঙ্কারকে প্রাপ্ত হন্।

এই 'ভাগবত' কর্ম্মভ্রষ্ট দেহাত্মজ্ঞানী সংসারলুব্ধগণকে পরম জ্যোতিতে নিয়ে যান। যাঁদের গায়ত্রীতে অধিকার নাই, তাঁদের এই ভাগবতই চরম পরম অবলম্বন।

যাঁদের গায়ত্রীতে অধিকার আছে, তাঁরাও ভাগবত অবলম্বনে প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ ক'রে পরমানন্দ সাগরে ডুবে যান রাম রাম সীতারাম। যাঁরা গায়ত্রীর অপরমূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগ-বতের নিন্দা করেন, তাঁদের চরণে প্রণাম করা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। শ্রীভগবান্ তাঁদের জন্ম-জন্মার্জ্জিত পাপ দূর ক'রে দিয়ে জ্বালার শান্তি করুন, আহা! তাঁরা নিরন্তর জ্ব'ল্ছেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। ভাগবতের আধিভৌতিক

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আধিভৌতিক—সাধারণ, আধিদৈবিক—চিন্ময় ধামে নিত্যলীলা, আধ্যাত্মিক—হৃদয়ে সেই রাসলীলা

রাম রাম সীতারাম। কৃষ্ণোপনিষদে কথিত হ'য়েছে—নন্দ পরমানন্দ, যশোদা মুক্তিগেহিনী, কৃষ্ণ শাশ্বত ব্রহ্ম, শেষনাগ বলরাম, দেবকী ব্রহ্মপুত্রা, নিগম বসুদেব, ১৬১০৮ ঋক্ হ'ল গোপিনী, দ্বেষ চাণুর মল্ল, মৎসর মুষ্টিক, দর্প কুবলয়াপীড়, গর্ব্ব রাক্ষস খগবক, দয়া মা-রোহিণী, সত্যভামা ধরা, অঘাসুর মহাব্যাধি, কলি কংস, শম মিত্র সুদামা, সত্য অক্রুর, উদ্ধব দম, শঙ্খ স্বয়ং বিষ্ণু, লক্ষ্মী রূপ, এরূপ চক্র ব্রহ্মরূপ, কশ্যপ উলুখল, রজ্জু অদিতিমাতা, চক্র শঙ্খ সংসিদ্ধি বিন্দু, গদা কালিকা, ধনু মায়া, গরুড় ভাণ্ডীর বট, সুদামা নারদমুনি, বৃন্দা ভক্তি ইত্যাদি।

হরি। হনুমানের ত্রিবিধ অর্থ আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আছে বৈকি, প্রকাণ্ড ন্যাজ—জগৎ জুড়ে, আকাশে মাথা ঠেকে রাম রাম সীতারাম।

হরি। বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম লৌকিকী ভাষা—সাধারণ, কাব্যের ভাষা—আকাশে মাথা ঠেক্‌লো, গন্ধমাদন পর্ব্বত আনা হ'ল, আর সমাধির ভাষায়—ব্রহ্ম প্রণব, লেজটি হ'ল নাদ, লঙ্কা হ'ল দেহ, লং পৃথ্বীবীজ, "কং শিরো জলমাখ্যাতং"—ক মাথা, সমগ্র দেহটি লঙ্কা, ন্যাজে আগুন মানে—জ্যোতির আবির্ভাব, আকাশে লাফ মারা মানে—আকাশের অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব, সাগর পার অর্থে—সংসারসাগর অতিক্রম রাম রাম সীতারাম।

হরি। আধিভৌতিক?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আধিভৌতিক—সাধারণ, আধিদৈবিক—কৈলাসে শঙ্কররূপে লীলা, আধ্যাত্মিক পূর্ব্ববৎ রাম রাম সীতারাম।

হরি। গরুড়ের কথা বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। লৌকিকা ভাষা—সাধারণ, কাব্যের ভাষা—নখে ক'রে গজ-কচ্ছপ আদি ধরা, সমাধিভাষায়—বেদবাণী রাম রাম সীতারাম।

হরি। আধিভৌতিকে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আধিভৌতিকে সাধারণ, আধিদৈবিকে বৈকুণ্ঠে হরির সেবা, অধ্যাত্মে নাদ বাণী রাম রাম সীতারাম।

হরি অনন্ত ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, লৌকিকী ভাষায়—সাধারণ, কাব্যের ভাষায়—একটি ফণায় পৃথিবী ধারণ ইত্যাদি, সমাধিভাষায়—ইনিই নাদময় ওঙ্কার, 'নাদকোটি সহস্রাণি', জ্যোতি হ'ল সাপের মাথার মণি। ইনি ঠাকুরের নিত্য সহচর সেবক রাম রাম সীতারাম।

হরি। অধিভূতে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম অধিভূতে সাধারণ, অধিদৈবে বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের শয্যা, আসন, ছত্র ইত্যাদি রূপে ভগবৎসেবক রাম রাম সীতারাম।

হরি। একি সব ঐ রকম ?

ক্ষেপা। রাম রাম রাম সীতারাম ত্রিগুণময়ী মকার-মা আমার এই ভাবেই লীলা ক'চ্ছেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। এ অর্থ কেন প্রকাশ করা হয় না ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম অধিকারী দুর্লভ, এই জন্য দেবতাগণ পরোক্ষ প্রিয়—ভাগবতে ও শ্রুতিতে এ কথা আছে, রাম রাম সীতারাম। আমরাও এ সব অর্থ জানি না, শুনিনি, এ সব মকারবাবা দের ক'র্‌ছেন।

হরি। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ কি করে ধরা যায় ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম ধ্যানে, বিনা সমাধিতে সত্য লাভ হয় না, শ্রীবাল্মীকি সমাধিতে সমস্ত রামলীলা দে'খে লিপিবদ্ধ করেন, হাসি-কথা সব প্রত্যক্ষ ক'রে লিখে গেছেন।

শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে উপদেশ করে ব'ল্লেন—

সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্‌॥

সমাধির দ্বারা তাঁর লীলা স্মরণ কর রাম রাম সীতারাম। সাংখ্য-পাতঞ্জলই বল আর শ্রীশঙ্কর শ্রীরামানুজই বল বাইরে মতভেদ, তপস্যার ফলে চিত্তের দোষ অপগত হ'লে, সব

সেই এক বেণুময় ওঙ্কার, দ্বিতীয় নেই যে রাম রাম সীতারাম।

আরও মজা শুন্‌বে—"যখন সমস্তই শূন্য ছিল, প্রজ্ঞাদেবী "ওম্‌" এর সহিত আকাশ হ'তে নির্গত হ'য়েছিলেন। তিনি সমস্ত বৌদ্ধের ও বোধিসত্ত্বের জননীস্বরূপা (প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রধৃত পূজাখণ্ড)। লোকে বলে বৌদ্ধগণ আত্মা মানে না, আরে যাঁদের ওঙ্কারই সৃষ্টির মূল, তাঁরা বেদ ছাড়া কি ক'রে? শূন্য ব্রহ্ম নামভেদ মাত্র।

নানক ব'লেছেন—

১ ওঁ সতিনামু করতা পুরখু নিরভউ নিরবৈরু।
অকাল মুরতি অজুনি সৈভং গুরুপ্রসাদ জপু॥

সব ওঙ্কার সব ওঙ্কার।

হরি। আচ্ছা, আমার প্রকৃত পরিচয় জান্‌তে হ'লে কি তিন প্রকার ভাষার প্রয়োজন হবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, হাঁ সীতারাম, লৌকিকী ভাষায় তুমি হরিদাস বাবু, কাব্যের ভাষায় তুমি এম-এ পাশ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, সমস্ত পুরাণ, উনবিংশতি সংহিতা, যত শাস্ত্র আছে সব পড়েছো, ভারতের সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী দেখেছো, সব তীর্থস্থানে ঘুরেছো রাম রাম সীতারাম রাম; সমাধি ভাষায় তুমি পরা প্রকৃতি বিরহিণী রাধা, কুণ্ডলিনী শক্তি রাম রাম সীতারাম।

হরি। আধিভৌতিকি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আধিভৌতিকে তুমি হরিবাবু, আধিদৈবে তুমি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ, আর অধ্যাত্মে তুমি বেণুময় ওঁকার—আমার আত্মারাম রাম রাম সীতারাম।

হরি। ওসব বাজে।

ক্ষেপা। তা'হলে একটা পচা গান গেয়ে নাচি—

বাজে ঐ বীণা বাজে।
পাগল করিল মোরে—
নিশিদিন বে'জে

যেন কি অতীত স্মৃতি, যেন কি পুরাণগীতি
যেন কি হারান নিধি—আসে নব সাজে।
যেন কি সুখের কথা, যেন কি মরম ব্যথা
যেন কি আশার স্বপন—হৃদি মাঝে রাজে ॥
ভেসে আসে নিতি নিতি, করুণার পুণ্য-গীতি,
মনে হয় এনে দিবে—সে হৃদয়রাজে ॥
হে গুরু করুণাসিন্ধু, বিতরি করুণাবিন্দু,
দূর কর ব্যবধান—দুজনার মাঝে ॥

('রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম' ব'লে ক্ষেপা ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে লাগলো।)

হরি। আরে থামো থামো, আমার এখনও কথা শেষ হয়নি !

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, বল সীতারাম।

হরি। যদি সকল সাধকের পরমপদ লক্ষ্য হয়, সাধন করত ওঙ্কার ও নাদ লাভ করেন, মুক্ত হন্, তবে ম'রতে আবার শিষ্য ক'রে সখী হ'তে রাসলীলা বস্ত্রহরণ লীলা কর্‌তে আসেন কেন ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম যাঁরা তাঁর স্পর্শ পেয়েছেন, সগুণ সাক্ষাৎকার হ'য়েছে, তাঁদের রাসলীলা বস্ত্রহরণ করবার সামর্থ্য থাকে না রাম রাম সীতারাম। তাঁদের দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হ'তে পারে না রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

পরদারেষু যে চাপি চক্ষুর্দৃষ্টিং প্রযুজ্যতে।
তেন দুষ্টস্বভাবেন জাত্যন্ধাস্তে ভবন্তি হি ॥৫০

—মহাভারত দানধর্ম্মপর্ব-১৪৫ অঃ।

যারা পরদারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সেই দুষ্টস্বভাব হেতু সপ জাত্যন্ধ হয় রাম রাম সীতারাম।

অগম্যাগমনাচ্চৈব পরদারনিষেবনাৎ।
মূষিকত্বং ব্রজেন্মর্ত্ত্যো নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ঐ

মানুষ অগম্যাগমন পরদার সেবা ক'র্‌লে মরণের পর ইঁদুর হয় রাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

পরদারাভিমর্শং তু কৃত্বা বৈ জায়তে বৃকঃ।
শ্বা শৃগালস্ততো গৃধ্রো ব্যালঃ কঙ্কোবকস্তথা ॥ ৭৫

—মহাভারত দানধর্ম্ম ১১১ অঃ

মানুষ পরস্ত্রীগমন ক'র্‌লে নেক্‌ড়েবাঘ কুকুর শেয়াল শকু সাপ কোঁচবক হয় রাম রাম সীতারাম।

নো বীক্ষেৎ পরদারাংশ্চ রহস্যেকাসনো ভবেৎ ॥

—ঐ দানধর্ম্ম ১০৪ অঃ

পরস্ত্রী দেখতে নেই, নির্জ্জনে পর-পত্নীর সহিত অবস্থা ক'র্‌তে নেই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। ওসব অন্ধকারের কথা, এখন তো সুখভোগ করি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সুখভোগ না নরকভোগ? সর্ব্বদা পরস্ত্রী চিন্তায় মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, অত্যধিক বীর্য্যক্ষয়ে আয়ু বল বুদ্ধি স চলে যায়; সঙ্গমান্তে নরকযন্ত্রণাভোগ, ক্রমে ধাতুঘটিত রো অথবা ক্ষয়কাশ, মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা, তারপর কাঁধে চ 'রামনাম সত্য হ্যায়' শুনতে শুনতে শ্মশানে, পরে অগ্নিরমণ অনন্তর নরকে অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত স্ত্রী-সম্ভোগ, নরক-ভোগান্তে এসে ছাগ-শকুনিযোনি লাভ জয় জয় রাম সীতারাম রাম বস্ত্রহরণ, রাসলীলা যে সাধু করেন তিনি এই পুরস্কার পান রা রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম সীতারাম। এইজন্য সাধুদের নারীকে রাক্ষসীর মত মনে করা উচিত রাম রা সীতারাম।

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব'লেছেন—

দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী—কি এক নরকদ্বার রমণীরতন
ত্যাজ্যং সুখং কিং স্ত্রিয়মেব সম্যক্—স্ত্রী-সুখই ত্যাজ্য।

শ্রীভগবান্ ব'লেছেন—

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥

স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী পুরুষ
করি দূরে পরিহার।

নিভৃতে অনলস-ভাবে
ধ্যান করিবে আমার ॥

স্থানান্তরে—

সর্পসম জনসঙ্গ বিষতুল্য মিষ্ট দ্রব্যচয়।
রাক্ষসীর মত নারী যে পারে ত্যজিতে,
সে জন বিদ্যা লভয়ে নিশ্চয় ॥

রাম রাম রাম রাম রাম সীতারাম।

মহাভারত ব'লেছেন—

স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসলে তিনদিন উপবাস ক'র্‌লে তবে শরীর শুদ্ধ হয়, কামের পরমাণুর হাতে নিস্তার পায়।

হরি। ব'ল্‌ছো তো চাঁদ, কিন্তু দেখ্‌তে তো পাই—গাদা গাদা মেয়েমানুষ সাধুবাবাদের ঘিরে থাকেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, যদি ঈশ্বরদর্শনের পূর্ব্বে কেউ সাধন ভজন ছেড়ে শিষ্য ক'র্‌তে আরম্ভ করেন, তাঁর পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। ঈশ্বর আদেশে যদি কেউ জগতের কল্যাণকল্পে শিষ্য করেন তা হ'লে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না রাম রাম সীতারাম। হাঁ তোমার প্রশ্ন—শিষ্য ক'র্‌তে আসেন কেন? তাঁরা আসেন না, শ্রীগুরুদেব অথবা শ্রীভগবান্ তাঁদের জগৎকল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেন, কবিরাজবাবার গুরুদেব পরমহংসবাবাকে তাঁর গুরুদেব আদেশ ক'র্‌লেন—যাও তুমি বিবাহ কর, জগতের কল্যাণ কর রাম রাম সীতারাম। তিনি গুরুর আদেশে বিয়ে ক'র্‌লেন। জগতের কল্যাণ অর্থে—মাত্র পুরুষের প্রতি কৃপা নয়, নারীদের প্রতি কৃপা করা উচিত, মায়েরা জগৎ ছাড়া নন্ রাম রাম সীতারাম। তিনি কত লোককে উদ্ধার ক'রে গেছেন, এখনও শিষ্যগণের প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি যথেষ্ট আছে রাম রাম সীতারাম। জগতে সকলে এক কাজ ক'র্‌তে আসেন না, কেউ ত'র্‌তে আসেন, কেউ বা তরাতে আসেন। পরমহংসবাবার যদি কোষ্ঠি থাকে তা'হলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে—তিনি তরাতে এসেছিলেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। ঐ বেহ্মময়ী ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তোমার বেহ্মময়ী জন্ম-জন্মান্তরে বহু সাধনা ক'রেছেন, ওঁর কোষ্ঠি দেখ্‌লে দেখ্‌বে—উনি ত'র্‌তে আসেননি, মকার-বাবা ওঁকে তরাতে এনেছেন। যতদিন দেহে থাক্‌বেন, ততদিন অবশভাবে ওঁকে তরাতে হবে রাম রাম সীতারাম, উনি জগতের যথেষ্ট উপকার ক'চ্ছেন রাম রাম।

হরি। কি উপকার ? উত্তম উত্তম ভোজন, আর ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে প্রণাম নেওয়া এইত ?

ক্ষেপা। না সীতারাম, ওঁর ভোজনের সন্ধান নিও, তুমি যা ব'ল্‌ছো তা নয়। বহু সংযম বহু তপস্তা অবশভাবে ওঁকে ক'র্‌তে হ'য়েছে, তবে উনি বেহ্মময়ী হ'য়েছেন, উনি নাদের পারগামিণী রাম রাম সীতারাম।

হরি। নাদের পারগামিণী না ঢেঁকি !

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম, তুমি যাঁকে ভক্তি কর সেই কবিরাজবাবা অনেকদিন আগে একদিন বেহ্মময়ীমাকে জিজ্ঞাসা করেন—নাভি হ'তে যখন প্রণব যোগে নাদ উঠে তখন কি অবস্থা হয় ?

মা—নাদের সঙ্গে সঙ্গে বুঝ্‌তে পারি, এ দেহ হইতে পৃথক্ হইতেছি অথচ জ্ঞান থাকে। সে অবস্থাটা ইচ্ছাবশেও আসেনা, ইচ্ছা করিয়াও থামাইতে পারিনা, দেহ সম্বন্ধে এতটা বিস্মৃতি আসে যে, আমি যে মেয়েমানুষ তা ভুলিয়া যাই দেহের খবর থাকেনা।

(কবিরত্ন-কৃত পরমহংসবাবার জীবনী ১৫৯ পাতা)

হরি। আরে ওসব বাজে।

ক্ষেপা রাম রাম ব'লে সেই ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌লো)।

হরি। আরে থামো থামো, এখনও কথা শেষ হয়নি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম কি ব'ল্‌বে বল রাম রাম।

হরি। ঐ বেহ্মময়ী ত মন্ত্র দেন্ না, কি ক'রে জগৎ তরাচ্ছেন ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম,

সন্ন্যাসী পরমহংস অবধূত—"তদ্দর্শনেন সকলং জগৎ পবিত্রং ভবতি। তৎসেবাপরোঽজ্ঞোঽপি মুক্তো ভবতি। তৎকুলমেকোত্তরশতং তারয়তি। তন্মাতৃ-পিতৃ-জায়াপত্যবর্গঞ্চ মুক্তং ভবতি।"

—মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ।

তাঁদের দর্শনে সকল জগৎ পবিত্র হয়, তাঁর সেবাপরায়ণ অজ্ঞ মূর্খব্যক্তিও মুক্ত হয়, তাঁর একশতএক কুল উদ্ধার হন্, তাঁর মাতা, পিতা, জায়া, অপত্যগণ মুক্ত হন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

"ভো ভগবন্! লোকস্য ক উপকারঃ? উপকাস্ত্রিবিধশ্চেতি। তৎ কথম্? ইত্থং দর্শনং ভজনং সম্ভাষণঞ্চেতি। দর্শনেন পাপক্ষয়ো ভবতি, ভজনেনোত্তরোত্তরং শ্রেয়োবৃদ্ধিঃ, সম্ভাষণেন মোক্ষো ভবতি।"

—অজ্ঞানবোধিকা

হে ভগবন্! লোকের কি উপকার হয়? উপকার ত্রিবিধ হয়। তা কি কি? তা হ'ল দর্শন, ভজন, সম্ভাষণ। মুক্তপুরুষের দর্শনে পাপক্ষয়, ভজনে উত্তরোত্তর শ্রেয়োবৃদ্ধি এবং সম্ভাষণের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। দর্শনে পাপক্ষয় কি ক'রে হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, একজন যুবতীর খোলা বুক দেখ্‌লে কি হয় রাম রাম সীতারাম?

হরি। মনটা বিকৃত হয় এ বেশ বোঝা যায়, তেমনি সাধু দেখে যে পাপ ক্ষয় হ'ল তাত বোঝা যায় না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, সাধু দেখ্‌লেই লোকে প্রণাম করে, সাধু তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত ক'র্‌লে তার ভিতর প্রচুর সাত্ত্বিক পরমাণু এসে প্রণামকারীকে পবিত্র করে দেয়। যে দর্শন করে, তার পাপ ক্ষয় হয়েছে বলেই প্রণাম ক'রে থাকে। প্রণামের তারতম্য অনুসারে পরমাণু সংক্রমণ

হয়। দণ্ডবৎপ্রণাম ক'র্‌লে সাধু তার সর্ব্বাঙ্গ দেখ্‌তে পান, তাঁর দৃষ্টিতে তার সমস্ত শরীর পবিত্র হয়। হাঁটু গেড়ে প্রণাম ক'র্‌লে যতটুকু দেখ্‌তে পান ততটুকু হয়, আর হাত তুলে প্রণাম ক'র্‌লে, সেই রকম হ'য়ে থাকে রাম রাম সীতারাম।

হরি। প্রণাম ক'র্‌লেই পাপক্ষয় হবে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, পাপ ত' দেহাভিমান, আমি বড় এ রকম। প্রণাম মানে হ'ল—"ন মম" এ দেহ আমার নয়, হে ভগবন্ তোমার দেহ, এই আত্মসমর্পণে পাপক্ষয় হয়—শ্রীভগবানের করুণা নেমে আসে। রাম রাম সীতারাম ভজনের দ্বারা তার শরীরে সাত্ত্বিক পরমাণু অধিক সংক্রমণে উত্তরোত্তর শ্রেয়োবৃদ্ধি অর্থাৎ মন অন্তর্মুখ হ'য়ে নাদের রাজ্যে গিয়ে পড়ে এবং সম্যগ্ রূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লে তাঁর উপদেশে "অহং মম" একবারে চলে যায়, তার নাম মুক্তি রাম রাম সীতারাম। এই ভাবে তোমার বেঙ্কময়ী জগতের উপকার ক'চ্ছেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। বেঙ্কময়ী যে পরমহংস হ'য়েছেন কি ক'রে জান্‌লে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, ওঙ্কারের অধিকার পরমহংসের। বহূদক কুটীচক হংস এঁদের গায়ত্রী থাকে, কিন্তু পরমহংসের গায়ত্রী এবং সমস্ত মন্ত্রের অবসান হয়, সুষুম্না-দ্বার মুক্ত হ'য়ে যায়, কোন মন্ত্র উচ্চারণ ক'র্‌তে গেলেই প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করে, মন্ত্র উচ্চারণের শক্তি থাকে না।

খুলিবে সুষুম্নাদ্বার মন্ত্র হবে লয়।
প্রণব করিবে খেলা হ'য়ে নাদময়॥

মা যখন ব'ল্‌ছেন 'নাভি থেকে নাদ উঠ্‌ছে'—এই লক্ষণের দ্বারা বুঝতে হবে যে তাঁর সব চলে গেছে। আরও এক ব্যাপার হচ্ছে—যাঁর প্রাণ যতটা সুষুম্নায় প্রবেশ করে, লোকে অবশভাবে তাঁর দিকে তত আকৃষ্ট হয়, এ কথা সাধুগণ বলেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। রাজা বা সেই রকম কোন লোকের প্রতি ত অনেকে ঝোঁকে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, সেখানে বাহ্য আকর্ষণ থাকে, এখানে তা নয় রাম রাম সীতারাম সীতারাম। বরাহপুরাণে কথিত হ'য়েছে—

সংস্মৃতঃ কীর্ত্তিতো বাপি দৃষ্টঃ স্পৃষ্টোঽপি বা প্রিয়ে।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥

কোন ভগবদ্ভক্ত-চণ্ডালকেও স্মরণ কীর্ত্তন দর্শন স্পর্শ ক'র্‌লে, তিনিও পবিত্র করেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। সে চণ্ডাল!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ভগবদ্ভক্তি তাঁকে ভগবানকে লাভ করিয়েছেন, তিনি ভগবানের জাতি হ'য়ে গেছেন, কাজেই তাঁর স্মরণে স্পর্শনে মানুষ পবিত্র হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। চণ্ডালও ভগবান্‌কে পেতে পারে?

ক্ষেপা। যদি প্রেমের পথে যান, সর্ব্বদা রাম রাম করেন, তা'হলে ভগবান্‌কে পেতে পারেন; তবে বেদপাঠের অধিকারের দাবী যদি করেন, তা'হলে ভগবান্‌কে পাবেন না, সাক্ষাৎ বেদপথে গতি কেবল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের। রাম রাম করাও গৌণভাবে বেদ আশ্রয় করা রাম রাম সীতারাম সীতারাম, কারণ, এক ওঙ্কার ব্যতীত তো কিছু নাই, তিনি বহুরূপ ধারণ করত লীলা ক'চ্ছেন। 'রাম রাম' ক'রে ওঙ্কারে পৌঁছে যাবে রাম রাম সীতারাম।

বৈষ্ণবদর্শনেনৈব স্পর্শনেন চ পার্ব্বতি।
সদ্যঃপূতং জলং বহ্নির্জগৎপূতঃ সমীরণঃ॥

—নারদপঞ্চরাত্র

হে পার্ব্বতি! বৈষ্ণবদর্শন ও স্পর্শনের দ্বারা জল অগ্নি পৃথিবী বায়ু পবিত্র হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। কি ক'রে হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সাত্ত্বিকপরমাণুর লাভে পবিত্র হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

গীতায়াঃ শ্লোকপাঠেন গোবিন্দস্তুতিকীর্ত্তনাৎ।
সাধুদর্শনমাত্রেণ তীর্থকোটিফলং লভেৎ॥

মানব গীতার শ্লোকপাঠ, গোবিন্দের স্তবকীর্ত্তন এবং সাধুদর্শন

মাত্রেই কোটি তীর্থের ফল লাভ ক'রে থাকে রাম রাম সীতারাম।

> যস্যানুভবপর্য্যন্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে।
> তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ সর্ব্বে মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ॥
> খেচরা ভূচরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্ দৃষ্টিগোচরাঃ।
> সদ্য এব বিমুচ্যন্তে কোটিজন্মার্জ্জিতৈরঘৈঃ॥

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যাঁর তত্ত্বদর্শন হ'য়েছে, তাঁর যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, সে সকলই পাপ হ'তে মুক্ত হয়ে যায়, ব্রহ্মবিদ্-দৃষ্টিগোচর সমস্ত খেচর যারা আকাশে উড়ে, ভূচর যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে, তারা কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ হ'তে মুক্ত হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। হাসালে চাঁদ, তা'হলে আজ পর্য্যন্ত কেউ ব্রহ্মবিদ্ হন্ নি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম স্বেদজ, উদ্ভিজ, জরায়ুজ, অণ্ডজ জীব অনন্ত; অনন্ত জীব মুক্ত হ'লে অনন্ত জীবই থাক্‌বে; চতুরশীতিলক্ষ-যোনি ভ্রমণ ক'রে তবে জীব মানব হয়।

> স্থাবরাস্ত্রিংশলক্ষাশ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ।
> কৃমিজা দশলক্ষাশ্চ রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ॥
> পশবো বিংশলক্ষাশ্চ চতুর্লক্ষাশ্চ মানবাঃ।
> এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥

ত্রিশ লক্ষ স্থাবর যোনি, নব লক্ষ জলজ, কৃমিজ দশ লক্ষ, বার লক্ষ পক্ষী, বিংশ লক্ষ পশু, চারি লক্ষ মানবযোনি ভ্রমণ ক'রে জীব দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় রাম রাম। ব্রহ্মবিদেরও— ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্, ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ, আদি স্তর আছে। শেষে তাঁরা চোখ তাকান না, নির্জ্জনেই থাকেন, সৃষ্টিরক্ষাও তার অন্যতম কারণ। সীতারাম! কাশীতে নৌকায় শ্রীমদ্ হরিহরানন্দবাবা অবস্থান ক'র্‌তেন, তিনি চোখ বুজেই থাক্‌তেন।

হরি। সে অন্ধ ছিল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম তিনি অন্ধ ছিলেন কিনা জানি না। কবিরাজ বাবার গুরু পরমহংসবাবার গুরুদেব শ্রীমন্ মহাতপাবাবা, তাঁর বয়স সহস্রাধিক বৎসর, তিনি অতি নির্জ্জনে এখনও আছেন। অন্যান্য অগণ্য মহাপুরুষ শত শত বৎসর যাঁদের বয়স, তাঁরাও নির্জ্জনে চোখ বুজেই থাকেন, সৃষ্টিরক্ষাই তাঁদের উদ্দেশ্য ব'লে মনে হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। তুমি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে—বেক্ষময়ী কি ক'রে উদ্ধার ক'র্‌ছেন? উত্তর পেলে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। হাঁ, ব্যাপার হ'ল—মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার নিয়ে দেহ ধারণ করে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রনিন্দা সাধুনিন্দা করেন তাঁর কোষ্ঠি দেখ্‌লে বোঝা যাবে তিনি কি কর্‌তে এসেছেন, যদি শাস্ত্র-সাধুনিন্দা করার যোগে জন্মে থাকেন তো, তাঁকে তাঁর গুরুদেব, এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর পর্য্যন্ত আমরণ চিত্তের এই মালিন্যকর অতিনিন্দিত কর্ম্ম হ'তে কেহই নিবৃত্ত ক'র্‌তে পার্‌বেন না রাম রাম রাম রাম সীতারাম।

হরি। দেখ্‌তে পাচ্ছে—অন্যায়, তা ব'ল্‌বে না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম অন্যায় দেখ্‌বার আগে দেখ্‌তে হবে মানবজন্ম কিসের জন্য, ভগবদ্দর্শনই জীবনের লক্ষ্য, তখন অপরের দোষ দর্শন না ক'রে ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টা করাই সাধুসম্মত পথ। যতদিন জগৎ থাক্‌বে ততদিন দোষী থাক্‌বেই। একজন অন্যায় ক'চ্ছে, আমি তা লোকের কাছে ব'লে শুনে জিভ কান মনকে কেন মলিন করি রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম? যাক্ সকলশাস্ত্রই ব'লেছেন—সাধু গুরুর দর্শন স্পর্শন প্রণাম সেবা পাদোদকপান প্রসাদভোজন—তার দ্বারা যত বড় পাতকী হোক না কেন সে শান্তি লাভ করে। যে স্থানে ভগবদ্ভক্ত সাধু অবস্থান করেন, তথায় সাত্ত্বিক পরমাণু জমাট বেঁধে থাকে। সেখানে যে কেহ যাবে তৎক্ষণাৎ তার শরীরে সাত্ত্বিক পরমাণু প্রবেশ ক'রে তার প্রাণে আনন্দের সঞ্চার ক'রে দেবে।

যং মত্বা বিভুমাশানং দুঃখং নোপৈতি সাধকঃ
সর্ব্বদুঃখৌঘসংহর্ত্তৃ তারং দিশতু নঃ ফলম্॥

মকার-বাবা

ষষ্ঠ উল্লাস

স্মৃতি-সংহিতা

সকলের লক্ষ্য আনন্দের উৎস,
বেদপথে তার প্রাপ্তির উপায়,
মৎস্য-মাংসবর্জ্জনে লাভ,
ভারতরমণী বিশ্বজননী, তাঁদের শিক্ষা,
বিলাত যাত্রা, বিধবা বিবাহ
প্রেমমার্গ, বিধবার জীবন।

অর্দ্ধমাত্রামমাত্রাং চ দেবতাং বিজনোজ্জ্বলাম্।
ওঙ্কাররূপিণীং দেবীং নিত্যং বন্দে সুনির্ম্মলাম্॥

মকার-বাবা

ষষ্ঠ উল্লাস

হরি। আর একটা কথা বল্‌বো ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, বল।

হরি। কি অত্যাচার চ'লেছে—ঐ মনু কনু কতকগুলো বাজে রদি মাল নিয়ে ; বেদকে ঢেকে দিতে যাচ্ছে, বলতো চাঁদ তোমার মনুর স্মৃতিশাস্ত্র কি উপকার ক'চ্ছেন ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। জয় জয় রাম সীতারাম, মনু কি ক'র্‌লেন—সীতারাম ?

হরি। ক'র্‌তে কি বাকি রেখেছে ? মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ ক'রে দিয়েছেন, হাত-পা বাঁধা, সকাল থেকে ঘুমনোর আগে পর্য্যন্ত 'এই ক'র্‌তে হবে, এই ক'র্‌তে হবে' আইনের লোহার শিকল বেঁধে বুকে পাষাণ চাপিয়ে ফেলে রেখেছিল। এখন আর সে দিন নেই, সব ইংরেজী শিখে উকো দিয়ে ঘসে ঘসে শিকল কেটে ব্যস্—কি স্ফূর্ত্তি, যা ইচ্ছে খাচ্ছেন, যা ইচ্ছে তাই ক'চ্ছেন, যাকে ইচ্ছে তাকে বিয়ে ক'চ্ছেন। ঐ মনু শিক্ষার পথ রোধ ক'রে সকল জাতিকে দেবে রেখেছিল, এইবার মনুকে একবারে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ! বলত চাঁদ তোমার স্মৃতিশাস্ত্রের কথা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। জয় জয় রাম রাম, বেদশাসিত ভারতের লক্ষ্য সেই আনন্দের উৎস রাম রাম, সীতারাম।

হরি। আনন্দের উৎস কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম—

> যস্য ত্রীপূর্ণা মধুনা পদান্য
> ক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি।
> য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত-
> দ্যামেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ॥

—ঋগ্বেদ ১।১৫৪।৪

অর্থাৎ যে বিষ্ণুর ত্রিপাদামৃত চতুর্দ্দশ বিশ্বভুবনকে বিশেষতঃ তদাশ্রিত জনগণকে মধুর রসে প্রমোদিত করেন, আমরা তাঁহারই শরণ গ্রহণ করি।

তদস্য প্রিয়মভিপাথো অশ্যাং
নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা
বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥

—ঐ ১।১৫৪।৫

এই মহান্ বিষ্ণুর প্রিয়ভূত অবিনশ্বর ব্রহ্মলোক ব্যাপ্ত হইয়া আছে, যেস্থানে দ্যোতনস্বভাব বিষ্ণুকে যজ্ঞাদির দ্বারা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক মানব তৃপ্তি অনুভব করে।

"ব্যাপক বিষ্ণু সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তমে পরম উৎকৃষ্ট নিরতিশয় সুখাত্মক-পদে (স্থানে) জরামরণ পুনরাবৃত্তি আদি ভয় নাই, উক্ত প্রকারে তিনি সমস্ত সুকৃতকারীদিগের হিতকারী, তাঁহার পদ যাঁহারা প্রাপ্ত হন্, তাঁহারা আর ধরাধামে ফিরিয়া আসেন না। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিতে ইহা কথিত হইয়াছে" রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। অমৃতের উৎস পরমপদে আছে—তা কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। জয় জয় রাম সীতারাম, রসতম ওঙ্কারের অরব-রব-ধারা চিন্ময় বেণুগীত রাম রাম সীতারাম, তা শুধু পরম-পদেই আছে তা নয় রাম রাম সীতারাম—

অসাধনা বাপি সসাধনা বা
সমানমেতদ্দৃশ্যতে মানুষেষু।
সমানমেতদমৃতস্যেতরস্য
মুক্তাস্তত্র মধ্ব উৎস সমাপুঃ।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি
ভগবন্তং সনাতনম্॥ ১৬॥

—মহাভারত সনৎসুজাতায়-৪র্থ অঃ।

শ্রীসনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে ব'লেছিলেন—মানুষ অসাধন হ'তে

পারে সসাধন হ'তে পারে, কিন্তু অন্তরের সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম উভয়ের পক্ষেই সমান, (কেবল মনুষ্য নয় সর্ব্বপ্রাণীর) মুক্ত হোক্ বা বদ্ধ হোক্ উভয়ের আত্মস্বরূপ একরূপ। তবে বিশেষ এই যে মুক্তপুরুষই "মধুর উৎস" প্রাপ্ত হন্। মুক্তগণ যাঁকে লাভ ক'রে মধুর উৎস প্রাপ্ত হন্—তাঁকে যোগিগণ উত্তমরূপে দর্শন ক'রে থাকেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। মধুর উৎস কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, রসতমের রসের ঝরণা পূর্ণানন্দ, পুরুষোত্তমের চিন্ময় 'বেণুনাদামৃত' রাম রাম সীতারাম।

হরি। বল—তোমার স্মৃতিশাস্ত্রের কথা, দেখি তোমার বিদ্যের দৌড় কতটা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বেদশাসিত পুণ্যভূমি ভারতের লক্ষ্য ঐ অমৃতের প্রস্রবণ। রাম রাম—ব্রাহ্মণ বালক গর্ভাষ্টমে উপনীত হ'য়ে গুরুগৃহে গমন কর্‌লেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করত শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গের সহিত বেদচতুষ্টয় পাঠ ক'র্‌লেন। বার বৎসর কাল গুরুসেবা করত বেদ আয়ত্ত কর্‌বার পর শ্রীআচার্য্যদেব শিষ্যকে বেদার্থ গ্রহণ করাচ্ছেন—'সত্যং বদ' 'ধর্ম্মং চর' 'স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ' ইত্যাদি—সত্য ব'ল্‌বে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ক'র্‌বে, অধ্যয়নে প্রমাদ ক'র্‌বে না, আচার্য্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণান্তে গৃহাশ্রমে গিয়ে সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখ্‌বে, সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়ো না, ধর্ম্ম হ'তে বিচ্যুত হ'য়ো না, আত্মরক্ষা বিষয়ে অনবহিত হ'য়ো না, বিত্তলাভার্থক মঙ্গল কার্য্যে প্রমাদগ্রস্ত হ'য়ো না, স্বাধ্যায় ও অধ্যয়নবিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হ'য়ো না।

দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।

দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে ভ্রান্ত হ'য়ো না। মাতৃদেব হও। পিতৃদেব হও। অতিথিদেব হও। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দিত তাই অনুষ্ঠান ক'র্‌বে, অপরগুলি ক'রো না। আমাদের যা

শাস্ত্রসম্মত আচরণ (সদাচার) তা তুমি নিয়মিতভাবে পালন ক'র্‌বে, অন্য আচরণসকল ক'র্‌বে না। যে সকল ব্রাহ্মণ আমাদের হ'তে শ্রেষ্ঠতর তুমি তাঁদের আসনদান পূর্ব্বক শ্রম দূর ক'র্‌বে, শ্রদ্ধা সহকারে দান ক'র্‌বে, অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক দিবে না— সামর্থ্য অনুসারে দান ক'র্‌বে, বিনয় সহকারে দান ক'র্‌বে, সভয়ে দান ক'র্‌বে, মিত্রভাবে দিবে, আর যদি তোমার শ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্মবিষয়ে সংশয় হয়, শ্রৌত বা স্মার্ত্ত আচার বিষয়ে সংশয় হয়, তাহ'লে সে দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বিচারক্ষম নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্মপরায়ণ, কর্ম্ম ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত, তাঁরা ঐ সকল বিষয়ে যেরূপ নিরত থাকবেন, তুমিও সেই প্রকারে রত থাক্‌বে, আর পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের কারও আচার বিষয়ে যদি কেহ সংশয় উপস্থিত করে, তাহ'লে ঐ কালে বা স্থানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্মাদিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত অক্রুরমতি ও নিষ্কাম ব্রাহ্মণ থাক্‌বেন, তাঁরা ঐ সকল বিষয়ে যেরূপ নিরত থাকেন, তুমিও সেইরূপই থাক্‌বে—ইহাই বিধি, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের রহস্য, ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা, এই প্রকারেই সমস্ত অনুষ্ঠান ক'র্‌বে। এই প্রকারেই সমস্ত অনুষ্ঠান ক'র্‌বে।

বেদপাঠান্তে শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে আপনার সদৃশী ভার্য্যা গ্রহণ করত গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ক'রে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠে মানসে শয্যাকৃত্য করার পর—স্নান, সন্ধ্যা, পুষ্পচয়ন দেবপূজা, গায়ত্রীজপ, স্বাধ্যায়, হোম, গোগ্রাস-দান, স্নান, তর্পণ, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, দেবতাকে অন্ননিবেদন, বৈশ্বদেব-বলি, অতিথিসেবা, সকলের ভোজনের পর ভোজন, বৈকালে শাস্ত্রাদি পাঠ, সূর্য্যাস্তের আধ ঘণ্টা আগে সায়ংকালীন স্নান-সন্ধ্যা-গায়ত্রীজপ, অতিথি থাক্‌লে অতিথি-সেবা, রাত্রে কিছু গ্রহণ, জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে শয়ন, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠে আবার পূর্ব্ববৎ কর্ম্মাচরণ ক'র্‌তে থাক্‌লেন। মোটামুটি তোমায় ব'ল্লাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম। এইরূপ নিত্যকর্ম্ম করার ফলে মন অন্তর্ম্মুখ হ'য়ে রইলো, তিনি গৃহে অতিথির মত বাস ক'রে বানপ্রস্থ আশ্রমের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌লেন—

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্।

পুত্রের জন্য স্ত্রীর ঋতুকালে চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, রবিবার, সংক্রান্তি ও নিষিদ্ধযোগ করণাদি পরিত্যাগ ক'রে পুত্র-কামনায় গর্ভাধান ক'র্লেন।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥

বহুপুত্র ইচ্ছা ক'র্বে—যদি এরমধ্যে একজনও গয়া যায় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ কিংবা নীলবৃষ উৎসর্গ করে।

৩।৪ টী পুত্র জননের পর স্বামী-স্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে ভগবৎপথে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, তাঁকে ধর্ম্মকার্য্যে সঙ্গিনী ক'রে সংযম শিক্ষা দিতে দিতে এগিয়ে চল্‌লেন।

"পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" পঞ্চাশবৎসর উত্তীর্ণ হ'লে স্ত্রীকে সঙ্গে অথবা পুত্রদের কাছে রেখে বনে গিয়ে শাস্ত্রোক্ত বানপ্রস্থ আশ্রমোচিত তপস্যাদি কর্ম্ম ক'র্তে ক'র্তে সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন, ৭৫ বৎসরের পর সন্ন্যাস নিয়ে উলঙ্গ অথবা কৌপীন গ্রহণ ক'রে গ্রামে একদিন, নগরে তিনদিন থেকে ভিক্ষার দ্বারা দেহরক্ষা করত দেবালয় শূন্যগৃহ বৃক্ষতলে নদীতীর আশ্রয়-পূর্ব্বক যোগমার্গে আত্মধ্যান ক'র্তে লাগলেন, যথাকালে ব্রহ্মরন্ধ্র-দ্বারে দেহত্যাগ ক'রে ব্রহ্মলোকে গেলেন। নির্ব্বাণকামী জ্ঞানী পরমব্রহ্মে লীন হ'য়ে গেলেন।

ক্ষত্রিয় শাস্ত্রানুসারে বেদপাঠ প্রজাপালন আদি করত অন্তে বানপ্রস্থ আশ্রমে যোগে দেহত্যাগ ক'র্তেন। বৈশ্য বেদপাঠ কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য নিয়ে অগ্রসর হ'তেন, শূদ্র ত্রৈবর্ণিক সেবার দ্বারা ক্রমে আনন্দের উৎসের সন্ধান পেতেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। এই ছিল বৈদিকযুগের আত্মলাভের উপায়। ক্রমে ত্রেতা দ্বাপর চলে গেল, দারুণ কলিযুগ এল। ব্রাহ্মণ ভুল্‌লেন যে—

"ব্রাহ্মণস্ত তু দেহোঽয়ং ন সুখায় কদাচন"।

ব্রাহ্মণের দেহ সুখলাভের জন্য নয়, ইহলোক তপস্যার ও পরলোকে অনন্ত সুখ। সে সব ভুলে গিয়ে অর্থ কামনায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ধাবিত হ'লেন এবং ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমচতুষ্টয় যুগপ্রভাবে নষ্ট হ'য়ে গেল। ব্রাহ্মণ তপস্যা ভুলে অর্থলাভের জন্য ছুটলেন, ব্রাহ্মণ ভোগের জন্য উন্মত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বর্ণই স্ব স্ব কর্ম্ম হ'তে ভ্রষ্ট হ'লেন। মাথা খারাপ হ'লে যেমন সব খারাপ হয়, ব্রাহ্মণের অধঃপতনে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অধঃপতিত হলেন ; স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্ম, আচার ধর্ম্ম সব ভুলে গেলেন ; ঐহিক-সর্ব্বস্ব রজঃ তমঃপ্রধান লোকের সংসর্গে ইহলোক-সর্ব্বস্ব হয়ে এখন ভোগ ভোগ ক'রে উন্মাদের মত ছুটে চলেছেন, এ দের জন্য আর পূর্ব্বোক্ত বিধি রইল না ; বেদপথে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা অসম্ভব হ'ল, তজ্জন্য শ্রীভগবান্ শাস্ত্ররূপে জানালেন তোমরা পূর্ব্ব-কর্ম্মফলে যে যুগে জন্মেছ, শাস্ত্রমত চলা অসম্ভব। ব্রাহ্মণ! তুমি সাধ্যমত সদাচার, যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যপালন, সাত্ত্বিক আহার, যথাকালে ত্রিসন্ধ্যা ও গায়ত্রীর উপাসনা এবং নিত্য একসহস্র গায়ত্রী জপ কর, লক্ষ গায়ত্রী যদি জপ ক'রতে পার তা'হলে তুমি ব্রাহ্মণ হবে, যদি বার লক্ষ গায়ত্রী জপ করতে সমর্থ হও তাহ'লে তুমি পূর্ণ ব্রাহ্মণ হবে, তাতেও যদি অসমর্থ হও সন্ধ্যা কর, অন্ততঃ ১০৮ গায়ত্রী জপ কর, আর সর্ব্বদা নাম কর রাম রাম সীতারাম। এইভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে এবং শূদ্রগণকে ব'ল্লেন—তোমরা যে রক্তে যে বীর্য্যে জন্মেছ যথাসাধ্য শাস্ত্রানুমোদিত পথে অগ্রসর হ'য়ে আনন্দের উৎস লাভ কর।

তুমি এ কথা বুঝিয়ে বল।

পা। রাম রাম সীতারাম সত্য ত্রেতার পর ক্রমে রামায়ণের যুগ এল, তখন যথাসাধ্য বৈদিককর্ম্মের অনুষ্ঠান করা রামায়ণপাঠ লীলা-চিন্তা করা ইত্যাদি চল্‌তো। ক্রমে মহাভারতের ও পুরাণের যুগ এসে উপস্থিত হ'ল। চতুর্বর্ণকে শাস্ত্র বল্‌লেন—বৈদিকপথে চল্‌তে

চেষ্টা কর, আর শ্রীভগবানের করুণাঘনমূর্ত্তি নাম অবলম্বনে সচে
হও, এই নাম আশ্রয়ে তোমরা ক্রমে বৈখরী অতিক্রম ক'
মধ্যমায় পৌঁছুলে নাদ পাবে, সেই নাদধ্যানে তোমরা শ্রীভগবানে
দর্শন লাভ ক'র্‌বে, নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হবে, অথবা যদি নির্ব্বা
চাও তাও পাবে। তোমরা কলিযুগে জন্মেছ, তোমাদের জ
সহজ পথ হ'ল নামকীর্ত্তন, এর দ্বারাই তোমরা তোমাদে
আনন্দের উৎসে পৌঁছে যাবে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীমাধবেন্দ্র
পুরী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তির মহি
নামের মহিমা প্রচার ক'রে সকলের সুখকর আনন্দময় প
দেখালেন। তবে এ পথে যেতে হ'লে যথেচ্ছ ভোজন অতিরি
স্ত্রী-সংসর্গ, কুসঙ্গ ইত্যাদি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, যদি তা ত্যাগ ন
ক'র্‌তে পারো, তোমার কেন্দ্রে পৌঁছতে বিলম্ব হবে, তুমি দুঃ
ভোগ ক'র্‌বে।

তুমি কে স্মরণ কর। তোমা'র গন্তব্য স্থির ক
নাও। যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থার পথ ধ'রে বেদের মর্য্যা
রেখে অগ্রসর হও। তুমি অমৃতের সন্তান, ঐ চেয়ে দেখ-
অমৃতের নির্ঝর থেকে অমৃতধারা সতত ঝর্‌ছে, ঐ ধারায় তুমি স্না
কর, ঐ ধারা অবলম্বন কর, তোমায় আর কোন চিন্তা ক'র্‌
হবে না, অনায়াসে তোমার আনন্দময় স্বরূপ লাভ ক'র্‌বে রা
রাম সীতারাম। **স্মৃতিশাস্ত্র কি ভাবে নিত্য চল্‌লে জী
আনন্দসাগরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে পরমানন্দে মিশ্‌
পার্‌বে তারই উপায় ব'লেছেন। স্মৃতি স্বর্গের পারিজা
মাল্য, স্মৃতি লৌহ-শৃঙ্খল নয়—মুক্তির সোপান, পরম
নন্দে পৌঁছুবার প্রহরীবেষ্টিত আলোকমালায় অত্যুজ্জ্ব
নিরাপদ রাজপথ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রা
সীতারাম। স্মৃতিশাস্ত্রের লক্ষ্যও ওঙ্কারলাভ।**

হরি। তোমার সব কথাই শুন্‌লাম, বল ত বাপু এখন পেটের চিন্ত
মানুষ অস্থির, অত কর্ম্ম ক'র্‌বে কখন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যিনি না পারবেন যথাকালে সন্ধ্যা, গায়ত্রীজপ, গীতা-চণ্ডী স্বাধ্যায়, নামকীর্ত্তন, যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন, সাত্ত্বিক আহার ক'রবেন রাম রাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম।

হরি। সাত্ত্বিক আহার মানে কচু ঘেঁচু কাঁচাকলা; ও খেয়ে মানুষ কতদিন বাঁচ্‌তে পারে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ প্রভৃতি ভিন্ন জগতে কত উত্তম উত্তম খাদ্য আছে: ফল, মুল, দুগ্ধ, আটা, ছোলা, মুগ, মটর আদিতে যথেষ্ট জীবনীশক্তি বর্ত্তমান। রাম রাম বিহারী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি বাবারা বাঙ্গালীর অপেক্ষা খুব বলবান্, দীর্ঘজীবী; তাঁরা মাছ, মাংস খান্‌না রাম রাম সীতারাম।

হরি। দুধ ঘিয়ের দাম কত?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—গরু পুষবেন। গোমাতার শরীরে সমস্ত দেবতা বাস করেন। তাঁর মূত্রে লক্ষ্মী অবস্থান করেন, রাশি রাশি সাত্ত্বিক পরমাণু গোশালায় খেলা করে, গোমাতা সু-পরমাণু-সাগরে ডুবে থাকেন, গোদুগ্ধ সাত্ত্বিক পরামাণুতে ভরা, গো-সেবার দ্বারা ইহলোক পরলোক উভয়লোকেই আনন্দ পাবেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। মাছ মাংস খেলে দোষ কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম মাছে মড়া, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা ভোজন ক'রে, সেই পরমাণুতে মাছের দেহ পুষ্ট হয়, মাছ ঐ ঘৃণ্য পরমাণুর সমষ্টি রাম রাম সীতারাম। সেইজন্য মাছ খেলে দেহ, মন দুইই দুষ্ট হ'য়ে থাকে রাম রাম সীতারাম। কাজেই যারা নীরোগ সুস্থ শরীর এবং স্থির শান্ত মন চান—তাঁদের মাছ ত্যাগকরা অবশ্য কর্ত্তব্য রাম রাম সীতারাম। খাওয়ার নিয়ম ব্রাহ্মণাদিবর্ণের। "শূদ্রগণের ভক্ষ্যাভক্ষ্য পেয় অপেয় কোন নিয়ম নাই, কাজেই তজ্জন্য এরা এরা কোন পাপের ভাগী হয় না, এজন্য এদের সাধু ব'লে কীর্ত্তন করেছি।" ২৪॥

—বিষ্ণুপুরাণ ষষ্ঠ অংশ।

শূদ্রগণের খাওয়ার কোন নিয়ম না থাকলেও যিনি শান্তিকামী শূদ্র, তিনি সাত্ত্বিক আহার ক'র্লে অচিরে আনন্দলাভে সমর্থ হবেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। মাংস খেলে কি হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ছাগ কামী পশু, ছাগমাংস ভোজন করা এবং ছাগের শুক্রভোজন করা এক কথা। এই ছাগমাংস যিনি খান ছাগের মত তাঁর কামপ্রবৃত্তি বাড়ে, তিনি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ক'র্তে সমর্থ হন না, অজস্র স্ত্রীসঙ্গ ক'রে দেহ মন জীর্ণ ক'রে ফেলেন শুক্র ব্রহ্ম, শুক্র আত্মা—তা যদি শরীর থেকে চলে যায়, তা'হলে মানুষ কতদিন বাঁচ্‌তে পারে? সেই মাংসের সঙ্গে পেঁয়াজ দেওয়া হয়। শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস বাবা ব'লেছেন—"পেঁয়াজ বড় খারাপ জিনিষ গোমাংস তুল্য"। (কবিরত্নকৃত জীবনী ৮৩২ পৃষ্ঠা) তিনি যোগিরাজাধিরাজ ছিলেন, তাঁর দৃষ্টি যোগজ দৃষ্টি। পেঁয়াজ খেলে মানুষের শরীর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়, তাতে শরীর ক্ষয় হ'তে থাকে রাম রাম সীতারাম।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণগোস্বামীবাবা ব'লেছেন—(আচার্য্য প্রসঙ্গ ২৭৮ পৃষ্ঠা) "ঠাকুর বলিলেন দেখ দেখ কিরূপ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, পেঁয়াজ গোমাংস তুল্য" রাম রাম সীতারাম।

তিনি নিজে ছাগমাংস পেঁয়াজ খেলেন, বাড়ীর স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ালেন, মনের উত্তেজনায় গৃহস্থের যে 'স্ত্রী-সংসর্গ মাসে ঋতুকালে একদিন করা কর্ত্তব্য' তা ভুলে গিয়ে অজস্র ক'র্তে লাগ্‌লেন। যাঁকে সহধর্ম্মিণীরূপে এনেছিলেন, ধর্ম্ম-শিক্ষাদান, পতিনারায়ণব্রতের শিক্ষা, ভগবৎসেবা-পূজা সংযমের দ্বারা তাঁকে গড়ে দেবীতে পরিণত ক'র্বার কর্ত্তব্য ভারগ্রহণ ক'রেছিলেন, তাঁকে নিজের মনের চাঞ্চল্যে দেবী না ক'রে কামুকী তৈরী ক'র্লেন। তাঁর উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি দেখে তাঁর স্ত্রী 'স্বামী নারায়ণ' এ কথা ভুলেও মনে রাখ্‌তে সমর্থ হ'লেন না। পুত্র কন্যারও প্রবৃত্তি পিতামাতার প্রবৃত্তির অনুসরণ ক'র্লো। চা, বিড়ি প্রভৃতি উত্তেজক নেশা নিজে ক'র্তে লাগ্‌লেন, বাড়ীতেও চ'ল্তে

লাগ্‌লো। মায়েরা দোক্তা পান চা খেয়ে স্বাস্থ্য মন সবই দুর্ব্বল ক'রে ফেল্লেন, ছেলেমেয়েরাও পিতামাতার অনুসরণ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। নাটক-নভেল পড়া, সিনেমা দেখা খুব চ'ল্‌লো। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর অবাধমিলনে পরমাণু সংক্রমিত হ'য়ে পরস্পরকে অবশভাবে আকর্ষণ ক'রে যা করে, তা আর কি বল্‌বো, ভুক্ত-ভোগী মাত্রেই একথা জানেন। হয়তো কোন সংসারে সংযম নিষ্ঠা আছে, কিন্তু হায় তাও বুঝি থাকেনা রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

তারপর অতিরিক্তধাতুক্ষয়ের জন্য হাঁপানি ক্ষয়কাস ধ'র্‌লো, অকালে কাল-কবলে গেলেন, নয়তো মাথার গোলমাল হ'ল, পাগল গারদে গিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌লেন। **কলকাতায় শত শত মায়েদের হাঁসপাতাল কেন—এ কথা কি কেউ ভেবে দেখেছেন? ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এত হাঁসপাতাল কেন ছিল না** তাকি কখনও ভাব্‌বার অবসর হ'য়েছে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম রাম রাম? সবাই যে এরকম—এ কথা বলিনি, অনেকে এখনও ভাল আছেন, তাঁদের প্রণাম।

হরি। ক্ষেপা চাঁদ! তুমি যা তা বলে যাচ্ছো।

(ক্ষেপা রাম রাম সীতারাম ব'লে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌লো।)

হরি। আরে! থামো থামো, এখনও কথা শেষ হয়নি। মাংস খেতে নেই—তোমার কোন্ শাস্ত্র ব'লেছেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, শাস্ত্রের কথা শুন্‌বে রাম রাম?

হরি। বল—একটু শুনি, দেখি তোমার বিদ্যের দৌড় কতদূর।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, হরি হরি বিদ্যের দৌড় গুরুপাদুকা পর্য্যন্ত। রাম রাম সীতারাম, আচ্ছা শোনো রাম রাম সীতারাম—

যশ্চ মাংসপ্রিয়ো নিত্যং কাক-গৃধ্রান্ স সংস্পৃশেৎ।
সুরাপঃ সততং নিত্যং শূকরত্বং ব্রজেদ্ ধ্রুবম্॥

—গীতাপ্রেস-মহাভারত দানধর্ম্ম ১৪৫ অঃ

যারা নিত্য মাংসপ্রিয় তারা দেহান্তে কাক, শকুনি হয়, আর মদ্যপ ম'রে শূকর হয় রাম রাম সীতারাম।

অভক্ষ্যভক্ষণো মর্ত্ত্যঃ কাক-জাতিষু জায়তে ॥

—ঐ

অভক্ষ্যভক্ষণকারী মানব দেহান্তে কাক হয়।

হরি। তুমি বাংলাই বল।

ক্ষেপা। রাম রাম শ্রীভগবান্ শঙ্কর শ্রীগৌরীদেবীকে ব'লেছেন—মাংসভক্ষণে যা দোষ, আমি তোমায় যথাযথ ব'ল্‌ছি শোনো—ইষ্ট—অগ্নিহোত্রাদি, দত্ত—শরণাগত রক্ষা, ভূতগণের অহিংসা প্রভৃতি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও দক্ষিণাসহ বহুযজ্ঞের অনুষ্ঠানের ফল—মাংস ভোজন না করার ষোড়শভাগের একভাগের তুল্য নয়।

যে ব্যক্তি আপনার মিষ্টফল লাভের আশায় পরের মাংস ভোজন করে, সে ব্যাঘ্র, গৃধ্র, শৃগাল এবং রাক্ষসের সমান।

যে ব্যক্তি পরের মাংসের দ্বারা নিজের মাংস বাড়াতে চায় সে যেখানে যেখানে যায় স্থির হ'তে পারে না।

যেমন আপনার মাংসচ্ছেদনে ক্লেশবোধ হয়, তদ্রূপ পর-মাংস-চ্ছেদনে তোরও হয় জান্‌বে।

যে যাবজ্জীবন কোন মাংস খায়না, সে স্বর্গে বিপুল স্থান লাভ করে—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

যে ব্যক্তি পূর্ণ একশত বৎসর তপস্যা করে, আর যিনি মাংস বর্জ্জন করেন তাঁর তপস্যার সমফল অথবা অধিক ফল হ'য়ে থাকে রাম রাম সীতারাম। যে মোহসমাযুক্ত ব্যক্তি পুত্র-মাংসের তুল্য মাংস ভোজন করে সে অধম পুরুষ।

—মহা-দানধর্ম্ম ১১৪ অঃ

যে মহাত্মাগণ রূপ, পূর্ণাঙ্গতা, আয়ু, বুদ্ধি, সত্ত্বগুণ, বল, স্মৃতিলাভ ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন, তাঁরা হিংসা ত্যাগ ক'র্‌বেন।

—ঐ ১১৫ অধ্যায়

রাম রাম সীতারাম, ভীষ্মদেব ব'ল্‌ছেন—হে যুধিষ্ঠির! যিনি সংযত হ'য়ে মাসে মাসে অশ্বমেধযজ্ঞ করেন, আর যিনি মধু মাংস বর্জ্জন করেন—এঁদের উভয়ের সমান ফল হয়। ৮॥

—দানধর্ম্ম ১১৪ অঃ

যিনি মাংস ভোজন করেন না অথবা করান না, জীবহত্যা করেন না কিংবা করান না, তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদ্—এ কথা স্বায়ম্ভুব মনু ব'লেছেন। ১০ ॥

মাংস বর্জ্জন ক'র্‌লে সর্ব্বভূতের অনভিভবনীয়, সমস্ত জন্তুর বিশ্বাসপাত্র, নিত্য সাধুগণের সম্মত প্রিয় হন্। ১১ ॥

ধর্ম্মাত্মা নারদ ব'লেছেন—যিনি পর-মাংসের দ্বারা নিজের মাংস বৃদ্ধি ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন, তিনি নিয়ত অবসন্ন হন্। ১২ ॥

বৃহস্পতি ব'লেছেন—যিনি মধু (মদ্য) মাংস ত্যাগ করেন, তিনি দান যজ্ঞ তপস্যার সম ফল লাভ ক'রে থাকেন। ১৩ ॥

শতবৎসরকাল মাসে মাসে যিনি অশ্বমেধযজ্ঞ করেন, আর যিনি মাংস খান না—উভয়ে সমান ফল লাভ করেন। ১৪ ॥

সদা যজ্ঞানুষ্ঠান, সতত দান, সর্ব্বদা তপস্যার ফল প্রাপ্ত হন—যিনি মধু-মাংস একেবারে ত্যাগ করেন। ১৫ ॥

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বভূতে অভয়দক্ষিণা দান করেন, তিনি জগতের প্রাণদাতা হন্। ১৮ ॥

হে মহারাজ! সেইজন্য বিশেষরূপে মাংসত্যাগই ধর্ম্মের, স্বর্গের এবং সুখের শ্রেষ্ঠ আয়তন—অতি উত্তম স্থান। ২২ ॥

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম তপস্যা, অহিংসা পরম সত্য যেহেতু অহিংসা হ'তে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। ২৩ ॥

মাংস তৃণ, কাষ্ঠ বা পাষাণ হ'তে উৎপন্ন হয় না, প্রাণীগণকে সংহার ক'রে মাংস হয়, তজ্জন্য মাংসভক্ষণে দোষ হ'য়ে থাকে। ২৪ ॥

যেহেতু হিংসকগণের আয়ু কাল গ্রাস করে তজ্জন্য যিনি স্বীয় কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তিনি মাংস একবারে বর্জ্জন ক'র্‌বেন। ৩১ ॥

যে ব্যক্তি জীবিত থাক্‌তে ইচ্ছাকারী প্রাণীদিগের মাংস ভোজন করে, তা হত হোক্ বা মৃত হোক্, সে তার হত্যাকারী। ৩৭ ॥

সমস্ত হিরণ্যদান, গোদান, ভূমিদান—তাহ'তে মাংস অভক্ষণ বিশেষ ধর্ম্ম—ইহা আমরা শুনেছি। ৪১ ॥

যে ব্যক্তি মাংসভোজনশীল হ'য়েও পরে নিবৃত্ত হন, তিনি পাপ থেকে বিশেষভাবে নিবৃত্ত হন ব'লে তাতে মহাধর্ম্ম লাভ করেন। ৪৪ ॥

যে পশু আনে, যে অনুমোদন করে, যে হনন করে, যে মাংস ক্রয়-বিক্রয় করে, যে পাক্ করে, যে ভোজন করে, তারা সকলেই মাংসভক্ষক ॥ ৪৫ ॥

যে পুরুষ আপনাকে অত্যন্ত নিরুপদ্রব ক'র্‌তে ইচ্ছুক, সে এ জগতে সর্ব্বপ্রকারে সমস্ত প্রাণীর মাংস যেন বর্জ্জন করে। ৪৮ ॥

হে নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! মাংস না ভক্ষণ ক'র্‌লে সর্ব্বসুখ লাভ হয়। ৫২ ॥

যিনি পূর্ণ শতবর্ষ সুদারুণ তপস্যা করেন, আর যিনি মাংস বর্জন করেন, এঁদের সমান ফল হয়—এই আমার মত। ৫৩ ॥

যে ধার্ম্মিকগণ আজন্ম নিত্য মধু (মদ্য) মাংস বর্জ্জন করেন তাঁরা মুনি ব'লে স্মৃত হন্। ৬০ ॥

সে জন্য এই উত্তম অহিংস-লক্ষণ ধর্ম্ম যাঁরা আচরণ করেন, সেই মহাত্মাগণ স্বর্গধামে বাস করে থাকেন। ৬৯ ॥

—মহাভারত-দানধর্ম্ম ১১৪ অঃ

যে অপরের মাংস দ্বারা আপনার মাংস বর্দ্ধন ক'র্‌তে ইচ্ছা করে, তা হ'তে ক্ষুদ্রতর আর কেহ নাই, তজ্জন্য সে মানব নৃশংসতর ব'লে কথিত হয়। ৭ ॥

জগতে প্রাণ হ'তে প্রিয়তর আর কিছু নাই, তজ্জন্য মানব আপনার ন্যায় পরকে দয়া ক'র্‌বে। ৮ ॥

জগতে শুক্র হ'তে মাংসের উৎপত্তি, তা ভক্ষণে মহান্ দোষ, তাহ'তে নিবৃত্ত হওয়া মহাপুণ্য ৯ ॥

হে কৌরবনন্দন! ইহ ও পরলোকে জগতে সর্ব্বভূতে দয়ার ন্যায় আর কিছুই নাই। ১০ ॥

ধর্ম্মবিদ্‌গণ 'ধর্ম্ম অহিংসা লক্ষণ' জানেন, তজ্জন্য আত্মজ্ঞ মানব যা অহিংসাত্মক ধর্ম্ম তাই ক'র্‌বেন। ১২॥

যিনি সর্ব্বভূতকে অভয় দেন, সর্ব্বপ্রাণী তাঁকে অভয় দিয়ে থাকে—আমরা একথা শুনেছি। ১৩॥

হে রাজন্‌! যিনি যাবজ্জীবন মাংসভোজন করেন না, তিনি স্বর্গে বিপুল স্থান প্রাপ্ত হন্‌—এতে কোন সংশয় নাই। ২৪॥

হে ভারত! যেহেতু সে আমাকে ভক্ষণ ক'র্‌ছে, আমিও তাকে ভক্ষণ ক'র্‌বো—এই হ'ল মাংসের মাংসত্ব, তুমি জ্ঞাত হও। ২৫॥

ঘাতক যেমন নিত্য বধ করে, তেমনি সেই ভক্ষিত প্রাণী তাকে বধ ক'রে থাকে, অপরের নিন্দাকারী স্বয়ং অপরের দ্বেষের ভাজন হয়। ২৬॥

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম দম, অহিংসা পরম দান, অহিংসা পরম তপস্যা। ২৭॥

অহিংসা পরম যজ্ঞ ও অহিংসা পরম ফল, অহিংসা পরম মিত্র, অহিংসা নিরতিশয় সুখ। ২৯॥

সর্ব্বযজ্ঞে দান, সর্ব্বতীর্থে স্নান, কিংবা সর্ব্বদান ফল অহিংসার তুল্য নয়। ৩০॥

অহিংস্র ব্যক্তির অক্ষয় তপস্যার ফল হয়, অহিংস্র সতত যজ্ঞের ফল লাভ করেন, অহিংস্র সর্ব্বভূতের মাতাপিতার ন্যায়। ৩১॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অহিংসার এই ফল সামান্য ব'ল্‌লাম কিন্তু শতবর্ষেও অহিংসার ফল ব'ল্‌তে পার্‌বো না। ৩২।

—মহাভারত দানধর্ম্ম-পর্ব্ব ১১৬ অঃ

ব্রহ্মপুরাণ ২১৬ অধ্যায়—

অহিংসার তুল্য দান নেই, অহিংসার তুল্য তপস্যা নেই, অহিংসার তুল্য তীর্থ নেই। যেমন বক্রগতি নদীসকল সাগরে মিলিত হয় তদ্রূপ হিংসাহীন সাধুসকল ধর্ম্ম আশ্রয় করেন॥

যেমন কাষ্ঠে অগ্নি থাকে, তদ্রূপ আমি প্রাণীগণের

শরীরে বাস করি, তজ্জন্য যারা জন্তুগণকে হিংসা করে তারা আমার ঘাতক—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই ॥

মাংস কাষ্ঠ প্রস্তর অথবা তৃণ হ'তে জন্মে না, হিংসা হ'তে মাংস জাত হয়, তজ্জন্য মাংস পরিত্যাগ ক'র্‌বে ॥

যারা জলচর ও স্থলচর প্রাণীদিগকে হত্যা করে, তারা কোটি-কল্পকাল নরকে নিমজ্জিত হয়।

* * *

যাঁরা মাংস খান না, সেই সত্যশৌচসমন্বিত মানবগণ সুখে ধর্ম্মরাজপুরে গমন ক'রে থাকেন।

যিনি সহস্রগোদান করেন, আর যিনি মাংস ভক্ষণ না করেন, উভয়ে সমান—বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই কথা ব'লেছিলেন। সমস্ত যজ্ঞে যে পুণ্য, সর্ব্বযজ্ঞে যে ফল, হে বিপ্রগণ। মাংস ভক্ষণ না ক'র্‌লে মানব তাহা প্রাপ্ত হয়।

—ব্রহ্মপুরাণ ২১৬ অঃ।

যেমন কুটিলগামিনী নদী সমুদ্রে মিলিত হয়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্ম্মও অহিংসক পুরুষকে আশ্রয় করেন, জীবহিংসাকারী মানব কাষ্ঠস্থিত অগ্নির ন্যায় চরাচর-ব্যাপ্ত শ্রীভগবানের হননকারী, ধর্ম্ম ঐ হিংসককে আশ্রয় করেন না।

—শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর।

হরি। ক্ষেপাবাবা! তুমি ত' অনেক শাস্ত্রের কথা বল্‌লে, মাংস খেলে কি হয় তা বুঝিয়ে দিতে পারো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম মানবজীবনের লক্ষ্য হল "ঈশ্বর-দর্শন"। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, জীব হনন ক'র্‌লে তাঁকেই হত্যা করা হয়।

হরি। ধান, যব, ছোলা এদেরও প্রাণ আছে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম ধান, যব, ছোলার প্রাণের দ্বারা জীবদেহ রক্ষিত হবে ব'লে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ছাগ আদি পশু মানুষ ভক্ষণ ক'র্‌বে ব'লে সৃষ্ট হয় নাই। যে পশুর যে স্বভাব তার মাংস খেলে খাদক সেই স্বভাব পাবেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীবাবা ব'লেছেন—"মৎস্য, মাংস

লঙ্কা, অধিক সর্ষপ, অধিক অম্ল, অধিক মিষ্ট, মিঠাই-মধু-ক্ষীর এই সমস্ত আহার ও মসুরীরডাল, মাষকলাই এই সকল কামোদ্দীপক। কাম ক্রোধ মনের কার্য্য, মন শারীরিক পরিণতি।"

(করুণা-কণা ৮১-৮২ পৃঃ)

"মাংসে তমোগুণ বৃদ্ধি হয়, মৎস্যে কামবৃদ্ধি"

প্রথম লক্ষ্য—চিত্ত অন্তর্মুখ করা—তা হবে না; চিত্ত বহির্মুখ হয় ব'লেই মাংসভক্ষণের দোষের কথা মনুমহারাজ, ব্যাসদেব প্রভৃতি ব'লেছেন; তাঁরা প্রাণীগণকে পরমপথ প্রদর্শন ক'র্বেন ব'লে তাঁদের পরমানন্দে ডোবাবার জন্য বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন ক'রেছেন। তাঁরা যোগজদৃষ্টি দ্বারা, কিসের দ্বারা মানুষের মূল কেন্দ্রে পৌঁছুতে কোন ব্যাঘাত হ'বে না—তাই ব'লে গেছেন। মানো—উত্তম, সত্বর আনন্দে পৌঁছুবে; না মানো—রোগ শোক দুঃখ ভোগ ক'র্তে ক'র্তে ঘুর্তে থাক্বে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তুমি এর আগে একটা কথা ব'ল্লে যে, যুবক যুবতীর মিলনে পরমাণু সংক্রমণ হয় কিন্তু আজকাল স্কুল কলেজে তো তা হ'য়েই থাকে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, মায়েদের স্কুল কলেজে পড়িয়ে উকিল ব্যারিষ্টার কেরাণী করা তো ভারতের ধর্ম্ম নয়; ভারতের নারী যে নন্দনের পারিজাত, স্বর্গের দেবী, বিশ্বজননী। তাঁরা যদি জামা জুতো পরে চাক্রী ক'র্তে যান, তাহলে সংসারের অবস্থা কি হবে? চাক্রী ক'র্বার জন্য তাঁদের দেহ তৈরী হয়নি, তাঁরা কোমলাঙ্গী, তাঁদের মনোবৃত্তি কোমল, তাঁরা নারায়ণবোধে পতিসেবা ক'র্বেন। সংসারের সব ভার তাঁরাই নেবেন, পতি উপার্জ্জন ক'রেই নিশ্চিন্ত হবেন। সারাদিন পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাক্রী করার মত শরীর ভগবান্ তাঁদের দেন নাই। তিনি একটি বড় চাক্রী করেন—গর্ভ হ'ল, গর্ভ নিয়েই চাক্রী করা বা ওকালতী করা কি সম্ভব? আর পুরুষের মধ্যে অবস্থান—এ জঘন্য আচার ভারতনারীর নয়; তাঁরা গৃহলক্ষ্মী, তাঁদের

স্থান অন্তঃপুর বৈকুণ্ঠে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির কতকাংশ মুসলমান রাজত্ব পর্য্যন্ত, আর্য্যরমণী কখনও বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা বা উপার্জ্জন ক'র্‌বার জন্য দাসত্ব ক'র্‌তেন না। ভারতের আদর্শ "পতি-নারায়ণ-সেবা"; পতিসেবার দ্বারাই কৃতার্থ হ'য়ে থাকেন। সতী পতির সঙ্গে পরলোকে সুখে অবস্থান করেন। ভারতের বিবাহ চুক্তি রেজেষ্টারী ক'রে হয় না; অগ্নি, নারায়ণ, ব্রাহ্মণ সাক্ষী ক'রে পতি পত্নীকে গ্রহণ করেন। বেদ বলেন— "অর্দ্ধং হ বৈ জায়া" স্ত্রী পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী। ভারতের নারী কামসঙ্গিনী নন্, সহধর্ম্মিণী। ভারতের পুরুষ কামভোগের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন না, নিয়মিত শাস্ত্র-সঙ্গত ভোগের দ্বারা কামকে জয় করবার জন্য স্ত্রী পরিগ্রহ করত তাঁকে সঙ্গিনী ক'রে সেই পরমানন্দপারাবার অভিমুখে যাত্রা করেন। ভারতনারীর পরপুরুষদর্শনে পাপ হয়। ভারতনারী আসেন সেই পরমানন্দময় শ্রীভগবানকে লাভ কর্‌বার জন্য, কাজেই তাঁদের জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়া শিক্ষিত পিতামাতাগণের কখনও কর্ত্তব্য নয়, তাঁদের আনন্দে বঞ্চিত ক'রে কঠোর পুরুষোচিত দাসত্ব ক'র্‌বার জন্য যে পিতামাতা লেখাপড়া শেখান তাঁরা—রাম রাম রাম সীতারাম।

হরি। ধর, দরিদ্র আত্মীয়, অসমর্থ স্বামী—এঁদের পালন কর্‌বার জন্য যদি নারী চাকরী করে তাতে ক্ষতি কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির কিছু অংশ কখন কোন নারী দশমাস গর্ভ নিয়ে বা কচি ছেলে বুকে ক'রে ওকালতি ক'র্‌তে যাননি। সতীনারীর সতীত্ব-বলে দরিদ্র আত্মীয় বা অসমর্থ স্বামীর কোন অসুবিধা কোনকালে হয়নি রাম রাম সীতারাম। আচ্ছা, তুমি সত্য ক'রে বল দেখি সীতারাম—এতে কি বাস্তবিক মায়েরা সুখী হ'য়েছেন ?

ভগবান্‌কে ডাক্‌বার অবসর পর্য্যন্ত নাই। লেখাপড়া শিখিয়ে এখনকার পিতামাতা কন্যার সর্ব্বনাশ করেন। চিরদিন তাঁদের জল্‌তে হয়। এঁদের বিবাহের মন্ত্র "যদেতদ্ হৃদয়ং তব

তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥" যেখানে তোমার হৃদয় সেখানে আমার হৃদয়, যেখানে আমার হৃদয় সেখানে তোমার হৃদয়—এ যে প্রাণে প্রাণে মিল, দুটিতে একটি হ'য়ে আনন্দসাগরে অবগাহন। চিরদিন যথেচ্ছভাবে লালিত পালিত হ'য়ে পুরুষমণ্ডলীর মধ্যে ওকালতী ক'রতে গেলে কি সত্যই তাঁদের হৃদয়ে কোন দাগ পড়ে না? আরে পুরুষের সঙ্গে মেলা মেশায় পরমাণু সংক্রমণ কে রোধ ক'রবে? বলুন কোন্ বৈজ্ঞানিক ব'লবেন—পরমাণু সংক্রমণ হবে না? রাম রাম সীতারাম, চাকরী ত' দূরের কথা, রাম রাম পড়ার সময় গৃহ-শিক্ষকের সঙ্গেই ত' কত গোলমালের কথা শুনি, রাম রাম যা কানে এসেছে শোন—ছাত্রী বৈদ্যবংশ-সম্ভূতা, গৃহ-শিক্ষক উচ্চকুলজাত ব্রাহ্মণ, পাঠ চলতে লাগলো, পরমাণু সংক্রমণ হ'ল, যুবক সচ্চরিত্র, ছাত্রীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব ক'রলেন, ছাত্রী অস্বীকার ক'রে ব'ল্লেন—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার অধ্যাপক, ওকথা ব'লবেন না; অধ্যাপক নিবৃত্ত হ'তে পারলেন না, বিয়ে হ'ল। দুজনেই অবশ্য ভাল, এ দের অনেকেই চেনেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। বর্দ্ধমানে এক ব্রাহ্মণ যুবক মাষ্টার, ছাত্রী কামারের মেয়ে, ব্যস্, যুবক তাঁকে নিয়ে পালালেন। তারপর ধরা পড়লেন, মেয়ের আত্মীয় স্বজন বিয়ে দিয়ে দিলেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হুগলী জেলায় "গো" গ্রামে ব্রাহ্মণযুবক মাষ্টার, যুবতী ছাত্রী—তিনি অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, পরমাণুর সংক্রমণ হ'ল, উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন। তারপর আর কি, বিয়ের ব্যবস্থার কথা শুনেছিলাম, জানিনা হ'য়েছে কি না রাম রাম।

যুবক উচ্চবংশসম্ভূত উচ্চশিক্ষিত ধার্ম্মিক পিতামাতার সন্তান, নিজেও ধার্ম্মিক, গান বাজনা জানেন, একটি অন্যবর্ণা মায়ী গান শিখতে এলেন রাম রাম সীতারাম, যুবক তাঁর পিতামাতার আদর্শচ্যুত হ'য়ে সেই ছাত্রীকে বিয়ে ক'রে বৃদ্ধা মাতার বক্ষে শেলাঘাত ক'রলেন রাম রাম সীতারাম সীতারাম।

যুবক চিত্রকর কায়স্থ, যুবতী ব্রাহ্মণ-কন্যা, বালবিধবা, ছবি আঁকা শিখতে এলেন। ব্যস্, তাঁদেরও বিয়ে হ'য়ে গেল, অবশ্য তাঁরা ভাল।

যুবক ব্রাহ্মণ, ছাত্রী বোধ হয় কায়স্থ, হয়ে গেল প্রেম, ছাত্রী এসে যুবকের গুরুর কাছে জানালেন, তিনি জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—কতদূর এগিয়েছো? মেয়েটি ব'ল্লে—বাকী কিছু নেই রাম রাম সীতারাম। এই হ'ল বিদ্যাশিক্ষাকালে, তারপর সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। সকলেই যে এরকম তা বলি না, ভালও আছেন, আমরা তাঁদের প্রণাম ক'চ্ছি।

হরি। তুমি এত কথা জান্লে কি ক'রে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম যখন বাবাদের মায়েদের জ্বালা ধরে তখন ছুটে ছুটে এসে জানান, মনেও থাকে না, "মকার বাবা" কোথায় জমা করে রাখেন! এখন ক্ষেত্র এসে প'ড়েছে, ঝর্‌ঝর্ ক'রে বের্ ক'রে দিচ্ছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

তাই শাস্ত্র ব'ল্লেন—পুরুষ ঘৃতকুম্ভের মত, নারী তপ্ত অঙ্গারসদৃশী, পণ্ডিতগণ তাদের কাছাকাছি রাখ্‌বেন না।

কেউ বলেন নারী ঘৃতকুম্ভ, পুরুষ তপ্ত অঙ্গার; কাছে রেখো না। **বরাহ-পুরাণ ব'ল্লেন—কাছাকাছি ত' দূরের কথা,—যদি নারীর দিকে পুরুষের দৃষ্টি পড়ে, তা'হলে তার চিত্ত বিকৃত হবেই হবে** রাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

যতক্ষণ দেহাত্মবোধ থাকবে ততক্ষণ মন বাহ্য বিষয় নেবে, স্ত্রী-পুরুষের সাবধান হওয়া উচিত, নিকটে থাকা নয়, মুখপানে চেয়ে কথা নয়, হাস্য-পরিহাস নয়, তা'হলে পরমাণু-সংক্রমণ অবশ্যই হবে।

যদি কেউ বলেন—আমার হয় না, আমরা তাঁকে ব্রহ্মা, শিব, ব্যাস, বিশ্বামিত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জেনে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'র্‌বো রাম রাম সীতারাম সীতারাম।

হরি। তা হ'লে স্ত্রীলোক চিরদিন মূর্খই থাকবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বালিকাদের রামায়ণ মহাভারত পড়ান, প্রাচীন পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, হরির চরণ, সেজুঁতি প্রভৃতি ব্রতের দ্বারা ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠা করা হোক্ ও সীতা-সাবিত্রীর কথা শুনিয়ে তাদের চিত্তে সতীত্বের ছাপ পড়ান হোক্। ধর্ম্মকার্য্য, নামজপ, দেবসেবা, অতিথিসেবা, গুরুজনের সেবা, পাক, অন্যান্য গৃহস্থালীর কাজ ইত্যাদি করান হোক্। তাদের বিয়ের পর শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা-যত্নের কথা শেখালে, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীর লোকও শান্তি পাবেন, শ্বশুর শাশুড়ীও সেবা-যত্ন লাভ ক'র্‌বেন। তদ্বিপরীতে উকিল-পুত্রবধূ ওকালতী ক'র্‌তে গেলেন, শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী এঁদের সেবার ভার পাচক-চাকরের হাতে রইল—এ আদর্শ ভারতের নয় রাম রাম সীতারাম। ভারত-নারীর শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁরা গুরুজনের সেবা স্বহস্তে ক'রে জীবন ধন্য করবার জন্য দেহধারণ করেন। **ভারত সতীর দেশ, দেবীর দেশ, অধ্যাত্মরাজ্য, মুক্তিক্ষেত্র।**

হরি। পুত্রবধূ যদি উপার্জ্জন করে, তাতে সংসার ত' একটু স্বচ্ছল হয়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম যার যত আয় বাড়ে, তার তত অভাব বাড়তে থাকে সীতারাম, সন্ধান নিও সীতারাম।

হরি। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি ক'র্‌বে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীর ও দেবতা অতিথির সেবা ক'র্‌বেন, মধ্যাহ্নে ভোজনাদির পর কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তুলসীদাসী রামায়ণ, বাল্মীকি রামায়ণ প'ড়ে শাশুড়ী ও অন্যান্য প্রতিবাসিনীদের শোনাবেন। ক্রমে মহাভারত ভাগবত প'ড়বেন, জানবার কিছু বাকী থাক্‌বে না, চরিত্রগঠন হবে, সুন্দরভাবে ভারতনারীর কি কর্ত্তব্য বুঝে নিয়ে অগ্রসর হ'তে থাক্‌বেন। ছেলেকে দেখ্‌লে গোপালের কথা মনে পড়বে, ছেলেকে সাজাতে গিয়ে কৃষ্ণের কথা মনে উদয় হবে, শিশুকে মিষ্ট দিতে গিয়ে যশোদার কথা মনে জাগবে, কৃষ্ণ মুখের ভিতর ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিলেন সে কথা মনে হ'য়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌বে, সংসার

করাও তখন লীলার রাজ্যে অবস্থান করা হবে রাম রাম সীতারাম।

হরি। ছেলেরা কি পড়্‌বে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম ব্রাহ্মণ-বালকের শাস্ত্রপাঠ কর্ত্তব্য।

হরি। তারপর জঠর?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ব্রাহ্মণ-বালক যদি গর্ভাষ্টমে উপনীত হ'য়ে বেদাদি শাস্ত্রপাঠ এবং নিত্য যথাকালে সন্ধ্যা সহস্রগায়ত্রী জপ করেন, লক্ষ গায়ত্রীজপে তিনি ব্রাহ্মণ ও দ্বাদশলক্ষ গায়ত্রী জপে পূর্ণ ব্রাহ্মণ হবেন, তখন তিনি বহুলোকের জঠর-যন্ত্রণা দূর ক'র্‌তে সামর্থ্য লাভ ক'র্‌বেন। **সতেরো বৎসর ধরে দারুণ পরিশ্রম ক'রে এম্‌-এ পাশ করত অতৃপ্তির বোঝা নিয়ে অনেককেই ঘুরতে দেখ্‌তে পাই, কোন কোন স্থলে শিক্ষিত পুত্রের কাছে মাতাপিতাও উপেক্ষিত হন।** পুত্রকে বিপথে চালিত না ক'রে যে পিতা তার জীবনের লক্ষ্যের দিকে চালাতে চান, তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য পুত্রকে শাস্ত্রপাঠ করান, তার দ্বারা পিতা, পিতৃগণ এবং পুত্র কৃতার্থ হবেনই রাম রাম সীতারাম। আরে জন্মাবার আগে যিনি মাতার স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করেন, তিনি খাবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন; **খাবার দিকে না চেয়ে যিনি তাঁর দিকে চান, পুত্রকে লক্ষ্য ধরিয়ে দেন, তিনিই ত যথার্থ পিতা** রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। মনু কনু কি বেদের কথা ব'লেছেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, মনুসংহিতা রামায়ণ প্রভৃতি বেদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রাম রাম সীতারাম। ঈশ্বর আজ্ঞা হ'ল—সত্য ব'ল্‌বে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ক'র্‌বে, স্বাধ্যায় ও দেবপিতৃকার্য্য ক'র্‌বে। রাম রাম সীতারাম সত্যই ভগবান্‌, সত্য ব'ল্‌বে, সত্যাশ্রয়ে সত্বরই শ্রীভগবান্‌ গ্রহণ ক'র্‌বেন।

সত্যমেব পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্‌।
সত্যমেব ত্রয়ো বেদা ওঙ্কারঃ সত্যমেব চ ॥

ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম (বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ), চুরি না করা (ভাবের ঘরে পর্য্যন্ত চুরি অকর্ত্তব্য), শৌচ (অন্তরে বাহ্যে শুদ্ধ হওয়া), ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়গণকে বহির্বিষয়ে ধাবিত হ'তে না দেওয়া), ধী (ভগবদ্‌ভাবগ্রাহিণী বুদ্ধি), বিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা, সত্যবাক্য মনের যথার্থ্য ও অক্রোধ, ক্রোধের কারণ উপস্থিত হলেও ক্রোধ না করা—এই দশলক্ষণ ধর্ম্মের দ্বারা মন অন্তর্মুখী হ'তে থাকৃবে।

স্বাধ্যায়, মন্ত্রার্থসন্ধানপূর্ব্বক জপ, সূক্ত-স্তোত্রাদি পাঠ, হরি-সংকীর্ত্তন এর মধ্যে যেটীতে বেশী আনন্দ হবে সেটী করলে ক্রমশঃ চিত্ত আনন্দ লাভ ক'র্‌বে রাম রাম সীতারাম।

হরি। তারপর ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম মানুষ জন্মায় তিনটি ঋণ নিয়ে—দেবঋণ, পিতৃঋণ আর ঋষিঋণ। দেবতাগণের বৃষ্টিদ্বারে প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা জীব পশ্বাদি শরীর হ'তে ক্রমে মানবদেহ লাভ করে, তা মুক্তির সোপান। দেবঋণ শোধ করবার জন্য হোম-দেবপূজাদির দ্বারা তাঁদের সন্তুষ্ট ক'র্‌তে হয়। ঋষিঋণ—ঋষিগণ শাস্ত্রপ্রণয়নের দ্বারা জ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছেন, কাজেই আগে শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত জ্ঞানের বৃ'দ্ধ করত অধ্যাপনা করলে সেই ঋষিঋণ শোধ হয়। পিতৃঋণ—পিতার দেহ হ'তে ভগবদ্দর্শনযোগ্য দেহ লাভ হ'য়েছে, তাই তিনি পিতৃঋণগ্রস্ত; সন্তান উৎপাদনের দ্বারা বংশতন্তু অচ্ছিন্ন রাখ্‌লে পিতৃঋণ শোধ হয়। এই ত্রিবিধ ঋণ শোধ ক'রে তবে মোক্ষলাভের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই জন্য নিত্য দেবপূজা ক'র্‌তে হয় রাম রাম সীতারাম। তা ছাড়া গৃহস্থের উদূখল, শিল-নোড়া, উনুন, জলের কলসী ও ঝাঁটা এই পাঁচটির দ্বারা নিত্য বহু জীব হত্যা হয়। তজ্জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ক'র্‌তে হয়, তা ক'র্‌লে এই জীবহত্যাজনিত পাপ নিত্যই ক্ষয় হ'য়ে যায় রাম রাম সীতারাম।

হরি। ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি কাকে বলে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, বেদাদি শাস্ত্রপাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ—দেবপূজা হোমাদি, ভূতযজ্ঞ—বৈশ্বদেব বলি, পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ-তর্পণ, নৃযজ্ঞ—অতিথিসেবা, এ না ক'র্‌লে মানুষ পাপগ্রস্ত হয়, তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণের এগুলি করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এর দ্বারা তাঁরা নিষ্পাপ হ'য়ে যান—সত্বর তিনি বাঁশী শুন্‌তে পান, রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। হোম ক'রে আগুণে ঘি ঢেলে লাভ কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, অগ্নিতে ঘি দিয়ে হোম ক'র্‌লে ঘি নষ্ট হয় না, অগ্নি সেই ঘৃতের দ্বারা স্থাবর-জঙ্গম সকলের বলবর্দ্ধন করেন রাম রাম।

হরি। কি ক'রে করেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, সেই হোমধূমগন্ধে মানুষের আয়ু বর্দ্ধিত হয়, হোমস্থানে অতি প্রচুর সাত্ত্বিক পরমাণু আসে, তার দ্বারা পশুপক্ষী বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত পবিত্র হয়।

হরি। মাতৃপিতৃসেবার প্রয়োজন কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, মানুষ আসে ভগবদ্দর্শনের জন্য, মাতৃপিতৃসেবার দ্বারা সত্বর ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। কি ক'রে হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, মানুষ মাতার কাছে পায় ত্বক্, মাংস, রুধির এই তিনটি কোশ; পিতৃকোশত্রয় অস্থি, মজ্জা, শুক্র। পুত্রের শরীর পিতামাতার শরীর দ্বারা নির্ম্মিত হয়, পিতামাতা তাঁর ভগবান্—পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবায় প্রচুর সাত্ত্বিক পরমাণু লাভ হয়ে থাকে। সেবায় একনিষ্ঠ হ'লে মন বাহ্যবিষয় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের মোহ অতিসহজে অতিক্রম করে, তখন তাঁর ভিতরে অলৌকিক বিষয়ের আবির্ভাব হয়। নাদ, জ্যোতি, দিব্যগন্ধ, অলৌকিকস্পর্শ ও রস লাভ ক'র্‌লে বেণুবাণী তাঁকে বুকে ক'রে একবারে উৎসের কাছে পৌঁছে দেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 'আমার পিতা আমার

মাতা সাক্ষাৎ ভগবান্ ভগবতী'—এ ভাবে সেবা ক'রতে হয়।

মাতাপিতাকে আক্রোশ ক'রলে ও শালিকপাখী মারলে কচ্ছপ হয়। দশবর্ষ কচ্ছপ হ'য়ে থাকে; পরে তিন বৎসর শাজারু হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে যে অপমান করে, সে মরণের পর ক্রৌঞ্চ হ'য়ে এক বর্ষ জীবিত থাকে, অনন্তর চীরক হয়, তারপর কুম্ভীর হ'য়ে ম'রে মানুষ হ'য়ে থাকে।

হরি। শ্রাদ্ধ-তর্পণের কি প্রয়োজন, মরা গরুতে কি ঘাস খায়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, পিতামাতা মরা গরু নন্, তাঁরা দেবতা; আর্য্যশাস্ত্র বলেন—শ্রাদ্ধাদি ক'রলে পরলোকগত পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। মান্‌লাম পিতৃগণ আছেন, কিন্তু ধর কারো পিতা বাঘ হয়েছে, শ্রাদ্ধ ক'রলে তার কি হবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তিনি যে যোনিতে জন্মেছেন, শ্রদ্ধা সহকারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পিণ্ডদান ক'রলে সে পিণ্ডের স্থূক্ষ্মাংশ পিতৃলোকে চলে যাবে, সেখানে পিতৃগণ আছেন।

তাঁরা সেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের স্থূক্ষ্মাংশ শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতা যে যোনি লাভ করেছেন সেখানে পোঁছে দেবেন। তর্পণও তাই রাম রাম সীতারাম। শ্রীরামচন্দ্র ব'লেছিলেন—"নাম-গোত্র-মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে যথাবিধি যা কিছু পিতৃগণের উদ্দেশ্যে মানব দান করে, অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ উদ্দিষ্ট-প্রাণী যে স্থানে আছে, সে স্থানে প্রেরণ করেন। সেই জীব দেবতা হ'লে অমৃতরূপে, গন্ধর্ব্ব-জন্মে ভোগরূপে; পশু-জন্মে তৃণরূপে, নাগ-জন্মে বায়ুরূপে, পক্ষী-জন্মে ফলরূপে এবং মনুষ্য-জন্মে অন্ন-পানাদিরূপে তৃপ্তিজনক হয়।

—শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা

হরি। হাসালে ক্ষেপাচাঁদ, গঙ্গার জল গঙ্গায় রইল, পিতৃকুল উদ্ধার হ'ল, পিণ্ড জল ত এখানেই পড়ে রইল। কোন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দিতে পার?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, সনাতনধর্ম্মনিষ্ঠ প্রখ্যাতনামা শ্রীবসন্তকুমার

চট্টোপাধ্যায় এম্-এ বাবা এ সম্বন্ধে যুক্তি দেন—টেলিগ্রাম মনি অর্ডার ক'র্‌লাম, টাকাটা এখানে রইল, কিন্তু যাকে মনি অর্ডা করা হয়, তিনি টাকা পেয়ে যান, এও সে রকম রাম রা সীতারাম। শ্রাদ্ধ-তর্পণের উদ্দেশ্য পিতৃগণের তৃপ্তি ও চিত্তশুদ্ধি তার দ্বারা ওঙ্কারলাভ। আর্য্যগণের যা কিছু সবই বেদ হ'তে এসেছে, 'বহুস্যাং' ব'লে যিনি অনেক হ'য়ে আপনাকে ভুলে গিয়ে হাহাকার ক'চ্ছেন তাঁকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পুরাণ-তন্ত্র-মহাভারত-রামায়ণ আদি বেদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা মকার-বাবাই ক'রেছেন, এর দ্বারা যে কোন অধিকারী রসতমকে লাভ ক'র্‌তে সমর্থ হন্ রাম রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা, ওঙ্কার সব ব'ল্‌ছো, সবই ওঙ্কার কি ক'রে হ'ল বুঝিয়ে দিতে পার?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, পরমব্যোম চিদাকাশে সৃষ্টির প্রারম্ভে স্পন্দন ওঠে "বহুস্যাং প্রজায়েয়মিতি" আমি বহু হব জন্মাব—এই প্রথম স্পন্দন শব্দব্রহ্ম ওঙ্কার মহাকাশে ওঁ ওঁ ওঁ রূপে ধ্বনিত হ'তে থাকেন, আকাশে বায়ুতে ওঙ্কারনাদ লীলা করেন, বায়ু থেকে ওঙ্কারনাদময় তেজ, সেই ওঙ্কারনাদময় তেজ দীপ্তিযুক্ত হ'য়ে বিকীর্ণ হ'য়ে থাকে তেজের স্থূল সূক্ষ্ম দুটো অংশ আছে, সূক্ষ্মাংশ আলোকাদি আকারে যত বিকীর্ণ হ'তে থাকে, স্থূল অংশ ততই ঘনীভূত হ'তে আরম্ভ হয়; ঘনীভবনের প্রথম অবস্থা জল, অনন্তর তা ঘনীভূত হ'য়ে পৃথিবী, এভাবে স্থূল ভূত সঞ্জাত হয়, তা থেকে আধিদৈবিক চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দেবতামণ্ডলী, আধিভৌতিক মানুষ পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, সাগর ভূধর, নদ নদী, স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র ইত্যাদি ধাতুসকল, এক কথায় যা কিছু সব এবং আধ্যাত্মিক চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃন্দ সৃষ্ট হয়। মূল হ'ল ওঙ্কারনাদ, বেদ ওঙ্কারনাদকে প্রাণস্পন্দন বলেছেন; এই একা ওঙ্কারটি রয়ি প্রাণ অন্ন অন্নাদ ভোগ্য ভোক্তা প্রকৃতি পুরুষ সোম অগ্নি এই নানা নামে লীলা ক'চ্ছেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। শব্দ থেকে স্থূল জগৎ কি করে হয়—বলত ক্ষেপাচাঁদ।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম—

অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ।

শব্দের নামান্তর পরমাণু, তা থেকে বাতাস, বাতাস স্থূল হ'য়ে আগুন, আগুন স্থূল হ'য়ে জল, জল স্থূল হ'য়ে পৃথিবী, মূলে সেই ওঙ্কারশব্দনামক পরমাণু রাম রাম সীতারাম।

হরি। বুঝিনা বাবা!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আর্য্যশাস্ত্রসকল ও অতীন্দ্রিয়বিষয় তপস্যা ক'রে দেহদোষ দূর হ'লে সমাধির দ্বারা বুঝতে হয়। শ্রুতি বলেন—দেবতাগণ পরোক্ষপ্রিয়, ভাগবতে ভগবান্‌ও সেই কথা বলেছেন।

হরি। শাস্ত্র খুলে ব'ল্লেই পারতেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অধিকারী সমান নন, কাজে কাজেই শাস্ত্র খুলে বল্‌লে অধম অধিকারী পাছে বিপরীত অর্থ গ্রহণ ক'রে ভ্রান্ত হয়, সেজন্য বলেন নি, এখন তাই হ'চ্ছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বিনা তপস্যায় কেউ গ্রহণ করতে পারে না, শাস্ত্র বুঝতে হ'লে নির্জ্জনে তপস্যার প্রয়োজন রাম রাম সীতারাম।

এক ওঙ্কারই সব—ওঙ্কারের অকারটি পৃথিবী, উকারটি অন্তরীক্ষ, এবং মকারটি দ্যৌঃ—পঞ্চাশৎ কোটিযোজনবিস্তৃত, সত্তর কোটি যোজন উচ্চ, পৃথিবী হ'ল ওঙ্কার, তার মধ্যে এই পুণ্যভূমি ভারতে অকার উকার মকার তিনটি প্রকাশ্যরূপে বিরাজমান। অকার হ'ল স্থূল জগৎ, উকার হ'ল সূক্ষ্ম জগৎ, মকার হ'ল কারণ জগৎ। এখানে উকার ও মকার প্রধান। ভারতে এই ওঙ্কারের সেবাই নানাভাবে চ'লছে। অ, উ, ম, তিনটির মধ্যে যখন একটি প্রধান হন, অপর দুটি চাপা থাকেন। ওঙ্কারের প্রথম পাদ অকার, পূজা লোকসেবা দেবসেবা যা কিছু সব অকারপাদের উপাসনা, এই অকারের উপাসনায় মানুষ অ-কারকে সাক্ষাৎ ক'রে পৃথিবীতে জন্মায়। স্থূল ভোগ দিয়ে সেবা অকারপাদের উপাসনা।

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, শৌচ, বেদোক্ত অনুশাসন পালন, আতিথ্য, বৈশ্বদেববলি প্রভৃতি ইষ্টকর্ম; বাপী, কূপ তড়াগাদি খনন দেব-মূর্ত্তি করা, (অন্ন প্রদান, দেবসেবার জন্য বাগান প্রভৃতি করার নাম) পূর্ত্তকর্ম। জপ ও বেদাদি শাস্ত্রপাঠ, এইরূপ শুভকর্ম্মের দ্বারা উকারপাদের উপাসনা হয়, তার দ্বারা মানব স্বর্গে গমন ক'রে পৃথিবীত ফিরে আসেন। জীবকে সৎপথে চালিত করা, কায়মনোবাক্যের দ্বারা জীবের দুঃখ দূর করাও অকারের উপাসনা। নিষ্কামভাবে ভগবদারাধনা ও নাদানুসন্ধানই মকারপাদের উপাসনা। এই নাদানুসন্ধান ক'রতে ক'রতে নাদান্তর্গত জ্যোতিতে সাধক স্থির হ'য়ে যান, মন লয় হয়—তাই পরমপদ রাম রাম সীতারাম।

হরি। ওসব বুঝি না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম স্থূল যা কিছু, ওঙ্কার তাকে ধরে রেখেছেন, জ্যোতি-নাদরূপ আত্মা ওঙ্কার, ওঙ্কারই আত্মা, ওঙ্কারই কুণ্ডলিনী শক্তি, ওঙ্কার-ই সব।

বিলাত, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান সর্ব্বত্র ওঙ্কারই আছেন। সেখানে অকারপাদের প্রকাশ; তাঁরা মাত্র স্থূলের জন্যই যা কিছু সব করেন। ভারতের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ত্রিপাদেরই সেবা হয়। ব্রাহ্মণগণ মুখ্যভাবে উকারের সেবা ক'রে মকার লাভ করেন; অকারপাদের সেবা তাঁদের গৌণ, উকারপাদের অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তবিধিক্রমে উপাসনাই তাঁদের মুখ্য। পরে গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি উপাসনায় তাঁরা ওঙ্কারনাদ পান রাম রাম সীতারাম।

হরি। যাক্, আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের কথা হ'চ্ছিল। দেখ দেখি কি অন্যায়! ব্রাহ্মণ ডাক্তারী পড়্তে অথবা ব্যারিষ্টারী পড়্তে বিলাত গেলো, ব্যস্, বামুনবাবারা ব'ল্লেন—তোমায় আর জাতে নেবোনা! কেনরে বাপু, গেছেন ভাল কাজ ক'রতে, ভারতের উন্নতি হ'বে, কেন তাকে ঠেল্বে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ব্রাহ্মণের দেহ তপস্যার

জন্য, তাঁর ভাল কাজ হ'ল—আত্মদর্শন ক'রে জগৎবাসীকে শান্তি-পথের সন্ধান দান। ব্রাহ্মণজন্ম ডাক্তার হ'য়ে পেট কাট্‌বার জন্য নয় রাম রাম সীতারাম। ভারতে বৈদিককর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত না হ'লেও ভারতের অস্থি-মজ্জায় উকার মকার বিলাস ক'চ্ছেন, সেই ভাবের পরমাণু এখানে খেলা করে। একজন ডাক্তার ভারতে থেকে ডাক্তারী ক'র্‌লে তিনি উকার-মকারের পরমাণু পেয়ে থাকেন, কিন্তু তিনি যদি বিলাতে যান, তাঁকে একেবারে অকারের পরমাণু ভর্ত্তি ক'রে দেবে। তাই শাস্ত্র বল্লেন—ব্রাহ্মণ! তুমি সমুদ্রযাত্রা ক'র্‌বে না, তাহ'লে তোমার জীবনের মূল লক্ষ্য ভুলে যাবে, রাজস পরমাণু তোমায় শুধু ইহলোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ দেবে, তার মোহে তোমার আগামী জন্ম আর ব্রাহ্মণকুলে হবে না রাম রাম সীতারাম।

হরি। এর মধ্যে কোন কোন পণ্ডিতমশাই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়ে তুলে নেন, তবে তাদের নিয়ে আর সামাজিক ব্যবহার করেন না; আর একপক্ষ তাঁদের একেবারে গ্রহণ করেন; দুপক্ষের শাস্ত্র ত এক, তবে এরকম কেন?

কৃপা। রাম রাম সীতারাম কবিরাজবাবার গুরুদেব যোগজ দৃষ্টির দ্বারা সত্য নির্ণয় ক'রে বিলাত-ফেরতকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে গ্রহণ ক'র্‌তেন। বালীর ৺যাদবচন্দ্র স্মৃতিরত্ন বাবা, দিগসুই এর ৺দাশরথি ভট্টাচার্য্য বাবা প্রভৃতি গ্রহণ ক'রে গেছেন। বর্ত্তমানে মহামহোপাধ্যায় ৺যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থবাবা দেহ-ত্যাগের পূর্ব্বে বলেন—'যে মিতাক্ষরায় প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা বিলাত-ফেরত শুদ্ধ হবে, কিন্তু তার ব্যবহার যোগ্যতা থাক্‌বেনা, কিন্তু তাঁর বহুপূর্ব্বে শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁর মনুসংহিতার টীকা বালবোধিনীতে ব'লেছেন—বিলাতফেরত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হবে এবং সমাজে চ'ল্‌তে পার্‌বে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত বিলাতফেরতকে সমাজে গ্রহণ করা হোক্। আমি বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভার সভাপতি, তাঁদের সিদ্ধান্ত অন্যপ্রকার, আমি সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু ব'ল্‌বো না।—

এ আমার ব্যক্তিগত মত'। নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত কেদারনাথসাংখ্য-তীর্থ বাবাও সেই মত সমর্থন ক'রেছেন। রাম রাম সীতারাম। জাতি জন্মগত, ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণের দ্বারা যিনি জাত—তিনিই ব্রাহ্মণ। এই যে জাতি ব্রাহ্মণদেহ—দেহত্যাগ না করা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হবে না, যেমন একটা শাঁক, একখানা গোহাড়, শাঁকও হাড়, গোহাড়ও হাড়, কিন্তু শাঁখের স্থান ঠাকুরঘর, গোহাড়ের স্থান ভাগাড়ে। গোহাড়কে গঙ্গাজলে ভাল ক'রে ধুয়ে চন্দন মাখিয়ে আতর গোলাপজলে সিক্ত ক'র্‌লেও গোহাড় গোহাড়ই থাক্‌বে। একটা শাঁক তাতে যদি গু লাগে, বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ে যায়, তাহলে তাকে বেশকরে ধুয়ে পিচকিরী দিয়ে ভিতরের ময়লা দূর ক'রে দিয়ে, ঠাকুরঘরে রাখ্‌তে যেমন কোন বাধা নাই, তেমনি ব্রাহ্মণ বিলাত গিয়ে অকারের পরমাণুভরে ভারতে ফিরে এলেন, তাঁকে প্রায়'শ্চত্তরূপ জলের দ্বারা বাহ্য ধৌত ও সেই জল পিচকিরী ক'রে ভিতরের ময়লা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে ঠাকুরঘরে রাখা হোক্—এই একপক্ষ ব'ল্‌ছেন; অন্যপক্ষ বল্লেন—হাঁ, ওর ময়লা যাবে, তবে ওকে ঠাকুরঘরে ঢোকাব না রাম রাম সীতারাম।

হরি। পিচ্‌কিরী কি?

ক্ষেপা। রাম রাম প্রায়শ্চিত্ত, চতুর্বিংশতিবর্ষব্যাপী ব্রত, তার অনুকল্প—এই পরিমাণ টাকা, এর দ্বারা বিলাতেফেরতের পাপক্ষয় হবে। রাম রাম সীতারাম।

হরি। টাকার দ্বারা পাপক্ষয় হবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ধন আর প্রাণ সমান কথা। মাথার ঘাম পায়ে না ফেল্লে অর্থ উপার্জ্জন হয় না, সেই অর্থ ব্যয় ক'র্‌লে মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয়, অর্থ দেওয়া মানে প্রাণই দেওয়া; সৎপাত্রে প্রাণ দেওয়ার ফলে প্রাণনাথ বাঁশী বাজাতে সুরু করেন, সকলের লক্ষ্য ত সেই বেণুকান্ত রাম রাম সীতারাম।

হরি। তুমি কোন্ দলকে মান?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, যাঁরা কত কষ্ট সহ্য ক'রে উপহাস নির্য্যাতন

ভোগ করত "অকারের" কবল হ'তে শাস্ত্র বুকে করে রেখেছেন, আমরা সেই দুদলের পূজ্যচরণ ভূদেবমণ্ডলীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে বলবো—হে শাস্ত্ররক্ষাকারী ভূদেবগণ! আপনারা এক-মত হোন্, নচেৎ শাস্ত্রমর্য্যাদা থাক্‌বে না। যোগজদৃষ্টিভিন্ন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বোঝা কঠিন, আপনার যোগজদৃষ্টির দ্বারা কোন্ পথটি ভগবদভিপ্রেত স্থির ক'রে নিন, সাধারণদৃষ্টিতে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়? "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।" মা আমার ভ্রান্তিরূপ ধারণ করত যাদের ভুল করিয়েছেন, তাঁরা ভুল সংশোধন করুন, তাতে লজ্জার কিছু নাই, বরং পূর্ব্বতনগণের আশীর্ব্বাদই পাবেন—এইটুকু নিবেদনপূর্ব্বক আবার তাঁদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রবো রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তারপর ধর বিধবাবিবাহ, এর আর কি হয়েছে? পুরুষ যদি দশটা বিয়ে ক'রতে পারে, মেয়েরা কেন পারবে না? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাপুরুষ ছিলেন, ব্যবস্থা করে গেছেন আর সব পণ্ডিতমশাইরা চিৎকার ক'চ্ছেন—না বিধবার বিয়ে হবে না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পুণ্যভূমি ভারতের বিবাহের লক্ষ্য ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা নয়, ইন্দ্রিয়-জয়। পুরুষ বিবাহ করেন পুত্রের জন্য, এখানে চুক্তিমূলক বিবাহ হয় না; আর পুরুষের দেহ নারীর দেহ সমান নয়। পুরুষ গর্ভধারণ করেন না, সন্তান প্রসবও করেন না, কাজে কাজেই পুরুষের সঙ্গে মায়েদের তুলনা হ'তে পারে না। বিদ্যাসাগরবাবা বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিলেন—অক্ষতযোনি বালিকার। ৺আশুতোষবাবা বিধবা মেয়ের বিয়ে দিলেন, সে মেয়ে পুনরায় বিধবা হ'লেন। তারপর ৺আশুতোষ বাবার ও ৺বিদ্যাসাগর বাবার আদর্শ এমন বিকৃত হ'ল যে, পাঁচ ছেলের মা পর্য্যন্ত ছেলে কোলে ক'রে বিয়ে ক'রতে স্নুরু কল্লেন। ৺আশুতোষ বাবার সে কর্ম্মের ভবিষ্যৎ ফলও শুভ হয়নি, সন্ধান নিও রাম রাম সীতারাম। সনাতনধর্ম্মের লীলা-নিকেতন ভারতে যা কিছু হয়, সব জন্ম-জন্মান্তর নিয়ে।

কি কারণে নারী বিধবা হন তা মহাভারতে কথিত হ'য়েছে

শ্রীমহেশ্বর উবাচ—

যাঃ পুরা মনুজা দেবি বুদ্ধি-মোহসমন্বিতাঃ।
কুটুম্বং তত্র বৈ পত্যুর্নাশয়ন্তি বৃথা তথা॥
বিষদাশ্চাগ্নিদাশ্চৈব পতীন্ প্রতি সুনির্দ্দয়াঃ।
অন্যাসাং হি পতীন্ যান্তি স্বপতীন্ দ্বেষ্যকারণাৎ॥
এবং যুক্তসমাচারা যমলোকে সুদণ্ডিতাঃ।
নিরয়স্থাশ্চিরং কালং কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষম্।
তত্র তা ভোগরহিতা বিধবাশ্চ ভবন্তি বৈ॥

—মহাভারত দানধর্ম্ম ১৪৫ অঃ (গীতাপ্রেস

শিব ব'ল্‌ছেন—হে মহাদেবি! যে সমস্ত নারী জন্মান্তরে বুদ্ধি মোহ হেতু স্বামীর কুটুম্বগণকে বৃথা নাশ করে, বিষদান অগ্নিদান ও পতির প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয়া হয়, নিজেব স্বামী প্রতি দ্বেষ হেতু অন্য স্ত্রীগণের পতির সহিত রমণ করে,- এইরূপ আচরণকারিণীগণ যমলোকে কঠোর দণ্ড ভোগ ক'র্‌ে ক'র্‌তে চিরকাল নরকে থেকে পরে মানবী হয়। সেই শরী লাভ ক'রে ভোগরহিতা বিধবা হ'য়ে থাকে রাম রা সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

"অত্রিপত্নী দেবী অনসূয়া শ্রীজানকীকে ব'লেছিলেন—এ অমরসুন্দরী পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছিল। যৌবন মদে গর্ব্বিতা হ'য়ে বিরূপস্বামীকে দিবাভাগে দুর্ব্বাক্য দ্বার ব্যথিত ক'র্‌তো এবং রাত্রিভাগে শয্যায় শয়ন ক'র্‌তো না। সে স্বামী অবমাননারূপ মহা অপরাধে এজন্মে বালবিধবা হ'য়েছে স্বামী আজ্ঞা ক'র্‌লেও যারা স্বামীকে ভজনা করে না, তার বিধবা হয়। যে অবমাননা করে সে দরিদ্রা হয়। এই দোষে ফলেই বাল্যকালেই বিধবা হ'য়েছে।"

—উমামহেশ্বর ব্র

রাম রাম সীতারাম সুতরাং বৈধব্য যার জন্মান্তরের দুষ্কৃতি ফলে হয় তাকে কার সাধ্য সধবা রাখ্‌তে পারে। আর এক কথ

পিতা কন্যাকে সম্প্রদান ক'র্লেন—অমুকগোত্রায় বরায় অর্চ্চিতায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। কন্যা পাত্রের সম্পত্তি; পতিহীনাকে কে আবার দান ক'র্বে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম? সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র আর বিবাহ অনুমোদন করেন না রাম রাম সীতারাম।

হরি। কন্যা নিজেই পাত্রকে আত্মদান ক'র্বে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, বিবাহের পর তার দেহের কোন অধিকার থাকেনা, স্বামীর সম্পত্তি হ'য়ে যায় রাম রাম সীতারাম।

হরি। আগে স্বয়ম্বরার কথা শোনা যায়।

ক্ষেপা। রাম রাম তাঁরা বিধবা নন, কুমারীগণই স্বয়ম্বরা হ'তেন।

হরি। বিধবা বিয়ে ক'র্বে না, তাদের জীবনে কি গতি হবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পূর্ব্বে সহমরণের বা ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম ছিল, যিনি যা পার্তেন—ক'র্তেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। কি নিষ্ঠুর। জোর ক'রে একজনকে পুড়িয়ে মারা হ'ত।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম, জোর ক'রে পোড়ান হ'তো না। তাঁরা জানতেন—স্ত্রী দেহ, স্বামী আত্মা; আত্মা চলে গেলে আর দেহের প্রয়োজন কি?—এই ব'লে সহমরণে যেতেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। মহাপুরুষ রামমোহন রায় এ প্রথা রদ করান।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কালক্রমে যখন পতিপত্নীর ভালবাসা শ্লথ হ'তে লাগলো, নারী 'স্বামী আত্মা' একথা ভুলে গেলেন, তখন "মকারবাবা"ই ৺রামমোহন রায়-বাবার ঘাড়ে চেপে তা বন্ধ ক'র্লেন সীতারাম।

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এখনও পতিব্রতা কোন কোন স্ত্রীর সহমরণের বা অন্য কোনরূপে দেহত্যাগের কথা শোনা যায়। রাম রাম সীতারাম বেশী দিনের কথা নয়, রাজস্থানে একটি মায়ী সহমৃতা হ'ন—শুনেছি। তেতেরিয়া, বাঁকুড়া ইন্দাস প্রভৃতি গ্রামে সহমরণের কথা শোনা যায় রাম রাম সীতারাম।

সহমরণ সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কি ব'লেছেন শোন—
"বাংলার প্রাণবিসর্জ্জনপরায়ণা পিতামহীকে আমরা প্রণাম করি
তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবে
না। হে আর্য্যে! তুমি তোমার সন্তানদিগের সংসারের চরম ভ
হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি স্বপ্নেও কখনও জানো নাই
তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীর পুরুষদিগকে
লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শে
করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্যলীলা
অবসান-দিনে সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেম
সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহ
করিয়াছ। তুমি চিতাকে বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময় কল্যাণম
করিয়াছ। বাংলাদেশের পাবক তোমারি পবিত্র জীবনাহুতি
দ্বারা পূত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব
আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমা
বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয়-অমর-স্মরণনিলয় বলিয়
সেই অগ্নিকে তোমার সেই অন্তিমবিবাহের জ্যোতিঃ-শুচিময় অখ
পট্টবস্ত্রখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখ
তোমার উদ্যত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করুক
মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গ
বাসিনি! অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই
বার্ত্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক।"

—রবীন্দ্র রচনাবলী বিবিধ প্রবন্ধ ৫ম খণ্ড।

হরি। বিয়ে দিলে ক্ষতি কি হ'ত? বালিকা বিধবা সারাজীবন কখন
ভালভাবে থাকৃতে পারে না, ব্যভিচার ক'র্‌বে, তার চেয়ে
একজনের হাতে ধ'রে দিলে ক্ষতি কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম গাভীর নূতন নূতন ঘাস খাবার ন্যায় পরপুরুষে
গমন করা দুষ্টা নারীগণের স্বভাব, তারা সধবা হ'লেও পরপুরুষে
আসক্তা হ'য়ে থাকে। বিধবার বিয়ে দিয়েও তার যদি সে স্বভাব
হয়, তাহ'লে সে পরপুরুষ গমন ক'র্‌বেই, কেউ তাকে ধরে

রাখ্‌তে পারবে না; সিন্ধুকের ভিতর চাবী দিয়ে রাখ্‌লেও আট্‌কাতে পারবে না রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। পণ্ডিতমশাইদের কি অত্যাচার! বালিকা বিধবা জ্যৈষ্ঠমাসের দারুণ গরমের সময়েও একাদশীর দিন একবিন্দু জল পর্য্যন্ত খেতে পাবে না, এইরূপ কঠোর আদেশ বিধবার উপর, আর নিজেরা তেরোদফা অনুকল্প ক'র্‌বেন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যাঁরা নির্জ্জলা উপবাস ক'র্‌তে সমর্থ সেই পণ্ডিতবাবারাও একাদশীতে উপবাস করেন। একাদশীর দিন নির্জ্জলা উপবাস ক'র্‌লে শ্রীভগবান্ প্রীত হন, এজন্য বৈষ্ণবগণ ও অন্যান্য অনেকে ক'রে থাকেন। ব্রহ্মচারিণী বিধবা মাসে দুটি উপবাস ক'র্‌লে তাঁর দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে সহজে জয় ক'র্‌তে সমর্থ হবেন, উপবাস তপস্যা। শাস্ত্র বলেন—"নানশনাৎ পরং তপঃ"—অনশনের ন্যায় পরম তপস্যা আর নাই। বিধবা যে পাপের জন্য 'বিধবা' হ'য়েছেন তপস্যার দ্বারা সে পাপ ক্ষয় হবে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তপস্যার দ্বারা পাপক্ষয়ে লাভ?

ক্ষেপা। রাম রাম মৈত্রেয় শ্রুতি বলেন—

তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।
মনসা প্রাপ্যতে হ্যাত্মা হ্যাত্মাপত্ত্যা নিবর্ত্ততে॥

রাম রাম তপস্যার দ্বারা সত্ত্বগুণ লাভ হয়, সত্ত্বগুণের দ্বারা মনকে পাওয়া যায়, মনের দ্বারা আত্মা লাভ হয়, আত্মালাভ হ'লেই ব্যস্, "বহুস্যাং প্রজায়েয়'মতি"র লীলা শেষে একীভূত হ'য়ে যান রাম রাম সীতারাম।

হরি। সত্ত্বগুণের দ্বারা মনঃস্থির 'ক করে হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, সত্ত্বগুণলাভে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চ-অশ্রু-পুলকাদি সঙ্গে লয়ে মা আমার জেগে উঠে গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে প্রাণনাথের অভিসারে যাত্রা করেন। বেণুরাণী অনুক্ষণ আপনা আপনি বাজ্‌তে থাকেন। কে বেণুরাণী জান তো? ঐ মকার-বাবা মকার-মা রাম রাম সীতারাম।

হরি। কি অত্যাচার—দুবেলা খেতে, ভাল কাপড় পর্‌তে পার্‌বে না, পুরুষের কাছে বেরুতে পার্‌বে না, বিবাহ আদি কোন উৎসবে যোগ দিতে পার্‌বে না, কি নিষ্ঠুর ব্যবহার!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, একবেলা খাওয়ার আদেশ নিষ্ঠুরতা, না পরম করুণা রাম রাম সীতারাম?

হরি। করুণা কি রকম?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, একবেলা ভোজনে কি হয় শুন্‌বে রাম রাম সীতারাম?

হরি। বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, মহাভারত ব'লেছেন—

মার্গশীর্ষং তু যো মাসমেকভক্তেন সংক্ষিপেৎ।
ভোজয়েচ্চ দ্বিজান্ শক্ত্যা স মুচ্যেদ্ব্যাধি-কিল্বিষৈঃ॥

যিনি অগ্রহায়ণ মাসে একবেলা আহার ক'রে যাপন করেন, আপনার শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করান, তিনি রোগ এবং পাপ হ'তে উত্তমরূপে মুক্ত হন। সমস্ত কল্যাণযুক্ত, সর্ব্বৌষধি সমন্বিত, নীরোগ, বীর্য্যবান, বহুধনধান্য-পরিবৃত হ'য়ে থাকেন। যাঁরা সকাম, তাঁদের প্রার্থিত বস্তু লাভ হয়। আর নিষ্কামকে রাম রাম সীতারাম বেণুরাণী বুকে করে সর্ব্বদা গান শোনান। ব্যস্, একবারে আনন্দের ঝরণা রাম রাম সীতারাম। পৌষমাস একবেলা খেলে সুন্দর, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, দর্শনীয় ও যশোভাগী হন।

মাঘমাসে যিনি একবেলা খান, তিনি শ্রীসম্পন্ন কুলজ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন।

ফাল্গুন মাসে যিনি একবেলা খান, তিনি স্ত্রীগণের প্রিয় হন, স্ত্রীগণ তাঁর বশ্যতাপন্ন হয়।

'চৈত্রমাস যিনি একবেলা খান, তিনি সুবর্ণ-মণি-মুক্তাসম্পন্ন মহাকুলে জন্মান।

পুরুষ অথবা নারী ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক বৈশাখমাসে যদি একবেলা খান, তাহ'লে জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন।

আষাঢ়মাসে একবেলা খেয়ে অনলসভাবে অবস্থান ক'র্‌লে বহু ধান্য, বহু ধন, বহু পুত্র হয়।

যিনি সমস্ত শ্রাবণমাস একবেলা খেয়ে যাপন করেন, তিনি গোগণসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। ভাদ্রমাসে একাহারে বহু গো ও ঐশ্বর্য্য লাভ করেন।

আশ্বিনমাসে যিনি একবেলা খান, তিনি শুদ্ধিযুক্ত বাহন-সম্পন্ন ও বহুপুত্র লাভ করেন।

কার্ত্তিকমাসে যিনি একবেলা খান, তিনি শূর, বহু ভার্য্যা-সম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্ হন।

যিনি সম্বৎসরকাল একাহার করেন, তিনি অতিরাত্রযজ্ঞের ফললাভ ক'রে থাকেন, আর দশহাজার বৎসর স্বর্গে পূজিত হন এবং একভোজনজন্য পুণ্যক্ষয়ে জগতে এসে মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হন

রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম।

হরি। ওসব ফল সকলকার হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যারা ফলকামী তাদের হয়, যারা কামনাশূন্য তাদের দেহ শুদ্ধ হ'য়ে যায়, বেণুরাণী তাঁদের বুকে ক'রে আনন্দের ঝরণায় পৌঁছে দেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়েছেন যে, বিধবা-বিবাহ হয়।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম শাস্ত্রের প্রকৃত রূপ বিনা তপস্যায় কেহ দেখ্‌তে পান না, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ভুল হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ঠিক্ কোন্‌টা কেমন ক'রে জানা যাবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম যে ব্যাখ্যা মানুষকে অন্তর্মুখ করে, বাইরের ভোগ-কোলাহলে উদ্‌ভ্রান্ত করে না, শুধু সংযমের দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়ে আনন্দ-ঝরণার সন্ধান দেয়—সেই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রকৃত রাম রাম সীতারাম। আহারের উপর সব নির্ভর করে। মানুষের দিনে একবার, রাত্রে একবার ভোজন করাই দেবনির্ম্মিত, তার দ্বারা মানুষ উপবাসের ফল লাভ করে থাকে, সত্বর মন স্থির হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। দুবার ছাড়া কিছু খেতে নাই?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম,

সায়ং প্রাতর্মনুষ্যাণামশনং বেদনির্ম্মিতম্।
নান্তরা ভোজনং দৃষ্টমুপবাসী তথা ভবেৎ॥ ১০॥

মহাঃ— মোক্ষধর্ম্ম ১৯৩ অঃ

বেদশাস্ত্র প্রাতঃকালে (দিবাভাগে) ও রাত্রে মনুষ্যগণের আহার-নিয়ম বিধান করেছেন, এর মধ্যে আর ভোজন না করলে মানব উপবাসীর মধ্যে গণ্য হন।

যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা (দিনে রাতে) দুবার ছাডা আর ভোজন করেন না, তিনি সদা উপবাসীর মধ্যে গণনীয়॥ ২০

—মোক্ষধর্ম্ম ২২১ অঃ

যে মানব সায়ং প্রাতে (দিবারাত্রে) দুবার ভোজন করেন, তিনি সদা উপবাসী-মধ্যে গণনীয়॥১০

—মহা, দানধর্ম্ম ৯৩ অঃ

মানবগণের জন্য সায়ং ও প্রাতঃকালে—দিনে একবার রাত্রে একবার ভোজনের ব্যবস্থা দেবগণই ক'রেছেন; যিনি এর মধ্যে আর কিছু খান না, তিনি উপবাসী ব'লে কথিত হন॥ ৪০

—মহা, দানধর্ম্ম ১৬২ অঃ

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। উপবাসী হ'লে মনকে পাওয়া যায়? বাঃ এতো মন পাবার খুব সহজ উপায়! জল পান ক'রতে পারবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম হাঁ, উকার (বিধি) ত্যাগ ক'রেই তো মানুষ এত ইন্দ্রিয়ের চাপল্য, রোগ, অভাব ভোগ ক'রছে। রাম রাম কত অর্থ চিকিৎসককে দিতে হয়, কত ওষুদ খেতে হয় ও কত রোগযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়! যে কেহ দিনে-রাত্রে দুবার যদি খান, তাহ'লে নীরোগ শরীর লাভ ক'রবেন এবং সত্বর অমৃতের ঝরণায় পৌঁছে যাবেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। বারে, এত সহজে পাওয়া যাবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম,

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস ভণে শুনে পুণ্যবান্॥

রাম রাম সীতারাম, আরও শুন্‌বে? যে মানব দিন-রাত্রে দুবার খান, মাঝে জল পর্য্যন্ত খান না, অহিংসাপরায়ণ এবং নিত্য হোমকারী হন, হে রাজন্! তিনি ছয় বছরে সিদ্ধিলাভ করেন, অগ্নিষ্টোম ব্রতের ফল প্রাপ্ত হন রাম রাম সীতারাম।

—মহাভারত দানধর্ম্ম ১০৬ অঃ॥ ৩৫।৩৬॥

হরি। বাবা, জল না খেয়ে কি ক'রে থাকা যাবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম, সিদ্ধিলাভ তো ছোট কথা নয়, রাম রাম? তারপর ভাল কাপড় পরলে, সাজগোজ ও বিবাহাদি উৎসবে যোগদান করলে বিধবার মন বহির্মুখ হয় ব'লে শাস্ত্র ঐ সব করতে নিষেধ করেছেন।

হরি। তাহ'লে বিধবাবিবাহ দেওয়া উচিত নয়, তুমি বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আমরা বলি না, উকার-বাবা বলেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। উকারবাবা কে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম শাস্ত্রমূর্ত্তি শ্রীভগবান্‌ই উকারবাবা নারায়ণ। তাঁর প্রাপ্তির সহজ উপায় শাস্ত্রমুখে ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। কি উপায়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, দুটো পথ, একটি বিধি-মার্গ—বেদ এবং মন্বাদি শাস্ত্র অবলম্বনে অমৃতের ঝরণায় পৌঁছুনো যায়, এটিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির অধিকার, আর স্ত্রী শূদ্র অন্যান্য সকলের জন্য প্রেমমার্গ—শ্রীভগবানের নাম রূপ লীলা ধাম অবলম্বনে ভগবৎ প্রাপ্তি হয়। সকলের চেয়ে সোজা পথ আজকালকার দিনে নামকীর্ত্তন, এর দ্বারাই বেণুরাণীর কৃপা মেলে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। বিধবা ব্রহ্মচারিণী হ'লে কি লাভ করে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম, হুগলী জেলায় ডুমুরদহ গ্রামে বাবুবংশে ৺রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর কন্যা ৺পঙ্কজিনী দেবী বিধবা হ'য়ে পিতৃগৃহে এসে থাকেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। বাবু মানে কি ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, মুসলমান সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব দত্ত উপাধি রায় বাবু। রাম রাম এঁদের পূর্ব্বপুরুষ ৺রত্নেশ্বর রায় ঔরঙ্গজেবের কাননগো ছিলেন। তিনি এ উপাধি দেন রাম রাম সীতারাম। তাঁদের ৺রাধাবিনোদ নামে ঠাকুর আছেন, ৺রত্নেশ্বর বাবার পত্নী ৺আনন্দময়ী দেবী বড় ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন রাম রাম সীতারাম। তোমার সেই রাসলীলার রাধাবিনোদ গো রাম রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা, বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তারপর এক মজার ব্যাপার হয়—একজন সাধু ৺রাধারমণকে নিয়ে ডুমুরদহে আসেন। ৺আনন্দময়ী ক্ষীর ছানা দিয়ে তাঁর সেবা করতে থাকেন, ক্ষীর-সর-নবনীপ্রিয় রাধারমণ আনন্দময়ীকে ভালবেসে ফেল্লেন, তিনি আর উঠ্‌লেন না, সাধুবাবা ৺রাধারমণকে সমর্পণ ক'রে চলে গেলেন। নিত্য দশসের চালের ভোগ, শাক হ'তে পরমান্ন পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনাদির দ্বারা সেবার ব্যবস্থা ৺আনন্দময়ী ক'র্‌লেন। অতিথি অভ্যাগত যে কেহ আসতেন, আনন্দময়ী তাঁর সেবা নিতেন, পর্য্যায়ক্রমে নিত্য গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাতেন, এভাবে সেবা ক'র্‌তে ক'র্‌তে ৺আনন্দময়ী গোলকে চলে গেলেন। তাঁর বংশধরগণও সেভাবে সেবা চালিয়ে এসেছেন। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঘোড়াটোড়া নিয়ে বহু অতিথি আস্‌তেন। কালপ্রভাবে অধুনা লীলাময় মকার-বাবার লীলা অন্যরূপ চল্‌ছে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। হাঁ পঙ্কজিনী-মা ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমের শ্রীউত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের কাছে মন্ত্র নিয়ে জপ আরম্ভ

করেন, ক্রমে ঠাকুরের কৃপা হ'লে তিনি নিরন্তর 'গুরু গুরু' জপ ক'র্তে থাকেন, লোকে বলে পঙ্কজিনী পাগল হয়ে গেছে। তাঁর দাদা ৺রাজেন্দ্রনাথ মগরায় বি, পি, রেলের ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ ছিলেন। তিনি চিকিৎসার জন্য পঙ্কজিনী-মাকে মগরায় নিয়ে যান। চিকিৎসক বলেন—এ রোগ নয়, এঁর গুরুদেবকে জানান। গুরুদেব তখন নিত্যলোকে চলে গেছেন। মার গুরুভাই শ্রীমদ্‌ধ্রুবানন্দগিরি মহারাজ তাঁকে দেখে সাধনের ব্যবস্থা করেন, ব্যস্, পঙ্কজিনী-মাকে মা এসে দর্শন দেন, পরে তিনি অনেক সময় সমাধিস্থ হ'য়ে থাক্‌তেন রাম রাম সীতারাম। তাঁর নাম হয় করুণাময়ী রাম রাম।

হরি। সমাধি টমাধি ওসব বুঝিনা, সন্ত সদ্‌গুরু না হ'লে দয়াল দেশে মা ফা কেউ নিয়ে যেতে পারে না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ঐ রেলে খগেনবাবু বড় চাকরী কর্‌তেন্। তিনি রাধাস্বামী দলের কৃপাপ্রাপ্ত। তিনি বলেন—হাঁ মা, তুই দয়াল দেশের কোন খবর বল্‌তে পারিস্? রাম রাম সীতারাম, মা বল্‌লেন—কাল আসিস্। রাম রাম সীতারাম পরদিন খগেনবাবা গেলে মা করুণাময়ী দয়াল দেশের বিবরণ বলাতে খগেনবাবা চমৎকৃত হ'য়ে গেলেন। তিনি গুরুমুখে যা শুনেছিলেন, নিজে যা পেয়েছিলেন, অবিকল সে কথা মা ব'ল্‌লেন। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ক্রমে তাঁর বাহ্যজ্ঞান একেবারে চলে যায়, অনন্তর কতকটা জ্ঞান ফিরে আসে। তারপর তিনি দেহত্যাগ করেন রাম রাম সীতারাম। বালবিধবা পঙ্কজিনীমার কথা জানেন এখনও এমন অনেক লোক জীবিত আছেন। ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ করুণাময়ী-মার অগ্রজার পুত্র। কাজেই বিধবা কন্যাকে দেবী কর্‌বার চেষ্টা করাই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের পিতামাতার কর্ত্তব্য—

বিধবারে রাখিও বিধবা
ফেলনা নরকে তারে

ক'রোনা পিশাচী।

—৺বঙ্কিমচন্দ্র কবিরত্ন

হরি। এরকম এখনও হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, হুগলী জেলায় দিগসুই গ্রামে ৺দাশরথি বাবার কন্যা দয়াময়ী—কুটাইএর বারো তের বৎসর বয়সে বিয়ে হয়। পাত্রটি ছিলেন ডাক্তার, ফুলশয্যার দিন রাত্রে তিনি মাত্র শয়নঘরে ঢুকেছেন, এমন সময় রোগীর ডাক আসে। চলে যান। কুটাইমা স্বামীকে ভাল করে চক্ষেও দেখে নাই। সে দিগ্‌সুই এসে আড়াই মাসের মধ্যে বিধবা হয়। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কুটাইমার আবার বিয়ে দেবার কথা ৺দাশরথি বাবাকে বলেন; তিনি দেন না। কুটাইমা ভগবৎসেবা, পিতৃ-মাতৃসেবা, রামনাম নিয়ে জীবন কাটিয়ে কনিষ্ঠভ্রাতা আচার্য্য শ্রীশ্যামাশঙ্করের গৃহ আলোকিত ক'রে বিরাজ ক'চ্ছে। এখন তার বয়স ৫১।৫২ হবে। সে দেবী প্রতিমাকে দেখ্‌লে মাথা আপনি নীচু হয়ে পড়ে রাম রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। এরূপ কত আছে তার স্থির নাই। বিধবা বিয়ের কথা কমই শুন্‌তে পাই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তুমি পাড়াগেঁয়ে মেড়া, কি শুন্‌বে? সহরে সহরে হাজার হাজার অসবর্ণবিবাহ বিধবাবিবাহ হ'চ্ছে, খবর রাখো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম খবর রাখি না, তবে জোর ক'রে কেউ কানে ঢুকিয়ে দিলে মকার-বাবা খাতায় জমা ক'রে রাখেন, প্রয়োজন মত বের করে দেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। অসবর্ণবিয়ের সম্বন্ধে তুমি কি বল? ব্রাহ্মণ কলুর মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌লে ক্ষতি কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ব্রাহ্মণের দেহ তপস্যার জন্য রাম রাম সীতারাম।

হরি। রেখে দাও তোমার বামুন, তপস্যা! মুকুজ্জেমশাই জুতোর দোকান ক'র্‌ছে, ভট্টাচার্জ্জি মশাই ধোবার কাজ ক'চ্ছেন, বাঁড়ুজ্জেমশাই

'চাই পাউরুটি বিস্কুট' ক'চ্ছেন, কেউ রাঁধ্‌ছে, কেউ সাহেবের গোলামী ক'চ্ছে, ওদের তুমি কি ক'রে বামুন ব'ল্‌তে চাও ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শাঁখ যদি বিষ্ঠাকুণ্ডে দশ বছর পড়ে থাকে, তবু সে শাঁখ, গোহাড নয়। গু-মাখা শাঁখ গরমজলে ভিজিয়ে রেখে নারকেলছোবড়া দিয়ে মেজে পিচ্‌কিরি দিয়ে ভেতরটা ধুয়ে ফেল্‌লে আবার যে শাঁখ সেই শাঁখ হবে, ঠাকুর ঘরে রাখা চ'ল্‌বে। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে ব্রাহ্মণ জন্মেছেন, যতদিন তাঁর দেহ থাক্‌বে, জাতি যাবে না– পতিত হ'তে পারেন, জন্মান্তরে জাত্যন্তর হবে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

রাম রাম সীতারাম, মহাভারতে আছে—গরুড়কে মা বলেন, তুমি ঐ নিষাদ-পল্লীতে তাদের খাওগে, তবে ব্রাহ্মণ খেয়ো না। গরুড় ব্রাহ্মণের লক্ষণ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, তিনি বলেন— ব্রাহ্মণকে খেলে তোমার গলা জ্বালা ক'র্‌বে। গরুড় নিষাদগণকে খাবার সময় এক ব্রাহ্মণকে খেয়ে ফেলেন, গলা জ্বালা ক'র্‌তেই বেরিয়ে আস্‌তে বলায় তিনি বলেন—আমার নিষাদ-পত্নী আছে। গরুড় বলেন—তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে আসুন। ব্রাহ্মণ নিষাদপত্নী সহ গরুড়ের গলা থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি কর্ম্মভ্রষ্ট হ'লেও জাতি ভ্রষ্ট হন নাই, আগামী জন্মে নিষাদ হবেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। তবে তুমি ব'ল্‌তে চাও যে জীবনে জাত্যন্তর হয় না ?।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম অত্যুৎকট পাপে বা পুণ্যে জাত্যন্তর হ'তে পারে। রাজা ত্রিশঙ্কু গুরুপুত্রগণের শাপে চণ্ডাল হন ও রাজা নহুষ অগস্ত্যমুনির শাপে অজগর হন। নৃগরাজ ব্রাহ্মণের শাপে কৃকলাস হ'য়েছিলেন। অত্যুৎকট পুণ্যে নন্দীশ্বর সেই দেহেই শিব-সহচর হন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। আম কখন আমড়া হয় না, আমড়া কখন আম হয় না ; ছাগল কখন ভেড়া হয় না, ভেড়া কখন ছাগল হ'তে পারে না রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। ধর, একজন কায়স্থ সর্ব্বদা জপ তপ নিয়েই থাকেন, আর একজন বামুন জুতোর দোকান করে,—এর মধ্যে কে বড় ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, জাতিতে ব্রাহ্মণ বড়, কর্ম্মে কায়স্থ বড় ; জাতি ও কর্ম্ম স্বতন্ত্র। জাতি ব্রাহ্মণের মধ্যে কর্ম্মে শূদ্র থাকৃতে পারেন, আবার জাতি শূদ্র, তিনি কর্ম্মে ব্রাহ্মণ হতে পারেন। সত্ত্বগুণসম্পন্ন শূদ্র—তিনি কর্ম্মে ব্রাহ্মণ, জাতিতে শূদ্র। মহাভারতে ধর্ম্ম ব্যাধ, বিদুর প্রভৃতি জাতিতে শূদ্র থাকৃলেও কর্ম্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তুমি জাতিতে শূদ্রের মধ্যে কর্ম্মে ব্রাহ্মণ থাকৃতে পারে ব'লৃছ ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম আমি বলিনি, শাস্ত্র বলেন রাম রাম সীতারাম। প্রবৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণের অনেকপ্রকার ভেদ আছে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ব্রাহ্মণ, শূদ্র ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, নিষাদ ব্রাহ্মণ—এইরূপ ব্রাহ্মণের মধ্যে আন্তর ক্ষত্রিয়াদি জাতি আছে রাম রাম।

হরি। ব্রাহ্মণ কলুর মেয়েকে বিয়ে ক'রৃলে কি ক্ষতি হয়, বুঝিয়ে দাও।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ব্রাহ্মণ কলুর মেয়েকে বিয়ে ক'রৃতে পারেন না রাম রাম সীতারাম।

হরি। তবে বিয়ে হ'চ্ছে আবার ডাইভোর্সও হ'চ্ছে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ভারতের বিয়ে রেজেষ্টারী করে হয় না। ভারতের নারীর পতিত্যাগ হয় না, ও ইংরাজবাবাদের অনুকরণ কলির খেলা। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্"—এতো তা নয়, এ বিয়ে নয় রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম।

হরি। কেউ কেউ বলেন—শাস্ত্রে আছে পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ ছিল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ হ'য়েছে। অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান পিণ্ডাধিকারী হয় না রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

তোমায় আগেই ব'লেছি—মানুষের লক্ষ্য ভগবৎসাক্ষাৎকার ;

অশাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা সে পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। একজন ব্রাহ্মণ কায়স্থের কন্যাকে বিবাহ ক'র্‌লেন; শূদ্রকন্যার যে রক্তে যে শুক্রে জন্ম হ'য়েছে, তাতে তমোগুণ বেশী; ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যায় উপগত হ'লে অত্যধিক শুক্র ক্ষয় হ'বে, তিনি তমের দ্বারা অভিভূত হ'য়ে প'ড়বেন, তাঁহার সমস্ত স্মৃতি ধ্বংস হ'য়ে যাবে। অসমান-পরমাণু সংক্রমণে ব্রাহ্মণত্ব লোপ পাবে। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করেন, তাহলে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হবেন—এ তো তোমায় ব'লেছি রাম রাম।

হরি। হ'চ্ছে ত!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম এদিকে যেমন অশাস্ত্রীয় আচরণ হ'চ্ছে, ওদিকে শত শত ক্ষয়কাসের, অন্ত্ররোগের—পাগলের, কুষ্ঠের হাসপাতালও হ'চ্ছে—ন্যায়ের ফাঁকি, শাস্ত্রের বিকৃতব্যাখ্যা প্রকৃতি ক্ষমা ক'র্‌বেন না। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ—কিভাবে প্রকৃতিকে জয় ক'র্‌তে পারা যায়, কি ক'রে মানুষ পরমকাম্য পরমাত্মাকে লাভ ক'র্‌তে সমর্থ হয়, সেই পথ শাস্ত্রে ব'লে গেছেন; তুমি সে পথে চল—উত্তম, তোমার জন্ম-জন্মান্তরের বাঞ্ছিত আনন্দরাজ্যে পৌঁছে যাবে। না চল, ছাগল, কুকুর, ভেড়া হবে। কামভোগ কুকুর, শৃগাল, ছাগ-যোনিতেও আছে। সে কাম ভোগ ক'র্‌বার জন্য ভগবান মানবদেহ দেন নাই। কাম জয় ক'রে পরমানন্দ-লাভের জন্য মানব-দেহ। তুমি শাস্ত্রপথে না চল, অজস্র আসুরী যোনিতে ভগবান্ তোমায় ক্ষেপণ ক'র্‌বেন—শ্রীভগবান্ এ কথা গীতায় ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম। যাক্, যারা প্রকৃত আত্মকল্যাণকামী, তাঁরা এ যুগেও সাধ্যমত শাস্ত্রপথে চ'ল্‌তে চেষ্টা করেন। মোট কথা **শাস্ত্রপথই নিরাপদ রাজপথ, যিনি যতটুকু দৃঢ়ভাবে ধ'রে থাক্‌তে পার্‌বেন, তিনি সেই পরিমাণে আনন্দলাভে সমর্থ হবেন** রাম রাম সীতারাম।

জীবা জীবন্তি মর্ত্ত্যেষু প্রাণাপানাদিচেষ্টয়া।
যমাশ্রিতা উভৌ তস্মৈ প্রণবায় নমো নমঃ॥

মকার-বাবা

সপ্তম উল্লাস

সঙ্গদোষ, অন্যবর্ণের সহিত ভোজন, নিম্নবর্ণের দেবমন্দির প্রবেশ,
বাউরী ক্ষেপীমার কথা, কায়স্থাদি জাতির উপনয়ন, কর্ত্তা গিন্নী,
মকারমার আবির্ভাব, বর্ণাশ্রমবিপ্লব ও তার ফল,
শাস্ত্রনদীর বেগবর্দ্ধনের জন্য মকার-বাবার লীলা।

ইতরস্থ মহামন্ত্রজালস্থ ফলদোঽপি যঃ।
সর্ব্বমন্ত্রাদিরূপায় প্রণবায় নমো নমঃ ॥

মকার-বাবা

সপ্তম উল্লাস

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা, মানুষকে ছুঁয়োনা, ও মেথর, ও মুর্দ্দফরাস—এরূপ করা কি অন্যায় নয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, মেথর মুর্দ্দফরাস যে বীর্য্যে জন্মেছে, মেথর পিতার কাছে পেয়েছে—অস্থি মজ্জা শুক্র, মাতার কাছে পেয়েছে—ত্বক্ মাংস রুধির। তাদের ভিতর যে পরমাণু খেলা ক'র্‌ছে, তা'কে স্পর্শ ক'র্‌লে সেই পরমাণু সংক্রমিত হয় রাম রাম রাম সীতারাম সীতারাম।

হরি। সেও মানুষ, একজন ব্রাহ্মণও মানুষ, তাকে কি ঘৃণা করা উচিত? তোমাদের কোন্ শাস্ত্রে আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম তাকে ঘৃণা করা হয়নি, তার সংস্রবে দুষ্টপরমাণু সংক্রমণ হ'য়ে ক্ষতি ক'র্‌বে, তারও তাতে কোন উপকার হ'বে না, সেজন্য দূরে রাখা হয়। গো-হাড়ও হাড়, শাঁখও হাড়, বিছুটিপাতাও পাতা, তুলসীপাতাও পাতা; যেমন এর মধ্যে একটি গ্রাহ্য, অপরটি ত্যজ্য, তেমনি মেথর, মুচি, হাড়ী প্রভৃতি কর্ম্মদোষে নিম্নযোনিতে জন্মেন, ওঁদের স্পর্শাদি ক'র্‌তে বেদাদি শাস্ত্র নিষেধ ক'রেছেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। তোমার বেদে কোথায় আছে বলত, মানুষের সঙ্গ ক'র্‌তে নেই।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম বৃহদারণ্যক উপনিষদে—

ন জনমিয়ান্নান্তমিয়ান্নেৎ পাপ্মানং মৃত্যুমন্ববায়ানীতি।

(প্রথম অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণ—১০)

শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁর ভাষ্যে লিখেছেন—

নান্ত্যজৈঃ সহ সংসৃজেৎ।

মূল যজুর্বেদে ১।১৩ মন্ত্রে আছে—

যযোঽশুদ্ধাঃ পরাজঘ্নু্রিদং বস্তচ্ছুন্ধামি।

মহীধরভাষ্যে আছে—

অশুদ্ধাঃ নীচজাতয়স্তক্ষাদয়ঃ বঃ যুষ্মাকং সম্বন্ধি যদঙ্গং পরাজঘ্নুঃ পরাহতং কৃতবন্তঃ। ছেদন-তক্ষণাদিকালে স্বকীয়হস্ত-স্পর্শরূপম্ অশুচিত্বং চক্রুঃ। তদিদং বঃ যুষ্মাকমঙ্গং শুন্ধামি প্রোক্ষণেন শুদ্ধং করোমি ॥

অতঃপর কর্ম-পতিতদের সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে—

স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ
গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা
চৈতে পতন্তি চত্বারঃ
পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈঃ ॥ —ইতি ছান্দোগ্য উপঃ ৫।১০।৯

সুবর্ণাপহারী, মদ্যপ, গুরুপত্নীগামী ও ব্রহ্মহত্যাকারী এই চারিব্যক্তি এবং যে পঞ্চমব্যক্তি এদের সংসর্গ করে, এরা পতিত হয় রাম রাম সীতারাম।

অশুভ কর্মফলে মানুষ নিম্নযোনি প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন, "আবার যাদের ইহলোকে অর্জিত অশুভ কর্মফল অবশিষ্ট আছে, তারা কুকুরযোনিতে, শূকরযোনিতে অথবা চণ্ডালযোনিতে অতি শীঘ্র জন্মগ্রহণ করে।"

—ছান্দোগ্য ৫।১০।৭

রাম রাম সীতারাম শূকরাদির ন্যায় চণ্ডাল আদি জাতির শরীর তামস পরমাণুতে ভরা, তজ্জন্য তাদের সংস্রব করা উচিত নয়। এ ঘৃণা নয়—আত্মরক্ষা রাম রাম রাম সীতারাম।

হরি। তাদের স্নান করিয়ে শুদ্ধ করা চলে না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম মৃতজন্তুর হাড়কে শতবর্ষ গঙ্গাজলে ডুবিয়ে রাখ্‌লেও সে শুদ্ধ হবে না রাম রাম সীতারাম।

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ
শয়নাৎ সহভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তি হি পাপানি
তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥

রাম রাম সীতারাম—

আলাপ, গাত্রসংস্পর্শ, একত্র শয়ন, একত্র ভোজন ক'র্‌লে—তৈল বিন্দু যেমন জলে সঞ্চরিত হয়, তেমনি পাপীর পাপও সংসর্গকারীর শরীরে সংক্রামিত হ'য়ে থাকে রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম। তাতে তাঁদের কোন উপকার হবে না, কারণ, যে উপাদানে তাঁদের শরীর তৈরী হ'য়েছে তার পরিবর্ত্তন না হ'লে তাঁদের সঙ্গ ক'র্‌লেই সঙ্গকারী পতিত হবেন।

হরি। কথা কইলে, ছুঁলে পাপ সংক্রমিত হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম হাঁ—

অসতাং দর্শনাৎ স্পর্শাৎ
সংজল্পাচ্চ সহাসনাৎ।
ধর্ম্মাচারাঃ প্রহীয়ন্তে
সিধ্যন্তি চ ন মানবাঃ ॥২৯॥
বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং
নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ।
মধ্যমৈর্মধ্যতাং যাতি
শ্রেষ্ঠতাং যাতি চোত্তমৈঃ ॥৩০॥

—মহাভারত অরণ্যযাত্রাপর্ব্ব ১ম অধ্যায়।

অসতের দর্শন, স্পর্শন, তাদের সহিত আলাপ, একসঙ্গে উপবেশন ক'র্‌লে ধর্ম্মাচার একবারে নষ্ট হ'য়ে যায়, মানব সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে পারে না রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম। এইজন্য আমাদের কল্যাণকামী ঋষিগণ ব'লেছেন—যারা নিজের দুষ্কৃতি-ফলে কুকুর চণ্ডালাদি নিম্নযোনি লাভ ক'রেছে, তাদের দর্শন, স্পর্শন, একত্র উপবেশন, ভোজনাদি ক'র্‌বে না; যদি কর তোমার অধঃপাত হবে রাম রাম সীতারাম।

ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চণ্ডালৈর্নপুক্কসৈঃ।
ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যবসায়িভিঃ॥

পতিত, চণ্ডাল, পুক্কস, মূর্খ অবলিপ্ত (গর্ব্বিত), অন্ত্য (নীচ জাতি) অন্ত্যবসায়ীর ও গর্ব্বিতের সঙ্গে একত্র উপবেশনাদি ক'র্‌বে না।

যস্তু চণ্ডালসংস্পৃষ্টং পিবেত্তোয়মকামতঃ।
স তু সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরেৎ শুদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥

কেহ যদি অকামে অনিচ্ছাক্রমে চণ্ডালসংস্পৃষ্ট জলপান করে, তাহ'লে আত্মশুদ্ধির জন্য সান্তপন কৃচ্ছ্র (প্রাজাপত্য ব্রত) আচরণ ক'র্‌বে—এরূপ শাস্ত্রের বিধান।

পূর্ব্বোক্ত বিধি নিম্নলিখিত বেদমন্ত্রেরই অনুসরণ মাত্র—

চণ্ডালানামামান্নং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ,
সিদ্ধং ভুক্ত্বা পরাকঃ।

চণ্ডালগণের আমান্ন চাল ভোজন ক'র্‌লে ত্রিরাত্র উপবাস আর তাদের অন্নভোজন ক'র্‌লে পরাক (দ্বাদশাহ) উপবাস ক'র্‌বে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, রাম রাম সীতারাম।

হরি। এ সব আইন যাদের নাই, তারা কি মানুষ নয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম তোমায় আগেই ব'লেছি—ভারতীয় আর্য্যগণের লক্ষ্য স্বতন্ত্র, তাঁরা চান—ভগবৎসাক্ষাৎকার; কাজেই অপরের দুষ্ট পরমাণু নিয়ে আপনাদের শরীর কলুষিত ক'রে আনন্দলাভের পথে বিঘ্ন উপৎপাদন করেন না রাম রাম সীতারাম। শাস্ত্র সর্ব্বভূতস্থিত নারায়ণকে প্রণাম কর্‌বারই আদেশ ক'রেছেন।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥৩৪॥

—শ্রীমদ্ভা ৩।২৯

ঈশ্বর জীবরূপে মানুষে প্রবিষ্ট—এই মনে ক'রে সসম্মানে মনে মনে প্রণাম কর্‌বে।

শ্রীভগবান্ বলেছেন:

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ-সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, বৃক্ষ-লতা, সাগর, ভূধর, নদ-নদী, পশু-পক্ষী, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ সকলকে হরির শরীর বোধে প্রণাম ক'র্বে। রাম রাম সীতারাম যা কিছু আয়োজন কেবল ভগবদ্দর্শনের জন্য রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। পতিতকে উদ্ধার করা কি উচিত নয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, উদ্ধার করার ক্ষমতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ যদি তোল্বার আদেশ দেন, তখন তুল্তে গেলে ভয় থাকে না, নচেৎ নিজেকে তার সঙ্গে ডুবে যেতে হবে রাম রাম সীতারাম।

হরি। ভাল কথা, চণ্ডালের সঙ্গে ছেড়ে দিই, কায়স্থের বা কৈবর্ত্তের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে খেলে কি দোষ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম,

যশ্চ শূদ্রৈঃ সমশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽপ্যেকভোজনে।
অশৌচং বিধিবত্তস্য শৌচমত্র বিধীয়তে ॥২০

—মহাভারত-দানধর্ম্ম পর্ব্ব ১৩৬ অঃ

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করেন, তাঁর অশৌচ অর্থাৎ পাপ হয়—যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম। যে ব্রাহ্মণ বৈশ্যের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করেন, তিনি ত্রিরাত্রব্যাপী ব্রত করত সে পাপ হ'তে মুক্ত হন।

যস্তু বৈশ্যৈঃ সহাশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽপ্যেক ভোজনে।
স বৈ ত্রিরাত্রং দীক্ষিত্বা মুচ্যতে তেন কর্ম্মণা ॥২১॥ —ঐ

রাম রাম সীতারাম—

ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ যোঽশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽপ্যেকভোজনে।
আপ্লুতঃ সহ বাসোভিস্তেন মুচ্যেত পাপ্মনঃ ॥ ২২ ॥

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করেন, তিনি সবস্ত্র স্নান করত শুদ্ধ হন রাম রাম সীতারাম।

হরি। ব্যাপার কি? এতে কি অপরাধ হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম ব্রাহ্মণের জীবনের লক্ষ্য স্বতন্ত্র আর শূদ্রাদি বর্ণের জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণপ্রধান ও সত্ত্বগুণ বর্দ্ধন ক'র্‌বার জন্য সতত সচেষ্ট, শূদ্রাদি বর্ণের সহিত ভোজন ক'র্‌লে তাঁর তমোগুণ বাড়ে; ভোজনকালে অধিকতর পরমাণু সংক্রামিত হয়, ভুক্ত অন্নাদির সহিত সে পরমাণু ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করত তাঁকে অবসন্ন ক'রে দেয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। শুধু ব্রাহ্মণের ক্ষতি হয় না, ব্রাহ্মণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনকারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ক্ষতি হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। সে কি! ব্রাহ্মণের পরমাণু পেয়ে শূদ্রাদির লাভ হবে না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, না সীতারাম।

> শূদ্রস্য চ কুলং হন্তি বৈশ্যস্য পশু-বান্ধবান্।
> ক্ষত্রিয়স্য শ্রিয়ং হন্তি ব্রাহ্মণস্য সুবর্চ্চসম্॥ ২৩॥
>
> —মহা-দানধর্ম্ম পর্ব্ব ১৩৬অঃ

ব্রাহ্মণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন ক'র্‌লে শূদ্রের কুল নষ্ট হয়, বৈশ্যের পশু ও বান্ধবগণ নিহত হয়, আর ক্ষত্রিয়ের লক্ষ্মী এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ বিনষ্ট হ'য়ে থাকে, রাম রাম সীতারাম।

হরি। তাহ'লে এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনে মাত্র ব্রাহ্মণের ক্ষতি হয় না, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেরই ক্ষতি হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, হাঁ সীতারাম। শাস্ত্ররূপী ভগবান্ যাতে সকলের কল্যাণ হয়, সকলে শ্রীভগবান্‌কে লাভ ক'র্‌তে পারে, তারজন্যই বিধি-নিষেধের কথা ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম। একত্র ভোজনে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হয়—শান্তিহোম প্রায়শ্চিত্ত। গায়ত্রীমন্ত্র, রৈবত সাম জপ, পবিত্রেষ্টি, কুষ্মাণ্ড অনুবাক্ ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপাদির দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় রাম রাম সীতারাম।

হরি। ও সব এখন ত কেউ জানেন না।

ক্ষেপা। রাম রাম স্নান ক'রে হাজার গায়ত্রী জপ ক'রলে চ'ল্‌বে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

এক পঙ্‌ক্তিতে অথবা উচ্ছিষ্ট ভোজনের প্রায়শ্চিত্তান্তে—

তথোচ্ছিষ্টমথান্যোন্যং সম্প্রাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
রোচনা বিরজা রাত্রির্মঙ্গলালম্ভনানি চ ॥ ২৫॥ ঐ

কারো উচ্ছিষ্ট বা এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করা অকর্ত্তব্য; কোনরকমে ভ্রম ক্রমে যদি হ'য়ে যায়, কথিত প্রায়শ্চিত্তের পর গোরোচনা হলুদ দূর্ব্বাদি স্পর্শ করা উচিত রাম রাম সীতারাম। এইরূপ যার তার সঙ্গে আহারাদি বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরুদ্ধ রাম রাম সীতারাম। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হ'ল আর্য্যগণের প্রাণ, সর্ব্বত্র সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হ'য়েছে। যদি কেউ বলেন —আমি ভগবান্ মানি, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানি না, তিনি ভগবান্‌কে পেলেন কোথায়?

যে শাস্ত্র ভগবানের সন্ধান দিয়েছেন, সেই শাস্ত্রই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা ব'লেছেন। **যিনি ভগবানকে মানেন, তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মান্‌তে বাধ্য** রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব'ল্‌ছো, এই শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীসন্তদাস বাবাজী এঁরা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মান্‌তেন ব'ল্‌তে পারো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম নিশ্চয়ই মান্‌তেন। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখো, শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনস্থানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের ভিক্ষা নেন্‌নি। শ্রীপরমহংসবাবা কখন শূদ্রের হাতে রান্না অন্নাদি খান নাই। শ্রীসন্তদাসবাবাও কখনও অন্য বর্ণের অন্নাদি ভোজন করেননি। শ্রীবিজয়কৃষ্ণগোস্বামীবাবা শাস্ত্র-সদাচারের—বর্ণাশ্রমের অতি পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁর কথা—'শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন অন্যপথে যদি ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়—তাহাও যাইবে না। শাস্ত্র অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন, ঋষিদিগের পদানুসরণ ভিন্ন গতি নাই। আচার শাস্ত্র-সদাচারের সঙ্গে মিলিলে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নতুবা বিষবৎ ত্যজ্য।

—শাস্ত্রসংশয়নিরসন-ধৃত করুণাকণা ১৭-১৮ পৃষ্ঠা।

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তিনি মহাপ্রস্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রভুপাদ শ্রীল্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে লিখেছিলেন—

নমস্ত নিত্যানন্দবংশধর-চরণসরোজেষু—

আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোপ পাইবার মত হইয়াছে। আপনারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার চেষ্টা না করিলে আর কাহারা করিবে? এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম না দাঁড়াইলে সর্ব্বসাধারণের কখন মঙ্গল হইবে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা হইলে যথার্থই সকলের কল্যাণ হইবে। পরিশেষে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি—তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন ও অধিক দিন তাঁর সত্যধর্ম্ম এইরূপে রক্ষা করিতে ও লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন।

শাস্ত্র ও সদাচার-রক্ষাকারী সর্ব্ব-
শ্রীক্ষেত্রধাম সজ্জনগণের দাসানুদাস
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ শ্রীবিজয়কৃষ্ণগোস্বামী

—আচার্য্যপ্রসঙ্গ ৪০৪ পৃঃ

রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। মন্দিরে যদি চণ্ডালাদি প্রবেশ ক'রে দেবদর্শনে পাপমুক্ত হয়, তাহ'লে তাতে দোষ কি?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে বীর্য্যে, যে রক্তে জন্মেছে, তাতে দেবমন্দিরে প্রবেশ ক'র্লে তার কলুষিত পরমাণু দ্বারা দেবমন্দির দুষ্ট হবে, তার কোন উপকার হবে না রাম রাম সীতারাম।

হরি। কেন, যদি দেবতার পবিত্র ক'রবার শক্তি না থাকে, তাহ'লে তিনি কেমন দেবতা?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম মূল যে অপবিত্র! গোহাড় গঙ্গাজলে ধুয়ে তুলসীপাতা চন্দন মাখালে সে যেমন পবিত্র হয় না, তেমনি চণ্ডালাদি বর্ণ দেবমন্দিরে গিয়ে পবিত্র হ'তে পারে না রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। পূর্ব্বতন ভক্তগণ দেবমন্দিরে প্রবেশ না ক'রে শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা ক'রে গেছেন—যবন হরিদাস,

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ কোনদিন ৺জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। এমন কি শ্রীসনাতন পাছে পূজকগণের সহিত ছোঁয়াছুয়ি হয়, তজ্জন্য সিংহ-দ্বারের পথ দিয়ে যাতায়াত ক'র্‌তেন না।

হরি। তাদের উপায় ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, যে শাস্ত্র দেবদর্শনের কথা অর্থাৎ দেবদর্শনে মানুষ নিষ্পাপ হয় ব'লেছেন, সেই শাস্ত্রই ব'লেছেন—বার থেকে ধ্বজা দেখ্‌লে চণ্ডালাদি বর্ণের দেবদর্শনই হবে রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। তোমায় ব'লেছি মকার-বাবাকে পাবার দুটো পথ আছে—একটা বেদ, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ ও গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র সংহিতা—তা আশ্রয় ক'রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এঁরা স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান করত বেণুরাণীকে পান; মকার-বাবা তাঁর খাস্ কামরায় নিয়ে গিয়ে তাঁদের অমৃতে ভিজিয়ে রাখেন।

দ্বিতীয় হ'ল প্রেমমার্গ—রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ, পাঞ্চরাত্র, ব্রহ্মসংহিতা, নারদপঞ্চরাত্র ইত্যাদি—এঁরা বেদের কথা ও সন্ধ্যা গায়ত্রী অত্যজ্য বলেন। কালক্রমে মানুষের বুদ্ধি প্রভৃতির হ্রাস হ'তে আরম্ভ হয়, তখন রামায়ণ-মহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবতাদির লীলার ধ্যান, তাতেও যারা অসমর্থ তাদের জন্য "নাম"—এইভাবে মকারবাবা নেমে এলেন নামে—প্রেমমার্গে, এতে অধিকারী অনধিকারীর কোন কথা নাই। তুমি যে কেহ হও না, যে জাতি হও না, তোমার যত কেন পাপ থাকুনা, তুমি নাম কর, ব্যস্ তাতেই সব হবে। বৈখরীতে 'রাম রাম' ক'র্‌তে ক'র্‌তে মধ্যমায় "অরব-রব" বেণুধ্বনি পাবে, মকার-বাবা বাঁশী শোনাতে শোনাতে তাঁর খাস্ কামরায় নিয়ে যাবেন।

তাই শূদ্র ও চণ্ডালাদি নিম্নবর্ণের মুখ্য বেদপথে অধিকার

নেই, তাঁদের প্রেমমার্গ—'রাম রাম' ক'রতে ক'রতে তাঁরা পৌঁছে যাবেন সেই আনন্দের রাজ্যে।

চণ্ডালাদি অন্ত্যজগণের মন্দিরপ্রবেশে তাদের কোন উপকার হবে না, তাদের দূষিত পরমাণু ছড়িয়ে স্থানকে অপবিত্র করা হবে মাত্র।

সেজন্য ঋষিগণ ব'ল্লেন—বাবা, তোরা ধ্বজা দেখ্, আর নাম কর। হরিদাসবাবা সিদ্ধবকুলে ব'সে ব'সে তিনলক্ষ নাম ক'রতেন আর ধ্বজা দেখ্তেন, বেণুরাণী তাঁর বুকের ভেতর নিরন্তর ঢুকে থাকতেন, পরে বুকে ক'রে নিয়ে গিয়ে নিত্যলীলায় মিলিয়ে দিলেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। ও ত পুরাণো কথা, তুমি কোন নিম্নবর্ণ প্রেমীভক্ত দেখেছো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, হাঁ সীতারাম, বর্দ্ধমান জেলায় গ্রাম-কালনায় শ্রীঅসীমানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন, তাঁর গুরু স্থান ডুমুরদহ উত্তমাশ্রম। ৺অসীমানন্দবাবার একটি বাউরী ঝি ছিল; সে বাবার কাছে কিছু চাইলে, বাবা তাকে মন্ত্র দিলেন, সে অগ্রসর হ'তে লাগ্লো, মকারবাবা তাঁকে বুকে নিলেন। সে ডুমুরদহে শ্রীধ্রুবানন্দবাবার কাছে কিছু চাইল, এ বাবাও কৃপা ক'রলেন; আমরা তাঁকে উৎসবের সময় উত্তমাশ্রমে দেখেছি—অসীমাবাবা হোমঘরের উপরে ব'সে, আর বাউরী বেটী (ক্ষেপীমা) উঠোনে ব'সে সমাধিস্থ হ'য়ে আছেন জয় জয় রাম সীতারাম। ক্রমে ক্ষেপীমার জ্ঞান চলে যায়, তিনি একবারে বেহুঁস হ'য়ে পড়েন, সব স্মৃতি ধ্বংস হ'য়ে যায়, পরে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান ফিরে আসে। আমরা তাঁকে উত্তমাশ্রমে দেখেছি। তিনি এখন গ্রাম কালনাতেই থাকেন শুনেছি। জানিনা, মকারবাবা তাঁকে নিয়ে গেছেন কিনা রাম রাম সীতারাম। হাড়ি, মুচি, ডোম, কোল, ভীল, সাঁওতাল, যিনি হোন না কেন তিনিই, নাম অবলম্বনে কৃতার্থ হবেন রাম রাম সীতারাম। এই প্রেমপথে ব্রাহ্মণ হ'তে আরম্ভ ক'রে অতি নীচবর্ণের অধিকার। আরো এক ব্যাপার, শূদ্রবাবারা মন্ত্রজপে সিদ্ধি

লাভ ক'র্‌লে মাত্র ব্রাহ্মণদেহ লাভ করেন, তবে সেখানে দশদিন অশৌচ বা পৈতে নেবার দাবী থাকে না।

হরি। ঐ সব নিম্নবর্ণ কি এই জন্মেই মুক্তিলাভ ক'র্‌বে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সাধু ও শাস্ত্র বলেন—তাঁদের ব্রাহ্মণ-জন্মের অপেক্ষা থাক্‌বে রাম রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। আবার যদি জন্মাতে হ'ল তাহ'লে তোমার মকার-বাবা কি ক'র্‌লেন ?

ক্ষেপা। রামরাম সীতারাম, সে জন্ম তো লীলার জন্ম। আজীবন হাজার হাজার লোককে উপদেশ দান করিয়ে, তাদের বুকে ক'রে নিয়ে মকার-বাবা সোজাসুজি খাস্‌ কামরায় গিয়ে ঢুকে পড়েন রাম রাম সীতারাম।

শ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্র রাজা মুচুকুন্দকে ব'লেছিলেন—

"তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে স্থিত হ'য়ে মৃগয়াদির দ্বারা অনেক প্রাণীহিংসা ক'রেছো, আমাকে আশ্রয় ক'রে তপস্যার দ্বারা পাপ নষ্ট করত পরজন্মে সকলের পরম সুহৃদ্‌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হ'য়ে কেবল আমাকে প্রাপ্ত হবে"।

—শ্রীমদ্ভা ১০।২১।৬৩

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। হাঁ হাঁ, একটা কথা মনে পড়েছে, আচ্ছা—ওই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-মশাইদের কি অত্যাচার! এই যে কায়স্থ, বেনে, উগ্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত্ত, গোপ এদের শূদ্র ব'লে ফেলে রেখেছেন, ওদের সংস্কার ক'রে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ক'রে নিলে তাঁদেরই তো লাভ; থাক্‌ বেটারা পড়ে, একি? যাক্‌ কতকগুলি পণ্ডিত স্বাধীনচেতা, তাঁরা মত দিয়েছেন। কায়স্থেরা পৈতে নিচ্ছেন, বার দিন অশৌচ পালন ক'রে ক্ষত্রিয় হ'য়ে গেছেন; আগুরিরা কেউ কেউ পৈতে নিয়েছে, কেউ না নিয়ে বার দিন অশৌচ পালন ক'চ্ছে, আর কৈবর্ত্তেরা পৈতা না নিয়ে পনর দিন অশৌচ পালন ক'চ্ছে। গোয়ালারা যাদব ক্ষত্রিয় হ'য়ে গেছে। সনাতনী বাবাদের ভীষণ অত্যাচারের কেমন প্রতিশোধ! একবারে তাঁদের শাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, কায়স্থবাবাদের পূর্ব্বপুরুষ—যখন কান্যকুব্জ থেকে পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আসেন, তাঁদের সেবক হ'য়ে এদেশে এসেছিলেন। ঘোষ, বোস, মিত্র, দত্ত কোন ক্ষত্রিয়ের উপাধি নাই, তাঁরা শূদ্র। তাঁদের উর্দ্ধতন পুরুষগণ সকলেই শূদ্রের আচার পালন ক'রেছেন, ক্ষত্রিয়ের কোন সংস্কার তাঁদের ভেতর নেই, পরে তাঁদের ভেতর ঢেউ উঠ্‌ল—'আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের ওপর অত্যাচার হ'য়েছে, আমাদের শূদ্র ক'রে রাখা হ'য়েছে'। তাঁরা পৈতে নিলেন, কিন্তু তাঁদের শরীর যে রক্ত-বীর্য্যে গঠিত হ'য়েছে, তাতে ক্ষত্রিয়ের কোন সংস্কার নাই। কাজেই পৈতে পরে তাঁরা শূদ্রই রইলেন। কেউ বা পৈতে ফেলে দিলেন।

হাইকোর্টে মোকদ্দমা উঠ্‌লো, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বঙ্গীয় কায়স্থগণকে শূদ্র বলে রায় দিলেন। সে বাবারা ক্ষত্রিয়ের সংস্কার বিহীন, পৈতে নিয়ে কোন কাজ ক'র্‌তে পার্‌বেন না। **তাঁরা একমাসের স্থলে যদি অশৌচ অবস্থায় বারদিনে পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ করেন, তাহ'লে শ্রাদ্ধ পণ্ড হবে।** একমাস হবিষ্য ভোজন, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'র্‌লে তবে তাঁরা শুদ্ধ হ'তেন, তাঁদের শ্রাদ্ধের অধিকার হ'ত ; এই বারোদিনে শ্রাদ্ধ করার ফলে পিতা বা মাতা প্রেতই রইলেন। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ করালেন, যাঁরা কৃতীর অশৌচ অবস্থায় ভোজন ক'র্‌লেন, যাঁরা ব্যবস্থা দিলেন, তাঁরা সকলেই পতিত হ'লেন, প্রেত অভিশাপ দিতে লাগ্‌লেন, **তাঁদের কল্যাণ সুদূরপরাহত হ'য়ে গেল** রাম রাম রাম সীতারাম।

হরি। সবাই চিরদিনই নীচেয় পড়ে থাকবে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পড়ে থাক্‌বেন কেন ? তাঁদের দ্বিতীয় পথ র'য়েছে প্রেমমার্গ—'রাম রাম' ক'র্‌তে ক'র্‌তে তাঁরা পৌঁছে যাবেন বেণুরাণীর ঘরে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তাই যদি পৌঁছে কেউ যায়, তবে তোমার মহু ফমুর কি দরকার ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, দরকার হ'ল রোগ সারা। যার যেমন সংস্কার বা অবস্থা, সে সেই রকম ডাক্তার এনে চিকিৎসা ক'রে শরীর শুদ্ধ করত বেণুরাণীকে পেয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ যে সংস্কার নিয়ে জন্মেছেন, তাঁর ভেতর সে সংস্কার সুপ্তভাবে আছে; তিনি জুতোর দোকান ক'রেছেন, কিন্তু তাঁর সে সংস্কার যায়নি; তিনি দেহদোষ ঘোচাবার জন্য 'রাম রাম' ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু গায়ত্রী ছাড়লেন না।

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেদ্‌ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।

কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ২।৮৭ মনু

ব্রাহ্মণ অগ্নিসম্বন্ধ করুন না করুন, তিনি জপ এবং ব্রাহ্মণের অন্য করণীয় কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে পার্‌বেন। যিনি সর্ব্বভূতে অভয়দান করেন, তিনি ব্রাহ্মণ রাম রাম সীতারাম।

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং
যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।
শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জ্জবং
ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥

—মহা-মোক্ষধর্ম্ম ২৯৭ অঃ

ব্রাহ্মণের একতা, সমতা, সত্যতা, সদাচারে নিষ্ঠা, অহিংসা, সরলতা এবং ক্রিয়া হ'তে নিবৃত্তি—এইরূপ ধন আর নাই রাম রাম সীতারাম। কর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ নাম-লীলা-গায়ত্রী অবলম্বনে ওঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত হন্‌ রাম রাম সীতারাম। কর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ—

লক্ষদ্বাদশযুক্তস্তু পূর্ণ ব্রাহ্মণ ঈরিতঃ।
গায়ত্র্যা লক্ষহীনন্তু বেদকার্য্যে ন যোজয়েৎ॥

—শিবপুরাণ, বিদ্যেশ্বর সংহিতা
১১।৪৬।৪৭

একলক্ষ গায়ত্রী জপ ক'র্‌লে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করেন। দ্বাদশলক্ষ জপ ক'র্‌লে ব্রাহ্মণ পূর্ণ-ব্রাহ্মণ হন্‌। তারপর সত্তর বৎসরের পর যার সামর্থ্য থাকে তিনি সন্ন্যাস নিতে পারেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সাতারাম।

"সাধু ব্যবহার, শান্তি, কার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধ বুদ্ধি, পাপকার্য্যে নিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্য ধর্ম্মের অনুশীলন—এ সকল কার্য্য সত্ত্বগুণ হ'তে সমুৎপন্ন হয়। যে ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল অবলম্বন ক'রে ক্রমে শাস্ত্রীয় জ্ঞান, ব্যবহার, সেবা, আশ্রয়, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, প্রতিগ্রহ, ধর্ম্ম ও তপস্যাতে অনাস্থা দেখিয়ে পরব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারাই যথার্থ সাধুদর্শী।"

—অনুগীতা-পর্ব্ব ৩৮ অধ্যায়

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, জুতো-বিক্রেতা ব্রাহ্মণ জুতো বিক্রী ক'র্‌তে ক'র্‌তে 'রাম রাম' ও সন্ধ্যা গায়ত্রী ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, জুতোর দোকান চলে গেল, বারলক্ষ গায়ত্রী জপে পূর্ণ ব্রাহ্মণ হ'য়ে গেলেন; তাঁর বৃত্তির জন্য কোন চিন্তা থাক্‌বে না, মকার-বাবাই বৃত্তির ব্যবস্থা ক'র্‌বেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। যদি রথোহাড়ী 'রাম রাম' ক'রে শেষে তারানাথ ভট্টচার্জ্জির সমান গতিই পায় তা' হলে ব্রাহ্মণজন্মের লাভ কি হ'ল?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম রথোহাড়ীর অন্য জন্মের অপেক্ষা থাকে কিন্তু জুতোবিক্রেতা ব্রাহ্মণও গায়ত্রীকে অবলম্বন ক'র্‌লে ইহজন্মেই মুক্ত হন রাম রাম সীতারাম।

> শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণানুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
> বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ॥ ১২
> আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে।
> গুণাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১৩

—মহা-বনপর্ব্ব ২১২ অঃ।

শূদ্রযোনিজাত কোন মানব যদি সদ্‌গুণ আশ্রয় করেন, দেহান্তে তিনি বৈশ্য হবেন এবং ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ ক'র্‌বেন। যদি তিনি সরলতায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন, জন্মান্তরে তিনি ব্রাহ্মণ হবেন। এ দেহে তিনি মন্ত্র-জপাদির দ্বারা মাত্র-ব্রাহ্মণ হবেন, ব্রাহ্মণ-বীর্য্যে রক্তে জন্ম না হ'লে ব্রাহ্মণ হবেন না।

যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তে ন হি ভবেদ্ দ্বিজঃ॥ ১৪॥
—মহা-বনপর্ব্ব ২১৬ অঃ।

যে শূদ্র দমে (বাহ্য-ইন্দ্রিয়নিগ্রহে), সত্যে ও ধর্মে সতত প্রযত্ন করেন—তিনি ব্রাহ্মণ, জাতি ব্রাহ্মণ নন, কর্মে ব্রাহ্মণ।

সত্যই পরব্রহ্ম, সত্যই অনন্তজ্ঞান, সত্যই হ'ল বেদ হ'তে শ্রেষ্ঠ, সত্যই ওঙ্কার রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 'রাম রাম' ক'রতে ক'রতে নাদময় ওঙ্কারের উকার-পাদে পৌঁছে গেলেন, ওঙ্কার তাঁকে একবার ঘুরিয়ে আন্‌লেন রাম রাম সীতারাম।

সত্যবাদী লভেতায়ুরনায়াসমথার্জ্জবম্।
অক্রোধনোঽনসূয়শ্চ নির্বৃতিং লভতে পরাম্॥ ২২
—মহাভারত বনপর্ব্ব ২৪৯ অঃ।

সত্যবাদী দীর্ঘ আয়ু, সুখ ও সরলতা লাভ করেন, ক্রোধশূন্য ও পরের দোষ প্রদর্শন নিন্দা না ক'রে পরা নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করেন রাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। সেজন্য ব'ল্‌ছিলাম—কায়স্থবাবারা তাঁদের যে ধারা চ'লে আস্‌ছে, সে ধারায় গমন ক'র্‌লে অনায়াসে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। শ্রীবিবেকানন্দবাবা শ্রীঅভেদানন্দবাবা পৈতে নেন্‌নি, তথাপি তাঁরা জগৎপূজ্য।

আপনারা নাম অবলম্বন করুন কৃতার্থ হবেনই। প্রয়োজন রোগ সারা। গোলা ওষুধ খেলেও রোগ সারে আবার ইন্‌জেক্‌সন্ ক'র্‌লেও রোগ সারে। গোলা ওষুধ হ'ল—বিধি-ব্যবস্থাবহুল বৈদিক মার্গ। ওষুধ খাবার গেলাস, জল, কঘণ্টা অন্তর খেতে হবে তার জন্য ঘড়ি, ওষুধ খাওয়ার পর মুখে দেবার পান বা ছোলা ভিজান চাই, অত যোগাড় ক'রে গোলা ওষুধ খেয়ে রোগ সারান সকলকার সম্ভব হয় না; কিন্তু ইন্‌জেক্‌সন্ যখন তখন যেখানে সেখানে হ'তে পারে; তাতেও রোগ সারে; রোগসারান লক্ষ্য, তাই শাস্ত্র ব'ল্লেন—হে কায়স্থ! তুমি 'রাম

রাম' কর, তাতেই কৃতার্থ হবে। রাম রাম সীতারাম, বিধি-বহুল পথে জোর ক'রে গিয়ে জীবনটা ব্যর্থ ক'রোনা রাম রাম সীতারাম।

হরি। উগ্রক্ষত্রিয়েরা কি ক'র্‌বে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যাঁরা পৈতা নিয়েছেন ঐ কথা তাঁদের ব'ল্‌বো যে—বাবারা, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ যে পথে চলেন নাই, যার সংস্কার আপনাদের নেই, আপনারা সে পথে গিয়ে কেন এমন দুর্লভ মানবজন্ম ব্যর্থ ক'র্‌বেন ? তাছাড়া যাঁরা পৈতা নিয়েছেন, তাঁদের বিয়ের দিন পুরোহিত-বাবারা একগাছি পৈতা গলায় দিয়ে দেন এই মাত্র। একজন উগ্রক্ষত্রিয় বাবাকে গায়ত্রী জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, তিনি বোধ হয় ব'ল্লেন—

মহাদেবং মহাত্মানং মহাযোগিনমীশ্বরম্।
মহাপাপহরং দেবং মকারায় নমো নমঃ॥

একি অদৃষ্টের পরিহাস! এমন উগ্রক্ষত্রিয় বাবারা আছেন, যাঁরা পৈতা নেন্‌নি, বারদিন অশৌচ পালন করেন—এ এক মহাকৌতুক! তুমি যদি ক্ষত্রিয়, তো পৈতা কৈ ? পৈতে নেই, তবে তুমি ক্ষত্রিয় কেমন ক'রে হ'লে ? বারদিন অশৌচ কি করে হয় ? ও হয়, ও হয়—এ কি কথা ?

এঁদের মধ্যে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ স্বধর্ম্মপরায়ণ অনেক ধার্ম্মিকব্যক্তি আছেন কিন্তু কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত হ'য়ে এঁদের জীবন ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে! পৈতা যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের কোন সংস্কার নেই, তাঁরা কিছুতেই এগুতে পার্‌বেন না। বেনে বাবাদেরও ঐব্যাপার! আমরা কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয় এবং বেনে-বাবাদের পুরোহিতগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন ক'রছি—**বাবারা, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ সবাই শূদ্রযাজী ছিলেন, আপনাদের সেই বংশে জন্ম। আপনারা যজমানকে ক্ষত্রিয় ক'রে শূদ্রযাজিত্ব খণ্ডন ক'রতে চাচ্ছেন, তা হ'তে পারে না—আমড়া কখনও আম হয় না** ; এতে শুধু আপনার যজমানগণের অধঃপাত হবে না, আপনাদেরও দুর্গতির সীমা

থাক্‌বেনা, ইহলোকে পরলোকে হাহাকার ক'র্‌তে হবে।

হরি। কৈবর্ত্তগণকে কি ব'ল্‌বে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম তাঁদের ব'ল্‌বো—বাবারা, রাণী রাসমণির ধনবল কম ছিলনা, বুদ্ধিবলও যথেষ্ট ছিল। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে কালী প্রতিষ্ঠা ক'র্‌লেন, তখন তিনি বৈশ্য হবার চেষ্টা না ক'রে ঠাকুরের ভোগের জন্য পণ্ডিত-বাবার—(নাম ৺রামকুমারবাবা, রামকৃষ্ণপরমহংসবাবার দাদা,) কথামত সম্পত্তি গুরুকে দান ক'রে দিয়ে, গুরুর নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। যাক্‌ আপনারা পৈতা নেন্‌নি, লেখাপড়া অনেকে জানেন। এখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি—বাবারা, আপনারা কিছু ক'রলেন না, হঠাৎ পনরদিন অশৌচ কি ক'রে কোথা দিয়ে কোথায় উপে গেল? যাদবক্ষত্রিয়বাবাদের প্রতি ঐ কথাই নিবেদন ক'র্‌বো—বাবারা, আপনারা যা করেন, তাতো আপনা-দের অজানা নেই, মাত্র পনরদিন বা আঠারদিন হবিষ্য করার ভয়ে একি সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন! **মাত্র হবিষ্যির হাত হ'তে নিস্তার পাওয়া ছাড়া আর কিছু হ'চ্ছে কি?** সকলে সত্য ব'ল্‌বেন।

সোজাপথ 'রাম রাম' ক'রে চলুন আনন্দরাজ্যে, এখানেই আনন্দের সাড়া পাবেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম।

হরি। তুমি তাদের কি ব'ল্‌তে চাও,—যারা পৈতা নিচ্ছে, পৈতা না নিয়েও পনরদিন অশৌচ পালন ক'চ্ছে, স্পষ্ট ক'রে আর একবার বল।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, যুক্তকরে তাঁদের ব'ল্‌বো—**প্রিয়তম বাবারা, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পথে চলুন, শান্তি পাবেন।** মামলা তো কটাদিন হবিষ্যির রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম।

হরি। হাঁ, মনে পড়েছে—দেখো দিকিনি তোমার মনুবাবাদের কাণ্ড, খাওয়া দাওয়ার প্রতি কি বিষদৃষ্টি তাদের! আরে বলে কিনা প্রতিপদে কচু খেতে নেই! কেনরে বাপু, প্রতিপদে কচু খেলে কি হ'য়েছে, বলত চাঁদ!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, প্রতিপদে কচু নয়, দেশী কুমড়ো রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে বাত গোদ একশিরা প্রভৃতির যন্ত্রণা হয় কেন জানো?

হরি। না।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, সূর্য্য হ'লেন জগৎ-প্রাণ, স্থাবর জঙ্গমের আত্মস্বরূপ; অমাবস্যা পূর্ণিমাতিথিতে সূর্য্যের গতি অনুসারে বাত একশিরা প্রভৃতিতে দুষ্ট বীজাণুর উৎপত্তি হয়, সেজন্য বাত প্রভৃতিতে যন্ত্রণা হ'য়ে থাকে। সেই সূর্য্যের গতি প্রতিপদে কুমড়োয় প'ড়ে দুষ্ট ক'রে দেয়; তজ্জন্য রোগাদির দ্বারা অর্থ হানি হয়, অষ্টমীতে নারকোলে পড়ে তাতে মেধা নাশ করে, সেজন্য বলে—মূর্খ হয়। অন্যান্য তিথিতে এরূপ জান্‌বে রাম রাম সীতারাম। যেন শুনেছিলাম—জজ উড্‌রফ্, তিনি দ্বাদশীর অন্তঃক্ষণে একটি বেগুন কেটে অনুবীক্ষণ নিয়ে দেখ্‌লেন—তাতে কিছু নাই, যেমন ত্রয়োদশী প'ড়্‌লো অমনি তাতে অতি ক্ষুদ্র পোকা জন্মালো; তা রেখে দিলেন; ত্রয়োদশীর শেষক্ষণেও দেখ্‌লেন তাতে পোকা রয়েছে; যেমন চতুর্দ্দশী প'ড়্‌লো অমনি পোকাগুলো সব মরে গেল রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতা-রাম। ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তাঁদের প্রজ্ঞাদৃষ্টির দ্বারা দেখে কুমড়ো, বৃহতী, পটোল, মূলো, বেল, নিম, তাল, নারকোল, লাউ, কলমীশাক, সিম, পুইশাক, বেগুন এবং মাষ প্রতিপদাদি তিথিতে যথাক্রমে এইগুলি খেতে নিষেধ ক'রেছেন, খেলে কি হয় তাও ব'লেছেন। অমাবস্যা পূর্ণিমায় স্ত্রী-তৈলাদি দুষ্ট হয় রাম রাম সীতারাম। যাঁরা শাস্ত্রানুসারে সদাচার পালন করেন, তাঁরা সুস্থ শরীরে আনন্দে পরমানন্দের উৎসের দিকে অগ্রসর হ'তে পারেন। **শাস্ত্র হ'লেন—সকলকার অকৃত্রিম সুহৃৎ। সেই শাস্ত্র-ভগবান্ সকলকে সংযত ক'রে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'চ্ছেন।** যিনি শাস্ত্রপথে চ'ল্‌বেন তিনি অচিরাৎ অরব-রবের সুমধুর রবে ডুবে যাবেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। কেবল শাস্ত্র আর শাস্ত্র! তোমার শাস্ত্র কোথা থেকে হ'ল বলতো?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, সে অনেক দিনের কথা! কর্ত্তা গিন্নী কাজকর্ম সেরে দুজনে জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে একবারে জমাট বেঁধে ঘুম দিচ্ছিলেন। তাঁরা বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন, বোঝবার যো ছিলনা রাম রাম সীতারাম। "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্"

তখনও নিদ্রিত বিশ্ব মানসে তাঁহার,
নিস্তরঙ্গ সিন্ধু সম শান্ত স্তব্ধ ধীর,
তখনও ছিলনা হেথা আলো কি আঁধার
তখনও ফুটেনি হাস্য আস্যে প্রকৃতির।

রাম রাম সীতারাম।

হরি। তোমার কর্ত্তা গিন্নী কে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম মকার-বাবা মকার-মা রাম রাম।

হরি। মকার-বাবা কে? ভুলে গেলুম।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, সেই যে গো! রাম রাম সীতারাম, মাণ্ডূক্য শ্রুতি যাকে ব'লেছেন—এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞঃ—ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের (প্রসবিতা) কারণ; এতেই স্থূল সূক্ষ্ম সকলভূত বিলীন হ'য়ে যায় রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

মণির ঝলকের মত তাতে স্পন্দন উঠ্‌লো 'আমি বহু হ'ব জন্মাবো', অম্‌নি মকার-মা তাড়াতাড়ি জেগে গান ধ'র্‌লেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। মকার মা হয় কি ক'রে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

গৌরবর্ণা মকার-মা পরমপদে জলতরঙ্গের ন্যায় বর্ণ, পদ, বাক্য রচনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে শব্দ সৃষ্টি ক'র্‌লেন "গৌরীর্মিমায়" ওঙ্কাররূপে একপদী হ'য়ে আকাশের বুকে খেলা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, তারপর ব্যাহৃতি ও সাবিত্রীরূপে দ্বিপদী হ'লেন. পরে ঋক্ যজুঃ

সাম অথর্ব্ব চার বেদ হ'লেন, অনন্তর ছয় বেদাঙ্গ ও পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে অষ্টপদী হ'লেন, অনন্তর মীমাংসা-ন্যায়-সাংখ্য-যোগ-পঞ্চরাত্র-পাশুপত-আয়ুর্ব্বেদ-ধনুর্ব্বেদ-গন্ধর্ব্ববেদরূপে নবপদী হ'য়ে আবির্ভূত হ'লেন রাম রাম সীতারাম, পরে অনন্ত বাক্‌সন্দর্ভরূপে সর্ব্ববর্ণময়ী, সর্ব্বধ্বনিময়ী এই সহস্রাক্ষরা বাগ্‌দেবী পরমব্যোম হ'তে আবির্ভূত হ'লেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

কখন বা "অরে অস্য মহতো ভূতস্য" সেই পুরুষোত্তমের নিশ্বাসের ন্যায় ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণবিদ্যা, রহস্য-বিদ্যা শ্লোকসকল, সূত্র-সমুদয়, অনুব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যাসমূহ আবির্ভূত হন্ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। তা বলে এ পুরাণ ইতিহাস নয়!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ঋষিবাবারা তো সীতারাম নিজেরা কিছু করেন নি, স্মরণ ক'রেছেন, বেদব্যাসবাবা যা ব'লেছেন, তা তো তিনি স্মরণ ক'রেই ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম। শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁর ভাষ্যে এই সব পুরাণের প্রমাণ দিয়েছেন রাম রাম সীতারাম। যা কিছু বেদাদি শাস্ত্র, শব্দরাশি সব 'মকার-বাবা' আর 'মকার-মা' রাম রাম সীতারাম।

হরি। এর মধ্যে মকার-বাবা কে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম পরা বাক্‌ই মকার-বাবা। পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী এরা মকার-মা। রাম রাম সীতারাম, এই ভাবে শব্দজগৎ হ'ল। রাম রাম সীতারাম তারপর 'ওঁ নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং' (যোগ-চূড়ামণি) নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জন নিরাখ্যাত অনাদি-নিধন এক তুরীয় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান পরিবর্ত্তমান সর্ব্বদা অনবচ্ছিন্ন সত্য জ্ঞান অনন্ত পরব্রহ্ম পরপ্রণব, তা হ'তে জ্যোতি-র্ম্ময়ী পরাশক্তি জাত হ'লেন। সেই আত্মা হ'তে আকাশ, আকাশ হ'তে বায়ু, বায়ু থেকে আগুন, অগ্নি থেকে জল, জল হ'তে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধী, তা থেকে অন্ন, অন্ন হ'তে পুরুষ জয়

জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম। পৃথিবীতে আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, ভূত, প্রেত, মানব, দানব, নদী, সমুদ্র যা কিছু আছে সব ঐ মকার-বাবা আর মকার-মা জয় জয় সীতারাম জয় সীতারাম। মানুষের দেহের মধ্যে ঐ মকার-বাবা মকার-মা মিলে কুণ্ডলিনী হ'য়ে দেহটা ধ'রে রইলেন, নাদাত্মার দ্বারা জেগে উঠে যখন নিরাময় পরমপদের দিকে এগুতে লাগ্‌লেন, তখন তিনি পুরুষরূপ হ'লেন, তাঁর নাম জীবাত্মা হ'ল, সব সেই মকার-বাবা রাম রাম সীতারাম, জগতে যা কিছু সব দুজনে মিলে হ'য়েছে।

হরি। তোমার মকার-বাবা আর মকার-মাকে কি ক'রে চিন্‌বো?

ক্ষেপা। যা দেখা যায় তাই মকার-মা, যা দেখা যায় না তা হ'ল মকার-বাবা রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম। পৃথিবী চরাচর ভূতের রস (উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ), জলরাশি পৃথিবীর রস, ওষধি সকল জলরাশির রস, নরশরীর ওষধির রস, বাক্ মনুষ্যদেহের রস, ঋঙ্‌মন্ত্র বাকের রস (সার), সাম ঋঙ্‌মন্ত্রের রস, উদ্গীথ ওঙ্কার সামমন্ত্রের রস, সেই ওঙ্কার সকল রসের মধ্যে রসতম পরমাত্মার স্থান এবং অষ্টম। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

তোমাকে আগেও ব'লেছি—শব্দ হ'তে জগতের সৃষ্টি হ'য়েছে, পরমব্যোম পরমপদে স্পন্দন 'আমি বহু হব জন্মাব', তখন ওঙ্কাররূপিণী শব্দময়ী পরমা প্রকৃতি জেগে ওঠেন, সেই শব্দময় পরমাণু হ'তে বায়ু, বায়ু স্থূল হ'য়ে আগুন, আগুন স্থূল হ'য়ে জল, তা স্থূল হ'য়ে পৃথিবী—এভাবে স্থূল ভূতসকল সৃষ্ট হয়। তা থেকে আধিদৈবিক চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দেবগণ; আধিভৌতিক মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, সাগর, ভূধর, নদ, নদী, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ আদি ধাতুসকল এবং আধ্যাত্মিক কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, ইন্দ্রিয়নিচয় সৃষ্ট হয়। মূল হ'ল ওঙ্কারনাদ। উপনিষদ ওঙ্কারনাদকে প্রাণ-স্পন্দন ব'লেছেন। তাই পুরুষোত্তম ওঙ্কারই রয়ি প্রাণ অন্ন অন্নাদ

ভোগ্য ভোক্তা—প্রকৃতি পুরুষ—সোম অগ্নি ইত্যাদি নানা রূপে নানা নামে লীলা ক'চ্ছেন। কর্ত্তাই গিন্নীর অভিলাষ ক'রে দুজন হ'লেন, আপনার দেহকে দুভাগ ক'রে পতি-পত্নী হলেন, কর্ত্তার অসম্পূর্ণ শরীররূপ আকাশ গিন্নীর দ্বারা পূর্ণ হ'ল, কর্ত্তা গিন্নীতে রমণ ক'র্লেন। ব্যস্, মানুষ হ'ল। গিন্নী লজ্জায় জড় সড় হ'য়ে গাভী হ'লেন। কর্ত্তা ষাঁড় হয়ে···ব্যস্, তাতে গরুসকল জন্মাল। গিন্নী তাতাতাড়ি ঘুঁড়ী, কর্ত্তা ওম্নি ঘোড়া। ব্যস্ রাশি রাশি ঘোড়া। এমনি করে খচ্চর, গাধা, ছাগল, ভেড়া, কত ব'ল্বো সীতারাম, মায় পিঁপড়ে পর্য্যন্ত ঐ কর্ত্তা গিন্নী হ'লেন।

কর্ত্তা গিন্নী ছাড়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নাই। গিন্নীটি একটু চঞ্চলস্বভাবা, বড় নাচ পায় যখন, ধেই ধেই ক'রে নাচেন—কর্ত্তাকে বুক পেতে দিতে হয়। হাঁ কর্ত্তার দুটি গিন্নী, ছোটটি নাচ্‌তে নাচ্‌তে যখন কর্ত্তার কাছ্ থেকে বাচ্ছা কাচ্ছা নিয়ে দূরে চ'লে যান, তখন বাচ্ছাদের কেমন নেশা হয়—সব ভুলে যায়। বাচ্ছাগুলো ভুল ভুল খেলায় বাবা ও বড়মাকে ভুলে গিয়ে আছাড় কাছাড় ক'রে কাঁদতে থাকে, ওরে বাপ্‌রে গেলুমরে, ওরে আমি অনেক হবো না, এক হবোরে! ঠাকুর আমার তাদের এক কর্‌বার জন্য বেদ-তন্ত্র-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি রূপ ধ'রে ডাকেন—আয় আয় ওদের ধ'রে চলে আয়! রাম রাম সীতারাম, বাচ্ছারা তাদের ধ'রে ঢুকে পড়ে অন্দরমহলে। যে তা না পারে, সে দৃঢ়ভাবে নাম ধরে। কর্ত্তা গিন্নী তাকে একবারে আপনার নিভৃত নিকুঞ্জে নিয়ে গিয়ে গান শোনাতে থাকেন রাম রাম সীতারাম।

আর বাচ্ছা গান শুন্‌তে শুন্‌তে গলে যায়, একবারে যেন মা গঙ্গা জয় জয় জয় সীতারাম!

বড় ধুম লেগেছে হৃৎকমলে।
মজা দেখিছে আমার মন পাগলে॥
হ'তেছে পাগলের মেলা ক্ষেপাতে ক্ষেপীতে মিলে।
আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী পড়্‌ছে ঢলে॥

দেখে অবাক্ লেগেছে তাক্ ইন্দ্রিয় আর রিপুদলে।
পেয়ে সুযোগ এই গোলযোগ জ্ঞানের কপাট গেছে খুলে॥
প্রেমিক পাগল, বলে সকল তা ব'লে আমার জ্ঞান কি টলে।
যার পিতা মাতা বদ্ধ পাগল, ভাল হয় কি তাদের ছেলে॥
শোন মা তারা ভূভারহরা
এই বেলা মা রাখ্‌ছি ব'লে।
যখন ভাসব জলে অন্তকালে
তনয় ব'লে করিস কোলে॥

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। এই সব সাত পাঁচ ভেবে চিন্তে কি যেন গোলমাল…, আমি একটু নাচ্‌বো রাম রাম সীতারাম।

হরি। কোথাকার পাগল রে!

ক্ষেপা। ভবে পাগল নয় কে-রে!
তুমি পাগল, আমি পাগল, পাগল তো সবাই রে॥
বিষয় নিয়ে পাগল হ'য়ে ভাস সদা আঁখিনীরে।
গুরু ব'লে হ'লে পাগল শান্তিধারা বয় রে॥
সুখের পসরা ল'য়ে বেড়ান গুরু দ্বারে দ্বারে,
নিবনা নিবনা ক'রে, থাকো সদা দূরে দূরে॥
ভবের সুখ দুঃখ লয়ে আর তুমি থেকোনা রে।
(তোর) দুঃখ সুখের বিষম বোঝা, চাপিয়ে দেরে গুরুর ঘাড়ে।
যেখানে সেখানে থাক, ডাক সদা গুরু ব'লে।
ছুটে এসে নিয়ে কোলে দিবে প্রবোধ রে॥

(ক্ষেপা 'রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম' ব'লে নাচ্‌তে লাগ্‌লো।)

হরি। আরে আরে থামো, এখনও আমার কথা শেষ হয়নি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, কি সীতারাম?

হরি। তোমার কর্ত্তা গিন্নী কোথায় কি ক'রলেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম সীতারাম হাঁ, কর্ত্তা তিনভাগ হ'লেন—অ, উ, ম—অকার পৃথিবী, উকার অন্তরীক্ষ, আর মকার দ্যুলোক রাম

রাম সীতারাম। তিনজনে মিলে মিশে থাকেন। উকার-মকারকে দেবে দিয়ে যখন "অকার-বাবা" উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন সেখানে অকার-বাবা ছাড়া আর কিছু আছে সে দেশের লোক জানে না, বিশ্বাস ক'রতে পারে না।

আমেরিকা, বিলাত, আরব ইত্যাদি দেশ হ'ল—অকার-বাবার খাস্ মহল। তারা অকার ভিন্ন আর কিছু চায় না। তবু দয়াময় মকার-বাবা যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি সেজে গিয়ে বলেন—ওরে আমি আছিরে, আমাকে ডাক! যারা সেকথা শোনে তাদের কল্যাণকামনায় মকার-বাবা বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সাজেন।

উকার-মকার-বাবার খাস্‌মহল ভারত, তার মধ্যে মকার-বাবার নিভৃত কুঞ্জ হ'ল—কাশী, পুরী, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থসকল। এই পুণ্যভূমিতে যাঁরা জন্মেন, তাঁদের জন্ম-জন্মান্তরের বহু পুণ্য ছিল—একথা শাস্ত্র বলেন। দেবগণও এই পবিত্র ভারতে জন্মাতে ইচ্ছা করেন।

প্রথমে যখন পাগ্‌লী নেচে নেচে সত্যযুগ আনলেন, তখন—

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্‌ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥ ৪৮

—শ্রীমদ্ভা ৯।১৪

পূর্ব্বে কৃতযুগে সমস্ত বাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ, নারায়ণ একমাত্র দেবতা, লৌকিক অগ্নি ও একমাত্র হংসনামক বর্ণ ছিল, তখনকার উপায় ধ্যান।

ত্রেতাযুগে পুরুরবার নিকট বেদত্রয় আবির্ভূত হয়েছিলেন। সত্যযুগে সকলে সত্ত্বপ্রধান ধ্যাননিষ্ঠ। রজঃপ্রধান ত্রেতাযুগে বেদাদি বিভাগের দ্বারা কর্ম্মমার্গ প্রকট হয়।

ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, মনুসংহিতা আদি ধর্ম্মসংহিতা আত্মপ্রকাশ করেন রাম রাম সীতারাম। ত্রেতাযুগেই ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য শ্রীরামের অপরমূর্ত্তি শ্রীরামায়ণ আবির্ভূত হন।

তারপর দ্বাপরে মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত আদি পুরাণসকল

লোকোদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হন, শ্রীমদ্‌রামায়ণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রীভগবানের বাঙ্ময় শরীর।

দ্বাপরে পূজার দ্বারা মানুষ কৃতার্থ হ'তেন। কলির জন্য ঋষিগণ নামের কথা শাস্ত্রে ব'লেন এবং সাধু ভক্তগণ শ্রীনামকীর্ত্তন করত পরমানন্দ ভোগ ক'রেছেন, বর্ত্তমানে শ্রীনামকীর্ত্তন ক'রে পরমানন্দ ভোগ ক'র্‌ছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হাঁ মকার-বাবা এই শাস্ত্র রক্ষা কর্‌বার জন্য বশিষ্ঠাদি মুনি-গণকে পাঠালেন, তাঁরা এবং তাঁদের বংশধরগণ এই শাস্ত্র রক্ষা ক'রে আস্‌ছেন।

প্রথম নারায়ণ, ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুক, গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ, শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁর শিষ্য—

দশনামী সন্ন্যাসী

—শঙ্করাচার্য্য—

স্বরূপাচার্য্য		পদ্মাচার্য্য		তোটকাচার্য্য			পৃথ্বীধরাচার্য্য		
তীর্থ	আশ্রম	বন	অরণ্য	গিরি	পর্ব্বত	সাগর	সরস্বতী	ভারতী	পুরী

—এঁরা জ্ঞানমার্গের রক্ষক।

শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী,—ভক্তিমার্গ, শ্রীসম্প্র-দায়ের কাকুৎস্থ শ্রীরাম, শ্রীসীতা, শ্রীবিষ্বক্‌সেন, শ্রীশঠ্‌কোপ, শ্রীনাথমুনি, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ মুনি, শ্রীরামমিশ্র, শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীমহাপূর্ণাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীকুরেশ, শ্রীমাধবাচার্য্য, শ্রীবোপদেব, শ্রীদেবাধিপাচার্য্য, শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য, শ্রীগঙ্গাধরাচার্য্য, শ্রীরামেশ্বরাচার্য্য, শ্রীদ্বারানন্দাচার্য্য, শ্রীদেবানন্দাচার্য্য, শ্রীশ্রিয়া-নন্দাচার্য্য, শ্রীহরিয়ানন্দ, শ্রীমদ্‌রাঘবানন্দ, শ্রীজগদ্‌গুরু ভাষ্যকার রামানন্দাচার্য্য।

শ্রীমধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী, শ্রীকৃষ্ণ (নারায়ণ), শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাসদেব, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীনরহরি, শ্রীমাধব, শ্রীঅক্ষোভ, শ্রীজয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, শ্রীদয়ানিধি, শ্রীবিদ্যানিধি, শ্রীরাজেন্দ্র, শ্রীজয়ধর্ম্ম, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীব্রহ্মণ্য, শ্রীব্যাসতীর্থ, শ্রীলক্ষ্মীপতি, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীরুদ্র সম্প্রদায়—শ্রীমহারুদ্র—শ্রীবিষ্ণু স্বামী……

শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীবিট্‌ঠল নাথ।

শ্রীসনক সম্প্রদায়—শ্রীনারায়ণ, শ্রীহংস, শ্রীসনকাদি, শ্রীনারদ, শ্রীনিবাস, শ্রীবিশ্বাচার্য্য, শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য, শ্রীবিলাসাচার্য্য, শ্রীস্বরূপাচার্য্য, শ্রীমাধবাচার্য্য শ্রীবলভদ্র আচার্য্য, শ্রীপদ্মাচার্য্য, শ্রীশ্যামাচার্য্য শ্রীগোপালাচার্য্য, শ্রীকৃপাচার্য্য, শ্রীদেবাচার্য্য, শ্রীসুন্দর ভট্ট, শ্রীপদ্মনাভ ভট্ট, শ্রীউপেন্দ্রভট্ট, শ্রীরামচন্দ্র ভট্ট, শ্রীবামন ভট্ট, শ্রীকৃষ্ণ ভট্ট, শ্রীপদ্মাকর ভট্ট, শ্রীশ্রবণ ভট্ট, শ্রীনিম্বাদিত্য।

এই চারি সম্প্রদায়—বৈষ্ণব সম্প্রদায়, এঁরা ভক্তিধর্ম্ম প্রচার এবং ভক্তিশাস্ত্র রক্ষা ক'রছেন।

কাশ্যপ শাণ্ডিল্য বশিষ্ঠ ভৃগু ভরদ্বাজ গৌতম প্রভৃতি মুনি-গণের বংশধরগণ ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ রক্ষা ক'রে আসছেন। অধুনা বাঙ্গালায় শাস্ত্ররক্ষক—ভাটপাড়ার পণ্ডিতবৃন্দ, তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজ, নবদ্বীপের শাস্ত্রগতপ্রাণ পণ্ডিতগণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তমণ্ডলী।

কলিকাতায়—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা, শাস্ত্রধর্ম্মপ্রচারসভা ও শাস্ত্রগতপ্রাণ পণ্ডিতমণ্ডলী, বলরাম-ধর্ম্মসোপান এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ।

পুণ্যভূমি, উদ্বোধন, ভারতাজির, ট্রুথ, দেশ, উজ্জীবন, সুদর্শন, শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর প্রভৃতি ধার্ম্মিক পত্রগুলি বিশেষভাবে, যুগান্তর, অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, বসুমতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার ও উৎসাহ দান ক'রে শাস্ত্র রক্ষা ক'চ্ছেন,

আরও অন্যান্য বহুস্থানে অগণ্য শাস্ত্রগত প্রাণ পণ্ডিতমণ্ডলী শাস্ত্র রক্ষা ক'র্ছেন। ৺কাশীধামে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ও শাস্ত্রগতপ্রাণ পণ্ডিতসমূহ, প্রয়াগে শ্রীবৈষ্ণব সম্মেলন এবং ভাগবতী কথার অনুপম অখণ্ড উৎস শ্রীমৎ প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীবাবা, অযোধ্যায় শ্রীরামভক্ত অগণ্য পণ্ডিতগণ, মিথিলায় শাস্ত্রগত প্রাণ পণ্ডিতবৃন্দ, গোরক্ষপুরে কল্যাণ-সম্পাদক শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার, শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী, শ্রীজয়দয়াল গোয়েঙ্কা প্রভৃতি শাস্ত্রগত প্রাণ ভক্তমণ্ডলী, ব্রহ্মাবর্ত্তে শ্রীমদ্ শঙ্করানন্দ স্বামী, অন্ধ্রে গুণ্টুরে—রামনামক্ষেত্রম্, আঙ্গুলকুদুরুতে শ্রীমদ্ দাসশেষজী—আমরা কত জনকে চিনি বা কত মহিমময় শাস্ত্ররক্ষকের নাম জানি! ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু জানি বল্লাম।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতযুদ্ধের পর ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। তাঁর স্বধামে গমনের পর আচার্য্যগণ ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষা ক'রে আস্ছেন। কালক্রমে ক্ষেপী নাচ্‌তে নাচ্‌তে এগিয়ে আস্তে লাগ্‌লো আর্য্যগণের হাত হ'তে ভারত মুসলমানগণের করতলগত হয় রাম রাম সীতারাম, তার দ্বারা ক্রমে ভারতে মালিন্য এসে উপস্থিত হ'ল, ব্রাহ্মণগণের দাসত্ব ক'র্বার ইচ্ছা জাগ্‌লো, কেহ কেহ দাসত্ব ক'র্তে লাগলেন। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন এঁরা ব্রাহ্মণ হ'য়েও মুসলমানের দাসত্ব ক'রেছিলেন। ক্রমে ক্ষেপীর নৃত্যে ভারত অকারের খাস্‌মহলবাসী ইংরাজবাবাদের হস্তগত হ'ল। তাঁরা ভারতের সর্ব্বস্ব বেদাদি শাস্ত্র ভারত থেকে নিয়ে গেলেন, কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র যেভাবে অধ্যয়ন ক'র্তে হয় তা ক'র্লেন না; বেদের অস্থি চর্ব্বণ ক'রে নিজের মুখ কেটে গেল, সেই রক্ত পান ক'র্লেন এবং প্রসাদ দিলেন রাম রাম সীতারাম।

হরি। বেদের হাড় চিবুনো কেন ব'ল্‌ছো?

ক্ষেপা। রাম রাম আগে এ কথা ব'লেছি—ব্রাহ্মণবালক গর্ভাষ্টমে উপনীত হ'য়ে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দ জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ প'ড়তেন। এই বেদ প'ড়্‌তে বার বৎসর লাগে। তারপর তারা সমাবর্ত্তন ক'রে গৃহী হ'তেন।

এই সমগ্র বেদাদি শাস্ত্রসমূহ পাঠ ক'রেও শ্বেতকেতু নারদপ্রভৃতি পূর্ণজ্ঞান লাভ ক'র্‌তে পারেন নাই।

সাদা-বাবারা যথেচ্ছভাবে বেদ অধ্যয়ন করত বেদ ব্যাখ্যা ক'রে যা মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন তা শুন্‌লেও পাপ হয়। তারপর তাঁরা অপৌরুষেয় বেদ উপনিষদের বয়ঃক্রম নির্ণয় করত এঁদের অপৌরুষত্ব-খণ্ডনে প্রয়াস ক'রেছেন, তাঁদের শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্যে—ভারতের বেদাদি শাস্ত্রের দোষ আবিষ্কার ক'রে এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করত তার মূল দৃঢ় করা। সব অকার-বাবার কীর্ত্তি।

অবশ্য উড্‌রফ্‌ প্রভৃতি ভারতের বেদ-তন্ত্রাদিতে প্রকৃত অনুরাগী অনেক সাহেব ছিলেন, হয়ত এখনও আছেন।

যাক্‌ উকার-মকারের খাস্‌মহল অধ্যাত্মরাজ্যের চূড়ামণি জ্ঞানবিজ্ঞানের পুণ্যনিকেতন মুক্তির পরমক্ষেত্র ভারত অকার-বাবার হস্তগত হ'ল। অকারসেবকগণ ভারতে প্রবেশ ক'রে ধীরে ধীরে ছড়াতে লাগ্‌লেন অকারের বিষাক্ত পরমাণু। রাজী শিক্ষা-দীক্ষায় চালচলন আচারব্যবহারে আর্য্যসন্তান ভুলেন আপনাদের সেই প্রাচীন জীবনের আদর্শ, ভুলে গেলেন কি জন্য মানবদেহ পেয়েছেন। শাস্ত্রশাসন চলে গেল। যে ব্রাহ্মণ দেহ তপস্যার জন্য তাঁরাও তা বিস্মৃত হ'য়ে অকার-লাভের জন্য উন্মত্ত হলেন।

ইলেকট্রিক্‌ আলো, ফেনের বাতাস, কলের রাজস ভেজাল খাদ্যদ্রব্য, রাজসগণের সঙ্গ-ক্রমে পুণ্যভূমি ভারতকে যেন ভোগভূমিতে পরিণত ক'র্‌ল।

শুধু ভোগ, শুধু ভোগ! আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভোগের জন্য ছুট্‌লেন। স্বর্গের সুষমা বিশ্বজননী—নন্দনের ফুল্লজাত ভারতরমণীকে টেনে স্কুল-কলেজে নিয়ে যাওয়া হ'ল। হায়, গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী উকিলের সাজ প'রে ওকালতি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, সারা ভারতে শুধু ভোগ, ভোগ! শাস্ত্র লুপ্ত হ'ল, মহাভারত রামায়ণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র খণ্ডিত হ'য়ে রক্ষক-

গণ উপহসিত হ'তে লাগ্‌লেন। শাস্ত্র কিছু নয়, সব ব্রাহ্মণগণের উদরভরণের উপায়, ভগবান্ মনুকেও আঘাত ক'র্‌তে মকার-সেবীগণ পশ্চাদ্ পদ হ'লেন না, রঘুনন্দন আহত হ'লেন, দেবতা-শাস্ত্র-দেবমন্দির-ব্রাহ্মণ-গো নিপীড়িত হ'ল, অবাধে মকারসেবী নাস্তিকগণ শাস্ত্রকে দলিত ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

এ দুর্দ্দিনে শাস্ত্ররক্ষকগণ সাধারণকে শাস্ত্রপথে চল্‌বার জন্য তাদের পশ্চাদনুসরণ ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন; তাঁরা কেউ শাস্ত্রপানে চাইলেন না, বরং শাস্ত্ররক্ষক ও শাস্ত্রকে উপহাস ক'র্‌তে লাগ্‌লেন; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল জয় জয় রাম সীতারাম।

শাস্ত্রঅপমানে ভারতে মহাদুর্দ্দিন এসে উপস্থিত হ'ল। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা আহ্নিক ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌লেন। তাঁদের আদর্শে ক্ষত্রিয় বৈশ্য তাঁরাও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ছাড়্‌লেন। শূদ্রগণ কেউ কেউ ব্রাহ্মণআচারে তৎপর হ'লেন। পুত্র পিতৃ-মাতৃ-সেবা ভুল্‌লেন, নারী পতিসেবা ভুলে নটী সেজে যথেচ্ছাচারিণী হ'য়ে নেচে নেচে বেড়াতে লাগ্‌লেন। দেবসেবা অতিথিসেবা সাধুসেবা গৃহস্থের গৃহ হ'তে চিরবিদায় নিল। শুধু ভোগ শুধু ভোগ আর শাস্ত্রদলন! রাম রাম সীতারাম

জাগো গুরো জাগো ত্রিলোচন।
কতদিন আর মহাযোগে রবে অচেতন॥
যায় ধরা রসাতলে
নাস্তিকদলে—দলে
ধর্ম্ম মহাধন॥
এবে যশ অর্থ নারীপদে
করেছে সব আত্মসমর্পণ॥
কেহ স্বার্থসিদ্ধি আশে
সাজিয়ে গুরুর বেশে
করে ধর্ম্ম বিনাশন॥
জাগো জাগো জাগো
শূলী

ঐ যা খাই হারিয়ে গেল রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

(ক্ষেপা ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে লাগ লো।)

হরি। আরে থামো থামো, আমার কথা শেষ হয়নি, তোমার কি বাই এর ছিটু আছে ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম নইলে লোকে ক্ষেপা ব'ল্‌বে কেন রাম রাম সীতারাম ?

হরি। তারপর কি হ'ল ?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবানামমু প্রভৃতি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রসকলেরও বিকৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ হ'ল। ভারতের বড় দুর্দ্দিন, শাস্ত্র যায়—শাস্ত্র যায় ! এমন সময় তুমি এলে প্রিয়।

হরি। আমি এসে কি কর্‌লুম ?

ক্ষেপা। রাম রাম তুমি শ্রীভগবানের করুণাঘন মূর্ত্তি ধ'রে জ্যোতিরাশি নিয়ে নেমে এলে, এই শাস্ত্রনদীর বেগ বাড়াবার জন্য বাঁধ দিলে, এসেই রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীভগবানের শরীর তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে রক্তের স্রোতে বহালে। বিশ্বপূজ্য শাস্ত্ররক্ষক ব্রাহ্মণগণের বক্ষে সজোরে পদাঘাত ক'রলে। তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, তাই তুমি তাপসকুলসম্ভূত শাস্ত্ররক্ষক ভূদেবমণ্ডলীর পৃষ্ঠে অজস্র কশাঘাত ক'র্‌তে লাগলে। শ্রীভগবানের অপরমূর্ত্তি পরমানন্দের অনন্ত উৎস ভগবৎপরায়ণ বিশ্বকল্যাণনিরত সাধুগণের পৃষ্ঠে দারুণ কশাঘাত ক'রে তাঁদের মহিমা প্রচার ক'র্‌লে, তাঁরা হেসে ব'ল্লেন—তোমার কল্যাণ হোক্, তুমি শান্তিলাভ কর।

প্রিয়তম ! তোমার জ্যোতিতে শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলী শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম জেনে স্ব-স্ব অধিকার অনুসারে শান্তির পথে অগ্রসর হবেন, পরম পবিত্র শাস্ত্রনদীর বেগ বাড়্‌বেই, বাঁধ কোথায় চ'লে যাবে, শাস্ত্রনদীতে সজ্জনগণ ভক্তি-নৌকায় আরোহণ ক'রে প্রিয়তমের প্রেমপারাবারের দিকে যাত্রা ক'র্‌বেন, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণগণ **"শাস্ত্র রক্ষা ক'র্‌বেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হবে।"**

নাথ! প্রাণেশ্বর, কি ব'লে তোমার স্তব ক'র্‌বো!

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

ক্ষেপা কৃতাঞ্জলিপুটে

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায়
ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়
তস্মৈ ন-কারায় নমঃ শিবায়॥
শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে॥

—ব'লে দণ্ডবৎ হ'য়ে হরিদাসবাবুকে প্রণাম ক'রে 'রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম' ব'লে ধেই ধেই ক'রে নাচতে লাগ্‌লো। হরিদাসবাবু অনেক চেষ্টা ক'রেও ক্ষেপার নাচ থামাতে পার্‌লেন না, ক্ষেপা নাচ্‌ছে আর গাইছে—

জয় জয় রাম সীতারাম।
জয় জয় রাম সীতারাম॥
শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।
শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম॥
জয় সীতারাম।

শ্রীরণছোড় আশ্রম
দ্বারকা
২৩।৫।৬৭

ওঁ নমো ব্রহ্মরূপায় শান্তায়
সমত্বেন সদোদিতায়
পূর্ণায় চিদ্‌বিলাস-
বিলাসায় ওঙ্কারায়
নমো নমঃ ॥